দি অটোবায়োগ্রাফি অব

বার্ট্রান্ড রাসেল

(১৯১৪-১৯৪৪)

অনুবাদ | আব্দুল হাই

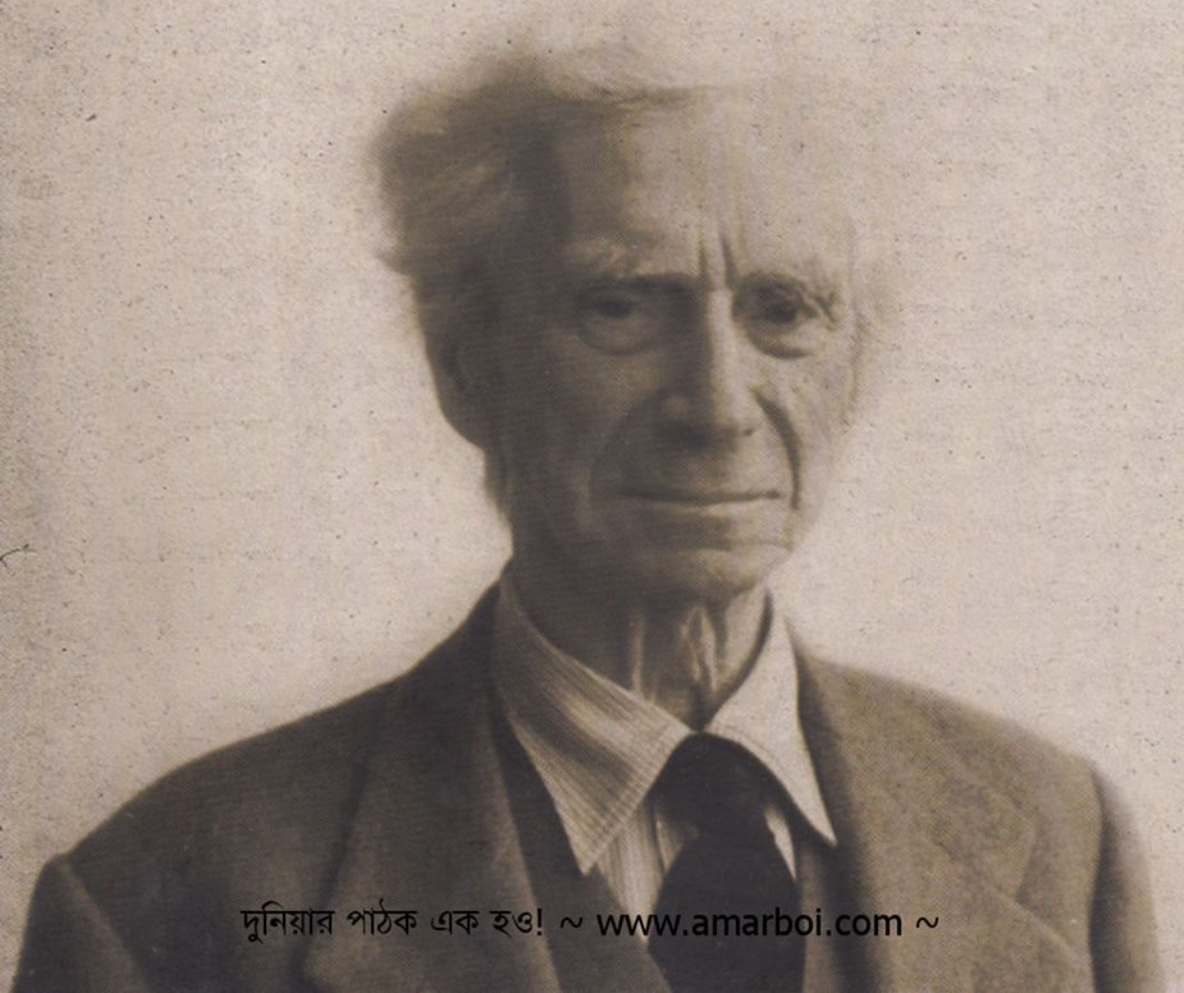

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দি অটোবায়োগ্রাফি অব বার্ট্রান্ড রাসেল

১৯১৪-১৯৪৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দি অটোবায়োগ্রাফি অব বার্ট্রান্ড রাসেল
১৯১৪-১৯৪৪

অনুবাদ

আব্দুল হাই

ঐতিহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দি অটোবায়োগ্রাফি অব বার্ট্রান্ড রাসেল : ১৯১৪–১৯৪৪
অনুবাদ : আব্দুল হাই

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
চারশত বিশ টাকা

THE AUTOBIOGRAPHY OF BARTRAND RASEL : 1914-1944.
Translated by Abdul Hai. Published by Oitijjhya.
Date of Publication : February 2013.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright@2012 Abdul Hai
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 420.00 US$ 13.00
ISBN 978-984-776-119-0

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ/০৭
রাশিয়া/৭০
চীন/৯৭
দ্বিতীয় বিবাহ/১২২
টেলিগ্রাফ হাউসের শেষ বছরগুলো/১৫৯
আমেরিকা/১৮০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

উনিশশো দশ সাল থেকে উনিশশো চৌদ্দ সাল ছিল উত্তরণের যুগ। আমার উনিশশো দশ সাল পূর্ব জীবন ও উনিশশো চৌদ্দ সাল উত্তর-জীবন ছিল স্পষ্টতই পৃথক। মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ও পরে ফস্টসের জীবনের মতোই আমার জীবনেও স্পষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়। আমি পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ার অধীন ছিলাম। অটলিন মরেল এর সূচনা করলে যুদ্ধ তা সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে যে যুদ্ধ কোনো লোককে পুনর্জীবন দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে আমার পূর্বধারণাগুলো দূর হয়ে যায়, এবং আমি কিছু মৌলিক প্রশ্নে ভাবতে থাকি। তা ছাড়া আমি নতুন ধরনের কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা পাই। আমি একঘেয়ে ভাব কাটিয়ে উঠি এবং নিজেকে অ-অতিপ্রাকৃতিক ফস্ট হিসেবে ভাবতে থাকি।

জুলাই মাসের শেষ দিকের দিনগুলো গরম ছিল। আমি তখন কেমব্রিজে ছিলাম। সেখানে আমি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে ইয়োরোপ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মতো অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে যুদ্ধ বেধে গেলে ইংল্যান্ড তাতে জড়াবেই। আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে ইংল্যান্ডের নিরপেক্ষ থাকা উচিত। এর জন্যে আমি অনেক অধ্যাপক ও ফেলোর স্বাক্ষর সংগ্রহ করি। তা মানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে দিন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয় সেদিন তাদের সবার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। পেছন ফিরে তাকিয়ে এটাই মনে হয় যে কী ঘটতে যাচ্ছে কেই তা বুঝতে পারেনি। রোববার, দ্বিতীয় আগস্ট, আমি কেইনকে ট্রিনিটির মহান কোর্ট অতিক্রম করে যেতে দেখি। তিনি লন্ডন যাবার জন্য তার শ্যালকের কাছে মোটরসাইকেল চাইতে গিয়েছিলেন। এখন আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যে সরকার তার কাছে অর্থনৈতিক পরামর্শ চেয়েছিল। এর ফলে আমি বুঝতে পারি যে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সোমবার আমি লন্ডন যাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমি বেডফোর্ড স্কোয়ারে মেবরেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে দুপুরের আহার গ্রহণ করি। আমি দেখতে পাই যে অটলিনের চিন্তাভাবনা আমার মতোই ছিল। তিনি হাউসে বক্তব্য দেবার জন্য ফিলিপসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলেন। আমি স্যার এডওয়ার্ড গ্রে-র বিখ্যাত বর্ণনা শুনার জন্য হাউসে যাই। কিন্তু জনতার ভিড় এতটা প্রকট ছিল যে আমি ঢোকার সুযোগ পাইনি। আমি জানতে পেরেছিলাম যে ফিলিপ যথাযথভাবেই তার বক্তব্য দিতে পেরেছিলেন। আমি ট্রাফালগার স্কোয়ারের আশপাশে হেঁটেই সন্ধ্যাকাল কাটিয়ে দিই। আমি জনতার মধ্যে উৎসাহ দেখতে পাই। যুদ্ধে অর্জনের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে পরবর্তী দিনগুলোতে জনগণকে আনন্দিত দেখি।

আমি জনতার মধ্যে উৎসাহ লক্ষ করি। আমি অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করি যে সাধারণ পুরুষ ও মহিলা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে আনন্দিত ছিল। অন্যান্য শান্তিবাদীদের মতো আমি বুঝতে পারি যে মেকিয়াভেলীয় বা একনায়ক সরকার জনগণের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। আমি পূর্ববর্তী বছরগুলোতে লক্ষ করেছিলাম যে এডওয়ার্ড গ্রে যুদ্ধের ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের ব্যাপারে জনগণকে অন্ধকারে রাখার জন্য মিথ্যা বলতেন। আমি ভেবেছিলাম যে জনগণ তার মিথ্যা বক্তব্যের ব্যাপারে অবগত হলে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করবে। কিন্তু আমি দেখতে পাই যে জনগণ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। কারণ তারা বুঝতে পারে তিনি তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

৪ আগস্ট সকালে আমি অটলিনের সঙ্গে ব্রিটিশ জাদুঘরের পেছনে খালি রাস্তার এধার ওধার ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আমরা অস্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আলাপ করলে তারা আমাদের পাগল ভাবে। তথাপিও এটা বেরিয়ে আসে যে আমরা প্রকৃত সত্যের চেয়েও অনেক বেশি আশাবাদী কথাবার্তা বলছিলাম। জর্জ ট্রেভেলিয়নের সঙ্গে বিতর্ক শেষে ৪ আগস্টের সন্ধ্যায় আমি গাহাম ওয়ালেসের সভাপতিত্বে নিরপেক্ষ কমিটির সভায় যোগদান করি। সভায় একবার হাততালির বিকট শব্দ শোনা গেল। কমিটির প্রাচীন সদস্যরা একে জার্মান বোমার শব্দ বলে ধরে নেন। এর ফলে তাদের নিরপেক্ষতার অবসান হলো। যুদ্ধের প্রথম দিকের দিনগুলো আমার কাছে আশ্চর্য মনে হলো। হোয়াইটহেডের মতো আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুও যদ্ধোন্মাদনায় পতিত হলেন। জে এল হেমন্ডের মতো মানুষও বহু বছর ইয়োরোপীয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখার পর বেলজিয়ামের ছোঁয়া পেয়ে পা ঠিক রাখতে পারেনি। আমি স্টাফ কলেজের মিলিটারি বন্ধুর কাছ থেকে দীর্ঘদিন শুনে আসছিলাম যে বেলজিয়াম অবশ্যই যুদ্ধে জড়াবে। আমি ভাবিনি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারণাকারীরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অজ্ঞ থাকবেন। জাতীয় পত্রিকাগুলো প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার স্টাফদের জন্য একত্রে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করত। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার আগস্টের লাঞ্চে যোগ দিই। সম্পাদক মেসিংহামকে আমি যুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করতে দেখি। ওই চিন্তাধারা অনুযায়ী তিনি তার পত্রিকায় আমার লেখার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। পরবর্তী দিন তার একটি চিঠি পাই। তিনি এভাবে আরম্ভ করেন : 'আজ এবং গতকাল এক নয়...' তার বর্ণনায় বোঝা গেল তিনি পুরোপুরিভাবে তার মতামত পাল্টিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার একটি প্রতিবাদমূলক দীর্ঘ চিঠি তার পত্রিকার ছাপিয়েছিলেন। আমি জানতে পারি যে এসকিথের এক কন্যা তাকে ৪ আগস্ট বিকালে জার্মান দূতাবাসের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিলেন। তাতে আমার সন্দেহ হয় যে এরূপ সংকট মুহূর্তে দেশপ্রেমের অভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে শাসিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে বছর দুয়েক তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে তার দেশপ্রেম উবে যেতে থাকে। সহানুভূতিশীল কিছু লোকের সঙ্গে কয়েকজন শান্তিবাদী সংসদ সদস্য বেডফোর্ড স্কোয়ারে মোরেলের বাসগৃহে সভায় মিলিত হতে শুরু করেন। আমি ওই সভাগুলোতে যোগদান করতাম। এর ফলে 'গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সমিতির' উদ্ভব ঘটে। অনেক শান্তিবাদী রাজনীতিবিদ যুদ্ধবিরোধী আসল কাজের চেয়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গঠনে সহায়ক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন। তা সত্ত্বেও সবাই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাদের সবার জন্যই ভাবতাম।

ইতোমধ্যে আমার আবেগজাত অনুভূতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যদিও আমি যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক চিত্রের কিছুই দেখিনি তথাপি আমি অধিকাংশ মানুষের চেয়ে যুদ্ধের বিভীষিকা অনুমান করতে পেরেছিলাম। যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনা আমার মন ভয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিল। এমনকি যে জিনিসটি আমাকে এর চেয়েও অধিক ভীত করেছিল তা হলো ব্যাপক নরহত্যা বা হত্যার তাণ্ডব। শতকরা নব্বই ভাগ লোকই হত্যার তাণ্ডব অনুমান করতে পেরে আনন্দ অনুভব করছিল। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ওই সময় আমি মনোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে পুরোপুরিভাবে অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আমি যে মানবিক আবেগ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলাম তা মনোবিশ্লেষণজাত ফলাফল থেকে ভিন্ন ছিল না। যুদ্ধসম্পর্কীয় জনপ্রিয় অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করলে আমি তা অর্জন করতে পারি। সেই সময় পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছিলাম যে সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যুদ্ধ আমাকে শিখিয়েছিল যে তা বিরল ঘটনামাত্র। আমার ধারণা ছিল যে অধিকাংশ লোকের কাছে যেকোনো জিনিসের চেয়ে অর্থ বেশি পছন্দনীয়। কিন্তু আমি আবিষ্কার করলাম যে তারা এর চেয়েও ধ্বংসকে অধিক পছন্দ করে। আমার ধারণায় ছিল বুদ্ধিজীবীরা সত্যকে ভালোবাসেন। কিন্তু এখানেও আমি আবার দেখতে পাই যে শতকরা দশজন লোকও জনপ্রিয়তার চেয়ে সত্যকে ভালোবাসে না। ১৯০২ সাল পর্যন্ত গিলবার্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি তখন বয়ারপন্থী ছিলেন, কিন্তু আমি তা ছিলাম না। স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রত্যাশা ছিল যে তিনি শান্তির পক্ষে থাকবেন। কিন্তু তিনি থাকেননি। তিনি জার্মানদের দুষ্টুমি সম্পর্কে লিখে তার মূল লাইন থেকে ছিটকে পড়েন। যে সব তরুণকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের জন্য আমি নৈরাশ্যজনক স্নিগ্ধতা অনুভব করি। সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি আমি ঘৃণা অনুভব করতে থাকি। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার মনে হয়েছিল যে এসকিথ অথবা গ্রে-র সাক্ষাৎ পেলে আমি খুন এড়িয়ে যেতে পারতাম না। যা হোক ক্রমেই আমার এ-জাতীয় অনুভূতি দূর হয়ে যায়। শোকাবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে ওইগুলো বিলীন হয়ে যায়।

এরই মধ্যে দেশপ্রেম আমাকে জর্জরিত করে তোলে। মার্ন যুদ্ধের পূর্বে জার্মানদের বিজয় আমাকে ভয় দেখিয়ে দেয়। যেকোনো অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের মতো আমি জার্মানির পরাজয় চাইতাম। ইংল্যান্ডের প্রতি ভালোবাসাই ছিল আমার শক্তিশালী আবেগ। এরূপ মুহূর্তে তা বর্জন করা ছিল আমার জন্য খুবই কষ্টকর। তা সত্ত্বেও কী করা কর্তব্য তা নিয়ে সন্দেহ করা মুহূর্তের জন্য আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মাঝে মাঝে আমি সংশয়ে পড়ে যেতাম। কখনো নিরাশ হতাম কখনো উদার হতাম। কিন্তু যুদ্ধ বেধে গেলে আমি ঈশ্বরের স্বরধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জানতাম প্রতিবাদ করাই আমার কাজ, সে প্রতিবাদ যত নগণ্যই হোক না কেন। সত্যের পূজারি হিসেবে সকল ঝগড়াটে-জাতীয় বিরূপ প্রচারণায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। সভ্যতার প্রতি আমি দুর্বল ছিলাম, তাই বর্বর যুগে ফিরে যাওয়া আমার জন্যে ভয়ের কারণ ছিল। যুবসমাজের ধ্বংস আমার অন্তরে পীড়া দিত। আমার মনে হতো না যে যুদ্ধের বিরোধিতা করে খুব ভালো ফল লাভ করা যাবে। আমি ভাবতাম মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে এমন লোকদের মধ্যে যারা ভেসে যায়নি তাদের দৃঢ় অবস্থান নেওয়া উচিত। ওয়াটার লু ছেড়ে যাওয়া সৈন্যদের ট্রেন দেখে আমি লন্ডনকে বাস্তবতাবিবর্জিত স্থান হিসেবে ভাবতে শুরু করি। কল্পনায় আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুগুলো দেখতে পাই। আমি দেখতে পাই মহান নগরীর পুরোটাই সকালের কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে। এর অধিবাসীদেরকে কম্পিত মানুষের মতো মনে হতে থাকে।

যুদ্ধের প্রথম দিকে অটোলিন আমার শক্তি ও সহায় দুই-ই ছিলেন। কিন্তু তার থেকে আমি প্রথমত একাকী ছিলাম। তিনি কখনো যুদ্ধের প্রতি তার ঘৃণাবোধ পরিহার করেননি।

সান্তায়ানার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আমি কিছু স্বস্তি পেতাম। সান্তায়ানা ওই সময় কেমব্রিজে ছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। মানবজাতির প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তার শান্ত প্রকৃতি ও দার্শনিক একাকিত্ব আমার কাছে যথার্থ মনে হলেও তা অনুসরণ করার ইচ্ছা আমার ছিল না। মার্ন যুদ্ধের আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ধারণা করত যে জার্মানি শীঘ্রই ফ্রান্স দখল করে নেবে। তখন তিনি অস্পষ্ট স্বরে মন্তব্য করেন, 'আমি ভাবছি, আমি অবশ্যই প্যারিস যাব। আমার শীতবস্ত্রগুলো সেখানে রয়েছে। জার্মানরা ওগুলো পাবে আমি তা চাই না। কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও আরেকটি কারণ রয়েছে। তা হলো দশ বছরের শ্রমের ফলস্বরূপ একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি। কিন্তু পোশাকের মতো এগুলোর ওপর ততটা সতর্ক দৃষ্টি আমি রাখছি না।' যা হোক তিনি প্যারিস যাননি। কেননা মার্ন যুদ্ধ তাকে প্যারিস ভ্রমণের কষ্ট থেকে রেহাই দিয়েছে। এর পরিবর্তে তিনি একদিন আমার কাছে মন্তব্য করেন : 'আমি আগামীকাল সেভাইল যাচ্ছি। কারণ আমি এমন এক জায়গায় থাকতে চাই যেখানে আমার আশা আকাঙ্ক্ষা বাধাগ্রস্ত হবে না।'

অক্টোবরের টার্ম শুরু হলে আমি গাণিতিক লজিকের ওপর আমার লেকচার প্রদান করা শুরু করি। কিন্তু এই পেশাকে আমি অনেকটা তুচ্ছ মনে করতাম। সুতরাং আমি গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সংঘের একটি শাখা গঠনের উদ্যোগ নিই। প্রথম দিকে ট্রিনিটিতে কেউ কেউ সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমার বক্তৃতা শুনতে ইচ্ছুক আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের সভায়ও আমি বক্তৃতা করি। মনে পড়ে একদিন বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, জার্মানিরা দুষ্ট– এরূপ ভাবা অর্থহীন। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি ঘরভর্তি সবাই প্রশংসা করছিল। কিন্তু লুইসিয়ানা ডুবে গেলে এর চেয়ে বড় চেতনা দেখা দেয়। মনে হচ্ছিল যে আমি কোনোভাবে এই ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিলাম। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সংঘের সদস্যদের অনেকেই কমিশন পেয়ে থাকতে পারেন। বার্ন (পরবর্তীতে বার্মিংহামের বিশপ) গির্জার প্রভু হওয়ার জন্য পাগল হয়ে যান। পুরনো ডনেরা ক্রমেই বড় পাগল হতে থাকে। আমি নিজেকে হাই টেরিলের পাশে একা পড়ে থাকতে দেখি।

যুদ্ধের পুরো সময়ব্যাপী প্রত্যেক ক্রিসমাসে আমি হতাশ হয়ে সময় কাটাতাম। আমার হতাশার মাত্রা এত বেশি ছিল যে আমি চেয়ারে অলস হয়ে বসে থাকা ব্যতীত আর কিছুই করতাম না। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম মানবজাতি কি কোনো উদ্দেশ্যই পূরণ করছে না। ১৯১৪ সালের ক্রিসমাসে অটোলিনের পরামর্শে আমি হতাশাকে সহনীয় করে নেবার পথ খুঁজে পাই। একটি দাতব্য সংস্থার পক্ষ হয়ে আমি জার্মান অভাবগ্রস্তদের দেখতে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা এবং অবস্থা সাহায্যের জন্য যথার্থ বিবেচিত হলে তাদের কষ্ট লাঘব করা। এই কাজ করতে গিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা সত্ত্বেও মাঝামাঝি সময়ে আমি করুণা অনুভব করি। খুব প্রায়শ না হলেও প্রতিবেশী মহিলা জমিদাররা জার্মানদেরকে বিনা ভাড়ায় তাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। কারণ তারা জানতেন জার্মানদের পক্ষে কাজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। খুব শীঘ্র এই সমস্যা দূর হয়ে যায়। কারণ জার্মানরা সবাই অন্তরিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম মাসগুলোতে তারা করুণ অবস্থায় পতিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসের কোনো একদিন টি এস ইলিয়টের সাক্ষাৎ পাই। আমি জানতাম না তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। আমি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি কী ভাবছেন? 'আমি জানি না', তিনি জবাব দেন, 'আমি কেবল জানি আমি শান্তিবাদী নই।' এর অর্থ এই যে তার বিবেচনায় তখন মানব হত্যাই স্থান পেয়েছিল। আমি তার বন্ধুতে পরিণত হলাম। পরবর্তী সময়ে তার স্ত্রীও, যাকে তিনি ১৯১৫ সালে বিয়ে করেছিলেন। তাদের শোচনীয় অবস্থার জন্য আমি তাদেরকে আমার ফ্ল্যাটে দুটো শয়নকক্ষের একটি দিয়ে দিই। এর ফলে আমি তাদেরকে অনেক বেশি বেশি দেখতে পেতাম। আমি তাদের দুজনেরই প্রিয় ছিলাম। আমি তাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু একসময় আমি আবিষ্কার করলাম যে তারা আসলে দুঃখকষ্ট উপভোগ করেন। আমি একটি প্রকৌশল ফার্মে ৩০০০ পাউন্ড রেখেছিলাম। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের সময় তা যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ দিয়ে কী করা যায় ভেবে আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। অবশেষে আমি তা ইলিয়টকে দিয়ে দিই। কয়েক বছর পর যুদ্ধ শেষ হলো। তখন ইলিয়ট আর গরিব নন। এ অবস্থায় তিনি আমাকে সেই অর্থ ফেরত দেন।

১৯১৫ সালে আমি Principles of Social Reconstruction পুস্তকটি রচনা করি। আমার সম্মতি ব্যতীতই আমেরিকাতে তা Why Men Fight বলা হতো। এরূপ একটি বই লেখার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার পূর্বলিখিত বইগুলোর সব কটি এর থেকে ভিন্ন ছিল। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বইটি লেখা হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে বইটি লেখা শেষ হওয়ার আগে এর সম্পর্কে আমি বুঝে উঠতে পারিনি। বইটির একটি কাঠামো ও ফর্মুলা ছিল। কিন্তু এর প্রথম ও শেষ শব্দ ব্যতীত সবকিছু লেখা হলেই কেবল আমি এই দুটো জিনিস আবিষ্কার করি। এতে আমি একটি রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করি। দর্শনের ভিত্তিটি ছিল এই, বিশ্বাসের ওপর মানবজীবন গঠনে সচেতন উদ্দেশ্যের থেকেও তাড়নার প্রভাব বেশি। তাড়নাগুলোকে আমি দুভাগে বিভক্ত করি: সূচকীয় তাড়না এবং সৃজনী তাড়না। সৃজনী তাড়নার ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনই সবচেয়ে ভালো জীবন বলে বিবেচিত। সূচকীয় তাড়নার বাস্তব পরিণতি হিসেবে আমি রাষ্ট্র, যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি। সৃজনী তাড়নার দৃষ্টান্ত হিসেবে শিক্ষা, বিবাহ ও ধর্মের উল্লেখ করি। আমার বিশ্বাস সৃজনী তাড়নার মুক্তিই হবে সংস্কারের মূল ভিত্তি। প্রথমে বক্তৃতার মাধ্যমে বইটির বিষয়গুলো ব্যক্ত করি। পরে ওই বিষয়গুলোই বই আকারে প্রকাশিত হয়। এর অব্যবহিত সফলতা আমাকে বিস্মিত করে। যখন বইটি লিখি তখন এরূপ আশা ছিল না যে বইটি কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতেই পঠিত হবে। তা আমার অর্থ উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়ায় এবং ভবিষ্যৎ উপার্জনের ভিত্তি স্থাপন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডি এইচ লরেন্সের সঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত বন্ধুত্ব এই বক্তৃতাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বহন করে। আমরা ভাবতাম মানব সম্পর্কের সংস্কার সম্পর্কে কিছু বলতে হবে। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি আমরা দুজন এরূপ সংস্কারের বিষয়ে পুরোপুরি বিপরীত মেরুতে বাস করছি। লরেন্সের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল সংক্ষিপ্ত ও জ্বরাগ্রস্ত। তা বড়জোর এক বছর স্থায়ী হয়। অটোলিনের মাধ্যমে আমাদের পরিচয় ঘটে। অটোলিন আমাদের উভয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। শান্তিবাদ আমার মধ্যে এক প্রকার বিদ্রোহের জন্ম দেয়। আমি লরেন্সকেও সমান বিদ্রোহী দেখতে পাই। এর ফলে প্রথম দিকে আমরা ভাবতাম আমাদের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে চিন্তার ঐক্য রয়েছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমরা বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা কাইজারের সঙ্গে আমাদের যেকোনো একজনের পার্থক্যের থেকেও বেশি।

ওই সময় লরেন্সের মধ্যে যুদ্ধসম্পর্কীয় দুধরনের মনোভাব ছিল: একদিকে তিনি পুরোদস্তুর দেশপ্রেমিক হতে পারেননি, কারণ তার স্ত্রী ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত। অপরদিকে মানবজাতির প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ফলে তিনি ভাবতেন পরস্পরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলে উভয় পক্ষই ন্যায়ের অনুসারী হবে। তার এই মনোভাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আমি বুঝতে পারি যে এর কোনো একটিও আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা উভয়েই ক্রমাগতভাবে পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হচ্ছিলাম। আমি তাকে কেমব্রিজে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ করি। সেখানে তাকে কেইন্স ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। একবার মনে হয়েছিল তিনি সঠিক পথে থাকতে পারেন। আমি লরেন্সের উত্তেজনা এবং শক্তি ও আবেগ পছন্দ করতাম। বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু মৌলিক জিনিসের প্রয়োজন। তার চিন্তাধারার সঙ্গে আমি একমত ছিলাম যে ব্যক্তির মনোগত অবস্থা থেকে রাজনীতি বিসর্জন দেওয়া যায় না। আমি তাকে একটি বিশেষ ধরনের কাল্পনিক প্রতিভার মানুষ বলে ভাবতাম। প্রথমবার যখন আমি তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য হই তখন আমি ভাবছিলাম যে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তার অনুভূতি আমার থেকে গভীরতর। কিন্তু ক্রমেই পাপ সম্পর্কে তার প্রবণতার দিকটি ধরা পড়ে।

এই সময় আমি আমার বক্তৃতামালা প্রস্তুত করছিলাম। পরবর্তীকালে এগুলোই Principles of Scocial Reconstruction নামক বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। তিনিও বক্তৃতা দিতে চাইতেন। একসময় মনে হলো যে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ঢিলেঢালা সহযোগিতা হতে পারে। আমরা কিছু চিঠি আদান-প্রদান করেছিলাম। আমার চিঠিগুলো হারিয়ে যায়, কিন্তু তার ওইগুলো প্রকাশিত হয়। আমরা যে আমাদের মৌলিক পার্থক্যের ব্যাপারে ক্রমেই সচেতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিলাম তা তার চিঠি থেকেই বোঝা যেত। গণতন্ত্রে ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। রাজনীতিবিদদের আগেই তিনি ফ্যাসিবাদী ভাবধারার পুরো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। তিনি লিখেন, 'গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি শ্রমজীবী মানুষ তার অব্যবহিত পরিস্থিতির জন্য শাসক নির্বাচন করে, কিন্তু তার বেশি নয়। আপনাকে অবশ্যই নির্বাচকমণ্ডলী পরিবর্তন করতে হয়। শ্রমজীবীরা তাদের চেয়ে উন্নতমানের মানুষ নির্বাচন করবে। উন্নত মানুষেরা তাদের চেয়ে উচ্চতর শাসক নির্বাচন করবে। এইভাবে বিষয়টি প্রকৃত শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কোনো বোকা প্রজাতন্ত্রের জন্য কোনো বোকা রাষ্ট্রপতি নয়, নির্বাচিত হবে জুলিয়াস সিজারের মতো একজন রাজা। স্পষ্টত তিনি কল্পনায় ধরে নিয়েছেন যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি জুলিয়াস সিজার হবেন। এটাই তার সব ভাবনা চিন্তার স্বপ্নসদৃশ গুণাগুণের অংশ বিশেষ। তিনি কখনো বাস্তবের ছোঁয়া পাননি। কীভাবে একজন মানুষ জনসমক্ষে সত্য প্রকাশ করেন? তিনি এই প্রশ্নটি সামনে রেখে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষণ দেন। মনে হয় তিনি তার কথায় মানুষের মনোযোগ রয়েছে কি না তাতে সন্দেহ পোষণ করেন না। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তিনি কী পদ্ধতি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন? তিনি কি তার রাজনৈতিক দর্শনের ওপর বই লিখবেন? না, আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে লিখিত কথাগুলো সর্বদাই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কি হাইড পার্কে গিয়ে 'সাবান বাক্স' থেকে সত্যের ঘোষণা দেবেন? না, তা হবে আরও বেশি বিপজ্জনক (সময় সময় তার মধ্যে অসংগত বিবেচনার লক্ষণ প্রকাশ দেয়)। আমি বললাম, বেশ আপনি কী করবেন? এই পর্যায়ে তিনি বিষয় পরিবর্তন করে অন্যদিকে মনোযোগ দেন।

ক্রমান্বয়ে আমি আবিষ্কার করলাম আপন মনে বিশ্বের খারাপ অতীত সম্পর্কে কথা বলা ব্যতীত তার মধ্যে বিশ্ববাসীর জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছা নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ তার কথা শুনে ফেলতে পারেন। কিন্তু তা হবে একদল বিশ্বাসী শিষ্য তৈরির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। এই শিষ্যরা নিউমেক্সিকোর মরুভূমিতে বসে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। এর সবই আমার কানে পৌঁছে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী ভাষায়।

তার চিঠিগুলো ক্রমেই বিরোধী বৈশিষ্ট্যের হয়ে ওঠে। তিনি লিখেন, 'আপনি যে ধরনের জীবনধারণই করুন না কেন এর ভালো দিকটি কী? এগুলো প্রায় শেষ নয় কি? ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিসের সঙ্গে লেগে থাকার কি কোনো ভালো দিক রয়েছে? আপনি পুরো দৃশ্যটি পরিষ্কার করছেন না কেন? আজকাল কেউ আইনের চোখে অপরাধী হবেন। তিনি শিক্ষক বা প্রচারক নন।' তা আমার কাছে কেবলই বাগাড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়েছিল। তার চেয়েও আমি আইনের চোখে বেশি অপরাধী হতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি তার এ জাতীয় অভিযোগের ভিত্তি খোঁজে পাইনি। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তার অভিযোগ সাজিয়েছেন। অন্য একসময় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেন : 'কাজ করা এবং লেখা বন্ধ করবেন না। যন্ত্রদানবের পরিবর্তে একজন চিন্তাশীল মানুষ হোন। পুরো সমাজ খালি করে দিন। মর্যাদার জন্য একটা কিছু করুন। সেই সৃষ্ট জীবন হবে না যার চিন্তাশক্তি নেই। শিশুর মতো হোন, কিন্তু চাকর না। আর কিছুই করবেন না, তবে একটা কিছু হতে শুরু করুন। সাহস করে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করুন। পাক্কা শিশু বনে যান।

'ওহ্, আপনাকে বলতে চাই, আমাকে একা থাকতে দেবেন। আমি চাই আপনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। কিন্তু আমি চাই আপনি আমাকে আপনার উত্তরাধিকারী করে নেবেন।'

এই কর্মসূচির একমাত্র অসুবিধা এই যে তা গ্রহণ করে নিলে রেখে যাওয়ার মতো আর কিছুই থাকবে না।

তার আধ্যাত্মিক দর্শন আমি পছন্দ করতাম না। তিনি বিশ্বাস করতেন 'মেধা ও নার্ভ ভিন্ন আরেকটি চেতনার আধার আছে। আমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র বংশীয় চেতনা রয়েছে যা সাধারণ মানসিক চেতনা থেকে ভিন্ন। কারোর জীবন, জ্ঞান ও সত্তা তার মেধা ও নার্ভ ব্যতীতই তার মধ্যে অস্তিত্বশীল। তা পুরো জীবসত্তার অর্ধেক, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন। যখন আমি কোনো মহিলাকে গ্রহণ করি তখন আমার কাছে বংশীয় উপলব্ধিটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। আমার বংশীয় জ্ঞান মনোমুগ্ধকর। আমরা জানি যে আমাদের বংশ, বংশীয় চেতনা এবং বংশীয় আত্মার পরিপূর্ণ রূপ রয়েছে। তা নার্ভ ও মানসিক চেতনা থেকে স্বতন্ত্র।' আমার কাছে এগুলো বাজে মনে হতো। তাই এগুলো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতাম।

কেউ কারও প্রতি সহানুভূতিশীল– এরূপ ধারণা প্রকাশ করতে দেখলে তিনি ক্ষেপে যেতেন। দুঃখকষ্টের কারণ হওয়ার জন্য আমি যুদ্ধের ব্যাপারে আপত্তি তুললে তিনি আমাকে কপট বলতেন। 'আপনি যে চূড়ান্তভাবে শান্তি চান তার মধ্যে ন্যূনতম সত্যটুকুও নেই। আপনি আঘাত করার পরোক্ষ ইচ্ছা বাস্তবায়িত করছেন।' অন্য কেউ সরাসরি সম্মানজনক পথ অনুসরণ করে বলেন, 'আমি তোমাদের সবাইকে ঘৃণা করি।'

আমার ওপর এই চিঠির ধ্বংসাত্মক প্রভাব বুঝে ওঠা কঠিন। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম যে তার অন্তর আমাকে স্বীকার করতে পারত না। কিন্তু তিনি যখন বলতেন যে রক্ত পিপাসা আমার শান্তিবাদী প্রচারণার ভিত্তি তখন আমি তাকে সঠিক মনে করতাম। চব্বিশ ঘণ্টা আমি ভাবতাম যে আমি বেঁচে থাকার বা আত্মহত্যা করার যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু তারপর আমার মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং আমি রোগগ্রস্ততার ওপর কিছু করার সিদ্ধান্ত নিই। আমার মতবাদের পরিবর্তে তার মতবাদ প্রকাশ করার জন্য বললে আমি বিদ্রোহ করতাম। আমি তাকে স্মরণ করতে বলতাম যে তিনি স্কুল মাস্টার নন এবং আমি তার ছাত্র নই। তিনি লিখেন, 'পুরো মানবজাতির দুশমন আপনি, শত্রুতায় ভরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার অন্তর। মিথ্যার প্রতি আপনার ঘৃণাবোধ নেই, আপনার ঘৃণাবোধ রয়েছে মানুষের প্রতি। এটা রক্ত পিপাসার বিকৃত রূপ। কেন আপনি তা ধারণ করছেন না? আসুন আমরা আবারও একে নতুন রূপে দেখি। আমার মনে হয় তাই ভালো হবে।' আমিও এরূপ ভাবি। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে আনন্দ পান। তিনি কয়েক মাস ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি লিখেন। কিন্তু পরিশেষে এর নাটকীয় সমাপ্তি ঘটে।

অধিকাংশ মানুষের উপলব্ধি এরূপ ছিল না যে লরেন্স তার স্ত্রীর মুখপাত্র ছিলেন। তার ছিল কথা বলার শক্তি, কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন ধারণার আধার। তিনি (স্ত্রী) অস্ট্রীয় ফ্রয়েডদের কলোনিতে প্রতি গ্রীষ্মে কিছুটা সময় ব্যয় করতেন। তখন ইংল্যান্ডে মনোগত বিশ্লেষণ মানুষের জানা ছিল না। হিটলার ও মুসোলিনির আবিষ্কৃত ধারণাগুলোর পরিপক্বতা লাভের আগেই তিনি (স্ত্রী) তা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই ধারণাগুলোই তিনি স্বামীকে বলতেন। লরেন্স মূলত কাপুরুষ ছিলেন। তিনি তার কাপুরুষতা আস্ফালনের মাধ্যমে গোপন রাখার চেষ্টা করতেন। তার স্ত্রী কাপুরুষ ছিলেন না। তার প্রকাশ্য নিন্দায় আস্ফালন ছিল না, ছিল বজ্রকঠিন আবেগ। স্ত্রীর ছত্রচ্ছায়ায় লরেন্স নিরাপদ বোধ করতেন। মার্কসের মতো তার মধ্যেও জার্মান অভিজাত মহিলাকে বিয়ে করার একটা গর্ববোধ কাজ করত। তার চিন্তাধারা নিছক বাস্তবতার ছদ্মাবরণে আত্মপ্রতারণামূলক ছিল। তার বর্ণনা করার ক্ষমতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তার ধারণাগুলো সহসা ভোলার ছিল না।

প্রথম দিকে লরেন্সের গতিশীল বৈশিষ্ট্য আমাকে আকর্ষণ করে। আমি ইতোমধ্যে যুক্তির দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। হয়তো আমি ভাবছিলাম তিনি আমাকে যুক্তিহীনতার মধ্যে প্রাণের বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারবেন। আমি প্রকৃতপক্ষে তার থেকে বিশেষ উৎসাহ অর্জন করি। তার সঙ্গে পরিচয় না হলে যে বই লিখতে পারতাম, নিন্দা সত্ত্বেও আমার লেখা বইটি তার চেয়ে ভালো হয়েছিল।

কিন্তু একথা বলা যাবে না যে তার চিন্তার মধ্যে ভালো উপাদান ছিল। তার ধারণাগুলো ভবিষ্যৎ স্বৈরাচারের স্পর্শকাতর ধারণাগুলোর মতো ছিল। অন্যান্য মানুষের অস্তিত্ব টের পেলে তিনি তাদের ঘৃণা করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি কাল্পনিক জগতে বাস করতেন। যৌন বিষয়ের ওপর তিনি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করতেন। কেবল যৌন বিষয়ে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে মহাবিশ্বে কেবল তিনিই মানুষ হিসেবে অস্তিত্বশীল নন। কিন্তু এটা এতই বেদনাদায়ক ছিল যে এই সম্পর্কে তিনি মনে করতেন প্রত্যেক মানুষই তার প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় রত।

যুদ্ধগুলোর অন্তর্বর্তী সময়ে বিশ্ব পাগলামির দিকে আকর্ষিত হতো। এই আকর্ষণগুলোর মধ্যে নাজিবাদ হলো সবচেয়ে শক্তিশালী। এই পাগলামো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির সবচেয়ে যোগ্য সমর্থক লরেন্স। স্টালিনের অমানবিক আচরণ এর কোনো উন্নত সংস্করণ ছিল কি না আমি নিশ্চিত নই।

১৯১৬ সালের প্রথম দিকে যুদ্ধ বীভৎস রূপ নেয়। গৃহাভ্যন্তরে শান্তিবাদীদের অবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে। এসকিথের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সবসময়ই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। অটোলিনের বিয়ের আগে তিনি তার প্রশংসা করতেন। আমি গারসিংটনে সব সময় তার সঙ্গে দেখা করতাম। একবার আমি এক পুকুরে উলঙ্গ হয়ে স্নান করছিলাম। আমি উঠে আসার সময় তাকে তীরে দেখতে পাই। তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শান্তিবাদীদের সভায় মর্যাদার গুণগত মানের অভাব দেখা দেয়। আমার মনে হচ্ছিল যে তিনি আমাকে বন্দী করে রাখবেন না। ডাবলিনে ইস্টার বিদ্রোহের সময় সাঁইত্রিশ জন সচেতন অভিযোগকারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। আমাদের কয়েকজন দণ্ড কমানোর উদ্দেশ্যে এসকিথের শরণাপন্ন হন। তিনি ডাবলিন যাচ্ছিলেন বটে। তথাপি আমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। এমন কি সরকারও সাধারণত মনে করত যে সচেতন অভিযোগকারীরা আইনত এতটা দায়ী নয় যে তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু তা ভুল প্রমাণিত হয়। এসকিথ না থাকলে তাদের কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হতেন।

লয়েড জর্জ ঝামেলা সৃষ্টি করতে ভালোবাসতেন। ক্লিফোর্ড এলেন এবং মিস কেথারিন মার্শালের সঙ্গে আমি একবার কারাগারে আটককৃত সচেতন অভিযোগকারীদের সাক্ষাৎকার নিতে গেলাম। কেবল দুপুরের খাবারের সময় তিনি ওয়াল হিথে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তার আতিথেয়তা গ্রহণে আমার অনীহা ছিল, কিন্তু তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তার আচরণ ছিল সহজ ও আনন্দদায়ক। পরিশেষে যখন আমরা বিদায় নিই তখন আমি প্রায় বাইবেলীয় নিয়মে নিন্দাসূচক বক্তব্য রাখি। তাকে বলে আসি যে তার নাম ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে স্থান পাবে। এরপর কখনো তার সঙ্গে দেখা করে আনন্দ পাইনি।

বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে নিযুক্তি প্রচলিত হলে বাস্তবে আমার পুরো সময় ও শক্তি সচেতন অভিযোগকারীদের অনুকূলে ব্যয় করতাম। মিলিটারি বয়সের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে নিযুক্তিবিরোধী সংঘ। অবশ্য তাতে মহিলা ও বয়স্ক মানুষকেও সহযোগী হিসেবে নেওয়া হতো। মূল কমিটির সবাই কারাগারে চলে গেলে একটি বিকল্প কমিটি গঠিত হয়। আমি এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি। এই কমিটির অনেক কাজ ছিল। আংশিকভাবে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ দেখার সাথে এ-ও দেখতে হতো যে মিলিটারি কর্তৃপক্ষ কি সচেতন অভিযোগকারীদেরকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেয়? কারণ ফ্রান্সে পাঠানো হলে তারা মৃত্যুদণ্ডের দায় এড়াতে পারবেন না। তা ছাড়া দেশে বক্তৃতা বিবৃতি দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। ওয়েলস্-এর খনি এলাকায় আমি তিন দিন ছিলাম। কখনো আমাকে হলের ভেতর কথা বলতে হতো, আবার কখনো বাইরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবগুলোতে কোনো বাধা সৃষ্টি হতো না। শিল্প এলাকার অধিকাংশ শ্রোতাই ছিল সহানুভূতিশীল। কিন্তু লন্ডনের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন।

বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তিবিরোধী সংঘের সভাপতি ক্লিফর্ড এলেন ছিলেন একজন যুবক। তিনি যোগ্যতা ও ধূর্ততায় অনেক এগিয়েছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রী ছিলেন, তবে খ্রিষ্টান না। সর্বদা খ্রিষ্টান ও শান্তিবাদীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ছিল কষ্টকর। এই ব্যাপারে তিনি প্রশংসনীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন। ১৯১৬ সালে কোর্ট মার্শালে বিচারের পর তিনি কারাগারে প্রেরিত হন। এরপর পুরো যুদ্ধকালীন সময় আমি তাকে কেবল বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে অন্তরীণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে দেখতে পেতাম। ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই আমি কারাগারে অন্তরীণ হই।

ক্লিফর্ড এলেনের পুলিশ কেইসের সময় কোর্টে ডাক পড়লে আমি লেডি কেইস মেলিসনকে প্রথম দেখি। তিনি তখন অভিনেত্রী কলেট ও নিয়েল নামে পরিচিত ছিলেন। তার মা লেডি এনেসলে প্রুশিয়ার যুবরাজ হেনরির বন্ধু ছিলেন। যুদ্ধপূর্ব সময়ে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে তা আবার পুনর্বহাল হয়। নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি তাকে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করতে সহায়তা করে। কিন্তু কলেট এবং তার বোন ছিলেন প্রকৃত শান্তিবাদী। তারা বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তিবিরোধী কাজে নিজেদের সমর্পণ করেন। কলেট নাট্যকার ও অভিনেতা মাইলস্ মেলিসনকে বিয়ে করেন। তিনি ১৯১৪ সালে তালিকাভুক্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্য যে এক পায়ের পাতায় তার কিছু অসুবিধা থাকলে তাকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এজন্যে তিনি যে সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করেন তার পুরোটাই তিনি সচেতন অভিযোগকারীদের পক্ষে কাজে লাগান। আমি পুলিশ কোর্টে কলেটকে দেখতে পাই। আমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমি দেখতে পাই যে তিনি এলেনের বন্ধু। আমি এলেনের কাছ থেকে জানতে পারি যে তিনি, উদার ও মুক্ত মনের অধিকারী, এবং শান্তিবাদী কাজে আন্তরিক। তিনি তরুণ বয়সের সুন্দরী ছিলেন। তিনি অভিনয় করতেন। পর পর দু'বার শীর্ষস্থান লাভ করেন। যুদ্ধ বেধে গেলে তিনি পুরো সময় বাধ্যতামূলক সৈন্য দলে ভর্তিবিরোধী সংঘের হলে বক্তৃতা করে কাটাতেন। এসব কার্যকলাপের মধ্যে আমি তাকে ভালোভাবে জানার সুযোগ পাই।

ইতোমধ্যে অটোলিনের সঙ্গে আমার সম্পর্কে ভাটা পড়ে। ১৯১৫ সালে তিনি লন্ডন ত্যাগ করে অক্সফোর্ডের কাছে গেরিংটনের মেনর হাউসে চলে যান। তা ছিল একটি খামার হিসেবে সুন্দর বাড়ি। তিনি এর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে উদ্ধার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি প্রায়ই গেরিংটন যেতাম। কিন্তু তিনি আমার প্রতি উদাসীন ছিলেন। আমি এই অসুখী অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্য কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলার সন্ধান করছিলাম। পুলিশ কোর্টের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করার পর একদল শান্তিবাদীদের সঙ্গে পরবর্তী ডিনারের সময় আমি কলেটের সাক্ষাৎ পাই। অন্যান্য লোকের সঙ্গে তিনি ও আমি রেস্টুরেন্ট থেকে তার বাসভবনে যাই। রাসেল স্কোয়ারের নিকট ৪৩ বার্নার্ড সড়কে তার বাসভবন ছিল। আমি খুব আকর্ষণ বোধ করলাম, কিন্তু কিছু কথাবার্তা ব্যতীত বেশি কিছু করার সুযোগ পাইনি। এর কিছুদিন পর বেকার স্ট্রিটের পোর্টম্যান কক্ষে আমি ভাষণ দেই। ভাষণ দেবার সময় আমি তাকে সামনের সারিতে বসা অবস্থায় দেখি। বক্তৃতা শেষে আমি তাকে রেস্টুরেন্ট নৈশভোজ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করি। তারপর আমরা হেঁটে রেস্টুরেন্ট যাই। এই সময় আমি যা করি তা এর আগে করতে পারিনি। তিনি ছিলেন খুবই তরুণ বয়সের, কিন্তু অটোলিনের মতো শান্ত ও সাহসী। আমরা অর্ধরাত্রি কথা বলে কাটিয়ে দিই। কথা বলার মধ্যে আমরা একে অন্যের সান্নিধ্য লাভ করি। অনেকেই আছেন যারা বলে থাকেন যে এ সময় সাবধানী হওয়া উচিত। কিন্তু আমি তাদের সাথে একমত নই। আমাদের মধ্যে আগে পরিচয় ছিল না। তথাপি ওই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এমন সম্পর্কের সূচনা হলো যা ছিল সুগভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। কখনো তা ছিল সুখের; কখনো বেদনার কিন্তু কখনো যুদ্ধসম্পর্কীয় গণ আবেগের সমান্তরাল কিছু কল্পনার জন্য তুচ্ছ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রেমের উপাদান গঠন করে দেয়। আমি যখন প্রথমবার তার সঙ্গে বিছানায় যাই (প্রেমের প্রথম দিকে আমরা বিছানায় যাইনি, কারণ আমাদের অনেক বিষয়েই কথা বলার ছিল) তখন হঠাৎ রাস্তায় একটা বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ি এবং একটি প্রচলিত জার্মান যুদ্ধবিমান পড়ন্ত অবস্থায় দেখি। যন্ত্রণার মধ্যে সাহসী মানুষের মৃত্যু রাস্তায় বিজয় এনে দেয়। ওই সময় কলেটের ভালোবাসা ছিল আমার জন্য একটি আশ্রয়। এক রোববারের কথা আমার মনে পড়ে। পুরো দিনটি আমরা দক্ষিণের নিম্নভূমিতে হেঁটে কাটাই। সন্ধ্যায় আমরা ট্রেনটিকে লন্ডনে ফিরিয়ে নিতে লুইস স্টেশনে আসি। স্টেশনটি সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল, যারা সমরাঙ্গনে যাচ্ছিল। প্রায় সবাই মদ খেয়ে মাতাল ছিল। অর্ধেক সৈন্যের সঙ্গে ছিল মদ্যপ বারাঙ্গনা নারী, বাকি অর্ধেকের সঙ্গে ছিল তাদের স্ত্রী অথবা প্রেমিকা। সবাই ছিল হতাশ, উচ্ছৃঙ্খল এবং পাগল। যুদ্ধভীতি আমাকে অসহায় করে দেয়। কিন্তু আমি কলেটকে ধরে থাকি। এই ঘৃণ্য বিশ্বে তিনি প্রেম ধরে রাখেন। সাধারণ থেকে প্রগাঢ় অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার প্রেম। তার প্রেম শিলারূপ অনড় গুণে গুণান্বিত ছিল। ওই দিনে তা ছিল অমূল্য সম্পদ।

জেফলিন পতনের পর ভোররাত্রে আমি তার থেকে বিদায় নিয়ে গরডন স্কোয়ারে আমার ভাইয়ের বাড়িতে চলে যাই। পথে এক বৃদ্ধ লোককে ফুল বিক্রি করতে দেখি। সে 'সুন্দর গোলাপ ফুল' বলে চিৎকার করছিল। আমি একগুচ্ছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাপ ক্রয় করি। মূল্য পরিশোধ করে তাকে গোলাপ ফুলগুলো বার্নার্ড স্ট্রিটে পৌঁছে দিতে বলি। সবাই মনে করতে পারেন– সে টাকা রেখে দেবে, এবং গোলাপ ফুল সরবরাহ করবে না। কিন্তু তা এরূপ ছিল না। আমি জানতাম তা এমন হবে না। 'সুন্দর গোলাপ ফুল' শব্দগুলোর মধ্যে ছিল কলেটের সম্পর্কে আমার ভাবনাচিন্তায় একধরনের সুর।

আমরা তিন দিনের মধুচন্দ্রিমা যাপন করার জন্য বক্সটনের ওপরে 'Cat and Fiddle'-এ যাই। সকালের তীব্র শীতে আমার জগের পানি জমে গিয়েছিল। কিন্তু হিমেল প্রান্তরটি আমাদের মেজাজের সঙ্গে বেশ মানিয়েছিল। এগুলো ছিল কঠিন, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাবোধ দিয়েছিল। আমরা দিনের বেলা অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতাম। রাত্রে আমাদের অপেক্ষা করত আবেগঘন মুহূর্ত। এতে আমরা সকল ব্যথা বেদনার সমাধান পেতাম। তা থেকে বাষ্পায়িত হতো আনন্দের বান।

আমি জানতাম না প্রথম দিকে কলেটের প্রেম কত গভীর ছিল। অটোলিনের প্রতি গভীর অনুভূতি প্রকাশে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। কলেট ছিলেন অনেক কম বয়সী, কম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হালকা আনন্দের জন্য অধিকতর যোগ্য। তার প্রতি আমার গভীর অনুভূতি আছে বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমার অর্ধেক বিশ্বাস ছিল, তার প্রতি রয়েছে আমার হালকা অনুভূতি। ক্রিসমাসের সময় আমি গেরিটেন যাই। সেখানে একটি বড় পার্টি ছিল। লিকনস সেখানে ছিলেন এবং দুটি কুকুরের মধ্যে বিবাহ-সেবা পাঠ করেন, 'যাতে মানুষ যোগ দিয়েছে, কুকুরগুলোকে পৃথক হতে দিয়ো না'। লিটন স্ট্রাচি সেখানে ছিলেন এবং বিখ্যাত ভিকেটারির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। ক্যাথারিন মেনসফিল্ড এবং মিডলটন মুরেও সেখানে ছিলেন। ইতিঃপূর্বে কেবলই তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওই সময়ই আমি তাকে ভালোভাবে জানতে পারি। আমি জানি না তার সম্বন্ধে আমার ধারণা ন্যায়ভিত্তিক ছিল কি না। কিন্তু তা ছিল অন্যান্য মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। লেখার চেয়ে তার বক্তব্য ছিল চমৎকার। যে বিষয়ে তিনি লিখবেন তার ওপর বক্তব্য হতো চমৎকার। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে কথা বলার সময় তার আচরণে হিংসা প্রকাশ পেত। তিনি অটোলিনকে ঘৃণা করতেন। আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়েছিল যে অটোলিনের প্রতি আমার যে মোহ তা অতিক্রম করতে হবে। কেননা তিনি আমাকে সুখী করার জন্য তেমন কিছু করছিলেন না। তার বিরুদ্ধে ক্যাথারিন মেনসফিল্ডকে যা বলতে হতো তার সবই আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। শেষের দিকে আমি এগুলো বিশ্বাস করতাম না। প্রেমিক হিসেবে নয় অটোলিনকে বন্ধু হিসেবে নেওয়ার জন্য আমি চিন্তা করছিলাম। এরপর আমি ক্যাথারিনের আর বেশি কিছু দেখতে পাইনি; কিন্তু কলেটের প্রতি আমার অনুভূতির স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সময় আমি ক্যাথারিনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম সে সময়টি ছিল বিপজ্জনক পরিবর্তনের যুগ। যুদ্ধ আমাকে অস্বাভাবিকতার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো যেকোনো কিছু করা লাভজনক। কখনো কখনো আমি এত হতাশায় ভুগতাম যে চেয়ারে অলস হয়ে বসে থাকা ও মাঝে মাঝে পাদ্রিদের বই পড়া ভিন্ন কিছুই করতাম না। এরপর বসন্ত এলে কলেট সম্পর্কে আমার দ্বিধা ও সন্দেহ দূর হয়ে যায়। শীতকালীন হতাশার চূড়ান্ত মুহূর্তে আমি একটি (কর্তব্য) কর্ম দেখতে পাই যা অন্য সবকিছুর মতো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু ওই সময় তা আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়নি। আমেরিকা তখনো নিরপেক্ষ। আমি প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছে খোলা চিঠি লিখি। বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার জন্য আমি তার কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। ওই চিঠিতে আমি লিখি :

জনাব,

মানব-জাতীয় অনন্য সাধারণ সেবা করার সুযোগ আপনার রয়েছে। তা আব্রাহাম লিংকনের সেবাকেও অতিক্রম করে যাবে। ন্যায়সংগতভাবে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে আপনি যুদ্ধের ইতি টানতে পারেন। আপনার প্রচেষ্টায় এমন কাজ করাও সম্ভব যে তা অদূর ভবিষ্যতের যুদ্ধভীতি প্রশমিত করবে। ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার এখনো সুযোগ আছে। কিন্তু দু-তিন বছর যুদ্ধ চললে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে।

সামরিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে তা এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র সবার কাছেই পরিষ্কার। যুদ্ধপ্রবণ দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা নেই। জার্মানদের সুবিধা রয়েছে ইয়োরোপে। কিন্তু ইয়োরোপের বাইরে সমুদ্র এলাকায় সুবিধা রয়েছে মিত্রবাহিনীর হাতে। কোনো পক্ষই এরূপ বিজয়লাভে সক্ষম হবে না যে সে অপর পক্ষকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করতে পারে। যুদ্ধরত জাতিগুলো বিধ্বস্ত, কিন্তু তার ফলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তাদের জন্য অসম্ভব নয়। এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। বর্তমান লাভ ক্ষতির ভারসাম্যাবস্থায় ওপর ভিত্তি করে আলোচনা শুরু হতে পারে। এর ফলাফল বর্তমানে লাভ করা যেতে পারে এমন কিছুর বাইরে যাবে না। জার্মান সরকার এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। আলোচনার একটি ভিত্তি খুঁজে পাবার শর্তে শান্তি স্থাপনের জন্য এর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। এই বিষয়গুলোর প্রতি সম্মতিদানের মধ্যে মিত্র শক্তির সম্মান জড়িত। মিত্রশক্তি যা একান্তভাবে অস্বীকার করতে পারে না তা তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নেবার সাহস রাখে না। এখন সুদূরপ্রসারী বিজয় প্রত্যাশা করা যায় না। এই সাহসের অভাবে তারা ইউরোপকে আরও দু-তিন বছর যুদ্ধে জড়াতে চায়। কোনো মানুষ এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারে না। জনাব, আপনি যুদ্ধের ইতি টানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেন। দায়িত্ব ও সুযোগ দুটোই আপনার রয়েছে। রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে মানবতার প্রতি আকর্ষণ খুবই বিরল। আপনার বিগত কার্যকলাপ থেকে আমি বিশ্বাস করি আপনি এ ব্যাপারে আপনার ক্ষমতা চর্চায় প্রজ্ঞা দেখাতে পারেন।

ইতোমধ্যে যুদ্ধে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে না। কেবল লক্ষ লক্ষ মানুষই তাদের জীবন হারায়নি, কেবল এর চেয়েও বেশি অঙ্গহানিই হয়নি, বরং সভ্যতার মান সামগ্রিকভাবে অনেক নিচে নেমে গেছে। ভীতি মানুষের অন্তরতম সত্তায় আঘাত হেনেছে। ভীতি থেকে নিষ্ঠুরতা জন্ম নিয়েছে। ঘৃণা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিজেদের মঙ্গল কামনা করার চেয়ে অন্যকে আহত করাই বেশি প্রত্যাশা করা হয়। আমরা আগে যে শান্তিপ্রিয় অগ্রগতির আশা করতাম তা এখন মৃত প্রায়। সন্ত্রাস ও অসভ্যতা আমাদের নিত্য সঙ্গী। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যে স্বাধীনতা শতবর্ষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিলেন আমরা তা একদিনেই বলি দিতে বসেছি। সব জাতি আজ পরস্পরের ধ্বংসের জন্য ভয়ংকর সাজে সেজেছে।

উত্তেজনা বেড়েছে। যুদ্ধের ভয়ে সাধারণ মানুষ অলস হয়ে পড়েছে। দমননীতি মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। যুদ্ধপ্রবণ সব দেশে যেসব সৈন্যরা আহত হচ্ছে বা ছুটিতে বাড়ি আছে তারা ঘৃণা প্রকাশ করছে। তারা সামরিক সিদ্ধান্তের ফলে হতাশ হয়েছে। তারা শান্তি চায়। আমাদের যুদ্ধবাজরা সৈন্যদের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করছে। সব দেশেই মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে যে যুদ্ধে ক্লান্তিভাব শত্রুসৈন্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন তরুণরা যে সংখ্যায় জীবন দিচ্ছে তা রীতিমতো ভীতিজনক। তথাপি শান্তির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে ভর্ৎসনার শিকার হতে হচ্ছে। একে সৈন্যদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু সৈন্যরা এবং সর্বোপরি সব মানুষই শান্তি চায়। সর্বত্রই শান্তিবাদীরা শয়তানি যুক্তির মুখোমুখি। 'সাহসী মানুষের মৃত্যুতে যে রক্ত ঝরছে তা বৃথা যেতে পারে না।' জীবিত সৈন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন নিঃশেষ হয়ে গেছে। যারা আমাদের সাহায্যের অতীত হয়ে গেছেন তাদের প্রতি আনুগত্য আজ মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। আজও যারা অস্ত্র তৈরির জন্য, ডক শ্রমিকদের বা অন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রয়ে গেছেন তারা ক্রমাগতভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রকৃত বিপদ এই যে জাতীয় আবেগের প্রচণ্ডতা দমনে ব্যর্থ হলে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বর্বরদের আক্রমণে রোম সভ্যতা ধ্বংসের মতোই ধ্বংস হবে।

এরূপ ভাবনা বেমানান হবে যে কর্তৃপক্ষের যুদ্ধ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সমর্থন করা উচিত। কিন্তু তা প্রতারণামূলক। সর্বদা প্রভাবশালী লোক ও সংবাদ মাধ্যম যুদ্ধের সমর্থনদান করেন। এরা সবাই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সামাজিক ভাবনার অন্য শাখা সংবাদমাধ্যম থেকে ভিন্ন। কিন্তু জনমত নীরব, কারণ যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে চান তাদেরকে কঠিনতম মূল্য দিতে হয়। কেউই খোলাখুলিভাবে প্রতিবাদ করতে চায় না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে বিশ্বাস করি যে শান্তি বিশ্বজনীন বিষয়। তা কেবল সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া যায় কি না এরূপ প্রশ্নে ভোট চাওয়া হলে আমি বিশ্বাস করি, অধিকাংশ মানুষই আলোচনার পক্ষে ভোট দেবে। ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সব দেশের মানুষের জন্য সমভাবে সত্য।

ভয় থেকে বিদ্বেষপূর্ণ পরিস্থিতির জন্ম হয়। প্রত্যেক জাতিই বিশ্বাস করে যে তার শত্রুই আগ্রাসী, এবং তাকে পরাজিত করতে না পারলে সে আবার যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে। সে কেবলই ইউরোপীয় সরকারগুলোকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে না, বরং জনগণকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আশ্বস্ত করতে পারে। সরকারগুলো এরূপ উদ্যোগের প্রতি বিরক্ত হলেও জনগণ একে স্বাগত জানাবে। জার্মান সরকার কেবল বিজিত দেশই পুনরুদ্ধার করবে না, বরং শান্তি স্থাপনের জন্য লীগের শরণাপন্ন হবে। তা ছাড়া জার্মানরা যুদ্ধ ব্যতীতই কলহ মিটাতে চাইবে। এভাবে ভয় প্রশমিত হবে। এটা নিশ্চিত যে আপনার পক্ষ থেকে এরূপ মধ্যস্থতার প্রস্তাব আলোচনার পক্ষে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলবে। কিন্তু এক্ষেত্রে অচলাবস্থা এই হতে পারে যে সহসা শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা নেই। বাইরের কোনো শক্তি মধ্যস্থতার দায়িত্ব নিতে পারে, এবং কেবল আপনিই পারেন তা করতে।

কেউ বলতে পারে কোন অধিকারে আমি আপনাকে সম্বোধন করছি। আমার কোনো আইনগত অধিকার নেই। আমি সরকারের অংশ নই। আমার বলা অবশ্য কর্তব্য, তাই বলছি। অন্যদের সভ্যতা ও ভ্রাতৃত্ব স্মরণ করা উচিত। কিন্তু তারা জাতীয় আবেগে নিজেদের ভাসিয়ে দিচ্ছেন। আমি করুণা ও যুক্তির খাতিরে কথা বলতে বাধ্য। নতুবা কেউ ভাবতে পারে যে, ইয়োরোপ যা করেছে তা স্মরণ রাখার মতো কেউ ইয়োরোপে নেই। মানবজাতির জন্য আমার কিছু করা উচিত। চিন্তায়, বিজ্ঞানে, কলায় ও সরকারের আদর্শে যা কিছু আছে তার অধিকাংশ বিশ্বের অধিকারভুক্ত। যদি তারা তুচ্ছ বিষয়ে একে অপরকে ধ্বংস করার সুযোগ পায়, তাহলে কূটনৈতিক মর্যাদার চেয়েও বেশি কিছু হারিয়ে যাবে। অলাভজনক বিজয়ের চেয়ে তার মূল্য অনেক বেশি। এর জন্য ফল এই হবে যে বিজয়ীরা আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশিষ্ট দেশবাসীর মতো আমারও প্রত্যাশা মিত্রবাহিনীর বিজয়। বিলম্বিত বিজয় তাদের মতো আমাকেও কষ্ট দেয়। কিন্তু সর্বদা আমি স্মরণ করি যে সারা ইয়োরোপের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার একটি সাধারণ বিষয় রয়েছে। ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে কলহ মূলত একটি গৃহযুদ্ধ। আমরা শত্রুদের মন্দ দিক সম্বন্ধে যা ভাবি, শত্রুরাও আমাদের সম্পর্কে অনুরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু ভাবে। কলহপ্রবণ কোনো পক্ষই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। সর্বোপরি বলা যায় কোনো বিষয়ই শান্তির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যুদ্ধাবস্থায় ঘটিত ক্ষয়ক্ষতির তুলনা করা যাবে না। ইয়োরোপের ক্ষমতাধর সব দেশই তাদের পৃথক জাতীয় সত্তার স্বার্থে কথা বলে। কিন্তু আমি সব জাতীয় স্বার্থে এক ইয়োরোপের কথা বলি। ইয়োরোপে শান্তি এনে দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে আবেদন করছি।

ওই সব দিনে নির্বাচন ব্যবস্থা এরূপ একটি দলিলের স্থানান্তর দুরূহ করে তুলত। কিন্তু হেলেন ডাডলের বোন ক্যাথারিন তা সাথে করে আমেরিকা নিয়ে যান। তিনি এটা গোপন রেখে যথারীতি আমেরিকার শান্তিবাদীদের হাতে পৌঁছে দেন। শান্তিবাদীরা তা আমেরিকার সব খবরের কাগজে প্রকাশ করে দেয়। অনেকের মতো আমিও ভাবতাম যেকোনো এক পক্ষের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হবে না। আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকলে তা নিঃসন্দেহে সত্যে পরিণত হবে।

১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯১৮ সালের মে মাসে কারাগারে অন্তরীণ হওয়া পর্যন্ত আমি বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তিবিরোধী কমিটির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কলেটের সঙ্গে আমার সময় কাটানোর জন্য আমি শান্তিবাদী কাজে মনোযোগ দিতে পারতাম না। ক্লিফোর্ড এলেন নির্দিষ্ট সময় পর পর কারাগার থেকে ছুটি পেতেন। সামরিক আদেশ পালনে তার অনীহার বিষয়টি পরিষ্কার হলে তাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হতো। আমরা কোর্ট মার্শালে একসঙ্গে যেতাম।

কেরেনস্কি বিপ্লব দেখা দিলে লিবারেলদের সমর্থকদের এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি ওই সভায় বক্তব্য রাখি। কলেট এবং তার স্বামী ওই সভায় ছিলেন। রামসে মেকডোনাল্ডের সঙ্গে আমরা ট্রেনে ভ্রমণ করি। রামসে পকি স্কচের রসাত্মক গল্প বলছিলেন। তাই আমরা কখন গন্তব্যে পৌঁছে গেছি বুঝে উঠতে পারিনি। লিডসে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের শ্রমিক ও সৈন্যদের কাউন্সিল রাশিয়ার আদলে উন্নীত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে লন্ডনের সাউথ গেইটের ব্রাদারহুড চার্চে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশপ্রেমিক খবরের কাগজগুলো প্রতিবেশী বাড়িগুলোতে লিফলেট বিতরণ করে।

লিফলেটে লেখা ছিল যে তারা জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, এবং কোথায় বোমা ফেলতে হবে তার একটি সংকেত জার্মান যুদ্ধবিমানকে দিয়েছে। তা আমাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। তখন একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা চার্চ ঘেরাও করে। আমাদের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস ছিল প্রতিরোধ গড়ে তোলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমাদের কিছু মানুষ ছিল পুরোপুরি প্রতিরোধবিরোধী এবং অন্যদের উপলব্ধি ছিল যে চতুর্দিকের বস্তিবাসী লোকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আমরা সংখ্যায় ছিলাম খুবই কম। ফ্রান্সিস মেনেলসহ কিছু লোক প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। আমার মনে পড়ে সেদিন ফ্রান্সিস মেনেল দরজা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তাক্ত মুখে ফিরেছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে পরিচালিত করছিল কিছু অফিসার। অফিসার ব্যতীত সবাই কমবেশি মদ পান করেছিল। সবচেয়ে ভয়ংকর লোকগুলো ছিল দাজ্জাল প্রকৃতির এবং তারা মরচেধরা পিন গাঁথা কাঠের টুকরা ব্যবহার করছিল। অফিসাররা প্রথম আমাদের মহিলাদেরকে তাদের কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। তারা ভেবেছিল মহিলারা ভিতু হবে এবং তাদেরকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখা সহজ হবে। মিসেস স্নোডেন ওই দিন প্রশংসনীয় কাজ করেন। তিনি বলেন উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলো একই সঙ্গে হল ত্যাগ না করলে আমরাও হল ত্যাগ করব না। অন্য মহিলারা তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। এর ফলে উচ্ছৃঙ্খল লোকদের দায়িত্বে থাকা অফিসাররা হতভম্ব হয়ে পড়েন। ওই সময় জনতার উচ্ছৃঙ্খলতায় ভাটা পড়ে। তাদের সবাইকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। দুই মদ্যপ আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কীভাবে এই পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করা যায় ভাবছিলাম। ওই মুহূর্তে একজন মহিলা পুলিশকে খবর দেন এবং আমাকে রক্ষা করতে বলেন। পুলিশ তাদের অসহায়তার কথা বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু মহিলা বলেন, 'তিনি একজন খ্যাতিমান দার্শনিক।' তার পরও পুলিশ তার অসহায়তা প্রকাশ করল। মহিলা আবার বললেন, 'তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।' পুলিশ অনড় রইল। পরিশেষে মহিলা চিৎকার করে বললেন, 'তিনি ব্রিটেনের সম্ভ্রান্ত বংশের লোক।' এতে পুলিশ দ্রুত আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা বড্ড দেরি করে ফেলে। আমার জীবনের জন্য আমি একজন অজ্ঞাত মহিলার কাছে ঋণী। তিনি আমার ও আক্রমকারীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার পলায়নের পথ বের করে দেন। আমি এজন্য সুখী যে তাকে আক্রমণ করা হয়নি। কিছু সংখ্যক মহিলাসহ অনেককেই ছেঁড়া কাপড় নিয়ে ভবনটি ত্যাগ করতে হয়েছিল। ওই সময় কলেট উপস্থিত ছিলেন। তার ও আমার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জনতা দাঁড়িয়েছিল। আমি বাইরে না আসা পর্যন্ত তার কাছে যেতে পারিনি। আমরা একত্রে বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরি।

ব্রাদারহুড চার্চের দায়িত্বে ছিলেন এক পাদ্রি। তিনি সাহসী ও শান্তিবাদী ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী কোনো একসময় আমাকে চার্চে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তখন উচ্ছৃঙ্খল জনতা গির্জার বেদিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাই বক্তব্য দেওয়া সম্ভব হয়নি। কেবল ওই বিশেষ বিশেষ সময়েই ব্যক্তিগত সহিংসতা দেখতে পাই। আমার অন্য কোনো সভায় বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। সংবাদ মাধ্যমের প্রচারণা করার ক্ষমতা এমন ছিল যে আমার শান্তিবিরোধী বন্ধুরা এসে আমাকে বলে, 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক ভেঙে ফেলা সভায় তুমি বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করছ কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই সময় সরকারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালে আমি একটি লিফলেট লিখি। লিফলেটটি বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তিবিরোধী সদস্যরা প্রকাশ করেন। আমার নাম ব্যতীতই লিফলেটটি প্রকাশ করা হয়। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করি যে লিফলেট বিতরণকারীরা কারাগারে অন্তরীণ হয়েছেন। সুতরাং 'The Times' কে আমি লিখি তারা যেন এর লেখক হিসেবে আমার নাম প্রচার করেন। মেনসন হাউসের লর্ড মেয়রের কোর্টে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। আমি আমার সমর্থনে বক্তব্য রাখি। ওই সময় আমাকে ১০০ পাউন্ড জরিমানা করা হয়। আমি জরিমানার অর্থ প্রদান করিনি। তাই কেমব্রিজে রক্ষিত আমার সম্পদ ক্রোক করে জরিমানার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। সহানুভূতিশীল বন্ধুরা ওই সম্পদ আমাকে ফেরত পাবার ব্যবস্থা করে দেন। ইতোমধ্যে ট্রিনিটির সব ফেলো কমিশন পেয়ে যান। প্রাচীন লোকেরা স্বাভাবিকভাবে তাদের কর্তব্য কর্ম করতে চান। এতে আমি প্রভাষকের পদ থেকে বঞ্চিত হই। যুদ্ধ শেষে তরুণরা ফিরে আসলে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তখন আমি আর আগ্রহী ছিলাম না।

অস্ত্র প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের শান্তিবাদী হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। দক্ষিণ ওয়েলসে শ্রমিক সমাবেশে আমার ভাষণগুলো ডিটেকটিভরা যথাযথভাবেই প্রতিবেদনে প্রকাশ করে। এর ফলে যুদ্ধ বিষয়ক অফিস নিষিদ্ধ এলাকাসমূহে আমার প্রবেশাধিকার রহিত করে। যেসব এলাকার গুপ্তচরদের প্রবেশ অসম্ভব করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো ওইগুলোই নিষিদ্ধ এলাকা। পুরো সমুদ্র সৈকত ছিল এই নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধবিষয়ক অফিসকে বোঝানো হয় যে আমাকে জার্মান গুপ্তচর বলে মনে করা হয় না। তথাপি আমাকে কোথাও সমুদ্রের কাছাকাছি যেতে দেওয়া হতো না। কারণ ভয় ছিল, পাছে বা আমি জার্মান সারমেরিনকে সংকেত পাঠিয়ে দিই। আদেশ দানের সময় আমি সাসেক্স থেকে লন্ডন পর্যন্ত গিয়েছিলাম। লন্ডনে আমি ইলিয়টদের সঙ্গে থাকতাম। তাদেরকে আমার ব্রাশ, চিরুনি ও টুথব্রাশ আনতে বলেছিলাম। কেননা সরকার আমাকে ওইগুলো বহন করতে নিষেধ করেছিল। সরকারের পক্ষ থেকে এরূপ কর্মকাণ্ড না থাকলে আমি শান্তিবাদী কাজ ছুড়ে ফেলে দিতাম। কারণ আমাকে বোঝানো হয়েছিল এগুলো নিতান্তই তুচ্ছ কাজ। সরকার অন্য কিছু চিন্তা করছিল বুঝতে পেরে আমি ভাবছিলাম যে হয়তো আমি ভুল করছি। আমি কোনো ভালো কাজ করছিলাম কি না– এরূপ চিন্তা ব্যতীত আমি থামতে পারতাম না। কারণ পরিণতির ব্যাপারে একটা ভয় আমার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।

ওই সময় যে অপরাধের জন্য আমি কারাগারে অন্তরীণ হয়েছিলাম তা আর না করার সিদ্ধান্ত নিলে আমার ভাই সরকারকে এই ব্যাপারে অবহিত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তিবিরোধীরা The Tribunal নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করত। আমি তাতে প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ লিখতাম। আমার পরে যিনি নতুন সম্পাদক হয়েছিলেন তিনি অসুস্থ হলে আমাকে শেষ মুহূর্তে একটি সাপ্তাহিক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল। তাতে আমি লিখেছিলাম যে আমেরিকার সৈন্যরা ইংল্যান্ডে ধর্মঘট পণ্ড করে দেওয়ায় নিয়োজিত হবে। আমার বিবৃতিটির সমর্থনে একটি সিনেট প্রতিবেদনেও অনুরূপ তথ্য ছিল। এর জন্য আমি ছয় মাসের কারাবন্দিত্ব বরণ করি। এগুলো কোনোভাবেই আমার জন্য বিরক্তিকর ছিল না। তা আমার আত্মসম্মান বজায় রাখে এবং আমাকে ভাবতে সাহায্য করে যে তা ছিল বৈশ্বিক ধ্বংসের চেয়ে কম বেদনাদায়ক। আর্থার বেলফুরের হস্তক্ষেপে আমি কারাবন্দি হিসেবে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলাম। ফলে আমি কারাগারে লেখাপড়া করতে পারতাম। কারাগার আমার কাছে অনেক দিক দিয়ে অনুকূল ছিল। বাইরে কোনো কাজের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি ছিল না, কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতো না, আমাকে কোনো কাজের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি ছিল না, কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত দিতে হতো না, আমাকে কোনো কাজের জন্য আহ্বান করা হতো না এবং সর্বোপরি আমার কাজে বাধা ছিল না। আমি প্রায় পড়াশোনা করতাম। আমি Introduction to Mathematical Philosophy নামে একটি বই লিখি। Analysis of Mind বইটির কাজও শুরু করি কারাগারে। সাথি কারাবন্দিদের প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। আমার মনে হতো যে তারা অবশিষ্ট জনগণ থেকে নৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল নন। তারা সাধারণ স্তর থেকে কিছুটা কম বুদ্ধিমান ছিলেন। পড়ালেখা অভ্যস্ত কোনো ব্যক্তি কারাগারে প্রথম শ্রেণী না পেলে তার জন্য কারাগার হতো ভীষণ শাস্তির জায়গা। আর্থারের বদৌলতে কারাগার আমার জন্যে তেমনটি হয়নি। আমি তার নীতির কট্টর বিরোধী হলেও তার হস্তক্ষেপ আমাকে তার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। কারাগারের সদর দরজা উপস্থিত হলে ওয়ার্ডার আমাকে উৎসাহিত করেন। তিনি আমার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। আমি উত্তর দিই, 'অজ্ঞেয়বাদী।' 'কীভাবে বানান করতে হবে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'বেশ, অনেক ধর্ম রয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় সব ধর্মের মানুষ একই ঈশ্বরের পূজারি"। এই মন্তব্যের ফলে আমি প্রায় সপ্তাহ খানেক আনন্দের মধ্যে ছিলাম। কোনো এক সময় আমি স্ট্রাচির Eminent Victorians পড়ার সময় বিকট শব্দ করে হাসলে ওয়ার্ডার আমাকে থামাতে আসেন। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে কারাগার শাস্তির জায়গা। অন্য একসময় আর্থার ওয়ালে, চীনা কবিতার অনুবাদক আমাকে একটি প্রকাশিতব্য কবিতার অনুবাদ কপি দেন। কবিতার নাম The Cackatoo তা নিম্নরূপ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আননাম থেকে উপহার হিসেবে প্রেরিত
পিচফুলের রঙের মতো একটি লাল ককাটো
মানুষের মতো বলছে
সব সময়ের কাজের মতো তারা করেছিল
বিজ্ঞজনের প্রতি
শক্ত বারের খাঁচা নিয়েছিল যারা।
তারাই একে ভিতরে আটকে দিল।

একজন ওয়ার্ডারের উপস্থিতিতে সপ্তাহে একবার দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আনন্দদায়ক ছিল। অটোলিন এবং কলেট অন্য দুজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। আমি অকর্তিত পাতার বইয়ের মধ্যে গোপনে চিঠি পাচার করার পদ্ধতি বের করি। ওয়ার্ডারের উপস্থিতিতে আমি পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে পারতাম। সুতরাং আমি প্রথমে অটোলিনকে Proceedings of London Mathematical Society দেই এবং বলি যে এটা অনুমানের চেয়েও বেশি আগ্রহোদ্দীপক। এই পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে আমি অন্য একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। সে পদ্ধতি অনুসারে কারাগার গভর্নরের পঠিত চিঠিগুলোর মধ্যে কলেটের কাছে আমার প্রেমপত্রও দিয়ে দিতাম। আমি ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস পড়ার কথা এবং গিরনদিন বুজট থেকে ম্যাডাম রোল্যান্ডের কাছে লিখিত চিঠিগুলোর কথা বানিয়ে বলি, এবং এগুলো একটি বই থেকে নকল করার কথা বলি। তার অবস্থা ছিল অনেকটা আমার মতো। আমার সন্দেহ ছিল যে গভর্নর ফরাসি ভাষা না জানলেও অজ্ঞতা স্বীকার করবেন না।

কারাগারটি ছিল জার্মান মানুষে পরিপূর্ণ। তাদের কিছু লোক ছিল খুবই বুদ্ধিমান। একবার আমি কান্টের একটি বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ করলে তাদের কয়েকজন আমার কাছে আসে এবং সেই দার্শনিক সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যার পক্ষে যুক্তি দেয়। আমি যতদিন কারাগারে ছিলাম তার আংশিক সময়ের জন্য আমি লিটভিমকে কারাগারে পাই। কিন্তু আমাকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। কেবল দূর থেকে তাকে দেখতে পেতাম।

কারাগারে আমার মনোভাবের কিছু কিছু দিক আমার ভাইয়ের কাছে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যেতে পারে। কারাগারের গভর্নরের হাত দিয়েই এগুলো বাইরে যেত।

(মে ৬, ১৯১৮)... এখানকার জীবন সমুদ্রগামী জাহাজের জীবনের মতো। কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটি কক্ষে বন্দী। তাদের ইচ্ছাশক্তি কম ছিল; তা ছাড়া অন্য কোনো বিবেচনা তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে খারাপ মানের ছিল না। প্রধানত তা ঋণগ্রহণকারীদের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে প্রকৃত কষ্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটি হলো বন্ধুবান্ধবদের দেখতে না পাওয়া। আপনাকে সেদিন দেখার আনন্দ ছিল অনেক। পরবর্তী দর্শনের সময় অন্য দুজন নিয়ে আসবেন। যত বেশি সম্ভব আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের দেখতে চাই। মনে হয় আপনি ভাবছেন আমি ওই বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ব। কিন্তু নিশ্চয়ই ভুলের মধ্যে রয়েছেন। প্রিয় লোকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতি উদাসীনতা জন্মাবে। তাদের সম্পর্কে ভাবনা আমার কাছে অনেক আনন্দের বিষয়। আমি ভাবনার সবদিকে বিচরণ করার মধ্যে আনন্দ পাই।

অধৈর্য ও তামাকের অভাব এখনো আমার কাছে কষ্টের ব্যাপার হয়নি। তবে ভবিষ্যতে তা হতে পারে। কাজ থেকে অবসর আনন্দের। এই আনন্দ অন্য যেকোনো আনন্দের চেয়ে বেশি। এখানে আমার কোনো চিন্তা নেই। এটা স্নায়বিক ও স্বর্গীয় অবসর। কেউ এ থেকে মুক্ত : আমি আর কী করতে পারি? আমার চিন্তার বাইরে কি কোনো বাস্তব কাজ আছে? সব বিষয়কে দর্শনের জগতে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কি আমার আছে? এখানে পুরো জিনিসটি আমাকে যেতে দিতে হয়। তা অধিকার শান্তিপূর্ণ। কারাগারে রয়েছে ক্যাথলিক চার্চের কিছু সুবিধা।

(মে ২৭, ১৯১৮)... লেডি অটোলিনকে বলবেন আমি আমাজনের ওপর দুটি বই পড়ছি : টমলিনসনকে আমি ভালোবাসতাম। বেটস পড়তে আমার একঘেয়ে লাগে, কিন্তু তা আমার মনে এক ধরনের ছায়া ফেলে যা পরবর্তী সময়ে আমার জন্য আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। টমলিনসন 'হৃদয়ের অন্ধকারের' কাছে ঋণী। বেটসের সঙ্গে তুলনা উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখতে পান আমাদের প্রজন্মের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা পাগলামির ভাব রয়েছে। কারণ তাতে সত্যের ক্ষীণ আভাস মেলে। সত্য ভৌতিক, পাগলামো এবং ভয়ংকর। যারা একে যত বেশি দেখতে পায় তারা মানসিকভাবে তত দুর্বল হয়। ভিক্টোরীয়রা স্বাভাবিক এবং সফল ছিল। কারণ তারা কোথাও কখনো সত্যের কাছাকাছি আসেনি। কিন্তু আমার বেলা আমি মিথ্যা নিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেয়ে সত্যের জন্য পাগল হয়ে থাকব।

(জুন ১০, ১৯১৮)... এখানে এই পরিস্থিতিতে আমার অবস্থা প্যারিস দূতাবাসে এটাসে হিসেবে কাজ করার সময়ের অবস্থার মতো ততটা বেমানান নয়। ক্রেমারসে কাটানো দেড় বছরের মতো এটা তত ভয়ংকর নয়। সেখানে তরুণদের প্রায় সবাই সেনাবাহিনী অথবা চার্চে চলে যেত। তাই তাদের নৈতিক মান ছিল সাধারণ স্তরের নিচে।

(জুলাই ৮, ১৯১৮)... অপরদিকে আমি মোটেই চিন্তা করছি না। প্রথমে আমি নিজেকে নিয়েই বেশি চিন্তা করছি, যদিও তা যৌক্তিকতার বাইরে ছিল না। এখন আমি ওইগুলো নিয়ে খুব কম চিন্তা করি। আমি প্রচুর পড়াশোনা করি এবং সফলভাবে দর্শন নিয়ে ভাবি। এটা অযৌক্তিক, কিন্তু সত্য হলো যে আমার চেতনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, মিত্রশক্তি ভালো করলে আমি আনন্দ পাই। কিন্তু তারা ভালো করতে না পারলে দুশ্চিন্তায় পতিত হই।

(জুলাই ২২, ১৯১৮)... মিরাব্যু সম্পর্কে আমি পড়ছি। তার মৃত্যুর ব্যাপারটি মজাদার। মৃত্যুর সময় তিনি বলেছিলেন, 'Ah! si jéeusse vécu, que j'eusse donné de chagrim â ce pitte.' পিটের শব্দগুলোর চেয়ে এই কথা আমার পছন্দনীয়। যাহোক, এই কথাগুলো মিরাব্যুর শেষ কথা ছিল না। মিরাব্যু আরও বলেছিলেন, 'Il ne reste plus quiune chose â faire : c'est de se parfumer, de se couronner de fleurs et de s'environner de musique, afin d'entrer agréablement dans ce sommeil dont on ne se reville plus. Legrain, qu'on se prepare â me raser, â faire ma táilette toute entiere.' তারপর যে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলছিল তার দিকে তাকিয়ে, "Eh bien! êtes-vous coutent, mon cher connaisseur en belles morts?' পরে কয়েকটি গুলির শব্দ শুনে, 'Sont-ce déjá les funérailles d'Achille?' তারপর তিনি কথা বলা বন্ধ করে দেন। বুধবারে আমি তার সুচিন্তিত কথা আপনাকে বলেছি। অস্বাভাবিক মাত্রার অহংকার অস্বাভাবিক শক্তি জাগিয়ে তোলে। অন্য আরেকটি চেতনাও রয়েছে: ক্ষমতাপ্রীতি। স্পেনের ফিলিপ-২ এবং গ্রসভেনরের সিডনে ওয়েব অহংকারের জন্য উল্লেখযোগ্য নন।

কেবল অন্য একটি বিষয় কারাগারে অন্তরীণ হওয়ার জন্য আমার মনে কষ্ট দেয়। তা কলেটের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি তার প্রেমে পড়ার দেড় বছর পর তিনি অন্য এক ব্যক্তির প্রেমে পড়েন। তবে তিনি (কলেট) আমার সঙ্গে সম্পর্ক পরিবর্তন করতে চাননি। আমি ভীষণ ঈর্ষান্বিত ছিলাম। লোকটি সম্বন্ধে আমার খারাপ ধারণা ছিল। আমাদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হতো এবং সম্পর্ক কখনো আগের পর্যায়ে ফিরে আসত না। কারাগারে থাকাকালীন আমি সবসময় ঈর্ষাবোধ করতাম ও কষ্ট পেতাম। আমি ভাবতাম ঈর্ষানুভূতি যুক্তিসংগত নয়। আমার কাছে ঈর্ষানুভূতি ঘৃণ্য আবেগ হিসেবে বিবেচিত হলেও আমি তা পোষণ করতাম। এই অবস্থায় প্রথম পনেরো দিন আমি রাত্রে ঘুমাতে পারতাম না। পরে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দিলে আমি ঘুম ফিরে পাই। আমি এখন স্বীকার করি যে আবেগের পুরোটাই বোকামি ছিল। আমার প্রতি কলেট যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু এখন সন্দেহ হয় যে এসব ব্যাপারে আমার বর্তমান দার্শনিক চিন্তায় দর্শনের চেয়ে শারীরিক ক্ষয়িষ্ণুতাই বেশি প্রভাব ফেলে। অবশ্য সত্য ব্যাপার এই ছিল যে তিনি (কলেট) ছিলেন তরুণী, এবং ওই সময় ধারাবাহিকভাবে আমার মতো আন্তরিক পরিবেশ বজায় রাখতে পারতেন না। কিন্তু যদিও আমি এখন জানি যে ঈর্ষার জন্য আমি ছেড়ে দিতে উদ্ধত হই : পরিণতিস্বরূপ আমার প্রতি অনুভূতি অনেক কমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত আমরা প্রেমিক ছিলাম, কিন্তু প্রথম বছরের আবেগ পরে কখনো ফিরে পাইনি।

১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পাই। তখন বোঝা যাচ্ছিল যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে চলে গেছে। শেষের সপ্তাহগুলোর অধিকাংশ মানুষের মতো আমিও উড্রো উইলসনের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। যুদ্ধের কোষটা এত তাড়াতাড়ি এসেছিল যে কেউই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের অনুভূতি খাপ খাইয়ে নিতে সময় পাচ্ছিল না। ১১ নভেম্বর আমি সাধারণ মানুষের চেয়ে কয়েক ঘণ্টা আগে জানতে পারি যুদ্ধ বিরতি আসন্ন। আমি রাস্তার নেমে পড়ি এবং বেলজিয়ামের এক সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করি যিনি বলেছিলেন : 'Tiens, C'est Chic.' আমি এক ধূমপায়ীর কাছে যাই যে আমাকে রক্ষা করেছিল। 'আমি তাতে আনন্দিত' তিনি বললেন, 'কারণ এখন আমরা অন্তরীণ জার্মানদের থেকে মুক্তি পাব।' বেলা ১১ টায় যখন যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয় তখন আমি টোটেনহাম কোর্টের রাস্তায় ছিলাম। দুই মিনিটের মধ্যে দোকান ও অফিস থেকে মানুষ রাস্তায় আসে। তারা বাসগুলোকে তাদের পছন্দের জায়গার নিয়ে যেতে বাধ্য করে। আমি দেখতে পাই পরস্পরের অপরিচিত এক পুরুষ ও এক মহিলা চলার পথে রাস্তায় চুমু খাচ্ছিল।

গভীর রাতে মানুষের আবেগ দেখার জন্য আমি রাস্তায় একাই ছিলাম। ভয়ংকর সময়ে আগের চেয়ে বেপরোয়াভাবে আনন্দ কেড়ে নেওয়া ভিন্ন কিছুই জানতে পারিনি। আমি বুঝতে পারি অন্য গ্রহ থেকে দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে যাওয়া প্রেতাত্মার মতো আমি একাকী ছিলাম। এটা সত্য যে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ও জনতার আনন্দের মধ্যে সাধারণ কোনো উপাদান দেখতে পাইনি। আমি সারাজীবনব্যাপী উৎসাহী জনতার অভিজ্ঞতার মতো মানুষের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশা করেছি। এই প্রত্যাশা এত প্রবল ছিল যে এর ফলে আমি প্রতারণার দিকে ধাবিত হই। আমি পর্যায়ক্রমে নিজেকে উদার, সমাজতন্ত্রী ও শান্তিবাদী মনে করেছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমি কখনো এরূপ কিছুই ছিলাম না। সর্বদাই একটি সংশয়বাদী বুদ্ধিবৃত্তি আমাকে সহজ উৎসাহ থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং এক নিঃসঙ্গ জীবন উপহার দিয়েছে। যুদ্ধের সময় আমি কোয়েকার, অপ্রতিরোধী ও সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করতাম, এবং অজনপ্রিয়তা ও অর্জনপ্রিয় মতামতের জন্য অসুবিধা মেনে নিতাম। তখন আমি কোয়েকারদের বলতাম আমার ভাবনায় বিশ্ব ইতিহাসের অনেক যুদ্ধই যুক্তিযুক্ত ছিল। সমাজতন্ত্রীদের বলতাম যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আমার কাছে ভীতিকর। তারা আমার দিকে আড়চোখে তাকাত এবং যখন ধারাবাহিকভাবে আমার সাহায্য নিত তখন দেখত যে আমি তাদের একজন নই। আমার জীবনের প্রথম দিকে আমার সব রকম কাজ ও আনন্দের মধ্যে নিঃসঙ্গতার বেদনাও ছিল। ভালোবাসার মুহূর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তা থেকে মুক্তি পেতাম। কিন্তু চিন্তা করে বুঝতে পেরেছি যে সেই মুক্তি ও আংশিকভাবে ভ্রান্ত ধারণার ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমি এমন কোনো মহিলাকে জানতে পারিনি যার কাছে বুদ্ধিবৃত্তিক দাবি আমার মতো এত নিরঙ্কুশ ছিল। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ঢুকেছে সেখানে ভালোবাসায় সহানুভূতির আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। স্পিনোজা যাকে বলেন 'ঈশ্বরের বুদ্ধিবৃত্তিক ভালোবাসা' আমার কাছে তা বেঁচে থাকার সবচেয়ে ভালো উপায়। কিন্তু আমি এরকম বস্তুনিরপেক্ষ ঈশ্বর পাইনি। আমি এক প্রেতাত্মাকে ভালোবেসেছি এবং তাকে ভালোবাসতে গিয়ে আমার অন্তরাত্মাও প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছে। তাই আমি একে জীবনের উৎসাহ ও আনন্দের অনেক নিচে পুঁতে দিয়েছি। কিন্তু আমার অনুভূতি সর্বদা নিঃসঙ্গ রয়েছে। সমুদ্র, তারকা, মন্দ জায়গার রাতে বায়ু আমার কাছে আমার পছন্দের মানুষের চেয়েও বেশি কিছু মনে হয়েছে। আমি সচেতন যে মনুষ্য প্রেম আমার অনুভূতির গভীরতায় ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার ব্যর্থ অন্বেষণ থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা।

১৯১৪-১৮ যুদ্ধ আমার সবকিছু বদলে দেয়। আমার শিক্ষক হবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আমি নতুন এই লেখার কাজ হাতে নিই। আমার মানবপ্রকৃতির পুরো ধারণা বদলে যায়। এই প্রথমবারের মতো আমি বুঝতে পারলাম গোঁড়ামি মানুষের সুখ আনতে পারে না। মৃত্যুকে দেখার মাধ্যমে আমি বেঁচে থাকার জন্য নতুন ভালোবাসা অর্জন করি। আমি বুঝতে পারি যে অধিকাংশ মানুষের জীবনে সুখের ছায়া নেই, এবং আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমেই একটি সুখী বিশ্ব গঠন করা সম্ভব। আমি দেখতে পাই যে সংস্কারক এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা একইভাবে নিষ্ঠুরতার দ্বারা বিকৃত হয়ে পড়েছে। কঠোর শৃঙ্খলার দাবি করে এমন সব ধরনের উদ্দেশ্যের প্রতি আমার সংশয় দেখা দেয়। পুরো সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এবং জার্মানদের মেরে ফেলার বিরুদ্ধে যেতে আমি বাধার সম্মুখীন হই। বিশ্বমানবতার দুঃখকষ্টের অনুভূতি আমাকে রক্ষা করে। পুরাতন বন্ধুদের হারিয়েছি এবং নতুনদের বন্ধুত্ব পেয়েছি। গভীর প্রশংসা করা যায় এমন কিছু লোককে জানতাম। তাদের মধ্যে প্রথম হলেন ই ডি মরেল। যুদ্ধে প্রথম দিনগুলোতেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়। কারারুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ঘন ঘন দেখা হতো। সত্য উপস্থাপনায় তিনি নিবেদিত ছিলেন। কঙ্গোতে বেলজিয়ানদের অন্যায় ব্যবহার প্রকাশ হয়ে পড়লে বেলজিয়ানদের সুভদ্র বলতে তিনি অনীহা প্রকাশ করেন। ফরাসিদের, এবং মরক্কোর ব্যাপারে স্যার এডওয়ার্ড গ্রের সূক্ষ্ম কূটনীতি সম্পর্কে জানতে পারলে তিনি জার্মানদেরকে একমাত্র পাপী বলে মনে করতেন না। সেন্সরশিপ ও প্রচারণা বাধার মুখে শক্তি ও অঢেল সামর্থ্য দিয়ে তিনি ব্রিটিশ জাতিকে যতটুকু সম্ভব আলোকিত করার চেষ্টা করতেন। রাজনীতিবিদগণ ও সাংবাদিকগণ অন্য যেকোনো যুদ্ধবিরোধীর চেয়ে তাকে আক্রমণ করতেন। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানাশোনা ৯৯% মানুষ তাকে কাইজারের বেতনভোগী লোক মনে করতেন। অবশেষে Miss Sidrick কে নিয়োগদানের কৌশলগত অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি আমার মতো প্রথম শ্রেণী পাননি। তার শরীরে জখম ছিল। তিনি তা থেকে রেহাই পাননি। এসব সত্ত্বেও তার সাহস টুটেনি। রামসে মেকডোনাল্ডকে শাস্তি দেবার জন্য তিনি প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত থেকে যেতেন। কিন্তু মেকডোনাল্ড সরকার গঠন করলে তিনি মরেলের মতো জার্মানবাদের কালিমা নিয়ে বেঁচে থাকা কাউকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করেননি। মরেল মেকডোনাল্ডের অকৃতজ্ঞতা গভীরভাবে অনুধাবন করলেন। শীঘ্রই তিনি কারাজীবনের কঠোরতা থেকে প্রাপ্ত হার্টের রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

কোয়েকারদের মধ্যে আমি কিছু লোককে তাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও প্রশংসা করতাম। তাদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সৈন্যদলের ভর্তিবিরোধী সংঘের ট্রেভাজারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সময় তার বয়স ছিল সত্তর বছর। তিনি ছিলেন খুবই প্রচার বিমুখ এবং ব্যক্তি হিসেবে অনড়। আবেগের দর্শনীয় লক্ষণ ব্যতীত জিনিসগুলোই তিনি নিতেন। কারাগারে অন্তরীণ তরুণদের অনুকূলে তিনি কাজ করতেন। তার কাজে আত্মসন্ধানের কোনো লক্ষণ দেখা যেত না। যখন তার এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে শান্তিবাদী প্রচারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় তখন আমার ভাই তার জেরা শোনার জন্য সেখানে ছিলেন। শান্তিবাদীদের দলের মানুষ না হয়েও আমার ভাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হন। তিনি সরকারি উকিল মেথিউসের পরে বসেছিলেন। মি. গ্রুব জেরা করার পর বসলে আমার ভাই তার কানে কানে বললেন, 'মেথিউস, আসলে ট্রাকিমেডার ভূমিকা তোমাকে মানায় না।' আমার ভাইয়ের মন্তব্যে মেথিউ এত রাগান্বিত হলেন যে তিনি তার সঙ্গে পুনরায় কোনো কথা বলেননি।

যুদ্ধবিষয়ক অফিসের আহ্বান হলো যুদ্ধের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। বন্ধুত্বমূলক মনোভাব এবং মনোমুগ্ধকর আচরণের কিছু লোক আমাকে রসবোধ অর্জনের জন্য অনুনয় বিনয় করে। তাদের মতে রসবোধ ব্যতীত কেউই অজনপ্রিয় মতামতের ব্যাপারে উক্তি করতে পারেন না। তারা ব্যর্থ হন। পরে আমি দুঃখ প্রকাশ করি যে আমি এরূপ উত্তর দিইনি। প্রতিদিন সকালবেলা হতাহতের সংখ্যা পড়ার সময় আমি হাসি বজায় রেখেছিলাম।

যুদ্ধ শেষ হলে আমি দেখতে পাই যে আমার কৃত সব কাজ আমার জন্য অর্থপূর্ণ হলেও অন্যান্য মানুষের জন্য অর্থপূর্ণ ছিল না। আমি একটি জীবনও বাঁচাইনি বা আমি যুদ্ধকে এক মিনিটও সংক্ষিপ্ত করতে পারিনি। ভার্সাই চুক্তির তীব্রতা হ্রাসের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। কিন্তু আমি কোনোভাবেই কলহপ্রিয় জাতিগুলোর অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমি নতুন তারুণ্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন দর্শন লাভ করি। আমি ডন ও প্রমোদবিরোধী লোকদের থেকে মুক্তি পাই। অন্যান্য মানুষ বলশেভিক রাশিয়া থেকে আশা করত। কিন্তু দুটো উৎস থেকেই আমি কোনো কিছু লাভ করতে পারিনি। আমি ভাবতাম সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটবে। কিন্তু ওই দিক থেকে আমার বিশ্বাস রহিত হয়নি যে মহিলা ও পুরুষেরা সহজাত আনন্দের গোপন বিষয়টিও জানতে পারবে।

চিঠি

নরবার্ট ওয়েইনার থেকে

Bihlsta, 28
GÖtingen
Germany
June or July, 1914

সুপ্রিয় মি. রাসেল

বর্তমানে আমি গটিনজেনে আপনার পরামর্শ অনুসরণ করেই পড়ছি। লেনডাউয়ের গ্রুপ থিউরি ও হিলবার্টের ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণের ওপর কোর্সের কথা শুনছি। (আমি জানি দর্শনে এর অবদান সামান্য, কিন্তু আমি হিলবার্ট সম্পর্কে শুনতে চাই)। হাসেলের তিনটি কোর্স, একটি কান্টের ওপর, একটি নীতিবিদ্যার ওপর, এবং একটি অবভাস বিজ্ঞানের ওপর লেখা। আমাকে স্বীকার করতেই হয় যে কারোর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকৃত আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। গণিতে অবভাস বিদ্যার প্রয়োগ এবং হোসারলের দাবি এই যে অবভাস বিদ্যা থেকে আরম্ভ করা ভিন্ন গণিতের ভিত্তির কোনো বর্ণনা দেওয়া যাবে না।

গটেনজেনে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার কিছুটা অনুকূল অবস্থা রয়েছে। সাধারণভাবে গণিতবিদদের সঙ্গে যুক্তিবিদ্যার মতো দর্শনের এত সম্পর্ক নেই। অপরদিকে দার্শনিকদের সঙ্গে প্রতীকের মতো গণিতের এত সম্পর্ক নেই। এই টার্মে আমি মূল কাজ ততটা করিনি। আপনি যদি জানেন ওই বিষয়ে আপনার কথা কেউ বুঝবে না, তাহলে মূল কাজের চেষ্টা করা আপনার জন্য হতাশাজনক হবে।

ফিংস্টেন ছুটির সময় আমি মেকলেনবার্গের বার্নসহপটেনে ফ্রেজের সঙ্গে দেখা করি। ফেজ সেখানে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে আপনার কাজের ব্যাপারে আমার কিছু কথা হয়েছিল।

সম্প্রতি একটি বিষয় আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। বিষয়টি হলো : কেউ কি জ্যামিতির জন্য সরলতার একগুচ্ছ স্বীকার্য পেতে পারেন। আমি এইভাবে মৌলিক জ্যামিতিক ধারণার ওপর পাঁচ অথবা ছয় গুচ্ছ সংজ্ঞা পেয়েছি। উদাহরণস্বরূপ আড়াআড়ি ত্রিকোণ স্বীকার্য অনতিক্রম্য সমস্যা সৃষ্টি করে যদি কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে অনিয়মিত কনভেক্সতল সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা নির্বাচন করে সহজ করার চেষ্টা করে।

আমার রচনা ও গবেষণায় আপনার আগ্রহ থাকার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন রচনার জন্য আমার হাতে এখন কিছু উপকরণ রয়েছে। আমি আপনার কাছে জানতে চাই এগুলো দিয়ে আমি কী করব? এটা হলো সারির ধর্মসহ পলিয়েডিক সম্পর্কের ওপর আমার কাজের অতিরিক্ত সংযোজন।

এর সঙ্গে আমি আপনাকে পুনর্মুদ্রিত কপি পাঠাচ্ছি। বিলম্বের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। কারণ হলো আমি আমেরিকায় বিতরণের জন্য এগুলো আমার পিতার কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস আমেরিকায় ওগুলো প্রাণ পাবে।

আমি শুনে সুখী যে আমাদের সঙ্গে আপনার সময়টি ছিল উপভোগের। আমি নিশ্চিত যে পরবর্তী বছর কেমব্রিজে আপনার অধীনে পড়াশোনা করে কাটাব। আমি বুঝতে পারছি যে আপনার অধীনে আমার কাজের অর্থ কী হতে পারে।

শ্রদ্ধাসহকারে
নরবার্ট ওয়েইনার।

১৯১৪ সালের ১৫ আগস্টের জন্য লন্ডনবাসীকে

জনাব, এই মুহূর্তে মানবতা ও সভ্যতার নামে আমি জার্মানিকে ধ্বংস করার অভিযানে আমাদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি।

এক মাস আগেও ইয়োরোপ ছিল শান্তিপ্রিয় জাতীয়গুলোর এক সংঘ। কোনো ইংলিশ জার্মানকে খুন করলে ফাঁসিতে ঝুলত। এখন কোনো ইংলিশ জার্মানকে খুন করলে, বা কোনো জার্মান ইংলিশকে খুন করলে দেশপ্রেমিক বলে অভিহিত হয়। হত্যার খবরের জন্য আমাদের লোভী চোখ পত্রিকাগুলো খুঁটিয়ে দেখে। কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রতি কোনো নির্দোষ মানুষের অন্ধ অনুকরণের খবর পত্রিকায় পড়তে পেরে আমরা আনন্দিত হই। যুদ্ধ ঘোষণার দিন পর্যন্ত যারা লন্ডনের জনতাকে শান্তিপ্রিয় ও মানবিক দেখেছেন তারাই আজ দেখছেন কত দ্রুত তারা আদিম বর্বরতায় প্রত্যাবর্তন করছেন। এর ফলে মুহূর্তে পুরো সমাজ কাঠামো রক্ত পিপাসা ও ঘৃণ্য প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়েছে। সকল দেশের দেশপ্রেমিকগণ অধিকার প্রমাণ করার জন্য এই পাশবিক হই হুল্লোড়ের প্রশংসা করেছেন। ঘৃণার বন্যায় করুণা ও যুক্তি ভেসে গিয়েছে। আমাদের কাছে জার্মানি এবং জার্মানদের কাছে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাদাসিধে সত্য গোপন করা হচ্ছে। সত্যটি হচ্ছে আমাদের মতো শত্রুরাও খারাপ বা ভালো কিছুই নয়। মানুষ তার বাড়ি, সূর্যকিরণ ভালোবাসে এবং স্বাভাবিক জীবনের সকল আনন্দও পেতে চায়। মানুষ তার স্ত্রী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোন, ছেলেমেয়ের চিন্তার সন্ত্রাসের কথা ভাবছে। পাগলামি, রাগ, সভ্যতার মৃত্যু, আশা আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু সবই আমরা ঘটিয়েছি। কারণ একদল অফিসিয়াল ভদ্রলোক বিলাসী জীবনযাপন করছে। তাদের অধিকাংশই বোকা, এবং সবই হৃদয়হীন। তারা বেছে নিয়েছে যে জাতীয় গর্ববোধ বিসর্জনের চেয়ে তা প্রকাশ করা তারা পছন্দ করে। শ্বেতপত্রের ভয়কে কোনো সাহিত্যের শোকাবহ ঘটনা ছুঁতে পারবে না। অধিকাংশ কূটনীতিকেরা প্রথম থেকেই অনিবার্য পরিণতি দেখতে পেয়ে একে এড়িয়ে যাবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাড়াতাড়ি সংকট থেকে সরে পড়ছে।

অফিসিয়াল দলিলে শ্রুত কূটনীতিকদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জাতীয় লোভ ও জাতীয় হিংসা। এসব অশুভ প্রবণতা অসভ্য পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর স্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে। সামাজিক অসন্তুষ্টির কথা না ভেবে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা তা লালিত পালিত হয়েছে। কৃত্রিমভাবে অস্ত্র প্রস্তুতকারীদের অশুভ প্রভাব দ্বারা তা বেড়ে উঠেছে। গৌরবের জঘন্য সাহিত্য এবং ছেলেমেয়েদের মন কলুষিতকারী ইতিহাস পুস্তক দ্বারা উৎসাহিত হয়েছে।

এই যুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণকারী অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি নয়। ইংল্যান্ড জাতীয় আবেগ অথবা এর কূটনীতি থেকে মুক্ত হতে পারে।

বিগত দশ বছর ধরে সরকার এবং সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশ জার্মানির প্রতি ঘৃণার জন্ম দিয়েছে। আমি বলছি না যে জার্মানির কোনো দোষ নেই। আমি অস্বীকার করি না যে আমাদের চেয়ে জার্মানির অপরাধ অনেক বেশি। কিন্তু আমি বলি যে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দূরদৃষ্টিমূলক চেতনার দ্বারা নিতে হবে, পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা দিয়ে নয়। উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্ট আতঙ্ক ও সংশয় যে জনমত গঠন করেছে তার ফলেই যুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠেছে।

আমাদের কূটনীতিও নির্দোষ নয়। গোপন ব্যবস্থা পার্লামেন্ট থেকে আলাদাভাবে এবং মন্ত্রিপরিষদ থেকে স্বতন্ত্র একটি বাধ্যবাধকতা হঠাৎ করে দেখা দেয়। তখন হঠাৎ করে যুদ্ধ জ্বর একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছে। এক ব্যক্তির দায়িত্বহীন সিদ্ধান্তের জন্য অনেক মানুষের মৃত্যু এবং সবার জীবিকা আশঙ্কায় পতিত হবে– এরূপ বিষয় প্রকাশিত হলে জনমত ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌছে যায়। ফ্রান্স আমাদের বাধ্যবাধকতার কথা জানলেও স্যার-ই-গ্রে আমাদের হস্তক্ষেপ অথবা নিরপেক্ষতার কথা জার্মানিকে জানাতে অস্বীকার করেন। ১ আগস্ট জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন :

'তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি জার্মানি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন না করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করে তবে আমরা কি নিরপেক্ষ থাকতে পারব? আমি জবাব দিলাম যে আমি তা বলতে পারব না। আমাদের হাত তখনো মুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। আমাদের মনোভাব কী হবে– সেই ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম। আমি যা বলতে পারতাম তা এই যে আমাদের মনোভাব জনমত দ্বারা নির্ধারিত হবে, এবং বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা জনমতের ওপর প্রভাব ফেলবে। আমি মনে করি না যে কেবল এই শর্তের ওপর ভিত্তি করে আমরা নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার করতে পারতাম। আমাদের নিরপেক্ষ থাকার কোনো শর্ত স্পষ্টভাবে বলার জন্য রাষ্ট্রদূত আমাকে চাপ দিচ্ছিলেন। তিনি তা-ও বললেন যে ফ্রান্স এবং তার কলোনিগুলোর ঐক্য নিশ্চিত করা যেতে পারত। আমি বললাম একই শর্তে আমাদের নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার করার বাধ্যবাধকতা অনুভব করছি। আমি কেবল বলতে পারতাম যে আমাদের হাত আমরা মুক্ত রাখবই।'

এভাবে দেখা যায় যে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা, ফ্রান্স ও এর কলোনিগুলোর ঐক্য, এবং ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলের নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবগুলোই ছিল অজুহাত মাত্র। এই প্রেক্ষিতে জার্মানি আমাদের দাবির সঙ্গে একমত হলেও আমরা নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার করতে পারতাম না।

আমি এই মন্তব্য না করে পারি না যে ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা প্রকাশ না করে জার্মানি তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ মুহূর্তে তা আমাদের সম্মানের প্রতি আবেদনের একটি ভিত্তি তৈরি করেছে। সে এই সংকটের প্রারম্ভেই তার মনোভাবের ঘোষণা না দিয়ে ইয়োরোপের প্রতি কর্তব্য পালনেও ব্যর্থ হয়েছে। কেননা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে শর্তাদি জার্মানকে অবহিত করেনি। এর ফলাফল যাই হোক, আমাদের বর্ণনাতীত কষ্ট, আমাদের হাজার হাজার সাহসী ও সৎ মানুষের জীবনহানি হবে।

আগস্ট ১২, ১৯১৪

আপনারই

বি. রাসেল।

লর্ড মরলে থেকে

Flower-mead
Princes Road
Wimbeldon Park SW
Aus 7, 16 ['14]

প্রিয় রাসেল

আমাকে বলার জন্য ধন্যবাদ যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অধিকার ভেঙে ফেলায় আপনি ও আমি একমত। আপনার মতো মানুষের অনুমোদন প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান। আমি আন্তরিকভাবে এর মূল্যায়ন করি।

আপনার মরেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিপি সেঞ্জার থেকে

Coke Bank
Westbury on Trym
Bristol
Friday 7th Aug, 1914

প্রিয় বার্টি

তুমি সদয় হয়ে আমাকে লিখেছিলে। পুরো ব্যাপারটি আমাকে আতঙ্কিত করে। আমি মনে করি গ্রে সবচেয়ে খারাপ। তিনি বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তিনি সর্বদা সভ্যতার ক্ষতি করছেন। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে একটি উদার কেবিনেট সার্বীয় ও রুশ স্বৈরাচারের অনুকূলে টটনিক সভ্যতা ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। আমি প্রার্থনা করি যেন অর্থনৈতিক বিপর্যয় এত বেশি হয় যে এর ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু তা খুবই খারাপ মনে হয়।

তোমার বন্ধু
সিপি সেঞ্জার।

এফ সি এস সিলার থেকে

Esher House
Esher, Surrey
19.8.14

AMARBOI.COM

প্রিয় রাসেল

আমি এইমাত্র নেশন-এ আপনার প্রশংসনীয় চিঠিটি পড়েছি। পরে সাদা বইটিও। ঘটনা পরম্পরার ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলাম যা আপনার উল্লিখিত প্যারায় চরম মাত্রা লাভ করে। ফলে আমি কেবল আপনার মনোভাবের সঙ্গেই নয়, বরং আপনার যুক্তিগুলোর ব্যাপারেও একমত পোষণ করি। তার নিজের বর্ণনা থেকেই আমার কাছে পরিষ্কার যে স্যার ই-গ্রেকে এই ধ্বংসের দায়ভার নিতে হবে। যেকোনো শর্তে তিনি জার্মানিকে নিরপেক্ষ থাকার নিশ্চয়তা দেননি। তাই যুদ্ধে জড়িত হবেন এরূপ একটা বিশ্বাসের জন্ম দেন। কিন্তু লক্ষণ থেকে এটা স্পষ্ট ছিল যে তিনি আমাদের নিরপেক্ষতার জন্য তিনি উঁচু মূল্য দিতে রাজি ছিলেন।

প্রথমে তিনি (নং-৮৫) ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের যথাযথ সংহতির অঙ্গীকার করেন। যখন গ্রে বললেন যে তা যথেষ্ট নয় (নং-১০১), এবং বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতার দাবি করলেন তখন জার্মান রাষ্ট্রের সেক্রেটারি সততার সঙ্গে সমস্যাটি কোথায় তা ব্যাখ্যা করলেন (নং-১২২)। তিনি বললেন তাকে অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ্যান্সেলর এবং কাইজারের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। এই কাগজগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে অঙ্গীকার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার ছিল যে গ্রের সঙ্গে লিকোনস্কির পরের দিনের আলোচনাই ছিল এর উত্তর। আমি দেখতে পাই না কীভাবে এর চেয়ে বেশি কিছু সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা এবং ফ্রান্সের কলোনিগুলোর সংহতি, এবং এর সাথে কোনো শর্তের গ্রহণ গ্রে আরোপ করতে পারতেন। কেবল প্রয়োজন ছিল কিছু বলার। অবশ্যই তা ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধকে প্রহসনে পর্যবসিত করতে পারত। এর অর্থ দাঁড়ায় ফ্রান্স মোটেই আক্রান্ত হতো না, কেবল নিয়ন্ত্রিত হতো। কেউ এরূপ ধারণা করতে পারেন যে জার্মানি প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতে চায়, এবং জোটবদ্ধতার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে থেকেও। রাশিয়াও অস্ট্রিয়াকে প্ররোচিত করছিল। এরূপ চিন্তা করা বিরক্তিকর যে জারের অত্যাচারকে সারা দুনিয়ার ছড়িয়ে দেবার জন্যই এই রক্ত প্রবাহকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রের সুবিশ্বাসের প্রেক্ষিতে আপনি কি লক্ষ করেছেন যে দ্রুত কার্য সম্পাদন থেকে নং-১২৩-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না? কেন কোনো কাগজই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পারেনি এটাই তার কারণ। আপনার কাছে নেশন-এর সম্পাদকের উত্তরের ব্যাপারে বলা যায় যে তিনি সময়ের নিয়মবিধি লঙ্ঘন করেছেন। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতার প্রতি লিকোনস্কির প্রস্তাব গ্রের অনুসন্ধানের পরে আসে। গ্রের উত্তরটি মনে হয় কেবলই কল্পনা প্রসূত। যদি তিনি প্রকৃতই নিরপেক্ষ থাকতে চাইতেন তা হলে অবশ্যই লের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বলতেন 'এগুলো কি দৃঢ় অঙ্গীকার' কিন্তু তিনি মোটেই কিছু বলেননি।

যাহোক পড়ে যাওয়া জিনিসের জন্য চিৎকার করে কোনো লাভ নেই। ইয়োরোপের সভ্যতা কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই ব্যাপারে খুব বেশি ভাবনারও প্রয়োজন নেই। আমি ভয় পাচ্ছি যে এই আতঙ্ক একে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ কষ্ট ছয় মাস ধরে চললে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের অধিপতিও কূটনীতিবিদ যারা এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আপনার

এফ সি এস সিলার।

জে এল হ্যামণ্ড হতে এবং তার প্রতি

প্রিয় হ্যামন্ড

নরম্যান এঞ্জেলের উত্তরে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি। তিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় আমি আনন্দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলজিয়ামের ব্যাপারে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু তা বিতর্কের চেতনায় নয়। এই প্রশ্নগুলো একারণে যে আমি আশা করি জাতির প্রতি আমার রাজনৈতিক শ্রদ্ধা অটুট থাকবে।

১. জার্মান যে বিগত অনেক বছর ধরে কিছুই গোপন না করে পরবর্তী যুদ্ধে বেলজিয়ামের মাধ্যমে ফ্রান্সকে আক্রমণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে সেই ব্যাপারে জাতি কি অজ্ঞ?
২. পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বেলজিয়াম যেসব বিধি লঙ্ঘন করেছে সেগুলো কি জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের ভিত্তি হিসেবে জাতি গণ্য করবে?
৩. যদি তা হয়, তাহলে কেন তারা তাদের মতামতের ন্যূনতম ইশারাও দেননি, অথবা সরকারকে জার্মানির কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করতে বলেননি। বিষয়টি বেলজিয়ামকে রক্ষার জন্য হলে অবশ্যই তা বলা উচিত ছিল।
৪. কেন জাতি অতীতে মহাদেশের জড়িত হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবাদ করেনি? আমরা দেখছি বেলজিয়ামকে রক্ষা করতে গিয়ে ইতোমধ্যে অনেক দুঃখকষ্ট আমাদের ভাগ্যে জুটেছে। তাই রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে জুটবদ্ধ হলেও দেখা দিত।

আমার মনে হয় বর্তমানের মতো অতীতেও জাতির নীতিগুলো আবেগপ্রসূত। তা এই অর্থে যে তা বাস্তবতা মোকাবিলা করতে অস্বীকার করেছে। আমি দেখি না, যেকোনোভাবে, কীভাবে অতীতের চিন্তাহীনতা ও বর্তমানের উন্মাদনার অভিযোগ থেকে জাতিকে মুক্তি দেওয়া যাবে।

এর কোনো উত্তর পাওয়া গেলে আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।

AMARBOI.COM

আপনার
বি. রাসেল

Oct fied
19 Oct. 1914

প্রিয় রাসেল

আপনার চিঠিটি ছিল– আমার অস্পষ্ট হাতের লেখার জন্য অভিযোগ করে– আমার জন্য একটি বড় আঘাত। তাই আমি ইতোমধ্যেই সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। এর ফলাফল আপনি দেখছেন।

আপনার একটি চিঠির উত্তর হিসেবে আমি চিঠিটি লিখেছিলাম। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমরা বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে কেন তা পাঠকদেরকে জানতে দিত না যে এটাই তার অভিমত, এবং দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হলো কেন তা বিদেশিদের জড়িত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুলত? প্রথমে আমি আপনাকে– দেশের প্রতি ন্যায়ের স্বার্থে– জাতি ও আমার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে বলছি। বিদেশ নীতির ওপর কাগজের লাইনটির জন্য আমার কোনো দায় ছিল না (অথবা অস্ত্রশস্ত্রের ওপর) যার সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করিনি। আমি পারস্য সম্বন্ধে এন-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সঠিক মানুষটি আমি নই। তবে আমার মনে হয় অসঙ্গতির পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে জাতি।

১. আমি জানি না নেশন এ সম্পর্কে অবগত আছে কি না। (ব্যক্তিগতভাবে আমি ছিলাম না। আমি সর্বদা ভাবতাম জার্মানি বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের ওপর পরিকল্পনা করতে পারত। আমার পররাষ্ট্রনীতির ওপর শেষ রচনায় আমি 'স্পিকার' এ লিখেছিলাম। আমি বলেছিলাম, তিনি তাদের আক্রমণ করলে আমরা অলসভাবে চেয়ে থাকতে পারি না।)

২. নেশন ১৯১২ সালের এপ্রিলে ও ১৯১৩ সালের সংখ্যায় ও যুদ্ধের আগের সপ্তাহে বেলজিয়ামের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বলে।

৩. আমি মনে করি যে তারা জার্মানিকে প্রভাবিত করার জন্য সরকারকে বলছে না, কারণ সাধারণভাবে এটা সবাই জানেন যে একটি ইংলিশ সরকারের প্রতি এর ব্যাপারে একতা রয়েছে।

৪. নেশন যুক্তি দেয় যে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। যদি আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতাম আমরা অনেক সহজেই বেলজিয়ামকে রক্ষা করতে পারতাম। জার্মানি কিছু সামরিক সুবিধার জন্য বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা নষ্ট করতে পারত না। তাদের ভুল হতে পারে, গ্রের ব্যাপারে তাদের সমালোচনা সঠিক বা ভুল হতে পারে এবং অ্যাংলো-ফ্রান্স-জার্মান বন্ধুত্ব গড়ে তোলা অবাস্তব হতে পারে। কিন্তু কয়েক বছর ওই নীতির ওপর কাজ করা এবং জার্মানি যে তা নষ্ট করছে তা ভাবা অসংগত হবে না। মেসিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে– ১. গত এক পক্ষকালে জার্মানি ইয়োরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো সুবিধা দেবে না। ২. বেলজিয়ামকে আক্রমণ করার জন্য জেদ ধরেছিল।

আপনি যদি বলেন যে আপনি ভাবছেন 'নেশন অতীতে যুদ্ধবিষয়ক শক্তির বেশি কিছু জার্মানিতে অনুমতি দেয়নি। আমার মনে হয় শান্তিপ্রিয় মানুষের এটিই ছিল ভুল। এই বইয়ে ইস্পাত ও সোনায় যুদ্ধের ওপর ব্রেইসফোর্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন পুরোপুরিভাবে সন্দেহজনক। ব্রেইসফোর্ড পূর্বানুমান করেছিলেন যে ইয়োরোপে আর কখনো বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হবে না।

আপনারই
জে এল হ্যামন্ড।

জি ও টার্নারের প্রতি

Trinity college
Cambridge
26 April 1915

প্রিয় স্যার

আমার বলতে দুঃখ হয় যে আমি কেমব্রিজ লিবারেল সমিতিতে আমার চাঁদার নবায়ন করতে পারব না। আমি আর এর সদস্য থাকতে চাচ্ছি না। লিবারেল দলের প্রতি আমার সমর্থনের প্রধান কারণ হলো যে আমি মনে করতাম তারা ইউনিয়নিস্টদের থেকে কম মাত্রায় ইয়োরোপীয় যুদ্ধে জড়াবে। দেখা গিয়েছে যে তারা যখন থেকে ক্ষমতায় আছে তখন থেকেই তারা তাদের সমর্থকদের প্রতারিত করছে। তারা গোপনে একটি ঘৃণ্য নীতি অনুসরণ করছে। এরূপ অবস্থায় আমি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বর্তমান সরকারকে সমর্থন করতে পারব না।

আপনার বিশ্বস্ত
বার্ট্রান্ড রাসেল।

AMARBOI.COM

নিচের চিঠিটির লেখক খ্যাতিমান অনুসন্ধানী ও সৈনিক ছিলেন। তিনি ১৯০৩-০৪ সালে তিব্বতে ব্রিটিশদের অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনি আনন্দচিত্ত ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। তার প্রতি আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমরা একত্রে ১৯১৪ সালে মৌরিতানিয়া সফর করি।

London
May 11, 1915

প্রিয় রাসেল

আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য আমি দুঃখিত। অন্য দিক দিয়ে তা পরোক্ষ হতে হবে। আপনার স্বাধীনতা ও চিন্তার সততার জন্য আপনার প্রতি আপনার বন্ধুগণের অনুভূতি সম্বন্ধে আপনার ভাবা উচিত। ব্যর্থ ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি তার বন্ধুদের কাছে ঘৃণ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপনার অনুভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্নতাবোধ তাদের মধ্যে নেই। তারা এ-জাতীয় বোধে মাত্রাতিরিক্ত সন্তোষ প্রকাশ করে।

কিন্তু স্মরণ করুন যে আপনার বন্ধুরা প্রশংসা করে এবং তারা আপনার সাহায্য পায় যদিও তারা একমত নাও হতে পারে। এই সময়ে আপনার কথিত চিন্তার বস্তু এর সবগুলোই। কারণ আপনি জার্মানদের এবং অন্যান্য মহাদেশীয় দেশগুলোর সম্বন্ধে অনেক বেশি জানেন। এই সময়ে এটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার মতো মানুষের প্রয়োজন যাদের দ্বারা অন্যান্য মানুষ নিজেদের পরীক্ষা করে নিতে পারে। যুদ্ধের পূর্বে আমি জার্মানি সম্বন্ধে খুব কমই জানতাম। আমি সৈনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঝুঁকেছিলাম। সুতরাং আমি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই প্রশ্নের দিকে তাকাই। আপনার চিন্তাভাবনা জানার জন্য আমি আরও আগ্রহী।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি সরকারের ভিতরের ব্যক্তিদের ভিন্ন কারও পক্ষে প্রারম্ভিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয়। বাইরের লোকের কাছে এই সংকট সহসাই এসে উপস্থিত হয়। একেবারে উপরিতলের নিচেই তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু আমরা তা জানতাম না। তারপরই হঠাৎ তা ভেঙে পড়ে এবং আমরা মতামত গঠনের সুযোগ পাই। মিলিটারি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এটা কত ভয়ানক যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেবার ভৌত উপায় আপনার হাতে রয়েছে। আমার মনে হয় জার্মানি এ থেকেই ভুগছে। তা প্রভূত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করেছে। এর জন্যে তারা অন্যের অধিকার সম্পর্কে বিবেকহীন হয়ে পড়েছে। আমাদের কাজ এই মৌলিক সত্যটি তাদের বোধে পৌঁছে দেওয়া যে অন্যদের অধিকারের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

আপনার

ফ্রান্সি ইয়াং হাজবেন্ড।

AMARBOI.COM

10 Adelphi Terrace

GB Shaw থেকে [London] W.C

16th October, 1915

প্রিয় বার্ট্রান্ড রাসেল

ওয়েবদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বললে ভালো হতো। চেতনায় বিচলিত হয়েই আপনি যথাযথ কাজটি করবেন। এটা কেবলই একটি ফেবিয়ান সভা– এরূপ বলেই আপনার পক্ষে সভা উন্মুক্ত করা সহজ। ফেবিয়ান সমাজের কাজ হলো, মানুষের সীমাবদ্ধতার মধ্যে, সামাজিক সমস্যার বাস্তব অনুসন্ধান করা এবং সামাজিক অশুভ প্রভাবের নিরাময় খুঁজে বের করা। যুদ্ধ অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মতো একটি সামাজিক সমস্যা। তা প্রদর্শনের পাশাপাশি এরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করে। যুদ্ধের মনোগত দিকটিই হলো এই সান্ধ্য ভাষণের বিষয়।

আমি বিচক্ষণ, বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভদ্র হতে যাচ্ছি না। আমি এই ভাষণটি সফল করতে চাই। শ্রোতাদের মনোযোগী হতে উৎসাহিত করতে চাই। সভায় হাসিখুশি ও তেজি ভাব বজায় থাকবে। প্রত্যেকে এক একটি আতঙ্ক। সত্য অর্থে সবাই সবকিছু বলতে পারে। মিথ্যা অর্থে কেউ কিছুই বলতে পারে না। এই কাজের আসল ব্যাপারটি এই যে আমাদের এই অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আপনার নির্দেশিত পথে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার বক্তব্যের পূর্বাপর অবস্থা আমার কাছে একই। আমাদের কাজ হলো মানুষকে যুদ্ধের ব্যাপারে আন্তরিক করে তোলা। তুচ্ছ জিনিস ও অশোভন ছেলেমানুষি আমাদের কাছে দেশপ্রেম বলে মনে হয় তাই তা আমার মেজাজ খারাপ করে দেয়।

(Dec. '17)

মিলিটারি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। যুদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, অথবা ভ্রান্তিপূর্ণ শান্ত অবস্থা থেকে সরূপে জাগতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে একে বিচার করলে আমি এখানে হতাশার কিছু দেখি না। আমি প্রায়ই সেনফোর্ডে দুপুরের খাবার খেতে যাই। পথে সদ্য চাষকৃত ভূমি দেখে আমার হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বয়। উত্তর জার্মানির পতিত ও জলাভূমির পরিবর্তে ইংল্যান্ডের ভূমি এখন ফলনশীল জমিতে পরিণত হয়েছে। এটিই সব রকম ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে বলে আমার মনে হয়। রাশিয়ার লেনিন আমার পছন্দের মানুষ। তার আদর্শ রয়েছে এবং তিনি যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এটিই জার্মানবিরোধী আদর্শ। তিনি ক্ষমতায় থাকলে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়বেন। প্রকৃতপক্ষে তা বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে। আমার মনে হয় বার্লিনে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। প্রুশিয়ো শিক্ষা-শিল্প-মিলিটারির প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে আমরা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। মিলিটারি বিজয় এখন আর কোনো ফলদায়ক বিষয় নয়। কারণ যত বেশি লোক তাদের অধীনস্ত হবে তত বেশি তারা ব্যবস্থাপনার সফল প্রয়োগের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মৃত্যু ও মূলধনের ক্ষতির ব্যাপারে আমি এতটা উদ্বিগ্ন নই। যেসব তরুণদের হত্যা করা হয়েছে তারা বেঁচে থাকলে বৃদ্ধ হতো। তখন তারা অকেজো হয়ে যেত। বৃদ্ধ হবার পর নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করত। বিশ্ব গরিব হলেই আমি সুখী। আমার প্রত্যাশা কেবল মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আমি রুটি খেয়ে বেঁচে থাকার প্রত্যাশী। কিছু ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আগের অবস্থায় ফিরে যাব। মানুষ বুদ্ধিমান নয়। মানুষকে এরূপে পাবার প্রত্যাশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অযৌক্তিক। এতদিন ধরে আমি যে দর্শন ধারণ করে আছি তার অদৃষ্ট তাই-ই। তা ছাড়া আমি আমেরিকায় চল্লিশ বছর ধরে বাস করতে পারতাম।

এসবের প্রতি আমার আগ্রহ থাকবে না। কিন্তু এগুলো লিখিত হয়ে গেছে। তাই আমি চলে যাবার পথ করে দেই।

জি. সানতায়ানা।

অটোলিন মরেলের প্রতি [কেমব্রিজ]

১৯১৫

আজকের মর্নিং পোস্টে একজন আমেরিকানের চিঠি কি দেখেছেন? তিনি নিউ কলেজ চ্যাপেলে Pro Patria অন্তর্লিখিত টেবলেট দেখে ঘাবড়ে গিয়েছেন। যাদেরকে যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে, এর ওপর তাদের নাম অন্তর্লিখিত হয়েছে। অন্যদের মধ্যে রয়েছে তিন জার্মান। তিনি আসন প্রদর্শককে তার আতঙ্কের কথা জানান এবং উত্তর পেয়ে যান। তারা তাদের দেশের জন্য করেছে। আমি তাদেরকে জানতাম– তারা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। নিউ কলেজে তা বিশ্বাসযোগ্য। দেশপ্রেমিক হবার পন্থা দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া আমেরিকানরা জরুরি মনে করে।

'এলিজাবেথ' [আমার শালি] এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে যে তার পাঁচ জার্মান ভ্রাতুষ্পুত্র যুদ্ধে এখনো জীবিত আছে। সে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। আমেরিকারা তাকে পছন্দ করবে।

আপনার অসুবিধা হলে আমি মঙ্গল অথবা বুধবার আপনার কাছে আসতে পারি। লরেঞ্জকে দেখতে চাই।

AMARBOI.COM

[Cambridge]
Sunday Evg
[Postmark 10 May '15]

আমি এখানে ফিরে আসার পর থেকে যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করছি। এর ক্ষতিকর দিক যেকোনো লোকের জন্য ভয়ংকর। রুপার্ট ব্রুকসের মৃত্যুর খবর আবারও এই গুরুত্বের জানান দিচ্ছে। এখন এখানে ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসবে। তথাপি আমার ভয় হয় যে সভ্যতা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের সভ্যতার মূল্যায়ন কী অদ্ভুত। বর্বর মানুষের ধীর অর্জন। মনে হয় এটাই চূড়ান্ত বিষয় যার জন্য মানুষ বেঁচে থাকে। আমি মানুষের সুখের জন্য নয়, বরং মনে এক ধরনের সংগ্রাম ধারণ করার জন্যই বেঁচে আছি। এখানে অধিকাংশ সময়ই এর সাহায্য করা হচ্ছে। সব রকমের কৃতকর্মই নতুন প্রজন্মের কাছে প্রদত্ত। আমরা যেখানে থেমে গিয়েছি সেখান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তাদের যাত্রা শুরু। এখন সবাই থেমে গিয়েছি। কেউ জানে না তা কি আবার চলতে শুরু করবে। সব স্বধর্মত্যাগী বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ অতিশয় আনন্দিত।

34 Russell Chambers
Wed, night
[Post mark 27 May '15]

আমি এখন কেবলই কেমব্রিজে অত্যাচার বোঝার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে এখানে আমি অনেক প্রাণবন্ত। পরিস্থিতি যত ভয়াবহই হোক এখন আমি তা মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখি। কেমব্রিজ এখন আমার আশ্রয় নয়। তা আমার কাছে এক বিশ্বাসঘাতকের মতো মনে হয়।

অতি সম্প্রতি আমি খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। আতঙ্ক আমার নিত্য সঙ্গী। এটা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার মনের সবকিছু বলতে চাইনি। কারণ তা ছিল অতিরিক্ত এবং অস্বাভাবিক। সুতরাং আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি।

July 1915

সকাল সাড়ে দশটা থেকে আমার সবটুকু সময়ই লরেঞ্জের জন্য বরাদ্দ ছিল। তাই আমি গতকাল পারিনি। আমাদের যুক্তি ধ্বংসাত্মক না হলেও ভয়াবহ ছিল। তিনি আমাকে বিভিন্ন কারণে আক্রমণ করেন। এর জন্যে আমার কোনো অভিযোগ নেই। এর প্রধান কারণ বৈজ্ঞানিক মেজাজ ও সত্য তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। আমি আপনাকে আমার ব্যাপারে তার লিখিত মন্তব্যগুলো পাঠিয়ে দেব। আপনার ভাবনা চিন্তা জানতে পারলে খুশি হব। তিনি আমাকে রুশ ইহুদি কটিলিয়ানস্কি, মুরি, মিসেস মুরি দেখাতে নিয়ে গেলেন। তারা সবাই হলবর্ন রেস্টুরেন্টের কাছেই তাদের অফিসে একত্রে বসা ছিলেন। ঘরের জানালা বন্ধ ছিল। কোনো রকম বিরতি ছাড়াই তারা ধূমপান করছিলেন। মুরিকে পাশব মনে হয়েছিল, এবং পুরো পরিবেশ ছিল তিন মৃতের।

তারপর আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম। বেবুন আমাকে অনেক সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করে। সে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সবার দিকে তাকাল। তারপর তার দাঁত দেখাল এবং অভিযোগ করল। তারপর সে হম্পস্টেড ও রেডফোর্ডে গেল। মিসেস লরেঞ্জ সেখানে কথা বলছিলেন। হঠাৎ আমাদের যুক্তির সূচনালগ্নে আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম। আমি লরেঞ্জকে বলেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকের স্বাধীন থাকা সম্বন্ধে ভাবছি। যখন তিনি রাজনীতি সম্পর্কে বলেন তখন তাকে বন্য বলেই মনে হয়। আমি তার সাথে কাজ করতে পারিনি। আমি আশা করি তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। তার চিন্তা ছিল এলোমেলো। তিনি বলেন সত্য ঘটনা গুরুত্বহীন, কেবল সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। লন্ডন 'সত্য' নয়, 'সত্য ঘটনা'। কিন্তু তিনি লন্ডনকে টেনে নামাতে চান। আমি তাকে দেখাতে চেষ্টা করি যে লন্ডন গুরুত্বহীন হলে তা হবে উদ্ভট। কিন্তু তিনি বলতে থাকেন যে বাস্তবে লন্ডনের অস্তিত্ব নেই। মানুষকে তিনি তা সহজেই দেখাতে পারেন। তখন মানুষ তা টেনে নামাবে। বিশ্বাস সৃষ্টি করার ক্ষমতায় তার আত্মবিশ্বাস ছিল। আমি তাকে আহ্বান করি তৎক্ষণাৎ ট্রাফালগার স্কোয়ারে এসে প্রচার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। তা তাকে মাটির পৃথিবীতে নিয়ে এল। তিনি চলতে শুরু করলেন। তার মনোভাব কিছুটা অস্বাভাবিক, সততা মোটেও নেই। ব্যক্তিগত অক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা পাননি। ভীরুতা সম্পর্কে তাকে স্বীকার করানোর আমার সর্বপ্রকার চেষ্টা, সাহসী চিন্তায় উৎসাহের অভাব এবং আশাবাদের আত্মপ্রশ্রয়ে তার শ্রদ্ধা রয়েছে। কেউ এরূপ সত্যের ক্ষীণ সন্ধান পেলে তিনি নিরুৎসাহ বোধ করেন। অতিরঞ্জিত অস্বাভাবিক প্রবণতাই তার কষ্টের কারণ।

Hatch
Kingsley Green
Haslemere
Trurs. mg.
[Post mark 9 sp. '15]

AMARBOI.COM

প্রিয়তমা

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়ে আমি আনন্দিত বোধ করছি– অতি প্রিয় চিঠি। আমি আনন্দিত না হয়ে পারিনি। তোমার থেকে দূরে যাওয়ায় আমার আগ্রহ থাকলে, এবং পারিবারিক পরিবেশে না থাকতে চাইলে আমি তাই করতে পারতাম। অপর দিকে প্রয়োজনীয় অস্তিত্বের অনুভূতি। কেউ অংশগ্রহণ না করলে কেবল চেয়ে থেকে তা বহন করা যেত না। প্রতি সপ্তাহে কয়েক দিন শহরে কাটালে সব ঠিক হয়ে যাবে। মহিলা আমার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছিলেন। আজ আবারও তা করে তিনি আমার কষ্ট লাঘব করেছেন। তিনি বলেন তিনি প্রথমে আমার ভাইয়ের সঙ্গে অরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন। কারণ তিনি তার সঙ্গে নিরাপদ বিয়ের কথা ভাবতেন। এবং তা হতো একজন উপযুক্ত প্রেমিক হিসেবে। হঠাৎ তিনি তার সঙ্গে আলোচনা না করেই লিখেন যে তিনি তালাক দিচ্ছেন। এটা তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়। তিনি নির্দিষ্ট করে কিছুই বলেননি। এখন তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ সে মুহূর্ত আসতে আর দেরি নেই। তালাক অনিবার্য হয়ে পড়বে। তার আপত্তিগুলো নিম্নরূপ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. সে বিছানায় সাতটি কুকুর নিয়ে ঘুমায়। এই পরিবেশে তিনি (মহিলা) এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে পারেননি।

খ. সে উচ্চ স্বরে কিপলিং পড়ে।

গ. তিনি টেলিগ্রাফ হাউস পছন্দ করেন, কিন্তু তা লুকানো আছে।

দীর্ঘ অনুসন্ধানে অন্যান্য আপত্তিগুলোও বেরিয়ে আসবে। তিনি (মহিলা) একজন তোষামোদকারী। তিনি চাচ্ছেন যেন আমি তার বিরুদ্ধে না যাই। কিন্তু এটা অসম্ভব। আমার ভাই আমার খুবই প্রিয়। সে কষ্ট পেলে আমি অবশ্যই দুঃখ পাব। তার দিকে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও তাকে মাফ করে দেওয়া যাবে না। তিনি বলছেন যে তিনি এখনো অনিশ্চিত। কিন্তু আমার মনে হয় না তিনি তাকে বিয়ে করবেন। তাকে প্রেমিক হিসেবে পেয়েই তিনি আনন্দিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সে কখনো তাতে রাজি হবে না।

মুহূর্তের মধ্যে তা ডাকে ছাড়তে হবে, তাই আমাকে শেষ করতে হচ্ছে।

আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। আমি যা পারব না তাতে আমি পুরোপুরি মনোনিবেশ না করলেই ভালো হয়। আমি ছেলেমেয়েদের কষ্ট ভালোবাসি। তোমার উপস্থিতিতে আমি পারিবারিক জীবনের প্রশংসা করতে পারি না। কারণ তোমার উপস্থিতিতে আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি। আমি জানি কিছু বিষয় রয়েছে। আমি তোমাকে বিরক্ত করি, অথবা করি না। এর কারণ আমি বুঝি না। আমি তোমার সামনে স্বাভাবিক হতে পারি না। কিন্তু আমি ক্লান্ত না হলে ওগুলো অতিক্রম করে যেতে পারি। তুমি সাথে থাকলে ভীতির জন্য গারসিংটনে আমার ক্ষমতা স্থায়ী হয় না তা শেষ হয়ে গেলে আমি নিরাপত্তা বোধ হারিয়ে ফেলি।

AMARBOI.COM

[1915]
বুধবার

প্রিয়তমা

যুদ্ধ শুরু হবার পর আমি যে অলসতায় ভুগতাম, আবারও সেরূপ অলসতায় ডুবে গেছি। আমার উচিত ভিন্নভাবে বেঁচে থাকা। কিন্তু আমি সব রকম ইচ্ছাশক্তি হারিয়েছি। আমার একজন মানুষের প্রয়োজন যে আমাকে বলে দেবে আমি কোথায় বাস করব এবং কীভাবে বাস করব। আমি নিশ্চিত এটা আমার মনের রোগ। কিন্তু তা খুবই তীব্র; আমি কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করি না। একটি মানসিক কাঠামো নির্মাণ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিও আমার শরীরে নেই। প্রকৃতপক্ষে আমার মঙ্গলের জন্য অনিষ্টকর জিনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার উচিত।

আমার বক্তৃতাগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বেশি কিছু করতে পারব না। ডেসমন্ডের মতো কাউকে পেলে আমার ভালো হতো। কিন্তু প্রত্যেকেই ব্যস্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিসগুলো সাজানো গোছানোর শক্তিও আমার নাই। আমি কোনো কাজ করতে পারি না। হার্বার্ডের জন্য আমাকে কাজ করতে হবে। কিন্তু কাজের চিন্তা কেবলই দিবাস্বপ্ন। আমি নিশ্চিত একটা কিছু করতে হবে।

আইরিন এইমাত্র এখানে এসেছে। সে হেলেনের ব্যাপারে আমাকে গালিগালাজ করেছে। অতি সম্প্রতি সে কারও কাছ থেকে পুরো গল্পটি শুনেছে। আজকাল আমি পাপবোধ থেকে কষ্ট পাই। আমি ভাবছিলাম আমি তা অতিক্রম করে গেছি। কিন্তু আবার তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে খারাপ হয়ে পড়েছে। আপনি কি এমন কিছু ভাবতে পারেন যা আমার সাহায্যে আসতে পারে। পারলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আমার অস্তিত্ব এখন খুবই ভয়ানক।

আমি এখন জানি যে এটা একটি খারাপ রোগ। তা আমাকে এ ব্যাপারে সমালোচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন না।

ইতোমধ্যে আপনার কাজের অনেক বোঝা পড়ে আছে। কিন্তু কি এমন কাউকে জানেন যিনি আমার যত্ন নিতে পারেন।

আপনার
বার্টি।

Sat [1916]

আমি ক্যাপ্টেন হোয়াইটের একটি চিঠি এই খামে ভরে দিলাম। তুমি দেখবে তিনিও লরেঞ্জের মতো বৈরীভাব পোষণ করেন। আমার মনে হয় আমি যাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের অনেকেরই এই অনুভূতি রয়েছে। একই জিনিস তোমাকেও আমার থেকে সরিয়ে রেখেছে। আমি আশা করি তুমি তা দেখতে পাবে। তুমি আমাকে বলবে তা কী। এটা মানুষকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে শিখায়। যেসব মানুষের প্রতি আমার বুদ্ধিবৃত্তিক সহানুভূতি রয়েছে তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকের আধ্যাত্মিক জীবন রয়েছে। আরও কিছু লোক রয়েছে যারা আমার বুদ্ধিবৃত্তিক দিক মেনে নিতে পারে না। তুমি ভাববে যে আমি পা পিছলে রোগগ্রস্ততায় ঢুকে গেছি। কিন্তু তা নয়। আমি কেবলই এর তলদেশ ছুঁতে চাই। উদ্দেশ্য তা বুঝতে পারা। যদি আমি তা অতিক্রম করতে না পারি তবে তা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি হোয়াইটকে বলেছিলাম আমি এজন্য কষ্ট পাচ্ছি যে আমার শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এবং যেসব মানুষ আমার বক্তৃতায় অসুবিধা মনে করেন তাদের মধ্যে মিসেস অকল্যান্ড উল্লেখযোগ্য নন। তিনি আমার বক্তৃতা উপভোগ করেন। আমার কথায় সরকারের প্রতি নিন্দা প্রকাশিত হয়– তা তিনি মনে করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আমি ভাবছিলাম আমার সর্বশেষ বক্তৃতার পর আমি বাস্তবে নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ করব।

আজকাল তোমার চিন্তাভাবনার খুব কম বিষয় আমি জানি। আমি এত ব্যস্ত যে আমার চিঠিগুলো নীরস অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু তোমাকে দেখলে তা প্রশমিত হবে। গেরিংটন থাকায় বিগত দিনগুলো থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সুখী। তুমি কি মনে কর যে তুমি যখন ভিজেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলে তখন আমি জ্ঞানতত্ত্বের ওপর অনেক কিছু লিখেছিলাম। উইটজেনস্টেন-এর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। আমার মনে হয় ওই সমালোচনা তখন আমি বুঝিনি। কিন্তু তা ছিল আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তখন থেকে তা আমার কর্মের ওপর প্রভাব ফেলে। আমি দেখেছিলাম তিনি সঠিক। আমি আশা করতে পারিনি যে আমি আবার দর্শনের মৌলিক কাজ করতে পারব। আমার তাড়না চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আমি হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম।

সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য আমি তোমার দিকে চেয়ে থাকব। তোমার ওপর তখন ভিটেজের প্রভাব ছিল, এবং তুমি সময় দিতে পারতে না। তাই আমি সুযোগ মতো ফষ্টিনষ্টি করতে থাকি, যা আমার হতাশা বাড়িয়ে দেয়। আমাকে আমেরিকার ওপর ভাষণ তৈরি করতে হয়। উইটজেনস্টিন আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে যুক্তিবিদ্যার ওপর কিছু করা আমার জন্য কঠিন ছিল। সুতরাং সেই কাজে দার্শনিক তাড়না প্রকৃতপক্ষে সন্তোষজনক ছিল না। আমার ওপর দর্শনের প্রভাব কমে যায়। তা ছিল উইটজেনস্টিনের জন্যই, যুদ্ধের জন্য নয়। যুদ্ধের প্রভাব নতুন কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম কঠিন উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। বক্তৃতাগুলো দেবার পর আমি বুঝতে সমর্থ হই যে নতুন জীবন সম্ভব। কর্ম হবে নতুন আকাঙ্ক্ষা সম্পৃক্ত। সুতরাং আমি নীরবে তা করতে চাই। আমি কাজের মধ্যে শান্তি খোঁজে পাই।

AMARBOI.COM

34 Russell Chambers
Bury St. W.C.
10 Feb. 1916

মারটিন লুসি ডনলের প্রতি

ব্রাইন মাওয়ের কলেজের
ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর

প্রিয় লুসি

কায়টোতে তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তোমার কর্তব্য হলো আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া গিয়ে তোমার সংগ্রহ কর্ম সম্পূর্ণ করা।

আমি আশা করি তুমি সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে ইংল্যান্ড আসার ব্যবস্থা করতে পার। আমি এবং আমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধবদের যুদ্ধ সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তোমার সহানুভূতি থাকবে বলে আমি আশা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বক্তৃতাগুলোর ব্যাপারে তোমার ভীত হবার প্রয়োজন নেই। হেলেন তীব্র আপত্তি করে লিখেছে। আমার মনে হয় সে এখন জানতে পেরেছে যে মতামত প্রকাশে সামাজিক সতর্কতা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'সারমন অন দি মাউন্ট' সরবরাহ করার আগে ক্রিস্টকে জানতে পারলে সে তার কাছে চাইত যেন নেজারেতে সামাজিক অবস্থানের ক্ষতি না হয়। এর জন্যে তার নীরব থাকা প্রয়োজন। বিশ্ব সম্পর্কে যারা ভাবে তারা এ ব্যাপারে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। বাস্তব ব্যাপার এই যে আমার বক্তৃতাগুলো খুবই সফল। বুদ্ধিজীবীরা প্রতিদিন যুদ্ধ ও সাধারণ রাজনীতির ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি আসছেন। সব ধরনের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ রাজনীতি ঘৃণা করলেও তারা কর্মের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। পরিণামে একটি বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হবে। আমার আকাঙ্ক্ষা আমার বন্ধুবান্ধবদের থেকে অনেক বেশি। আমি প্রশংসার প্রত্যাশী নই। আমি মানুষের চিন্তায় পরিবর্তন আনতে চাই। আমার জীবনের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা মানুষের চিন্তার পরিবর্তন আনতে চাই। আমার জীবনের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা মানুষের চিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করা। এই ক্ষমতা জনপ্রিয় কথা বলে অর্জন করা যায় না। যৌবনে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রিয় ও অদ্ভুত ছিল। তারপরও আমি বিরাট সাফল্য পেয়েছি। এখন আমি নবরূপে যাত্রা শুরু করেছি, এবং আমি আমার ইচ্ছা ও ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে পারলে সম্ভবত একই সাফল্য অর্জন করতে পারি। আমার বর্তমান বক্তৃতার অনুরূপ বারো মাসের একটি কোর্সে হার্ভার্ড আমাকে আমন্ত্রণ করেছে। আমি তাতে সাড়া দিয়েছি। যুদ্ধ শেষ হলে মানুষ এখানে একই জাতীয় জিনিস চাইবে। আমার প্রত্যাশা সম্পর্কে একবার বুঝতে পারলে তুমি দেখবে যে ওইগুলো অর্জন করার জন্য আমি সঠিক পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। মানুষ মারা যাওয়ার আগে তার সফলতা আসে না। জীবন ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমি কিছু বলতে চাই। বিগত দশ বছরে মানুষের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে কিছু পরিবর্তন এসেছে। তাদের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং তারা নতুন মতবাদ প্রত্যাশা করে। কিন্তু যারা ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে মনোযোগী তারা পুরাতন প্রথা ও কুসংস্কার থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। ক্রম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমি তরুণদের পক্ষ নিয়েছি। তাদের পক্ষে থাকার জন্যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু দিতে পারি যা তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সমালোচনা মামুলি ধরনের না হলে যদি তারা একে শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাহলে আমি অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অবদান রাখতে পারি। আমাকে আবার লেখ। দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে তোমার ধারণা শুনতে আমি আগ্রহী।

তোমার স্নেহের
বি. রাসেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কি মাইকেল এঞ্জেলের 'রোমান রোল্যান্ডের জীবন' বইটি পড়েছ? এটি একটি অদ্ভুত বই।

রোববার বিকেল

অটোলিন মরেলের প্রতি

[Postmark London 30 Jan '16]

হেডলক এলিসের লেখা যৌন বিষয়ক বই পড়েছি, যা খুবই বৈজ্ঞানিক, বস্তুনিষ্ঠ, খুবই মূল্যবান ও আগ্রহোদ্দীপক। প্রত্যেকের এই বইটি পড়া উচিত। যৌন বিষয়ে মানুষকে অজ্ঞ রাখা একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ। আমার মনে হয় প্রত্যেকটি সভ্য মানুষ কোনো না কোনোভাবে অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত। কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে জানে না যে অনেক লোকই তাদের মতো। মানুষ যখন বিয়ে করে তখন কতই না ভুল মানুষ শুনতে পায়। সম্ভাব্য বিষয় না জানা এবং সরলভাবে কথা বলতে ভয় পাওয়ার জন্যেই এই ভুলটি হয়ে থাকে। আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং যেসব বিষয়ে ছেলেমেয়েরা জড়িত নয় ওইগুলো আইনের মাধ্যমে উপেক্ষা করা প্রয়োজন। কেবল ছেলেমেয়েরাই সম্পর্ককে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করা রহিত করবে। আমি নিশ্চিত প্রথানুগতিক নৈতিকতার পুরোটাই কুসংস্কার। এটা সত্য নয় যে সবচেয়ে ভালো জিনিসগুলো বাধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে আসার সম্ভাবনা আরও বেশি। এগুলো ছেড়ে দিতে তারা ক্রমেই অসমর্থ হয়ে পড়ছে। তুমি কি একমত? বিদায় হে প্রিয়তমা। আমি এখন যেকোনো লোকের মতোই সুখী। আমি তোমাকে দেখতে পেয়ে আনন্দিত।

তোমার

বি. রাসেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Trin. Coll
Feb, 27 1916

প্রিয়তমা

সপ্তাহান্তে আমি আসছি– একথা বলতে তোমাকে ভুলে গেছি। এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের একটি সংগঠন ভারতীয় মজলিসে কিছু বলার জন্য এসেছিলাম। তারা একশো জন মানুষের ভোজের ব্যবস্থা করেছিল, এবং আমাকে ভারতীয় টুস্টের প্রস্তাব করার জন্য বলেছিল। তোমার বন্ধু সোহরাওয়ার্দী সেখানে ছিলেন। তিনি অসাধারণ বক্তব্য রেখেছিলেন। যুদ্ধের ব্যাপারে একটি বিশেষ অবস্থান নেওয়ায় তারা আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। কিন্তু যখন আমি বলতে উদ্ধত হয়েছি তখন আমার মনে একটি প্রতিকূল দায়িত্ববোধ উদিত হলো। আমি মোটেই চাচ্ছি না যে জার্মানি বিজয়ী হোক। এ মুহূর্তে ভারতও বিদ্রোহ করুক চাচ্ছিলাম না। আমি বলেছিলাম আমি ভারতীয় হলে জার্মানির বিজয়ের প্রত্যাশা করতাম না। নীরবে তা গৃহীত হলো। পরবর্তী বক্তব্যগুলোর সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না। তাদের জাতীয়তা হৃদয়ে অনুভূতি জাগানোর মতো ছিল। তারা বলেছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা এবং ইংল্যান্ডের অত্যাচারের কথা। তাদের মতে একটি পরাজয়ই অত্যাচারের ইতি টানতে পারে। তাদের অনেকেই সামর্থ্যবান, আগ্রহী সভ্য ছিল। শেষ বক্তা ছিলেন একজন জীববিজ্ঞানী। তার মধ্যে বিজ্ঞানের আবেগ ছিল এবং তখনই তার ভারত প্রত্যাবর্তন করার কথা। 'আমি যাচ্ছি' তিনি বলছিলেন, 'উন্নত দেশ থেকে প্লেগ এবং দুর্ভিক্ষের দেশে; স্বাধীন দেশ থেকে সেই দেশে যেখানে আমি সত্যবাদী হলে অনুগত এবং সৎ হলে রাষ্ট্রদ্রোহী হব। একটি আলোকিত দেশ থেকে ধর্মান্ধতার দেশে। সেই দেশকে আমি ভালোবাসি, সেই দেশটি আমার।' ওই রকম দেশকে ভালোবাসতে হলে একজন মানুষকে মানব হওয়ার চেয়েও বেশি কিছু হতে হবে। এরূপ লোক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব করতে বাধ্য হলে কতই না ক্ষতি। একটি সুখী বিশ্বে তিনি কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে তার জীবন সংঘাতে পরিপূর্ণ। কেবলই তিনি অন্যায়ের প্রতিরোধ করেন, কোনো ভালো কাজ করতে পারেন না। তারা সবাই নির্ভীক, চিন্তাশীল এবং অধিকাংশই মেধাবী। তাদের বক্তব্য কৌতূহলোদ্দীপক।

আজ রাতে আবার তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদের সামনে আমি শিক্ষায় ওপর বক্তব্য রাখি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পেরে আমি আনন্দিত। ভারতের মতো দেশের অধিবাসী হওয়া, শিক্ষিত ও সভ্য হওয়া বেদনাদায়ক।

দুপুরে হেলেন আসছে। আশা করি নিকড এবং আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে দেখা হবে গতকল্য আমি ওয়াটারলোয়ের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভারতীয়দের সঙ্গে আধঘণ্টার মতো কথা বলেছি। তখন আমার কোনো প্রস্তুতি বা সহায়ক নোট ছিল না। আমার বিশ্বাস অনেক ভালো বলেছিলাম। আমার কথা বলার মধ্যে অধিক স্বতঃস্ফূর্ততা ও কম একঘেয়েমি ছিল।

46 Gordon Square
Bloomsbury
Tuesday night
[1916]

প্রিয়তমা

শুক্রবারের পর তুমি আমাকে আর লেখনি। কিন্তু আজকাল আমি আমার চিঠিগুলো দৈনিক একবারই পেয়ে থাকি। এটা আশ্চর্যজনক নয়।

আজ আমার একটি দুঃসাহসী অভিযান ছিল। লয়েড জর্জ বিবেকবান আপত্তিকারীকে খুঁজে বের করার জন্য চিন্তা করছিলেন। রিগেটের কাছে তার বাড়িতে তিনি ক্লিফোর্ড, মিস মার্শাল ও আমাকে দুপুরে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার নিজস্ব মোটরে করে আমাদের নিয়েছিলেন এবং ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তার ব্যবহার সন্তোষজনক ছিল না। আমার মনে হয় তিনি দর কষাকষি করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য তার দক্ষতা কাজে লাগান। তা সত্ত্বেও আমি তা মূল্যবান মনে করি যে তিনি এলেনকে দেখবেন এবং প্রকৃত মানুষকে জানবেন। ফলে তিনি তাকে জেল করার জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন।

আমি বিশ্বাস করছি বলে মনে হয় যে মানুষ জনমত গঠনের পূর্বে অনেক দুর্ভোগ পোহাবে, এবং এখন সরকার তাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে দেবে। আমি এই ধারণা পেয়েছিলাম যে লয়েড জর্জ দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ প্রত্যাশা করেন। তার মতে পুরো পরিস্থিতিটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তা হৃদয়হীন মনে হয়।

আমার মনে হয় এলজির ব্যাপারটি একান্তই ব্যক্তিগত।

প্রথম কাজটি হলো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখা। মানুষ কাপুরুষদের প্রতি নিষ্ঠুর। কিছু লোক পাগল হয়েছে, কিছু লোক আত্মহত্যা করেছে, এবং কিছু মানুষ অসহায়তা প্রকাশ করে। শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ অবিশ্বাস্য রকম ঘৃণার্হ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

10 Adelphi Terrace W.C
18th April 1916

বার্নার্ড 'শ হতে

প্রিয় বার্ট্রান্ড রাসেল

ইয়েটস চ্যাপেলো সম্পর্কে আমাকে লিখেছিলেন। তার চাচাতো বোনের একটি চিঠিও খামে ভরে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বুঝতে পারছি না কী করতে হবে। আইন পাশ হয়ে গেছে। তাকে সেবা করতে হবে অথবা শহীদত্বের চেতনায় যেতে হবে। তাকে ছাড় দেওয়ার কোনো ভিত্তি নেই। মনে হয় তিনি বিষয়গুলোর ছাড় দিচ্ছেন। ছোট শিশুর মতো বুঝতে অক্ষম যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আইনের নিগড়ে বন্দী। আমার ব্যক্তিগত কোনো প্রভাব নেই।

তার চিঠি শহীদত্বের উপাদানে গঠিত একটি চিঠি। তিনি অনেক সাহিত্যিকের মতো বাস্তব ক্ষেত্রে অসহায়। সেনাবাহিনীই হচ্ছে তার আসল জায়গা। কারণ সেখানে তাকে অনিবার্য বিষয়ের মুখোমুখি হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাকে ভালো কাপড় দেওয়া হবে। কী করতে হবে তাও বলে দেওয়া হবে। তিনি অন্যান্য বিষয়ে চিন্তার সুযোগ পাবেন। এক বছরের মধ্যে কাউকে হত্যা করার জন্য তাকে বলা হবে না। তার বিবেকের বিরোধী হলে তিনি দুবছর কাজ করার সুযোগ পাবেন। তখন অযোগ্যতার জন্য বরখাস্ত হতে পারেন। তাকে বুঝতে হবে যে সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিবেক দিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। শহীদত্ব ব্যক্তির আত্মার বিষয়। তা গ্রহণ করার জন্য আপনি কাউকে পরামর্শ দিতে পারেন না।

আমি কোনো বুদ্ধিমান মানুষকে সেনাবাহিনীর কাজে অবসাদ এড়াতে দেখলে দোষারোপ করব না। কিন্তু চ্যাপেলো এত অসহায় ছিলেন যে তিনি তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টাটুকুও করতে পারেননি। আমি তার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি তাকে সেবা করে যাবার পরামর্শ দিতে পারি। আপনি আরও ভালো কিছুর পরামর্শ দিতে পারেন।

আপনার বার্নার্ড 'শ।

প্রফেসর জেমস এইচ উড
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দর্শন বিভাগ

34 Russell Chambers
30 July 1916

প্রিয় প্রফেসর উড

আপনার এবং রাষ্ট্রদূতের চিঠি আমার কাছে কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। ওইগুলো পেয়ে আমি আপনাকে তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম। আমার সন্দেহ হয় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা আপনার কাছে পৌঁছেছিল কি না। আপনার চিঠিটি ছিল দরদের। বার্লিনে আমার কৃতকর্মের বর্ণনা ছিল বিভ্রান্তিকর। ১৯৮৫ সালে আমি সেখানে ছিলাম জার্মান সমাজতন্ত্রের ওপর একটি বই লেখার জন্য। তা আমাকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত করে দেয়, এবং আমি অ্যাম্বাসি থেকে বাদ পড়ে যাই। আমি সেখানে থাকাকালীন সময়ে জনসমক্ষে কিছুই করিনি। কাইজার বিশাল সংখ্যক সমাজতন্ত্রীকে তাদের মতামতের জন্য কারাগারে বন্দী করেন। এর ফলে তার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে, যা আমি আজও পোষণ করি। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা ব্যতীত আমি কখনো আমার অনুভূতি প্রকাশ করিনি। ১৯৮৫ সালের পর আমি কখনো বার্লিন ছিলাম না।

আমার ওপর যে বিচার হয়েছিল তার কোনো প্রতিবেদন পেয়েছিলেন কি না জানতে পারলে আনন্দিত হব। তা আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেন্সরের জন্য তা আটকা পড়তে পারে।

এর জন্য চিন্তিত যেন আমেরিকা আমার অপরাধের প্রকৃতি জানতে না পারে। আপনি শুনে থাকবেন যে আমি একই অপরাধের জন্য ট্রিনিট থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি। আমার পুরো অপরাধটি এই ছিল যে আমি বলেছিলাম কারোর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি। তখন থেকে এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডও। কেউ মনে করতে পারেন যে এসব শাস্তির জন্য আমার কণ্ঠ থামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি বলছি যে তারা ভুলের মধ্যে আছেন। সরকার কেবল নিজের ভুলই প্রচার করছে। কারণ যারা নীরব হচ্ছে না তাদের ওপর তারা নিষ্ফল শাস্তি আরোপ করছে। আমার কৃত অপরাধের মতো শ্রমজীবী মানুষ অপরাধ করলে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়। তারা বের হয়ে আসলে কেউ তাদেরকে নিয়োগ দেয় না যাতে তারা কেবল দান খয়রাতের ওপর বেঁচে থাকতে পারে। এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ।

কোনো সন্দেহ নেই যে এই চিঠিটি আপনার হাতে পৌঁছাবে না। সেন্সর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এর থেকে আনন্দ পাবেন। তা আপনার হাতে পৌঁছালে আমাকে ফেরত ডাকে জানাবেন। কোন জিনিসটি যেতে দেওয়া হয় তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে না পারলে আমি ধরে নেব যে চিঠিটি আটকে দেওয়া হয়েছে।

এটা খুব দুঃসময়। কিন্তু বিদেশে একটা চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। সবশেষে ভালো কিছুই বেরিয়ে আসবে। আমার আশা আপনার দেশ মিলিটারি কাজে প্রবৃত্ত হবে না।

কৃতজ্ঞতায় আপনার

বি. রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমবার বিকেল [১৯১৫]

শ্রদ্ধেয় মরগান জোনসের সঙ্গে দুপুরের খাবার খাই ও মফস্বলে বেড়াতে যাই। তিনি একজন বিখ্যাত শান্তিবাদী লোক। প্রকৃতই দরবেশ ব্যক্তি। তারপর আমি সভা করার জন্য এক প্রতিবেশী শহরে যাই। একটি স্কুলে এই সভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং আমরা খোলা আকাশের নিচে সভা করি। একজন একেশ্বরবাদী মন্ত্রী সভায় বক্তৃতা করেন।

আমার আরও শত্রুভাবাপন্ন জেলায় যাওয়া উচিত ছিল। এখানে কেবলই একটি পিকনিক হয়েছে। আমার মনে হয় আমি শহরে ভালো কাজ পাব। তেইশ তারিখের পর আমি আবার শহরে যাব। ওই সময় আমাদের ন্যাট কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

এলেনের ভ্রমণ কীভাবে বাতিল হয়ে গিয়েছিল আমার জানতে ইচ্ছে হয়। আমি তা ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে ভীত।

কথা বলার মধ্যে একটি বড় স্নায়বিক চাপ ছিল। বাকি সময় আমি উদ্যমহীন থাকি। কিন্তু আমার ঘুম হয়। আমার মানসিক সুস্থতা রয়েছে, তাই আমি ক্লান্ত হই না। আজকাল আমার কোনো মৌলিক দুশ্চিন্তা নেই।

আমেরিকা, এবং ট্রিনিটি হারিয়ে সম্ভবত দরিদ্র হয়ে পড়ব। আমাকে উপার্জনের অন্য পথ বেছে নিতে হবে। ট্রিনিটি আমাকে বহিষ্কার করলে আমি লন্ডনে দর্শনের ওপর শিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রচার করব। এগুলো সফল হলে তা হবে আমার জন্য আনন্দের। এবিলার্ডের মতো একটি শুধুই স্কুল করার স্বপ্ন দেখি। এর ফলে অনেক বড় অর্জন সাধিত হবে। আমার মনে হয় আমি জীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। অবশিষ্ট জীবন হবে প্রস্তুতিমূলক। কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি কী আচরণ করল তার পরোয়া করি না। তারা আমাকে দীর্ঘদিন থামিয়ে রাখতে পারবে না। এখন আমি পুরোপুরিভাবে কর্মরত, এবং আমার কাজ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আমার অন্তর্মুখী কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কোনো কিছুই আমাকে কষ্ট দেয় না।

আমি বুঝতে পারছি যে সবচেয়ে খারাপ প্রভাবটি শেষ হয়ে গেলে আমি আরও বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা চাইব। রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর সীমাহীন কাজের সম্ভাবনা দেখছি। এতে সুবিধা হবে যে তা সব ধরনের লোকের জায়গা করে দেবে এবং সর্ব প্রকার মানব সত্যকে জানতে দেবে। একমাত্র সন্দেহ হলো যে আমি কি বাস্তবতায় মুগ্ধ হব না। তা পরিপূর্ণ গণিতের মতো। এমন কি সবচেয়ে বিমূর্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব ভয়ানকভাবে জাগতিক ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তা রেখে দিতে হবে।

তোমাকে এত কম দেখা দুঃখজনক। আমার মনে হয় যেন আমরা অন্তরঙ্গতা হারিয়ে ফেলছি। আমরা ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি। তা ঘটে গেলে বড় ধরনের ক্ষতি হবে। আমি আজকাল তোমার ব্যক্তিগত জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিন্তু আমার আরও বেশি জানার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কীভাবে তা বের করা যায় জানি না। আমার অস্তিত্ব এখন এত বাস্তব যে আমার কোনো অন্তর্জীবন নেই। কিন্তু অবসর হলে আমি তা পেতাম।

প্রিয়তমা, তোমার প্রতি আমার অন্তর ভালোবাসায় পূর্ণ। যুদ্ধের পর সুখী দিনগুলোতে আমার মনের একটি দর্শন রয়েছে। আমরা আবার কবিতা, সৌন্দর্য, গ্রীষ্মের বনভূতিতে, এবং এই বিশ্বের বাইরের জিনিস দর্শনে ফিরে যাব। কিন্তু যুদ্ধ মানুষকে পৃথিবীতেই বেঁধে রাখে। কখনো কখনো আমি আশ্চর্য হই যে আমরা কি ব্যক্তি সত্তাহীন হয়ে পড়েছি। কাউকে ব্যক্তিগত ভালোবাসার নিগড়ে আবদ্ধ করা কঠিন। সর্বদাই তা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। এরূপ হলে তা হবে আমাদের জন্য ক্ষতিকর। আমি প্রত্যাশা করি তা এরূপ হবে না। যখন সময় পাও তখন একটি পূর্ণ চিঠি লেখ। আমাকে তোমার অভ্যন্তরীণ জীবনের কিছু বলিও।

Telegraph House
Chuchester
16 July 1916

আমার ভাই ফ্রাংক থেকে

প্রিয় বার্টি

আমি খবরের কাগজে ট্রিনিটি ঘোষণাটি পড়েছি। তুমি যাই বলো না কেন আমি তাতে ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করছি। এইসব নীতিবাগীশ শিক্ষকগণ তোমার অনুকূলে ছিলেন না। তারা তোমার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তোমার বন্ধু হতে পারেননি। তথাপি আমি সর্বদাই মনে করি যে শিক্ষকতার সঙ্গে তোমার জীবন খুবই মানানসই। তরুণদের কাছে তোমার ব্যক্তিত্ব অতি মূল্যবান। আমার মনে হয় সময়ের সঙ্গে তুমি তোমার অনুভূত ধারণার থেকেও বেশি কিছু হারাবে, এবং সম্ভবত দুঃখ প্রকাশ করবে।

তোমার কর্ম জীবন গঠনে আমি কোনো সাহায্য করতে পারি না। তুমিই তোমার পথপ্রদর্শক এবং তোমার কাজের বিচারক। কিন্তু নিজেকে এত তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিয়ো না। সর্বোপরি প্রিয় শ্রোতাদের থেকে সাবধান থেকো। সাধারণ মানুষ এতই বোকা যেকোনো সক্ষম ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্য তাদের আন্দোলিত করতে পারে। তোমার মতো প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কাছে বিশ্বের যে চাহিদা তা কাজ নয়– এর জন্য একজন রাজনীতিবিদ বা একজন অনলবর্ষী বক্তাই যথেষ্ট। আমাদের সমস্যার ওপর গবেষণা কর ও লেখার মাধ্যমে তার বাস্তব রূপ প্রকাশ কর এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দাও। তোমার সঙ্গে যাদের দেখা হয় তুমি তাদেরকে তোমার মতো সৎ ও আন্তরিক মনে করো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে তুমি মানুষের জন্য যা কিছু করেছ এখন তার একটি মূল্য থাকতে পারে। কিন্তু আমি দেখতে পাই তুমি নিজের ক্ষতি করছ। মেধার সদ্ব্যবহার করে তুমি বিশ্বের জন্য কিছুই করছ না। তুমি দেখতে পেলেই তোমার কর্ম পদ্ধতি পরিবর্তন করবে।

বেশ, আমি খুব ঘন ঘন তোমাকে পরামর্শ দিই না। কারণ সাধারণত তোমার তা প্রয়োজন নয়। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার মনে হয় তুমি কিছুটা বিচ্যুত হয়েছ।

১ ফেব্রুয়ারি অনেক দেরি। তুমি শীঘ্র আমেরিকা যাচ্ছ না কেন? তোমার থেকে মুক্তি পেলে তারা স্বস্তি পাবে।

লন্ডনে আসলে আমাদের দেখে যেয়ো। আগস্টে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে যেয়ো।

তোমার স্নেহের

'F'.

১৯৯৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জেনারেল ককারেলের সাথে আমার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা :

জেনারেল ককারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি স্যার ফ্রান্সিস ইয়াং হাজবেন্ডের যুদ্ধ অফিসে তার সঙ্গে ৩-১৫ মি.-এ দেখা করি। এস ওয়েলসে আমার বক্তৃতার ওপর একটি প্রতিবেদন তার পাশে রাখা ছিল। তিনি বক্তব্যের মধ্যে একটি বাক্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কার্ডিফে আমি বলেছিলাম আর একদিনের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ নেই। তিনি বলেন খনি ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে এরূপ বিবৃতি তাদের উৎসাহ কমিয়ে দেবে। তিনি আরও বলেন যে আমি দেশের জন্য যুদ্ধে মানুষের অনিচ্ছার মনোভাব জাগ্রত করছি। তিনি বলেন রাজনৈতিক প্রচার পরিত্যাগ করে গণিতের জগতে ফিরে গেলে তিনি বিভিন্ন জায়গায় আমার প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবেন। আমি ভাবছিলাম আমি সচেতনভাবে এরূপ অঙ্গীকার করতে পারি না।

তিনি বলেন :

আমি এবং আপনি সম্ভবত ন্যায়বোধ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ধারণা পোষণ করি। আমি একে বিবেকের বাণী হিসেবে গণ্য করি। কিন্তু যখন তা কর্কশ এবং ভোঁতা হয়ে পড়ে এখন তা আমার কাছে ন্যায়বোধ মনে হয় না।

আমি জবাব দিই :

'যারা যুদ্ধের অনুকূলে কথা বলে এবং লিখে তাদের ক্ষেত্রে আপনি এই নীতি প্রয়োগ করছেন না। আপনি বিবেচনা করছেন না যে যদি তারা তাদের মতামত গোপন করে তবে তারা ন্যায়বোধের পক্ষপাতী। অথচ তারা সংবাদ মাধ্যমে যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্চে বক্তব্য উপস্থাপন করলে কেবল প্রচারবিদ হিসেবে বিবেচিত। এখানে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে।

দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে তিনি জবাব দেন :

'হ্যাঁ, তা সত্য।' কিন্তু, তিনি বলেন, 'আপনি আপনার কথা বলেছেন, আপনি কি তাই বলে এবং অন্য পেশা ব্যবহার করে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।' তিনি আরও বলেন, 'আপনি এত বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন? আপনি কি মনে করেন না যে এ একই জিনিস প্রচারে রসবোধের কিছু অভাব রয়েছে।

আমি জবাব দিতে ব্যর্থ হই যে আমি সে অভাব প্রত্যক্ষ করেছি 'দি টাইমসে' এবং 'মর্নিং পোস্টে'। আমার কাছে মনে হয় এরা প্রচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদি তা আমার পুনর্ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য সফল হতে না দেয় তবে আমি বুঝতে পারব না কেন তিনি আমাকে তা করতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে এত উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমি যা বলেছিলাম তা এই যে নতুন নতুন বিতর্কের বিষয়ের উদ্ভব হচ্ছে এবং এইসব বিষয়ের ওপর কিছু বলে আমি আমার অধিকার বিকিয়ে দিতে পারি না। আমি বলেছিলাম :

'আমি একজন মানুষ হিসেবে আপনার কাছে আবেদন করছি। আপনার প্রস্তাবিত শর্তে আমি রাজি হয়ে গেলে কি আপনি আমাকে ছোট মনে করবেন না?'

অনেকক্ষণ পর দ্বিধাবোধ সহকারে বললেন :

'না, আপনার আরও সম্মান দেখানো আমার উচিত। আনার রসবোধ সম্পর্কে আমার তুলনামূলক ভালো চিন্তাভাবনা থাকা উচিত যদি আপনি একই জিনিস বারবার বলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝে থাকেন।'

আমি তাকে বলেছিলাম যে গ্লাসগো, এডিনবার্গ এবং নিউক্যাসলে আমি রাজনীতির সাধারণ বিষয়ের ওপর বক্তব্য দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যে সব জিনিস তার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে ওইগুলো কি আমার বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে? আমি বলেছিলাম, না, সরাসরি নয়। কিন্তু ওইগুলোতে সাধারণ বর্ণনা থাকবে যা থেকে প্রচারণার উদ্ভব হতে পারে। সন্দেহ নেই অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। তার পর তিনি বুঝতে দিয়েছিলেন যে এরূপ বক্তব্যের অনুমতি দেওয়া যাবে না। সবশেষে তিনি আমাকে জীবনমরণ সংগ্রামে নিয়োজিত সৈনিকদের কাজকে আর কঠিন করে না তোলার অনুরোধ করেন।

আমি তাকে বলি যে তিনি আমার যথেষ্ট প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। কিন্তু ভয় দেখানোর ফলে আমার প্রচারণা থেমে যাবে এবং তার আবেদনে গুরুত্ব থাকার জন্য তিনি ভয় দেখানোর আশ্রয় নেবেন না। কর্তৃপক্ষের জন্য বিব্রতকর এমন কাজে বাধ্য হতে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যে যার পথে চলে গেলাম। আমার মনে কোনো হিংসাত্মক মনোভাব ছিল না। তথাপি এটা পরিষ্কার ছিল যে আমি রাজনৈতিক প্রচারণা বন্ধ না করলে তিনি চরম ব্যবস্থা নেবেন।

[September 1916]

অটোলিন মরেলের প্রতি সোমবার রাত

প্রিয়তমা

কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি কিছুটা সদয় হবেন মনে হয়। তাই আমার দুঃখ অর্ধেকে নেমে এসেছে। শীঘ্রই মিসেস 'ই'-এর সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার সমাপ্তি হবে। আমার মনে হয় তা ভালো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিষয়টি সমাধান হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি গেরিংটন আসব। আমি আমার ইচ্ছা পোষণ করছি।

ইতোমধ্যে আমি বিভিন্ন বিষয় বুঝতে পারছি। মানুষ যা চায় তা পেয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক। আমি স্থায়ীভাবে যা চাই তা বিশেষ উদ্দীপনা থেকেই চাই। এরূপ জিনিস আমার মনমানসিকতাকে সচল রাখে। আমি ভাবি তা আমাকে রক্তচোষা পিশাচে পরিণত করে। আমি সফলতার সহজাত অনুভূতি থেকে উদ্দীপনা পেয়ে থাকি। ব্যর্থতা আমাকে ধ্বংস করে দেয়। অস্বাভাবিক জিনিস আমাকে ব্যর্থতার অনুভূতি দেয়। উইটজেনস্টিনদের সমালোচনা থেকে আমি ব্যর্থ হয়েছি বলে মনে হয়। তুমি আমাকে ব্যর্থতার অনুভূতি দিয়েছ– এটাই সর্বদা তোমার ও আমার মধ্যে প্রকৃত কষ্টের কারণ। প্রথমে, তুমি সুখী ছিলে না। তারপর অন্যান্য দিকে। প্রকৃতপক্ষে তোমাকে নিয়ে সুখী হতে হলে আমাকে ব্যর্থতার অনুভূতি ত্যাগ করতে হবে। মিসেস 'ই'- এর সঙ্গে আমার সফলতার অনুভূতি ছিল। কারণ আমি যা চেয়েছিলাম তাই পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি তা হারিয়েছি। সফলতার অনুভূতি আমাকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই অনুভূতি না থাকলে আমি লেখায় নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ি। আমার কাছে সফলতা সুখ নয়, সুখ থেকে ভিন্ন জিনিস। সহজাতভাবে আমি সেদিকে ঘুরে দাঁড়াই যেদিকে সফলতা সম্ভব।

উদ্দীপনা বা কোনো আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য আমি তোমার প্রতি যত্নশীল ছিলাম না। যখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার প্রতি যত্নশীল হয়ে এবং ব্যর্থতা অনুভব করে আমি শক্তি হারিয়েছি তখনই আমি এক ধরনের সহজাত বিরক্তিবোধ করেছি। তাই ছিল সব কিছুর ভিত্তিমূলে। এখন আমি এর ভিত্তিমূলে রয়েছি বলে তা আর কষ্টের কারণ হবে না। কিন্তু তোমার সাথে ব্যর্থতায় অনুভূতি দূর না হলে আমাকে অন্য উদ্দীপনা খুঁজে বের করতে হবে। কাজের প্রতি মনোযোগ রহিত হলেই কেবল তা রহিত হবে। আমি নিশ্চিত এসবই আসল সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার জন্য আমার ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগানোর কোনো সম্ভাবনা দেখতে পেলে আমি সেদিকেই তা লাগাতাম। কিন্তু তা কাজে লাগানোর কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না।

সফলতার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকার মুহূর্ত আমার জন্য খুবই বিরল ছিল। কিন্তু তা আমার জন্য নতুন এক ধরনের সফলতা এনে দেয়। তাই আমার ইচ্ছাশক্তি এবং আবারও তা পুরনো পথে চলে গেছে। আমি বিশ্বাস করি না যে এই ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত কিছু করা আমার উচিত। কিন্তু তা তালগোল পাকিয়ে গেছে।

লেফট্যানেন্ট এ গ্রায়েম ওয়েস্ট থেকে

বুধবার রাত্র
ডিসে. ২৭, ১৯১৬

প্রিয় মি. রাসেল

আজ রাত্রে আপনার Principles of Scocial Reconstruction বইটি পড়ে শেষ করেছি। আমি বইটির কিছু পর্যালোচনা দেখছি 'নেশন' এ 'ল্যান্ড এওয়াটারে'। পূর্বোক্ত পত্রিকার প্রশংসা ও শেষোক্তটির মৃদু অবজ্ঞাসূচক পরোক্ষ বর্ণনা থেকে আমি একে ভালো বই হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ইংল্যান্ডে এর প্রতি জনমত ক্রম অধঃপতিত হলে আমি বইটির ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করি। আপনার চিন্তাভাবনার অনুরূপ চিন্তাভাবনার জন্য, আপনার মতো পুরুষ ও মহিলাদের অস্তিত্বের জন্য এই যুদ্ধকে জয় করা যাবে বলে মনে হয়। এই আলোকিত ক্ষুদ্র বৃত্তের বাইরে একটি বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মরুভূমি ব্যতীত আমি কিছুই দেখতে পাই না।

আমাদের মধ্যে জীবনের চেতনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয় পাবেন না। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ 'ঈশ্বরের শহর' প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাদের এই প্রচেষ্টাই আমাদের বর্তমান ভয়ংকর অবস্থা থেকে রক্ষা করবে। আমরা জ্ঞান হারাব না। যে শক্তি ও ধৈর্য আমাদের কাজের মধ্যে ব্যবহার করেছি তা দিয়ে আমরা সৃজনশীল কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে পারব। তা আমাদের শান্তি এনে দেবে। আমরা তরুণ অবস্থায় আছি, তাই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাব না।

আপনার বই প্রকাশিত হবার আগে আমরা যা ভয় করেছিলাম তা হলো ইংল্যান্ডে গঠনমূলক কাজের যোগ্য কোনো লোক দেখছিলাম না। যুদ্ধের সময়ে আমাদের কৃত কাজের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ কাজের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। আপনার বই পড়ার পর আমরা আরও দৃঢ় সংকল্প হতে পেরেছি। এটা আপনার জন্য যে আমরা বেঁচে থাকার আশা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আগেও আপনাকে লিখেছি। আবার লেখার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু মনে হয় তা অসম্ভব। জনগণ আপনাকে বুঝতে পেরেছে এবং আপনাকে প্রশংসা করে– তা জেনে আপনি কিছু মনে করবেন না। তারাই বেঁচে থাকবে যারা আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাবে।

আপনার

এ. গ্রায়েম ওয়েস্টে।

Twelve
Elm Park Garden
Chelsea S.W.
Jan. 8th 17

এ এন হোয়াইটহেড থেকে

প্রিয় বার্টি

আমি দুঃখিত, তুমি আমার মূল বক্তব্য বুঝতে পেরেছ বলে মনে হয় না।

আমি চাই না আমার ধারণাসমূহ আমার নামে বা অন্যের নামে সমাজে ছড়িয়ে পড়ুক। এরূপ হলে বিভ্রান্তি ছড়াবে এবং চূড়ান্ত বিবৃতি ভণ্ডুল করে দেবে।

আমার ধারণা ও কর্মপ্রদ্ধতি তোমার থেকে ভিন্ন পথে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো পরিস্থিতির উন্মেষকাল দীর্ঘ হয় এবং ফলাফল কেবল চূড়ান্ত স্তরে আসলেই বোধগম্য হয়। আমি চাই না তুমিও আমার নোটগুলো নেবে। এই নোটগুলো বিশেষ পর্যায়ে এসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরিশেষে আমি যা অর্ধেক সত্যের মালা বলে চিহ্নিত করি তা ঘটে থাকে। আমি এসব ধারণার ওপর সারাজীবনব্যাপী কাজ করেছি। আমি যদি কাউকে এগুলো ব্যাখ্যা দেবার দায়িত্ব দিতে পারি তাহলে আমাকে চিন্তা জগতের একদিকে রেখে যাওয়াই উচিত। এখন আমি দিনের আলো দেখতে শুরু করেছি। তাই বৈজ্ঞানিক সুবিধাদি দিয়ে এরূপ কাজের মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত হবে না বলে মনে করি।

আমি দুঃখিত যে তুমি এই নোটগুলো ব্যতীত কাজ করতে সমর্থ নও। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে তুমি এ ব্যাপারে ভুলের মধ্যে রয়েছ। তোমার অবশিষ্ট চিন্তার পুরোটাই তোমার কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে।

তোমারই

আলফ্রেড এন হোয়াইটহেড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে হুয়াইটহেড বাহ্যিক দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ওপর কতগুলো নোট লিখে রাখেন। আমি এই বিষয়ে একটি বই লিখি। তাতে আমি হুয়াইটহেডের দেওয়া ধারণাগুলোর স্বীকৃতি দিই। উপরের চিঠি থেকে স্পষ্ট যে তা আমার বিরক্তির উদ্রেক করে। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে আমাদের সহযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যায়।

57 Gordon Square
London W.C.1
15th February 1918

প্রফেসর গিলবার্ট মোরের প্রতি

প্রিয় গিলবার্ট

আপনার চিঠির ছোঁয়ায় আমি করুণার্দ্র। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা প্রকৃতপক্ষে খারাপ নয়। অবশ্যই আমরা প্রচারণার ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। তা ট্রাইব্যুনালের ওই বাক্যের দিকেই নির্দেশিত হয়েছিল। আমাকে তা এমনভাবে ব্যক্ত করতে হবে যাতে জনগণ কিছুক কোনো রকম ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়। সরকার একে চালিয়ে না গেলে শান্তিবাদী ভিন্ন অন্য কেউ তো দেখতে পাবে না নিশ্চিতভাবে হাজারে একজন আমেরিকানও তা দেখতে পাবে না। আমি এক বছর ব্যাপী সপ্তাহে একবার সাধারণত দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য কাজের মধ্যেও ট্রাইব্যুনালের জন্য লিখতাম। সময়ের সাথে সাথে তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মামলার অব্যবহিত কারণ এই যে মাঝে মাঝে কমিটিতে যোগদানের বাইরে আমি রচনাগুলো লেখা অথবা শান্তিবাদী কাজে অংশগ্রহণ করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বিগত শরতে আমি তা স্থির করেছিলাম, কিন্তু সহকর্মীদের অসুবিধা সৃষ্টি না করে তা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। আমি তাই এন সি এফকে জানিয়েছিলাম যে আমি আগামী বছর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে পারব না। সে অনুযায়ী আমি যে শেষ রচনাটি লিখি তা জানুয়ারির দশ তারিখ ট্রাইব্যুনালে উঠে আসে। মনে হয় কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের ইচ্ছা মাফিক তারা আমাকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিতে পারেন। সমস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে দর্শনের বক্তৃতা লেখার কাজে ফেরত যেতে হয়েছিল। কিন্তু কারাগার থেকে বের হওয়ার পর আমি এসব পরিকল্পনা আবার শুরু করতে পারব কি না সন্দেহ। প্রচুর বই পড়ার সুযোগ পেলে আমি কারাগারের সম্ভাবনাকে অপছন্দ করতে পারি না। আমার মনে হয় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ অবসর যাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা। আমি কিছুই কল্পনা করতে পারি না যে আমার জন্য করার কিছু থাকতে পারে। আমেরিকান অ্যাম্বাসির এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া প্রয়োজন যে বিষয়টি অর্থহীন হাওয়ায় তা মামলার উপযোগী নয়। কিন্তু মামলাটি বাতিল করে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার মনে হয় অপরাধ আইন দিয়ে আমাদের মধ্যে যাদের বিলাস জীবনযাপন নিরাপদ করা হয়েছে তাদের সুখ নিরাপদ করার কৌশল সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া দরকার। এর জন্যে আমাকে কারাগারের ভিতরের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আপনার

বার্ট্রান্ড রাসেল।

দি ট্রাইব্যুনাল, বৃহস্পতিবার, ০৩ জানুয়ারি ১৯১৮ হতে

জার্মানির শান্তি প্রস্তাব

বার্ট্রান্ড রাসেল প্রণীত

আমরা বলশেভিকদের সম্পর্কে যত বেশি শুনতে পাই আমাদের দেশপ্রেমিক প্রেস তত বেশি উপকথায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের বলা হয়েছিল যে তারা ছিল অযোগ্য, অদূরদর্শী এবং নীতিভ্রষ্ট। তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। রুশ জনগণ তাদের বিরোধী। তারা গণপরিষদের অধিবেশন ডাকার সাহস করেনি। ৩১ ডিসেম্বরের দৈনিক নিউজে আর্থার বেনসন যে উক্তি করেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাদের বিবৃতির সবই মিথ্যা।

লেনিনকে জার্মান ইহুদি হিসেবে গণ্য করার জন্য আমরা আমন্ত্রিত হয়েছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেনিন একজন রুশ অভিজাত। তিনি তার নিজ অভিমতের জন্য বহু বছর নির্যাতিত হয়েছেন। বলশেভিকবিরোধী সমাজ বিপ্লবীরা তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। গণপরিষদের অর্ধেক সদস্য পেট্রোগ্রাদে এবং বাকি অর্ধেক সদস্যের প্রায় সবাই ইতোমধ্যে এসে পৌঁছে গেলে সভা শুরু করার কথা। জার্মান অর্থ সংক্রান্ত সব রকম অভিযোগ প্রমাণের একই যোগসূত্র দ্বারা তা অসমর্থিত থেকে যায়।

বলশেভিকদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয় হলো জার্মানদের সঙ্গে তাদের আলোচনা। মিলিটারির দিক বিবেচনায় রাশিয়া অরক্ষিত এবং আমরা একে প্রমাণ হিসেবে ধরে নিয়েছি যে তারা ছিল অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তারা রাশিয়াকে জার্মানদের হাতে তুলে না দেওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করে। আমাদের বলা হলো জার্মানরা বাল্টিক প্রদেশগুলো তাদের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জেদ ধরবে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোল্যান্ডের ওপর আংশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করবে। জার্মান ও অস্ট্রীয় সরকারগুলো ঘোষণা করেছে যে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি রহিত করে তারা শান্তি স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত। এটা হবে একটা সাধারণ শান্তি এবং তারা পশ্চিমা দেশগুলোর এই শর্তসমূহের ব্যাপারে একমত হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

এই প্রক্রিয়া পশ্চিমা সরকারগুলোকে নিষ্ঠুর বিতর্কে নিক্ষেপ করেছে। তারা জার্মান প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে বিশ্ববাসী, নিজেদের শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রী দলের সামনে নগ্ন হয়ে পড়বে। সবার কাছে এটা পরিষ্কার যে তারা রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা হবে অবহেলিত বলশেভিকদের বিজয় এবং পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজদের সঙ্গে আচরণের পথ কী হবে তার জন্যে যথেষ্ট শিক্ষা হবে। দেশপ্রেমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা জানে যে যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তির দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিরোধ করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার একটা যুক্তি তারা পেতে পারে। এটা জানা কথা যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সমগ্র ইয়োরোপে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেমেয়েদের মৃত্যু দেখে মায়েরা পাগল হবে। মানুষ জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুর অধিকার লাভ করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এরূপ অবস্থায় সফল বিপ্লবের লক্ষ্যে গঠনমূলক প্রচেষ্টা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমেরিকান সৈন্যরা এই সময় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স অধিকার করে নেবে। তারা জার্মান সৈন্যের বিরুদ্ধে দক্ষ কিনা দেখার প্রয়োজন নেই। নিঃসন্দেহে তারা আঘাতকারীদের ভয় দেখাতে সক্ষম হবে। এসব চিন্তা সরকারের মনের মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না। কেবল দেখা যাচ্ছে যে তাদের মনে কোনো চিন্তাভাবনা নেই এবং তারা অশিক্ষা ও আবেগের বশীভূত হয়ে সান্ত্বনার সন্ধান করছে। আমি কেবল বলি যে তারা চিন্তা করতে সক্ষম হলে জার্মান প্রস্তাবের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের অনীহাকে যুক্তিযুক্ত মনে করবে।

কোনো কোনো সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী হয়তো ইচ্ছুক হবে না যে যুদ্ধ চলুক। কারণ এটা পরিষ্কার যে তা সঠিক হলে মহাবিপ্লব ঘটবে। আমাদের সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আমাদের উচিত ওই কারণে আলোচনা অগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে সম্মতি দিতে হবে। যে ধরনের বিপ্লবের ভয়ে আমরা ভীত তা কোনোভাবেই ভালো উৎস হতে পারে না। ক্ষুধা আতঙ্ক ও সংশয়ের ফলে সংঘটিত বিপ্লব ঘৃণা ও রক্তপাতে পূর্ণ থাকবে। সে বিপ্লবে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের শাসকগণ এই সম্ভাবনার সম্মুখীন হবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Ayot, St lawrence
Welwyn, Herts
18th March 1918

জি বি শো হতে

প্রিয় মিস মেকেনজি

স্বাভাবিকভাবেই আমি রাসেল সম্পর্কে চিন্তিত। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না। তিনি নিজেই চেষ্টা করবেন, এবং তীব্রভাবেই। তাকে আপিল মোকদ্দমায় জয়ী হতে হবে। মামলায় তার পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন নেই। তিনি এবং তার পরিষদ সপ্তাহব্যাপী আলোচনা করে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে বিচার দায়ের করবেন। রসের এরূপ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি নন যিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না। তিনি এত গরিব নন যে একটি বারের ব্যবস্থাও করতে পারবেন না। স্বাধীনতার সমর্থনের উত্তরাধিকার হিসেবে তার রয়েছে পারিবারিক উদাহরণ। তথাপি তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে জমে থাকা ধারণা এই যে সাধারণ পকেটমার হিসেবে তিনি দশ মিনিটের জন্য বিবেচিত হতে পারেন। কিছু মাত্রায় তা ঘটেছিল তার ও তার বন্ধুদের ত্রুটির জন্য। একটা বিরাট ভুলের পুনরাবৃত্তি।

রাসেল কি নিজেই মামলা পরিচালনা করতে পারবেন নাকি কোনো পরামর্শক নিয়োগ করবেন– প্রশ্নটি সন্দেহজনক। তার পরিবর্তে বিনা দ্বিধায় আমি কাজটি করতে পারি। একজন ব্যারিস্টার কিছু অজুহাত খাড়া করতে পারেন। তা তাকে আপিল কোর্টে কিছু সুযোগ এনে দিতে পারে। রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল কোনো ধারণার দ্বারা তার মীমাংসা হবে না। রাসেলের এরূপ কোনো পূর্ব ধারণা নেই। অপেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তিনি কোর্টের প্রক্রিয়ায় কিছু স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন যা কোনো ব্যারিস্টার ভোগ করতে পারেন না। তিনি জনভাষণে অভ্যস্ত। তাই তার পক্ষে কথা বলার কোনো লোকের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

তার বিষয়টি কোনোভাবেই দুর্বল নয়। তিনি উল্লেখ করতে পারেন যে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হতে যাচ্ছে; কতগুলো ইতিবাচক বিবৃতির মধ্যে অর্ধডজন কাল্পনিক ধারণার দ্বারা এই মামলা পরিচালিত হবে। বলশেভিকদের ব্যাপারে তিনি ভুলের মধ্যে ছিলেন। এখনো এসব ভুলের কোনো কিছু দেখা যায়নি।

কিন্তু যখন তিনি লর্ড লেনসডনের দখলে থাকা সেনাভূমিতে যান এবং যুক্তি দেন যে যুদ্ধ চলতে থাকলে সমগ্র ইয়োরোপ ক্ষুধার দিকে ধাবিত হবে, তখন তাকে আক্রমণ করার এক হাস্যকর সূত্র আবিষ্কৃত হয়। যুদ্ধ দুর্ভাগ্যপূর্ণ। বিতর্কপ্রিয় ব্যক্তিগণ স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে দাবি করছিল। জার্মানরা রাশিয়া ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোল্যান্ডের প্রতি তাদের অত্যাচারের কথা ভুলে যায়, কিন্তু আয়ারল্যান্ড, মিশর ও ভারতের ওপর অত্যাচারের জন্য ইংল্যান্ডকে ধিক্কার জানায়। ফরাসিরা তনকিন, মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার ওপর অত্যাচারের কথা ভুলে যায়, কিন্তু জার্মানদেরকে দখলকারী হিসেবে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে। ইতালি আবিসিনিয়া ও ট্রিপলিটেনকে ভুলে গিয়েছে। তারা ডালমাটিয়া ও অস্ট্রিয়ান টাইরলের অংশবিশেষ দাবি করে। কিন্তু জাতীয়তার কারণে ট্রেনটিনো থেকে অস্ট্রিয়াকে তাড়িয়ে দেয়। পরিশেষে আমেরিকা কলোরেডো এবং অন্যান্য প্রদেশে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই দ্বন্দ্ব প্রায় গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু তারা জার্মান প্রলেতারীয়দের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে চায়। এই সব দুর্ভাগ্যপূর্ণ বিষয় বার বার দর্শন সংক্রান্ত কাগজে তীব্র ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে। সবশেষে রাসেল মৃদু ভাষায় এগুলো ট্রাইব্যুনালে প্রকাশ করেছেন। তৎক্ষণাৎ কিছু মূর্খ সেন্সর দুর্ভাগ্য, ইতিহাস বা অন্য কিছু সম্পর্কে না জেনেই তার বিভাগের চলতি রীতির ওপর ভিত্তি করে বিবৃতি দিতে শুরু করে। তা এর আগে অনুমতি পায়নি, তাই তাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে।

কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য হলো যদি রাসেল তার সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান সত্ত্বেও শান্তিবাদী ও দার্শনিক হিসেবে যুদ্ধবিষয়ক লেখার জন্য বর্বর শাস্তির শিকার হন তাহলে সংবাদ মাধ্যমের ভীতি ইংল্যান্ডে এরূপ পৌঁছে যাবে যা জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে এখনো পৌঁছেনি। তা যদি একটা স্বাধীন দেশ হবার প্রকৃত সুযোগ হয় তবে সে সুযোগ জার্মানিও পাবে। আমরা এই যুদ্ধে বিশ্বের সমর্থন এজন্যই দাবি করছি যে আমরা উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছি এবং আমাদের শত্রুরা স্বৈরাচারী চর্চা হয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে। শত্রুরা জবাব দেয় যে পৃথিবীপৃষ্ঠে আমরা ভয়ংকর ও স্বৈরাচারী দেশের নাগরিক। পূর্বের বিজয়ের ফলাফলের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এত বেশি বলতে হয় যে রুশ জনমত আমাদের সম্বন্ধে বিব্রত। রাসেল বলতে পারেন, 'তোমরা যদি আমার উদার মতামতের জন্য আমাকে নির্যাতন করতে চাও তাহলে নির্যাতন করে যাও। আমার পরিবারের মধ্যে আমিই নির্যাতিত প্রথম ব্যক্তি নই। মিত্রশক্তির সংহতির প্রতি কোনোরূপ শ্রদ্ধা থাকলে তুমি বিশ্ববাসীর প্রতি ঘোষণা করতে পার যে ইংল্যান্ড এখনো সে দেশ যেখানে তোমার কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে।

এটাই সবচেয়ে ভালো উপদেশ যা আমি রাসেলের বন্ধু হিসেবে দিতে পারি।

তোমার বিশ্বস্ত

জি বার্নার্ড'শ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অটোলিন মরেলের প্রতি

৩১/৮/১৮

কারাগারের মতো এরূপ জায়গা কখনো ছিল না যেখানে কল্পচিত্র একের পর এক আমার মনে এসে ভিড় করছিল। খুব ভোরে আলপস পর্বতমালায় সুগন্ধি পাইন কাঠ এবং চকচক করা তৃণভূমির চিত্র কল্পনায় ভেসে আসে। পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসা গারভা হ্রদ প্রথমেই চোখে পড়ে। নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে স্পেনিশ জিপসির হাস্যোজ্জ্বল চোখের মতো সূর্যালোকে চিকচিক করতে দেখা যায়। ভূমধ্যসাগরের বজ্রপাতে, বহুদূরে সূর্যালোকে করসিয়া পর্বতের এবং সূর্যাস্তের সময় সিলি দ্বীপের দৃশ্য মোহিত করে। কিন্তু ওইগুলো অবাস্তব। এগুলোর নিকট পৌঁছার পূর্বে মিলিয়ে যাবে বলে তুমি মনে কর। সূর্যাস্তের স্মৃতি দূর অতীতে নিয়ে যায়, একেবারে শৈশবে। যেন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম গতকাল প্যারিসের রাস্তায় এক লোক চিৎকার করে 'Artichanx verts et beaux' বিক্রি করছিল। শৈশবের স্মৃতিতে রয়েছে বৃষ্টির পর সরলবর্গীয় গাছেও শ্রেণীর দৃশ্য। আমি শুনতে পাই গ্রীষ্মের মধ্যরাত্রের জঙ্গলে বৃক্ষের শীর্ষদেশে বাতাসের শব্দ। এরূপ সুন্দর দৃশ্যগুলো মন মুক্ত থাকলে শরীর বন্ধ করে দেওয়ার কী কাজ হতে পারে? ব্রাজিল, চীন ও তিব্বতে যখন ছিলাম তখন আমি আমার নিজের জীবনের বাইরে বসবাস করেছি। আমি ফরাসি বিপ্লবের চেতনায়, প্রাণী এমনকি নিম্নতম স্তরের প্রাণীর আত্মায়ও বসবাস করেছি। এসব অভিযানে আমি কারাগারের জীবন ভুলে গিয়েছি।

AMARBOI.COM

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

প্রিয়তমা 'ও'

যেসব মানুষ অপেক্ষাকৃত ভালো জীবন গড়তে পারত তাদের মেরে ফেলা কী ভয়ংকর কাজ! আমার বেলা তা ছিল নিশ্চিত বেড়ে ওঠা। তাতে দুটো জিনিস স্পষ্ট : কিছু কৌশলগত ভালো ধারণা এবং জীবন ও বিশ্বের প্রতি একপ্রকার অনুভূতি। আমি এই দুটি জিনিসকেই যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে খুঁজে বেরিয়েছি। তুমি যখন বললে আমার নৈতিক জায়গার একটা কিছুর ব্যাখ্যা করতে, আমি বলেছিলাম তুমি তা দিয়ে কী বোঝ। তুমি তখন ব্যাখ্যা করেছিলে। তা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার সহজাত নৈতিকতা ছিল অত্যধিক আত্মনিয়ন্ত্রিত। আমার জীবনের অন্ধকার দিক থেকে আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি আর তা নই। তুমি তা শুরু করেছিলে, এবং যুদ্ধ তা পূর্ণ করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচ্ছেদ-২
রাশিয়া

যুদ্ধ শেষ হলে কিছু অপ্রীতিকর বিষয় এড়িয়ে যেতে সক্ষম হই। যুদ্ধ শেষ না হলে ওইগুলো আমার জীবনে ঘটে যেত। ১৯১৮ সাল মিলিটারি যুগে উন্নীত হয়। তখন আমি মিলিটারি কাজে বাধ্য হবার পর্যায়ে পড়ি। কিন্তু তা আমাকে অগ্রাহ্য করতে হয়। তারা আমাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ডাকে। কিন্তু সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমার অবস্থান জানতে ব্যর্থ হয়। পরে তারা আমাকে কারারুদ্ধ করে। যুদ্ধ চলতে থাকলে আমি আবারও সচেতন আপত্তিকারী হিসেবে কারারুদ্ধ হতাম। অন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকেও যুদ্ধের সমাপ্তি আমার জন্য সুবিধাজনক ছিল। Principia Mathematica লেখার সময় আমি জীবিকা নির্বাহের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত মনে করতাম। কিন্তু আমার দাদির দিক থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের বিষয়টি মেনে নিতে পারতাম না। দাদির সম্পদের পুরোটাই আমি দান করে দিই। কিছুটা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিছুটা নিউহ্যাম কলেজে এবং বাকিটা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ইলিয়টের হাতে ডিবেনচার সমর্পণ করার পর আমার বাৎসরিক একশত পাউন্ডের দেনা থেকে যায়। তা থেকে আমার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বিষয়টি আমার বিয়ের যৌতুকের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না বলে মনে হয়, কারণ আমি বই লিখে উপার্জন করতে সক্ষম ছিলাম। কারাগারে গণিতের ওপর বই লেখার অনুমতি ছিল, কিন্তু যেসব বই লিখে আমি উপার্জন করতে পারতাম ওইসব বই লেখার অনুমতি ছিল না; এতে জেল থেকে বেরিয়ে এলে আমার প্রায় কপর্দকহীন হবার কথা ছিল, কিন্তু লন্ডনে সেঞ্জার এবং কিছু বন্ধুবান্ধব দর্শনের প্রভাষকের পদে আমাকে কাজের সুবিধা করে দিলে আমি সে অবস্থা থেকে রেহাই পাই। যুদ্ধ শেষ হলে আমি আবারও বই লিখে অর্থোপার্জনে সক্ষম হই। এরপর আমেরিকায় কিছু সময় ব্যতীত আমি আর্থিক সংকটে পতিত হইনি।

যুদ্ধের সমাপ্তি কলেটের সঙ্গে আমার সম্পর্কের পরিবর্তন এনে দেয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময় আমাদের কিছু সাধারণ বিষয় ছিল এবং যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিশালী আবেগে আমরা উভয়ে অংশ নিতাম। যুদ্ধের পর বিষয়গুলো আরও কঠিন ও বিতর্কিত হয়ে পড়ে। সময় সময় মনে হয়েছে আমরা স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু বারবার এইসব বিভক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছে। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে লিটলহুড ও আমি লুলওয়ার্থে থেকে এক মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর একটি ঘর ভাড়া করি। এই খামার বাড়িতে অনেকগুলো কক্ষ ছিল, এবং পুরো গ্রীষ্মে দর্শনার্থীর ভিড় লেগে থাকত। স্থানটি ছিল অস্বাভাবিকভাবে সুন্দর। ভালো লাগার ছিল অনেক কিছু। কতগুলো জায়গায় লিটলউড আরোহী হিসেবে তার দক্ষতা দেখাতে সক্ষম ছিলেন। ইতোমধ্যে আমি আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯১৬ সালে তার বন্ধু ডরোথি বিঞ্চের মাধ্যমে। তারা দুজন তখন গেরিংটনে থাকতেন। ডরোথি রিঞ্চ আমায় ছাত্র ছিলেন। ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মে তিনি তার সাথে ডোরা ব্ল্যাক, জিন নিকোডও আমার হাঁটার ব্যবস্থা করেন। জিন নিকোড ছিলেন ফ্রান্সের একজন তরুণ দার্শনিক। তিনিও আমার ছাত্র ছিলেন। ক্ষয়রোগী হওয়াতে তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ, খুবই ভদ্র এবং চতুর। তার অদ্ভুত ধরনের হাস্যরস আমাকে আনন্দ দিত। একবার আমি তাকে বলেছিলাম যারা দর্শন শিখেছেন তাদের উচিত বিশ্বকে জানা ও বোঝা। তা কেবল বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বতন দার্শনিকের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমেই নয়। 'হ্যাঁ' তিনি জবাব দেন, 'কিন্তু পূর্বতন দার্শনিকদের ব্যবস্থা বিশ্ব থেকেও আগ্রহোদ্দীপক'। ডোরা ব্ল্যাককে আমি এর আগে দেখিনি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে তার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। আমরা শেয়ারে সন্ধ্যা কাটিয়ে দিই, এবং ভোজের পর প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করি জীবনে তারা কী আশা করেন। ডরোথিও নিকোড কী বলেছিলেন আমার মনে নেই। আমি বলেছিলাম যে আরনল্ড বেনেটের 'Buried alive' এর একজন মানুষের মতো অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই, যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি যে আমি তার মতো পুটনেতে জানালাটি আবিষ্কার করতে পারব। আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ডোরা বলেছিলেন তিনি বিবাহ করতে ও ছেলেমেয়ে পেতে চান। আমি ওই মুহূর্ত পর্যন্ত মনে করতাম যেকোনো চতুর মহিলা এত সরল প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন না। তিনি ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ধারণ করেন বলে আমি আলোচনায় ইতি টানি। তখন আমাদের অন্য সবার মতোই তিনিও আগাগোড়া যুদ্ধবিরোধী ছিলেন।

ডরোথি রিঞ্চের পরামর্শে আমি ১৯১৯ সালের জুন মাসে এলেন ও আমার সাথে চা খেতে তাকে আমন্ত্রণ করি। তিনি চা খেতে আসেন এবং আমরা পিতার অধিকার সম্পর্কে উত্তপ্ত যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ হই। তিনি বলেন, তার দিক থেকে, ছেলেমেয়ে পেলে তারা হবে পুরোপুরি তারই। তিনি কোনোভাবেই পিতার অধিকারের স্বীকৃতি দেবেন না। আমি জোরেশোরে জবাব দিলাম : 'বেশ, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার মাধ্যমেই ছেলেমেয়ে পাই না কেন তা আপনি হবেন না।' এই যুক্তির পরিণতিস্বরূপ আমি পরের সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আহার করি, এবং সন্ধ্যায় পর লুলওয়ার্থে দীর্ঘ সময়ের জন্য তার বেড়াতে আসার ব্যবস্থা করি। আমি ওইদিন কলেট থেকে সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমার মনে হয়নি যে তার সঙ্গে আবার কখনো দেখা হবে। যা হোক ওই দিনের পরে লিটলউড এবং আমি লুলওয়ার্থে যাই। আমি কলেটের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পাই। কলেট বলেছিলেন কয়েক ঘণ্টা ট্রেন না থাকায় তিনি কার ভাড়া করে আসার পথে রয়েছেন। সৌভাগ্যবশত কয়েক দিন যাবৎ ডোরা ছিলেন না। কিন্তু পুরো গ্রীষ্মকালব্যাপী আমি দুজনের সময়ের সমপাতিত হওয়া ঠেকিয়ে রাখতে হিমশিম খাই।

১৯৩১ সালে আমি উপরোক্ত রচনাটি লিখি, এবং ১৯৪৯ সালে তা কলেটকে দেখাই। কলেট আমাকে লিখেন, এবং খামের ভিতর আমার লেখা ১৯১৯ সালের দুটো চিঠি ভরে দেন। আমি কতটা ভুলে গিয়েছি– এ দুটো চিঠি থেকে তা প্রতীয়মান হচ্ছিল। চিঠিগুলো পড়ার পর আমার মনে পড়ে যে ওই পুরো সময়টাই কলেটের আচরণের ফলস্বরূপ আমি লুলওয়ার্থে আমার অনুভূতির ভয়ংকর চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে কাটিয়ে দিই। তার তিন রকম স্পষ্ট মনোভাব ছিল : একটি ছিল তার নিষ্ঠা, একটি নিরুপায় হয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংকল্প, এবং আরেকটি মৃদু উদাসীন মনোভাব। এর প্রত্যেকটি আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে দেয়। কিন্তু চিঠিগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিক্রিয়াসমূহ আমার স্মৃতি থেকেও প্রকট ছিল। তার ও আমার চিঠিগুলোতে স্মৃতির ওপর আবেগজাত অনির্ভরতা ছিল। পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা ছিল, কিন্তু কৌশলগত প্রশ্ন দেখা দেয় যা কোনোভাবেই সহজ ছিল না। ডোরা লুলওয়ার্থে আসলে আমি তার প্রেমে পড়ি। গ্রীষ্মের যে সময়টা তিনি লুলওয়ার্থে ছিলেন তার পুরোটাই আমরা আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছি। কলেট সন্তান নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তার সঙ্গে প্রধান অসুবিধাটিই ছিল এখানে। আমি ভাবতাম কখনো সন্তান পেলে তা ত্যাগ করতে পারি না। বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত যেকোনোভাবে ডোরা সন্তান নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের সম্পর্ক প্রায় প্রথম থেকেই বিবাহের বৈশিষ্ট্যে সম্পৃক্ত ছিল। ডোরা এর জন্য কিছুটা নৈরাশ্য বোধ করতেন। আমি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি কেঁদে ফেলেন। আমার মনে হয় তিনি ভাবতেন এর ফলে স্বাধীনতার অবসান ঘটবে। আমাদের পরস্পরের অনুভূতিতে এক ধরনের স্থিতিশীলতা ছিল বলে মনে হয়। যারা কেবলই তার প্রকাশ্য ক্ষমতা সম্পর্কে জানতেন তারা কদাচই তার মায়াবী সৌন্দর্যের মূল্যায়ন করতে পারতেন। চন্দ্রালোকে স্নান, অথবা শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আমার পিতৃত্বানুভূতি ও সামাজিক দায়বোধ জয় করতে পেরেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুলওয়ার্থে আমাদের দিনগুলো ছিল আমাদের বাহ্যিক কাজ কর্মের ভারসাম্যস্বরূপ। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ওই সময়ে ছিল অপেক্ষাকৃত নতুন। লিটলউড ও আমি তা নিয়ে অনেক আলোচনা করতাম। আমরা বিতর্ক করতাম আমাদের থেকে পোস্ট অফিসের দূরত্ব অথবা পোস্ট অফিস থেকে আমাদের দূরত্ব কি এক অথবা এক নয়? আমরা কখনো এই বিতর্কের কিনারা পেতাম না। সূর্যগ্রহণ অভিযান আলোকরশ্মির বেঁকে যাওয়া সম্বন্ধ আইনস্টাইনের পূর্বানুমানকে নিশ্চয়তা বিধান করে।

যখন কোনো দেশে পরস্পর সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান রাখেন এমন একদল লোক একত্র হন তখন আমরা নৈমিত্তিক দর্শনার্থীদের বাদ পড়া থেকে সমবেত হাসিঠাট্টায় আনন্দ পেতাম। কখনো কখনো বিনয়ের দাবি এসব হাসিঠাট্টাকে বেদনাদায়ক করে তুলত। মিসেস ফিস্ক ওয়ারেন এক মহিলা ছিলেন। আমি বেগলে উড়ে থাকাকালীন তাকে চিনতাম। তিনি ধনী, সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। এটা তার অ-অফিসীয় লাভের ব্যাপার ছিল যে আধুনিক মহান ব্যক্তিরা প্রথম আবিষ্কৃত হন। নির্বাচিত ডনেরা তাদের গ্রিক দর্শন পড়াতেন। ডনদের গ্রিক সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। তিনি রহস্যজনক সহজাত জ্ঞানের ধারক ছিলেন এবং ব্লাকের প্রশংসা করতেন। ১৯১৪ সালে মেসাচুসেটস-এ তার মফস্বলের বাড়িতে আমি থাকতাম। হালকা বায়ুমণ্ডলে বেঁচে থাকার উপযোগী করে আমার থাকার ব্যবস্থা করলাম। আমি তার স্বামীকে কখনো দেখিনি। তিনি একক টেক্সে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এনডোরা-জাতীয় ছোট ছোট রিপাবলিক ক্রয় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল হেনরি জর্জের নীতির বাস্তব রূপদান। যখন লুলওয়ার্থে ছিলাম তখন তিনি আমাকে একটি কবিতার বই উপহার দেন। একই সময় তার স্বামী আমাকে লন্ডন থেকে লিখে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেন। আমি লন্ডন না থাকায় দেখা করা অসম্ভব জানিয়ে জবাব দিই। তিনি ফের আমাকে টেলিগ্রাম করেন। তিনি আমার সঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে চান সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, অথবা শুক্রবার আমার সুবিধা মতো যেকোনো দিন। তাকে লন্ডন থেকে সকাল ছটার আগে রওয়ানা হতে হবে। আমি শুক্রবার বেছে নিলাম এবং তড়িঘড়ি করে তার স্ত্রীর কবিতার বইয়ের পৃষ্ঠা কাটতে শুরু করলাম। 'To one who sleeps by my side' শিরোনামে একটি কবিতা দেখতে পাই। এই কবিতার একটি লাইন ছিল, 'Thom art too full of this world's meat and wine'. সবাই সমবেত হলে আমি কবিতাটি পড়লাম। গৃহরক্ষীকে ডেকে আদেশ দিলাম যেন আহারটি প্রাচুর্যপূর্ণ হয় এবং তাদের মদের অভাব না থাকে। দেখা গেল তিনি পাতলা, কঠোর সংযমী ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি হাসি ঠাট্টা বা চপলতায় সময় নষ্ট করতে চাননি। আমরা খাবারের টেবিলে সমবেত হলে আমি তাকে খাদ্য ও পানীয়ের প্রস্তাব করতে থাকি। তিনি দুঃখিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে জবাব দেন : 'নো, ধন্যবাদ। আমি একজন নিরামিষ ভোজী।' লিটলউড খুব দ্রুত হাসি ঠাট্টা করলেন। এতে আমরা হাসিঠাট্টার বৈশিষ্ট্যের চেয়েও বেশি হাসিঠাট্টা করলাম।

গ্রীষ্ম, সাগর, সুন্দর দেশ এবং আনন্দদায়ক সাথি যুদ্ধের সমাপ্তি ও প্রেমের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মের শেষে আমি বেটারসিতে ক্লিফোর্ড এলেনের ফ্ল্যাটে পুনরায় গমন করি। ডোরা তার গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাবার জন্য প্যারিস যায়। সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে ফরাসি মুক্তচিন্তা দর্শনের সূচনায় সে গার্টেনের ফেলো ছিল। আমি তখনো তাকে কখনো লন্ডন কখনো প্যারিসে দেখতাম। আমি তখনো কলেটকে দেখতে পেতাম এবং এক প্রকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতাম।

ক্রিস্টমাসের সময় হেগে ডোরার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে আমি আমার বন্ধু উইটিংস্টেনকে দেখতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের পূর্বে উইটিংস্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় কেমব্রিজে। তিনি একজন অস্ট্রীয় নাগরিক। তার পিতা অত্যাধিক ধনী ছিলেন। উইটিংস্টেন ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি মানচেস্টার গিয়েছিলেন। কিন্তু গণিত পড়ে গণিতের নীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি জানতে চান ওয়ানে কে এই বিষয়ের ওপর কাজ করেন। কোনো এক ব্যক্তি আমার কথা বলেছিলেন। তিনি ট্রিনিটিতে থাকার ব্যবস্থা করেন। সম্ভবত তিনিই হবেন যথাযথ উদাহরণ। জি ই মোর ব্যতীত আমি কাউকে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে তার সমকক্ষ দেখিনি। এরিস্টটোলিয়ান সভায় তাকে নিয়ে যাবার কথা আমার মনে পড়ে। সেখানে বিভিন্ন বোকাদের সঙ্গে আমাকে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল। আমরা ফিরে আসার সময় তিনি রেগে গিয়ে তারা যে কী রকম বোকা তা না বলতে আমার নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে বলেছিলেন। তার জীবন দুঃখময় ছিল। তার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি দুধ ও শাক-সবজির ওপর জীবনধারণ করতেন। আমি মিসেস প্যাট্রিক কেম্বেলের মতো অনুভব করতাম। কেম্বেল শ' সম্বন্ধে বলতেন : 'তিনি কখনো গরুর মাংস খেলে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেন।' তিনি সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসতেন। তিনি নীরব উত্তেজনায় আমার কক্ষের ভিতর বন্য পশুর মতো তিন ঘণ্টা অগ্রপশ্চাৎ হাঁটতেন। একবার আমি তাকে বললাম : 'আপনি যুক্তি সম্পর্কে বা আপনার পাপ সম্পর্কে কি ভাবেন?' 'দুটোই' তিনি জবাব দেন। তিনি তার অগ্রপশ্চাৎ গমন চালিয়ে যান। আমি পরামর্শ দিতে চাইনি যে সেটা ছিল ঘুমাবার সময়। কারণ আমার কাছে মনে হতো তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেল আত্মহত্যা করতে পারেন। ট্রিনিটিতে তার প্রথম টার্ম শেষে তিনি আমার কাছে আসেন এবং বলেন : 'আপনি কি আমাকে পরম বোকা মনে করেন?' আমি বলি : 'আপনি কেন তা জানতে চান?' তিনি জবাব দেন, 'কারণ আমি যদি তাই হই তবে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাশচারী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা না হলে আমি দার্শনিক হব।' আমি তাকে বলি, 'প্রিয় সাথি, আপনি পরম বোকা কি না জানি না। কিন্তু অবসর মুহূর্তে যদি আপনি দর্শনের মতো কোনো বিষয়ের ওপর একটি রচনা লেখেন, তাহলে তা পড়ে আমি বলব।' তিনি তাই করেন এবং পরবর্তী টার্মের শুরুর দিকে আমাকে দেখান। তার রচনার প্রথম বাক্যটি পড়েই আমি তার প্রতিভার পরিচয় পাই। আমি তাকে নিশ্চিত করি যে তার মহাকাশচারী হবার প্রয়োজন নেই। ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং বলেন : 'আমি কেমব্রিজ ত্যাগ করছি, আমি হঠাৎ-ই কেমব্রিজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' 'কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করি। 'কারণ আমার শালা লন্ডন আসছে। তার কাছাকাছি থাকতে আমার সহ্য হয় না।' সুতরাং শীতকালের একটি বিশেষ সময় তিনি নরওয়েতে কাটান। পরিচয় হবার পর প্রথম দিকে আমি উইটিংস্টেন সম্বন্ধে জি ই মোরকে জিজ্ঞাসা করি। 'তাকে আমার খুব ভালো মনে হয়', তিনি বলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– 'কেন?' তিনি জবাবে বলেন : 'কারণ আমার বক্তৃতার সময় তাকে দুর্বল দেখাচ্ছিল; অন্য কাউকে দুর্বল দেখা যায়নি।'

যুদ্ধ বেধে গেলে উইটিংস্টেন অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীর অফিসার হোন। প্রথম কয়েক মাস তাকে দেখা যেত এবং তার কাছ থেকে শোনা যেত। কিন্তু কিছুদিন পর তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাময়িক যুদ্ধ বিরতির পর এক মাস পর্যন্ত আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। মন্টিকেসিনো থেকে তার লেখা চিঠি পাই। তিনি লিখেন, যুদ্ধ বিরতির কিছুদিন পর ইতালীয়রা তাকে কারারুদ্ধ করে। দেখা যায় তিনি ট্রেঞ্চে থেকে একটি বই লেখেন। তার ইচ্ছা ছিল আমি বইটি পড়ি। তিনি লজিক নিয়ে চিন্তা করার সময় শেল ফোটানোর মতো ছোট বিষয় কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। তিনি বইটির পাণ্ডুলিপি আমার কাছে পাঠান। আমি এটা সম্পর্কে লুলওয়ার্থে ডরোথী ও নিকোডের সঙ্গে আলোচনা করি। পরবর্তী সময়ে বইটি Tractatus Logico-Philosophicus নামে প্রকাশিত হয়। স্পষ্টতই তাকে দেখা ও তার সঙ্গে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয় কোনো নিরপেক্ষ দেশে সাক্ষাৎ করা সবচেয়ে ভালো। তাই আমরা নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে হেগকে চিহ্নিত করি। এক্ষেত্রে একটি অসুবিধা দেখা দেয়। যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পূর্বে তার পিতা সমস্ত সম্পত্তি হল্যান্ডে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দার্শনিকের কাছে অর্থ সম্পদ একটি উপদ্রব। তাই এই সম্পদ তিনি তার ভাই ও বোনকে দিয়ে দেন। পরিণামস্বরূপ তিনি ভিয়েনা থেকে হেগে যাবার ভাড়ার টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ হন, এবং আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে গর্বিত বোধ করেন। পরিশেষে এই সমস্যার একটি সমাধান বের করা হয়। কেমব্রিজে তার আসবাবপত্র ও বই গচ্ছিত ছিল। ওইগুলো তিনি আমার কাছে বিক্রয় করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কেমব্রিজের যে ব্যবসায়ীর কাছে আসবাবপত্র ও বই গচ্ছিত ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তার কাছ থেকে ওইগুলোর মূল্যের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করি। এই পরামর্শ অনুযায়ী আমি আসবাবপত্র ও বই ক্রয় করি। আমি যে মূল্য প্রদান করি তা তার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এই আদান প্রদানের ফলে উইটজেনস্টেইনের পক্ষে হেগ আসা সম্ভব হয়ে ওঠে। হেগে তার বইয়ের প্রতি লাইনের যুক্তিসহ আমরা বইটি সম্পর্কে আলোচনা করে এক সপ্তাহ সময় ব্যয় করি। তখন ডোরা মিলটনের বিরুদ্ধে সেলমেসিয়াসের কটূক্তি পড়ার জন্য পাবলিক লাইব্রেরিতে যান।

উইটজেনস্টেইন যুক্তিবিদ হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ দেশপ্রেমিক ও শান্তিবাদী হয়ে ওঠেন। রুশদের সম্পর্কে তার ছিল উচ্চ ধারণা। সমরাঙ্গনে তাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাকে বলেন গেলিসিয়ার এক গ্রামে অবসর মুহূর্তে তিনি একটি বইয়ের দোকান দেখতে পান। তার মনে হয় এর মধ্যে একটি বই থাকতে পারে। গসপেলের ওপর টলস্টয়ের লেখা একটিমাত্র বই ছিল। তাই তিনি তা কিনে নেন। এর দ্বারা তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হন। একসময় তিনি খুব ধার্মিক হয়ে পড়েন। পরিণতিতে তিনি আমাকে অসৎ মনে করতেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য অস্ট্রিয়ার গ্রামে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি আমাকে লিখতেন : 'ট্রেটেন বেকের মানুষগুলো খুবই দুষ্ট প্রকৃতির।' আমি জবাব দিতাম : 'হ্যাঁ, সকল মানুষই দুষ্ট প্রকৃতির।' জবাবে তিনি বলতেন, 'সত্য বটে। কিন্তু অন্য জায়গার মানুষের থেকে ট্রেটেন বেকের মানুষ বেশি দুষ্ট', আমি জবাব দিতাম, আমার যুক্তিবোধ এ জাতীয় যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু তার মতামতের পক্ষে কিছু যুক্তি ছিল। কৃষক তাকে দিয়ে সরবরাহ করতে চাইত না। কারণ তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের যে অঙ্ক শেখাতেন তা অর্থ সম্পর্কিত ছিল না। ওই সময় তাকে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। তিনি এগুলো সম্বন্ধে খুব কমই বলেছেন। অবশেষে তার বোন একটি ঘর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাকে আর্টিটেক্ট হিসেবে নিয়োগ করেন। এর ফলে তিনি কয়েক বছর যথেষ্ট খেতে পেরেছিলেন। তারপর তিনি ডন হিসেবে কেমব্রিজ প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে ক্লাইভ বেলের পুত্র তার বিরুদ্ধে দ্বিপদী ছন্দে কবিতা লিখত। সামাজিক সুযোগ সুবিধার সঙ্গে মানানসই অবস্থায় চলা সর্বদা তার পক্ষে সহজ ছিল না। উইটজেনস্টেইনের সাক্ষাতের খবর দিয়ে হুয়াইটহেড প্রথমবারের মতো আমাকে লিখেন। বৈকালিক চা চক্রের সময় তাকে বৈঠকখানা দেখিয়ে দেওয়া হয়। মিসেস হুয়াইটহেডের উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি খুব কম জ্ঞাত থাকতেন বলে মনে হয়। তিনি নীরবে কক্ষের ভেতর হাঁটতেন। অবশেষে বিস্ফোরণের মতো বলতেন যে একটি বিচার বাক্যের দুটো মেরু থাকে। তা হলো apb। হুয়াইটহেড আমাকে বলেন, 'আমি স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা করতাম a ও b কী? কিন্তু আমি দেখতে পাই যে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ ভুল জিনিসটিই বলছি। 'a ও b সজ্ঞায়িত হবার যোগ্য' উইটজেনস্টেইন বজ্রকণ্ঠে জবাব দিতেন।

সব মহান ব্যক্তিদের মতো তারও দুর্বলতা ছিল। তার রহস্যময় উদ্দীপনায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯২২ সালে তিনি আমাকে আগ্রহসহকারে নিশ্চিত করেন যে চতুর হওয়ার চেয়ে ভালো হওয়া শ্রেয়। সে সময় তিনি ভীত হয়ে পড়েন। রাশিয়া ও চীনে ভ্রমণ শেষে আমি ওইসব ছোট বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিই। কিন্তু তার সব বিশ্বাসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি। তার বিশ্বাস ছিল, বিশ্ব প্রকৃতি থেকে তিনি কীটপতঙ্গ সহ্য করে নেবার সামর্থ্য লাভ করতে পারেননি। তার এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি হৃদয়গ্রাহী মানুষ ছিলেন।

১৯২০ সালের পুরো সময়টুকু আমি বিশ্ব ভ্রমণ করে কাটিয়েছি। ইস্টারকালীন সময়ে আমি বার্সেলোনার কেটালন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রিত হই। বার্সেলোনা থেকে আমি মেজরকা যাই। সেখানে আমি সোলারে থাকি। বুড়ো রক্ষী (সেখানকার একমাত্র রক্ষী) আমাকে জানান তিনি বিপত্নীক হওয়ায় আমাকে তিনি খাবার দিতে পারবেন না। কিন্তু আমি তার বাগানে হেঁটে বেড়াবার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। আমি সেখানে ইচ্ছা মতো কমলা আহরণ করতে পারতাম। তিনি এত বিনয়ের ভঙ্গিতে তা বলছিলেন যে আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে রীতি মতো আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। মেজরকায় আমি বড় ধরনের ঝগড়া শুরু করি যা দৈর্ঘ্য প্রস্থে নানারকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কয়েক মাস গড়িয়ে যায়।

আমি রাশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করি। ডোরা আমার সঙ্গে যেতে চাইল। রাজনীতিতে কখনো খুব বেশি আগ্রহী না হওয়ায় তার যাওয়ার পিছনে ভালো কারণ ছিল না। তা ছাড়া টাইফাস দেখা দেওয়ায় আমি তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। আমরা উভয়েই অনড় ছিলাম, তাই মীমাংসায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি এখনো মনে করি আমি সঠিক ছিলাম। সেও মনে করে সে সঠিক ছিল।

মেজরকার থেকে ফেরার পর আমার পক্ষে সুযোগ এসে যায়। একদল শ্রমিক রাশিয়া যাচ্ছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল আমি তাদের সাথি হই। সরকার আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে। সোভিয়েত সরকারকে বোঝানো কঠিন ছিল। পথে যখন আমি স্টোকহোম ছিলাম লিটভিনব তখনো আমাকে অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে সোভিয়েত সরকারের আপত্তি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলো। আমাদের দলটি ছিল অদ্ভুত। মিসেস স্নোডেন, ক্লিফোর্ড এলেন, রবার্ট উইলিয়াম, টম শ', বুড়ো ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য বেন টার্নার, হেলডেন গেস্ট এবং কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন এই দলের অন্তর্ভুক্ত। পেট্রোগ্রাদে তারা আমাদের জন্য একটি রাজকীয় মোটর কার রাখে। মিসেস স্নোডেন তা চালাতেন। বিলাসিতা করার সঙ্গে তিনি গরিব জারের প্রতি করুণা দেখাতেন। হেডেন গেস্ট ছিলেন আবেগী এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজাজের দিক দিয়ে থিয়োসফিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি এবং স্নোডেন বলশেভিকদের বিরোধী ছিলেন। রাশিয়ায় রবার্ট উইলিয়ামকে সুখী মনে হয়েছিল। আমাদের দলে তিনিই কেবল সোভিয়েত সরকারকে প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন। তিনি সর্বদাই তাদের বলতেন ইংল্যান্ডে বিপ্লব আসন্ন। আমি লেনিনকে বলি যে তাকে বিশ্বাস করা যেত না। তারপর ছিলেন চার্লি বাক্সটন। তার শান্তিবাদ তাকে কোয়েকারে রূপান্তরিত করে। তার সাথে একই কেবিনে ভাগাভাগি করলে তিনি আমাকে একটি বাক্যের মধ্যভাগে থামিয়ে দেন। উদ্দেশ্য নীরব প্রার্থনা চর্চা করা। অবাক হয়ে দেখলাম তার শান্তিবাদ তাকে বলশেভিকদের ব্যাপারে কটূক্তি করতে উৎসাহিত করে।

আমার জন্য রাশিয়া ভ্রমণ ছিল একটি দুঃস্বপ্ন যা আমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাই আমি তা সংবাদ মাধ্যমে বলেছি। কিন্তু আতঙ্কের কথা প্রকাশ করিনি। নিষ্ঠুরতা, দারিদ্র্য, সংশয়, নির্যাতন ছিল সেখানকার পরিবেশ। আমাদের আলোচনায় সর্বদা গুপ্তচরদের মনোযোগ ছিল। রাতের মধ্যভাগে কেউ গুলির শব্দ শুনল। বুঝতে হবে কারাগারে আদর্শবাদীদের হত্যা করা হয়েছে। সাম্যের ব্যাপারে কপটতা ছিল। সবাইকে টবারিশ বলা হতো। কিন্তু এই শব্দটি কত ভিন্নভাবে উচ্চারিত হতো। পেট্রোগ্রাদে এর উপলক্ষে চার কাকতারুয়া আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। পরনে ছিল তাদের ছেঁড়া কাপড় এবং এক পক্ষকালের দাড়ি গোঁফ ছিল মুখে। ময়লা সার্ট ও উসকোখুসকো চুলে তারা দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু তারা ছিলেন চার খ্যাতিমান কবি। তাদের একজনকে সরকার ছন্দোময় ভাবের ওপর বক্তৃতা করার অনুমতি দেয়। কিন্তু তিনি অভিযোগ করেন যে তারা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে তার বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য জেদ ধরেন। মার্ক্স কীভাবে বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি বুঝতে পারেননি।

পেট্রোগ্রাদের গাণিতিক সোসাইটি একই রকম জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। এই সোসাইটির একটি সভায় আমি অংশগ্রহণ করি। একজন লোক ওই সভায় ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির ওপর একটি পেপার পড়েন। ব্ল্যাকবোর্ডে তার হাতের লেখা একটি ফর্মুলা। তাই যেকোনো লোক পেপারটিকে উপযোগী মনে করতে পারেন। পেট্রোগ্রাদের গণিতবিদের মতো এত শোচনীয় অবস্থায় আমি কোনো ভবঘুরেকেও ইংল্যান্ডে দেখিনি। আমাকে ক্রফটকিনের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। শাসক শ্রেণীর আত্মবিশ্বাস ছিল ইটন ও অক্সফোর্ডের সৃষ্ট আত্মবিশ্বাসের মতো মহান। তাদের বিশ্বাস তাদের ফর্মুলা সকল সমস্যা সমাধানের উপযোগী। আরও বুদ্ধিমান কিছু লোক জানতেন যে তা সত্য নয়। কিন্তু তা প্রকাশ করার সাহস তাদের ছিল না। জলকিন্দ নামক এক চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনায় চিকিৎসক বলতে থাকেন যে চরিত্রের ওপর জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করেন এবং বলেন, 'অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়; কেবল অর্থনৈতিক পরিবেশই চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে।' আমি অনুভব করেছিলাম যে মানবজীবনের যে জিনিস আমি মূল্যবান মনে করতাম তা সংকীর্ণ দর্শনের স্বার্থে ধ্বংস হয়ে পড়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে দুঃখকষ্ট নেমে এসেছে। রাশিয়ায় দিন দিন আমার ভীতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে আমি আমার ভারসাম্যপূর্ণ বিচার করার শক্তি হারিয়ে ফেলি।

পেট্রোগ্রাদ থেকে আমরা মস্কো গেলাম। মস্কো ছিল খুব সুন্দর শহর। স্থাপত্যের দিক দিয়ে তা পেট্রোগ্রাদের থেকে চিত্তাকর্ষক ছিল। কারণ এর ওপর ছিল প্রাচ্যের প্রভাব। বলশেভিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা দেখে আমি আনন্দিত হই। বিকেল ৪.০০ টার দিকে দিনের প্রধান ভোজের সময়। এই ভোজে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে থাকত মাছের মাথা। মাছের দেহের কী হতো আমি তা কখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। মসকা নদী ছিল মাছে ভর্তি। মানুষকে তা ধরতে দেওয়া হতো না। শরহটিতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু মনে করা হতো যে ট্রলারে, ধৃত মাছের দেহ থেকে মাছের মাথা ছিল অনেক ভালো।

আমরা স্টিমারে করে ভলগা গেলাম। ক্লিফোর্ড এলেন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। এর ফলে তার যক্ষ্মা পুনরায় দেখা দেয়। সারাটভে সবাই নৌকা থেকে নামেন। এলেন অসুস্থতার জন্য নড়তে পারছিলেন না। তাই তাকে দেখাশোনা করার জন্য হেডেন গেস্ট, মিসেস স্নোডেন এবং আমি নৌকায় রয়ে গেলাম। তার ছোট একটি কেবিন ছিল এবং তাপ বোধগম্য ছিল না। জানালা আঁটসাট করে বন্ধ রাখা হতো। ম্যালেরিয়া বহনকারী মশার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যই তা করা হতো। এলেন মারাত্মক পেটের পীড়ায় ভোগেন। আমরা পালাক্রমে তার নার্সিং করতাম। অবশ্য নৌকায় একজন রুশ নার্সও ছিলেন। তিনি রাত্রে তার পাশে বসে থাকতে চাইতেন না। কারণ তার ভয় ছিল লোকটি মারা গেলে পাছে তা তার প্রেতাত্মা তাকে ধরে বসে।

অস্ট্রকান আমার কল্পনায় তুলনায় নরকসদৃশ ছিল। নদীর এক অংশ থেকে শহরে পানি সরবরাহ করা হতো যেখানে জাহাজগুলো বর্জ্য পদার্থ ফেলত। প্রতিটি রাস্তায় বদ্ধ পানি ছিল। তাতে লক্ষ লক্ষ মশা জন্ম নিত। প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতো। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না, ছিল শহরের মাঝখানে বিখ্যাত এলাকায় মলের পাহাড়। মহামারি আকারে ছিল প্লেগের আবির্ভাব। ডেনিকিনের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে অতি আধুনিক লড়াই চলছিল। মাছি এত বেশি ছিল যে টেবিলের ওপর খাবার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হতো। খাওয়ার সময় হাত ভেতরে ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি এক গ্রাস খাবার বের করে আনতে হতো। ঢাকনা হিসেবে কাপড় রাখার সাথে সাথে মাছিতে তা কালো হয়ে যেত। জায়গাটি সমুদ্র পৃষ্ঠের কিছু নিচে ছিল এবং তাপমাত্রা ছিল ছায়ায় ১২০°। সেখানকার বড় ডাক্তারদেরকে ম্যালেরিয়া দমনে হেডেন গেস্টের কথা শুনতে আদেশ দেন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়েই ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য তিনি প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বিষয়ের ওপর তিনি তাদেরকে একটি প্রশংসনীয় বক্তৃতা দেন। তা শেষ হলে তারা বলেছিলেন : 'হ্যাঁ, আমরা সবই জানি, কিন্তু গরম খুব বেশি।' পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত অফিসাররা সম্ভবত ওই ডাক্তারগুলোকে হত্যা করে। সেই বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। সবচেয়ে প্রখ্যাত ডাক্তারই ক্লিফোর্ড এলেনেকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি সম্ভবত দুই দিন বাঁচবেন না। প্রায় এক পক্ষকাল পর আমরা তাকে রিভালে বের করে নিয়ে আসলাম। যে ডাক্তার সেখানে আবার তাকে পরীক্ষা করেন তিনি বলেছিলেন যে তিনি দুই দিন বাঁচবেন না। কিন্তু ইতোমধ্যে আমি এলেনের বেঁচে থাকার সংকল্প সম্বন্ধে জানতে পারি। তিনি অনেক বছর বেঁচেছিলেন এবং লর্ড সভার অলংকারে পরিণত হয়েছিলেন।

ইংল্যান্ড ফিরে আসলে আমি রাশিয়া ভ্রমণের আগে ও রাশিয়া ভ্রমণের সময় আমার মনোভাব পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ করি। কলেটের কাছে চিঠি লেখার ধাঁচে তা প্রকাশ করি। শেষেরটি চীন সম্পর্কে আমার লেখা বইয়ে প্রকাশিত হয়। ওই সময়ের প্রকাশিত মনোভাব এখন লিখে প্রকাশ করার চেয়ে ভালো হবে। তাই এইগুলো আমি নিচে তুলে দিলাম।

AMARBOI.COM

London
April 24, 1920

আমার বিদায়ের দিন খুব কাছে। হাজারো কাজ সামনে পড়ে আছে। তথাপি আমি এখানে অলস হয়ে বসে আছি। আমি অর্থহীন চিন্তা করছি। সামঞ্জস্যহীন ও বিদ্রোহাত্মক চিন্তা যা কোনো সুনিয়ন্ত্রিত মানুষ কখনো করে না। যে চিন্তা কাজের দ্বারা দূরীভূত হতে পারে তা কাজ নষ্ট করে দেয়। যারা সর্বদা তাদের বিশ্বাস নিয়ে থাকে তাদের আমি কীভাবে হিংসা করি। তারা জীবনের কাঠামো তৈরির উপকরণের প্রতি উদাসীনতা ও মৃত্যু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। এ বিশ্বে কিছু কাজে আসতে পারি– এরকম আকাঙ্ক্ষা আমি পোষণ করি। এর ফলে আমি উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারি এবং মানবজাতির মধ্যে কিছু আশার সঞ্চার করতে পারি। এখন সুযোগ চলে এসেছে। সবকিছু ধুলো ও ছাই মনে হয়। যখন আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকাই আমি বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে কেবল সংঘাত আর সংঘাত দেখি। আমার স্বপ্নের মানুষ অকুতোভয় ও উদার। তারা কি কখনো এ পৃথিবীতে বাস করবে? অথবা মানুষ কি ঝগড়া, হত্যা ও নির্যাতন করে যাবে? আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি আমার হতাশার কথা জানি যেহেতু আমি ছায়ার মতো পৃথিবী চষে বেড়াই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যে স্বরে কথা বলি তা কেউ শুনতে পায় না। মনে হয় যেন আমি অন্য গ্রহ থেকে পতিত হয়েছিলাম।

পুরনো সংগ্রাম চলছে। সংগ্রামটি ছোট সুখ ও বড় বেদনায় মধ্যের সংগ্রাম। আমি জানি ছোট সুখই মৃত্যু। আমি বড়ই ক্লান্ত। আবেগ ও যুক্তি আমার মধ্যে মরণপণ সংগ্রামে রত। তা আমার শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। সংগ্রাম ও মমতাহীনতা ভিন্ন সংগঠন ও শৃঙ্খলা দিয়ে ভালো কাজ করা যায় না। আমি জানি সমবেত কাজে ব্যক্তিকে যন্ত্রে পরিণত হতে হবে। কিন্তু যদিও আমার যুক্তি আমাকে এসব জিনিস বিশ্বাস করতে বাধ্য করে তথাপি আমি তাতে প্রেরণা বোধ করি না। ব্যক্তি মানুষের আত্মাকে আমি ভালোবাসি। এর নির্জনতাকে, এর আকাঙ্ক্ষাকে, এর ভয়কে, এর তড়িৎ তাড়নাকে, এবং এর আত্মনিয়োগকে। এর থেকে সৈন্য, রাষ্ট্র, এবং অফিশিয়ালদের পর্যন্ত দীর্ঘ ভ্রমণ করেই কেউ এই অকার্যকর ভাবপ্রবণতা এড়িয়ে যেতে পারে।

যুদ্ধকালীন পুরো সময় আমি একটি সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেছি। ভূমধ্যসাগরের তীরে একটি রৌদ্রময় দিনে বাগানে তোমার পাশে আমি বসব। সেদিন হেলিওট্রোপের ঘ্রাণে মোহিত হয়ে পড়ব। সেখানে আমি তোমাকে আমার ভালোবাসার কথা বলব। তখন আমি আনন্দের ছোঁয়া পাব। এই আনন্দ হবে বেদনার মতোই বাস্তব। আমি বসে বসে যখন চিন্তা করি তখন সকল কাজ ব্যর্থ ও সকল আশা বোকামি বলে মনে হয়।

তথাপি আমি এই চিন্তা অনুযায়ী কাজ করব না।

AMARBOI.COM

২

পেট্রোগ্রাদ
মে ১২, ১৯২০

আমি অবশেষে এখানে এই শহরে। বিশ্ব এর ইতিহাসে পূর্ণ। তা ঘৃণা ও যন্ত্রণার উদ্রেক করছে। তা কি আমাকে এর গোপন কিছু উপহার দেবে? আমি কি আত্মার অন্তরতম অবস্থা জানতে পারব? অথবা কি কেবল পরিসংখ্যান এবং অফিসিয়াল সত্য? আমি যা দেখি তা কি বুঝতে পারব, অথবা তা কি বাহ্যিক হতবুদ্ধির অবতারণা করবে? গভীর রাতে আমরা শূন্য স্টেশনে পৌঁছি। আমাদের গোলমেলে মোটরটি ধক ধক করে ঘুমন্ত রাস্তা দিয়ে চলে। পৌঁছার পর আমি জানালা দিয়ে নাভার ছাড়িয়ে পিটার ও পল দেখি। উত্তর দিকের প্রত্যুষে নদীটির আবছা আবছা অন্ধকারে দেখা দৃশ্য খুবই সুন্দর। 'এটা আশ্চর্যজনক। আমি আমার পাশে বসা বলশেভিককে বলি। 'হ্যাঁ', তিনি জবাব দেন, 'পিটার ও পল এখন কারাগার নয়, সেনা সদর দপ্তরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আলোড়িত হই। 'এসো হে বন্ধু', আমি চিন্তা করেছিলাম তুমি এখানে পরিব্রাজক নও, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ভবনগুলো তোমাকে ভাবপ্রবণ করে তুলেছে। তুমি এখানে সমাজ অনুসন্ধানী। তুমি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সত্য চর্চাকারী। 'তুমি সত্য থেকে বেরিয়ে আস, শাশ্বত জিনিসপত্র ভুলে যাও। তুমি যে সব মানুষের কাছ থেকে এসেছ তারা তোমাকে বলবে তারা বুর্জোয়াদের প্রতিচ্ছবিমাত্র। তাদের প্রচুর অবসর সময় রয়েছে। তারা এর চেয়ে বেশি নয়। তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। সুতরাং আমি ফের আলোচনায় আসি। আমি সোভিয়েত স্টোর থেকে একটি ছাতা কেনার কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করি।

রাশিয়ায় বারো ঘণ্টা আমাকে শয়তানির উপাদান সরবরাহ করে। আমি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, কায়িক কষ্টের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলাম। আমাদের কমিউনিস্ট সাথিগণ এরূপ ব্যবহারের যথেষ্ট মূল্যায়ন করেননি। গতকাল বিকালে সীমান্ত পাড়ি দেবার সময় আমি দুটো প্রমোদ ভোজ, একটি নাস্তা, এবং প্রথম শ্রেণীর সিগার ভোগ করছিলাম। রাত্রে এমন জায়গায় শোবার ঘর পেয়েছিলাম যেখানে ছিল প্রাচীন সামজের বিলাসবহুল ব্যবস্থা। পথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছিল সৈন্যে পূর্ণ। ইতরদেরকে দৃষ্টির বাইরে রাখা হয়েছিল। মনে হচ্ছিল আমাকে জাঁকজমকপূর্ণ মিলিটারি সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকতে হবে। তাই আমার মেজাজকে আবারও মানিয়ে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। শুভনাস্তিক্য দাবি করা হলো। আমি অনেকটাই আন্দোলিত হলাম এবং শুভনাস্তিক্য কঠিন দেখতে পেলাম। আমি আবারও একই প্রশ্নে ফিরে এলাম। বলশেভিকরা এর গোপনীয়তা জানে কি? তারা কি সন্দেহ করে যে এর একটি গোপনীয়তা আছে? আমি বিস্মিত হই।

AMARBOI.COM

৩

পেট্রোগ্রাদ

মে ১৩, ১৯২০

এক অবাক বিস্ময়ের দুনিয়ায় আমি এসেছি। সৌন্দর্যহীন কঠিন জীবন এই দুনিয়ার। সব সময় আমি মৌলিক প্রশ্নে কষ্ট পাচ্ছি। প্রশ্নগুলো ভয়ানক ও অসমাধানযোগ্য। জ্ঞানী লোক কখনো তা জিজ্ঞাসা করে না। শূন্য স্থানসমূহ, খাবার ঘরসমূহ, প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু অথবা মিউজিয়ামের মমি। সবকিছুই সুশৃঙ্খল হওয়া প্রয়োজন। সংগঠিত হতে হবে এবং ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনব্যবস্থা থাকতে হবে। সবার জন্য একই শিক্ষা, একই রকম কাপড়চোপড়, একই রকম ঘর, একই রকম ধর্মমত থাকবে। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে, কোনো রকম হিংসা স্থান পাবে না।

তারপর আমি যুক্তির অপর দিকটার আলোচনা শুরু করলাম। আমার মনে পড়ে দস্তয়েভস্কির Crime and Punishment, গোর্কির In the world,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টলস্টরের Resurrection, প্রাচীন ঝকঝকে জিনিসগুলোর ভিত্তি ধ্বংসের কথা ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আমি ভাবতে থাকি। দারিদ্র্য, নেশা, বেশ্যালয় ছিল স্বাস্থ্য ও জীবন ধ্বংসকারী। পিটার ও পলের কষ্টভোগী স্বাধীনতাপ্রেমীদের কথা ভাবি। প্রাচীনদের প্রতি ঘৃণা দিয়ে আমি নতুনদের প্রতি সহনশীল হই। কিন্তু আমি নতুনদেরকে তাদের জন্যই পছন্দ করি না।

তথাপি এটা পছন্দ না করার জন্য আমি নিজেকে ভর্ৎসনা করি। বিভিন্ন কিছু আরম্ভ করার সব বৈশিষ্ট্য এর রয়েছে। কিন্তু তা এর সৃষ্টির মূল্যে বিশ্বাস ও গঠনমূলক শক্তিতে পূর্ণ। সমাজ জীবনের নতুন উপায়সমূহ সৃষ্টি করার জন্য এই সৃষ্টির বাইরে চিন্তা করার সময় নেই। নতুন সামজ গঠিত হয়ে গেলে এর চেতনা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। 'নতুন শিল্প বা নতুন ধর্মের জন্য কোনো সময় নেই', তারা আমাকে অসহিষ্ণু হয়ে বলে। আমি ভাবি একটি দেহ গঠন করা কি সম্ভব? সম্ভব হলে পর এর ভিতর আত্মা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমি সন্দেহ করি।

আমি তত্ত্বগতভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই না। ভয়ংকর জেদের দ্বারা আমার অনুভূতি থেকে উত্তর পাওয়া যায়। আমি পরিশেষে খুবই অসুখী। আমি কেবল মানুষের পাশবিক প্রয়োজনের গুরুত্ব দিতে পারি না। সন্দেহ নেই, কারণ অনেকের মতো আমি আমার জীবনের অনেক সময় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে অতিবাহিত করিনি। কিন্তু ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রজ্ঞা আনয়ন করে কী? তারা কি আদর্শ সমাজ বোঝার উপযোগী মানুষ তৈরি করতে পারে? আমি ওই বিশ্বাস এড়াতে পারি না যে তারা দিগন্ত সংকুচিত করতে পারে, কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না। কিন্তু একটি সন্দেহ থেকে যায়। আমি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ি।

AMARBOI.COM

৪

In the Vaga
June 2, 1920

আমাদের নৌকাটি চলতেই থাকল দিনের পর দিন অজানা রহস্যজনক পথে। আমাদের সঙ্গীসাথি গোলমেলে ও ঝগড়াটে। আমার সহজ সরল ও বাক্যবাগীশ ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা বিশ্বাস করতাম যে এমন নেই যা আমরা বুঝতাম না। মানুষের ভাগ্য আমাদের ব্যবস্থার বাইরে ছিল না। আমাদের একজন মৃত্যুর দ্বারে পড়েছিল। দুর্বলতা, ভয় ও সবলদের উদাসীনতার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। দিনরাত উচ্চস্বরে জ্বালাতন করছিল। আমাদের চতুর্দিকে ছিল নীরবতা। মনে হয় যেন এই নীরবতার দিকে কারোর মনোযোগ দেবার অবসর নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথাপি তাদের জেদ ধরে বলা তিরস্কারপূর্ণ কথাবার্তায় আমার কান ভারী হয়ে ওঠে।

গতকাল রাত গভীর হলে আমাদের নৌকা একটি নির্জন স্থানে এসে থামে। সেখানে কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। কেবল ছিল একটি বালু ব্যাংক। আর ছিল এক সারি পপলার গাছ ও পিছনে উদীয়মান চন্দ্র। নীরবতার মধ্যে আমি তীরে উঠলাম এবং বালুর এক অদ্ভুত ধরনের মানুষের জটলা দেখতে পেলাম। তারা ছিল অর্ধ-যাযাবর। দুর্ভিক্ষপীড়িত দূরবর্তী অঞ্চল থেকে তারা এসেছিল। প্রত্যেক পরিবারের লোকজন চারদিকে তাদের জিনিসপত্রসহ ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করছিল। পরিবারের কেউ কেউ ঘুমাচ্ছিল এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নীরবে আগুন জ্বালছিল। দপদপ করে জ্বলে ওঠা আগুনের শিখায় জংলি মানুষের দাড়িভর্তি মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। নিঃসন্দেহে তারা মানুষ ছিল। তথাপি তাদের যেকোনো একজনের চেয়ে একটি কুকুরের, বিড়ালের বা ঘোড়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া আমার জন্য সহজ হতো। আমি জানতাম তারা সেখানে দিনের পর দিন অপেক্ষা করবেন। হয়তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তারপর নৌকা আসলে তাদের শুনতে পাওয়া দূরবর্তী স্থানে যাবেন। নতুন জায়গার মাটি তাদের ফেলে আসা দেশের মাটির থেকে অনেক উদার হবে। পথে কেউ কেউ মারা যাবে। সবাই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পাবে, দুপুরের রোদ তাদের শরীর ঝলসে দেবে। আমার কাছে মনে হয়েছিল এরাই রুশদের প্রতিভূস্থানীয়। তারা হতাশা থেকে হয়েছে অকর্মণ্য। সংখ্যায় কম হলেও সবদিকে থেকে উন্নত পশ্চিমাদের কাছে এরা উপেক্ষিত। রাশিয়া এত বিশাল দেশ যে সংবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশে সমর্থ কিছু লোক এর পরিবেশে তুলনামূলকভাবে নগণ্য আবার সামগ্রিকভাবে দেশটি ও বহির্বিশ্বের বিশালতার মধ্যে একটি হারিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী। আমার মনে হয় তাত্ত্বিকরা তাদের অতীত প্রবণতার বিরুদ্ধে কর্মের দিকে জোর করে চালিত করে দুঃখকষ্টই বাড়িয়ে দেন। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে জোরপূর্বক শ্রম ও শিল্পব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে সুখী করা যেতে পারে।

তা সত্ত্বেও সকাল হলে আমি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা এবং সত্যিকার জনপ্রিয় সরকারের গুণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর দীর্ঘ আলোচনায় ফিরে যাই। যাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করছিলাম তারা ঘুমন্ত যাযাবরদের দেখেনি, দেখলে হয়তো আগ্রহী হতো না। কারণ ওইগুলো প্রচারণার উপাদান ছিল না। কিন্তু নীরবতায় ধৈর্যশীলতার কিছু আমি পাই যা আরামদায়ক পরিচিত বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় আমার কাছে অকথিত হয়ে থেকে যায়। অবশেষে আমি অনুভব করতে শুরু করলাম সব রাজনীতি শয়তানের প্ররোচনায় উজ্জীবিত। এটা তত্ত্ব, ক্ষমতা ও পকেট ভারী করার জন্য অধীন জনসাধারণের ওপর নির্যাতন পরিচালনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিশালী ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা। আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম এবং কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভর করছিলাম এবং কৃষক সন্তানদের থেকে নিযুক্ত এক সৈন্যের প্রদত্ত নিরাপত্তায় ছিলাম।

আমরা প্রতিদানে কী দিতে পারি চিন্তা করছি। কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। কিন্তু বারবার আমি তাদের দুঃখের গান শুনেছি অথবা বালাইকা সঙ্গী। কিন্তু এই শব্দগুলো মহানীরবতায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আমি ভয়ানক প্রশ্নের যাতনায় পরিত্যক্ত ছিলাম এর মধ্যে পাশ্চাত্য হতাশা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

পরিবহনমন্ত্রী স্বারডলব ভলগায় আমাদের সঙ্গে স্টিমারে ছিলেন। এলেনের অসুস্থতার জন্য তার করুণা ও সাহায্য ছিল অসাধারণ। সারাটাবে আবার আমরা নৌকায় ফিরে এলাম। সেখান থেকে রিভালে। পুরো পথেই আমরা জার কন্যাদের গাড়িতে ভ্রমণ করছিলাম। এর জন্য এলেনকে কোথাও সরাতে হয়নি। বাহনের দিক থেকে কেউ বলতে পারেন যে তাদের কিছু আচরণ কৌতূহলপূর্ণ হতে পারে। বিলাসবহুল একটি সোফা ছিল। এর ওপর থেকে সিট উঠানো ছিল। তাতে এক সরলরেখায় তিনটি সুস্বাস্থ্য বিধায়ক ছিদ্র দেখা যায়। স্বদেশের পথে মস্কোতে হেডেন গেস্ট ও আমি চিকারেনের সঙ্গে এক ভয়ানক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ি। চিকারেন এলেনকে দুজন ডাক্তারের পরীক্ষা ব্যতীত মস্কো ত্যাগের অনুমতি দিচ্ছিলেন না। ঝগড়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে সিঁড়ির ওপর আমি চিৎকার করেছিলাম। চিকারেন আমার চাচারলোর বন্ধু ছিলেন। তাই তার কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল বেশি। আমি চিৎকার করে বলেছিলাম আপনাকে হত্যাকারী হিসেবে ধিক্কার জানাই। এলেন এবং আমাদের কাছে মনে হয়েছিল এ তাকে যথাশীঘ্র সম্ভব রাশিয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়া জরুরি। আমরা ভাবছিলাম সোভিয়েত ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখার আদেশ তার জীবন বিপন্ন করতে পারে। অবশেষে এই মীমাংসা হলো যে ডাক্তাররা তৎক্ষণাৎই তাকে দেখবে। তাদের একজন ছিল পপফ। অন্য ডাক্তারের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। সোভিয়েত সরকার ভাবছিল যে এলেন তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। সেই অতিথি মিসেস স্নোডেন এবং আমি তাদের অনুকূলে প্রমাণ গোপন রাখার জন্য তার মৃত্যুর ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম।

রিভালে দুর্ঘটনাবশত আমি মিসেস স্টান হার্ডিংয়ের সাক্ষাৎ পাই। তাকে আমি আগে জানতাম না। বলশেভিকদের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে তিনি রাশিয়া গিয়েছিলেন। তাকে মোহমুক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হতে পারিনি। তিনি পৌঁছা মাত্রই তারা তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেয় এবং সে সেখানে তাকে আট মাস রেখে দেয়। ব্রিটিশ সরকারের পুনঃপুন চেষ্টার পরিণতি স্বরূপ তিনি পরিশেষে মুক্তি পান। ত্রুটিটা ততটা সরকারের স্বার্থবিরুদ্ধ ছিল না, যতটা ছিল মিসেস হেরিসনের। মিসেস হেরিসন ছিলেন আমেরিকার এক ভালো পরিবারের মহিলা। তিনি ভলগাতে আমার সাথে ছিলেন। তিনি স্পষ্টতই সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং রাশিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বলশেভিকরা তাকে নজরবন্দি করে রাখে। এস্টিডনেকে নামে একজন গুপ্তচর ছিলেন। তিনি তার চলাফেরার ওপর নজর রাখতেন। তার প্রতিটি কথা শুনতেন। তার লম্বা দাড়ি ছিল এবং তাকে বিমর্ষ দেখাত। এক রাত্রে তিনি তার সাথে একই কম্পার্টমেন্টে ভ্রমণ করছিলেন। নৌকায় কেউ তার সাথে কথা বললে তিনি নীরবে পিছন থেকে উঁকি দিতেন। নিঃশব্দে চলে আসার কৌশলে তিনি ছিলেন অসাধারণভাবে দক্ষ। এই মহিলার জন্য আমি দুঃখ অনুভব করলাম। কিন্তু আমার দুঃখ অপাত্রে ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি আমেরিকার গুপ্তচর ছিলেন এবং ছিলেন ব্রিটিশদের নিযুক্ত। রুশদের কাছে তার গুপ্তচর বৃত্তি ধরা পড়ে। তিনি তাদের পক্ষে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করবেন এই শর্তে তারা তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু তিনি তাদের কাজে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করেন। তাদের বন্ধুদের ভর্ৎসনা করেন এবং তাদের শত্রুদের পালানোর সুযোগ করে দেন। মিসেস হার্ডিং জানতেন যে তিনি একজন গুপ্তচর। তাই তাকে তাড়াতাড়ি জেলে পাঠানো দরকার। এটাই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর কারণ। তা সত্ত্বেও তিনি সজ্জন মহিলা ছিলেন। তিনি পীড়িত অবস্থায় এলেনের সেবা করেন। পরে যখন তার সম্বন্ধে সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন এলেন অবিচলিতভাবে তার বিরুদ্ধে কিছু শুনতে অস্বীকার করেন।

লেলিনের সঙ্গে আমার এক ঘণ্টার আলাপ হয়। তিনি আমাকে হতাশ করেন। আমি মনে করি না যে তাকে মহান মনে করা যেতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপকালে আমি তার বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতার ও তার সংকীর্ণ মার্কসীয় গোঁড়া মতবাদের ব্যাপারে সচেতন হলাম। আমি এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আমার Practice and Theory of Bolshevism বইয়ে উল্লেখ করেছি।

অবরোধের জন্য চিঠি বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। রিভালে পৌঁছেই আমি ডোরাকে টেলিগ্রাম করতে শুরু করি। অবাক হলাম, আমি কোনো জবাব পাইনি। শেষে যখন আমি স্টোকহোমে ছিলাম আমি তার প্যারিসের বন্ধুদের কাছে টেলিগ্রাম করলাম। তাদের কাছে তার অবস্থান সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলাম। জবাব পেলাম যে ডোরা তখন স্টোকহোমে। আমি অবাক হলাম যে সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। তার সাথে দেখা করার চব্বিশ ঘণ্টা চেষ্টার পর আমার সাথে ফিনের দেখা হয়। ফিনে আমাকে জানিয়েছিল যে সে উত্তর ক্যাপ হয়ে রাশিয়া গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারলাম রাশিয়ার ওপর আমাদের দীর্ঘ ঝগড়ার পর এটা একটি প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু আমি ভীত ছিলাম যে তারা তাকে কারারুদ্ধ করতে পারে। কারণ তারা জানত না যে কেন সে এসেছিল। কারোর কিছু করার ছিল না। তাই আমি ইংল্যান্ডে ফিরে এলাম। আমি এক ধরনের স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলাম। একসময় আমি ডোরার চিঠি সংগ্রহ করা শুরু করলাম। তার বন্ধুরা চিঠিগুলো রাশিয়ার বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আসত। অবাক হয়ে দেখলাম রাশিয়া আমার কাছে যতটুকু ঘৃণিত ছিল তার কাছে ছিল ততটুকুই পছন্দের। আমি ভাবতাম আমরা কি কখনো এই পার্থক্য ঘুচাতে পারব। ইংল্যান্ড ফিরে আমি অনেক আগে আসা কতগুলো চিঠি পেলাম। ওইগুলোর মধ্যে একটি চিঠি চীন থেকে এসেছিল। ওই চিঠিতে 'Chinese Lecture Association' আমাকে এক বছরের জন্য চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রতি বছর একজন করে খ্যাতিমান বিদেশিকে নিয়ে আসা। এর আগের বছর তারা ড. ডিওয়েকে নিয়ে এসেছিল। ডোরা আমার সঙ্গে থাকলে আমি প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। অবরোধের জন্য তার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করার সমস্যা ছিল। রিভালে আমি এক কোয়েকারকে জানতাম। তিনি রিলিফের ব্যাপারে ঘন ঘন রাশিয়া যেতেন। আমি কয়েক পাউন্ড খরচ করে তাকে টেলিগ্রাম করি। আমি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তাকে জানিয়েছিলাম। পারলে ডোরার সাথে দেখা করে বিষয়টি তার কাছে উত্থাপন করার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলাম। ফলপ্রসূ প্রয়াসের জন্য কাজ হয়ে গেল। আমাদের সেখানে যেতে তার সহসা ফিরে আসা প্রয়োজন। বলশেভিকরা প্রথমে একে বাস্তব রসিকতা মনে করে। যাহোক পরে সে তা আমলে নিতে পেরেছিল।

রোববার ফ্রেঞ্চার্চ রোডে আমাদের দেখা হয়। প্রথমে আমরা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ছিলাম। সে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আমার আপত্তিকে বুর্জোয়া আপত্তি হিসেবে গণ্য করে। আমি তাদের প্রতি তার ভালোবাসাকে ভয়ংকর মনে করি। তার দেখা রুশদের মনোভাব আমার চেয়ে উন্নত মানের মনে করেছে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কলেটের সঙ্গে আমার একইভাবে মতপার্থক্য ঘটত। এসব সত্ত্বেও চীনে একসাথে যাবার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিই। শব্দ এবং আমাদের সচেতন চিন্তার চেয়েও জোরদার একটি শক্তি আমাদের একত্র করে রাখে। দিনরাত আমাদের কাজ করতে হয়। তার ফিরে আসা এবং চীনে রওয়ানা হওয়ার মাঝখানে মাত্র পাঁচ দিন সময় ছিল। কাপড়চোপড় কেনা, পাসপোর্ট সঠিক অবস্থায় নিয়ে আসা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিদায় নেওয়া ছিল দূর যাত্রার ধকলের অতিরিক্ত চাপ। চীনে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইনি। ব্যভিচারের মাধ্যমে প্রতি রাত কাটাতে হতো। ডিটেকটিভ এত বোকা ছিল যে তা বার বার করতে হতো। পরিশেষে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। ডোরা তার স্বাভাবিক দক্ষতা দিয়ে পিতামাতার ওপর জয়ী হয়। তার এভাবে আমাদের বিদায় জানাতে আসেন যেন আমরা বিবাহিত ছিলাম। তা সত্ত্বেও তারা প্রথাসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতেন। ট্রেনটি ভিক্টোরিয়া ছাড়তে থাকলে দুঃস্বপ্ন, জটিলতা এবং অধুনা সব দুঃখকষ্ট ঝরে যায় এবং একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি

জে ই লিটলহেড থেকে

Trinity College
Cambridge (1919)

প্রিয় রাসেল

আইনস্টাইনের তত্ত্ব পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে। ধারণাগত সরণ ছিল ১.৭২″ ± ০৬।

আপনারই
জে ই এল।

হরল্ড জে লাস্কি থেকে

Harvard University
Cambridge
August 29, 1919

প্রিয় মি. রাসেল

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। যখন ওই বইটি আমি শেষ করেছিলাম তখন আমি বইটি সম্পর্কে মি. জাস্টিস হোমস এবং আপনার চিন্তাধারা নিয়ে ভেবেছিলাম। আমি কেবল চাচ্ছি না যে আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। এর সম্পর্কে একমত হওয়াও বড় জিনিস।

আমি আমার প্রথম বইটি পাঠিয়ে দেবার চিন্তা করেছিলাম। তা সম্ভবত সব ধরনের ত্রুটি ধারণ করবে। আপনার আগ্রহ থাকবে প্রথম অধ্যায়ে এবং পরিশিষ্টে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার কতগুলো কৌশলপত্র পাঠাতে পারি। কিন্তু আপনার বিরক্তির উদ্রেক করুক এবং আপনার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করুক তা আমি চাই না।

উদার ক্যাথলিক তত্ত্বে আমার আগ্রহ ১৯০৩ সাল থেকে শুরু হয়। আমি তখন ফিগিসের Churches in the Modern State at Oxford পড়ি। যখন আমি বই লেখা শুরু করি আমি দেখতে পাই যে ঐতিহাসিকভাবে চার্চ এবং রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন থেকে এদের স্থান পরিবর্তন করেছে। একীভূত যাজকদের সব নিয়ন্ত্রণ ত্রুটি আস্তে আস্তে আধুনিক রাষ্ট্রের কৌশলে পরিণত হয়েছে। তা তখন আমাকে স্পর্শ করে যে সার্বভৌমত্বের ত্রুটি খুব সহজেই রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধর্মীয় বলয়ে দেখা যেতে পারে। এখনো মানুষ অর্থনৈতিক বলয়ে তা স্বীকার করে নিতে দ্বিধাবোধ করবে। দ্বিতীয় বইটি ভিন্ন দুই পারের মধ্যে সেতু বন্ধন স্থাপনের ব্যবস্থাপত্র। এখন যে বইটি লিখছি তা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় স্বাধীনতার সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যার একটি ব্যাখ্যা। যদি সুযোগ মতো আপনার লেখার সময় থাকে তবে আমি আপনাকে পরিকল্পনাটি পাঠিয়ে দেব এবং এর ওপর আপনার মতামত নেব।

আরও অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমি জানতে চাইব। আপনি সুযোগ থাকলে সাহায্য করতে পারেন। আপনার Introduction to Mathematical Logic বই থেকে আমি জানি যে আপনি শেফার সম্বন্ধে ভালোই জানেন। শেফার এখন এখানে দর্শন বিভাগে আছেন। আমি জানি না তার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে কি না। তিনি একজন ইহুদি এবং বিয়ে করেছেন এমন এক মহিলাকে, যাকে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করে না। অধিকন্তু হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় যেসব সামাজিক গুণের মূল্যায়ন করে তার সে সব গুণ নেই। ফলে তার বিভাগের বেশির ভাগ লোক তার চাকরি এখানে শেষ করে দেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হোয়ার নল যিনি বর্তমানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান তিনি চাইছেন কেউ শেফারের যোগ্যতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলে তার সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। গাণিতিক যুক্তির ওপর তিনি একটি পেপার লেখা শেষ করেছেন। তিনি মনে করেন তা প্রকাশ পেলে তার সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি নিজে মনে করি যে পুরো জিনিসটি সেমেটিক এবং এখানকার ভূমিকার কার্যকর সামাজিক মর্যাদার যৌথ মিলনের ফল। হার্ভার্ডে আপনি কাউকে জানেন কি যিনি বলবেন যে শেফারের সুযোগ পাওয়া উচিত। অন্যথায় আমি নিজ দায়িত্বে এসব লিখছি। শেফার সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রেসিডেন্টকে জানাতে পারলে ভবিষ্যতে শেফারের লাভ হতো। এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে অন্য একটা পদ পেতে তার অসুবিধা হবে। এসব লিখে আপনাকে বিরক্ত করায় আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

আমি তীব্র আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করব। মেসিংহামের কাছে আমি অনেক ঋণী। কিন্তু কোনোটাই এর মতো এত বড় নয়।

আপনারই

হেরল্ড জে লাস্কি।

তখন থেকে আমি প্রেসিডেন্ট লয়েলকে কেবল করতে থাকি। আমি ব্যাখ্যা করি যে শেফার উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় শেফারকে ইহুদি হবার জন্য বা তার স্ত্রীকে অপছন্দ করার জন্য যদি বরখাস্ত করে তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হবে। সৌভাগ্যবশত এই কেবলগুলো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সফল হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Harvard University
Cambridge
Sep 29, 1919

প্রিয় মি. রাসেল

আপনার চিঠির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আপনাকে কয়েকটি আধা-আইনি কাগজ পাঠাচ্ছি এবং প্রশাসনের ওপর আরেকটি। যে বইটি আমি আপনাকে আগেই পাঠাতে পেরেছিলাম তা চেয়েছেন বলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

শেফার সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যের জন্য আমি আরও বেশি কৃতজ্ঞ। আমি তা হোয়র্নলের কাছে দিয়েছি। তিনি দর্শন বিভাগের সদস্যদের তা দেখাবেন, প্রয়োজনবোধে হয়তো লয়েলকেও। করপোরেশনের দুই সদস্যের কাছেও আমি দুই কপি পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রয়োজন তারা সংগ্রহ করবেন। এ মুহূর্তে তার কোনো কিছু করার দরকার নেই। পেরির কাছে লেখায় কোনো উপকারিতা নেই। এই শেষ বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিভাগ তাকে রক্ষণশীল হিসেবে গড়ে তুলেছে। তিনি প্রধান এবং বিরোধী শক্তির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাকে সরাসরি সরানোর মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই। তিনি চান বিভাগে নব্যখ্রিষ্টানদের। যারা যাজকীয় বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। তারা ধার্মিক না হলেও বাস্তবে সফল হবেন। আমি মনে করি না যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উদারনীতির সূতিকাগার হবে। আমেরিকায় এগুলো বড় ব্যবসায়ীদের হাতে। আপনি কি কখনো ভেবলেনের Higher Learning in America পড়েছেন?

আপনি জানতে আগ্রহী হতে পারেন যে ইয়েলে এই টার্মে Roads to Freedom শিরোনামে আমাকে গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর একটি ক্লাস নিতে হবে। আমি ইতিঃপূর্বে ইয়েলের মানুষদের দেখা পাইনি। তাদের অবাক কাণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করে। মার্কস, বাকুনিন ও অন্যান্যদের সম্পর্কে মন্দ না বলেও লেখা যেতে পারে। যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা হলো সেই বইয়ের নতুন সংস্করণ সম্বন্ধে আপনি ভালো শব্দ বলবেন। আমার মনে হয় তার Du Principle Fédératif এবং Justice Dans La Revolution দুটো মহান বই। আমি কি আমার পড়ার ঘরে ঝুলিয়ে রাখার জন্য আপনার নামসহ একটি ফটো পেতে পারি। আপনার পক্ষ থেকে তা মহত্ত্বের কাজ হবে।

Yours Sincerely
Herold J Laski

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Harvard University
Cambridge
November 2, 1919

প্রিয় মি. রাসেল

ফটোগ্রাফের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা খারাপ হলেও কল্পনার একটা ভিত্তি প্রকাশ করে। আমি যা চেয়েছিলাম এটা তাই।

প্যারির বিষয়টি যুদ্ধের। তিনি বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছেন। তিনি ওয়াশিংটনের যুদ্ধ অফিসের শিক্ষা শাখায় ছিলেন। ফলাফল এই যে তিনি বাইরের সব সঠিক জিনিসগুলোর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকান। অনেকটা হোয়াইটহল, আর্মি ও নেভি ক্লাব থেকে এজজন স্টাফ মেজরের জীবনকে দেখার মতো। তিনি এখনো বুঝতে চান– সব নতুন ইংল্যান্ডবাসীর অবস্থা একই। কিন্তু তিনি যা ভালো তা প্রত্যাশা করা এবং যা ভালো তা জানার মধ্যে প্লেটোর পার্থক্যের ওপর জ্ঞান ধরে রাখতে পারেননি। আমার মনে হয় তিনি শেফারের দিকে মুখ ফেরাতে পারেন যদি শেফার আপনার, হোয়াইটহেড এবং লুইসের প্রশংসার মধ্যে থেকে তার পেপার বের করতে পারেন। কিন্তু শেফার একজন খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক এবং পেপারটি খামখেয়ালিপনা ও ভিত্তিহীন ধারণার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। আমি আশা ছাড়তে পারছি না, আবার খুব বেশি আশাবাদী হতে পারছি না।

ইয়েল প্রকৃতপক্ষে চিত্তাকর্ষক। হয়তো প্রত্যেক তরুণ ছাব্বিশ বছর বয়সে চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। আমি দেখছি পাই যে যখন কেউ ছাত্রদের মনে নাম ব্যতিরেকে সিনডিকেলিজম বা সমাজতন্ত্রকে জাগিয়ে তুলতে চায় তখন ছাত্ররা একে যৌক্তিক বলে গ্রহণ করে। তারা এর সঙ্গে একটি নাম যুক্ত করে এবং পিতামাতার কাছে বলে যে নামবিহীন ঘৃণাবোধ মারাত্মক ভুল সংঘটিত করছে। আমি এখানে একদিন দাঙ্গা পুলিশের জন্য বলেছিলাম। তা সমভাবে মানুষের সহিষ্ণুতা এবং অফিসিয়ালদের কাল্পনিক মূর্খতার কথা ভাবছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে দুটো পেপার, দুশো এলুমনি আমার বরখাস্ত দাবি করল। যারা ১১০০ ডলার পায় এবং ৭৩ ঘণ্টা কাজ করে তাদের স্ট্রাইকে আগ্রহী করে তোলা যুক্তিসংগত। আমার থাকার জন্য লয়েল বাক্‌স্বাধীনতার বিশ্বাস করেন। কিন্তু আপনি আধুনিক আমেরিকানদের মনোভাব সম্পর্কে কিছুটা সূচক পেয়ে যাবেন।

আপনারই
হেরল্ড জে লাস্কি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Harvard University
Cambridge
December 4, 1919

প্রিয় মি. রাসেল

হয়েনলে আমাকে বলেন যে শেফারের পেপারটি আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। এর অবস্থান সম্পর্কে আপনাকে বলতে পারি কি? হকিং ওয়েনেল তার পুনর্নিয়োগের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। পেরি শেফারের কাজে হান্টিংটনের প্রশংসার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেছেন তার সিদ্ধান্তের সিংহভাগ আপনার ও শিকাগোর মোরের অনুভূতির ওপর নির্ভর করবে। সুতরাং আপনি তা অনুমোদন করলে আপনার জোরালো টেলিগ্রাম অনেক কাজে লাগবে। এখনই প্রকৃত সংগ্রামের সুযোগ।

এখনকার বিষয়গুলো ভয়ানক। সরকারের বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেও ইনজাংশন নিয়েছে। খনিশ্রমিক নেতাদের গ্রেফতারের কারণ তারা কাজে ফিরে যেতে নারাজ ; রেডসদের বিরুদ্ধে আইনের অনুমোদন। IWW কার্ডের সাধারণ অধিকারী পশ্চিমাদের গ্রেফতার। ইলিয়টের মতো লোকদের যুক্তি এই যে ইস্যুটি এখন শ্রমিক ও সাংবিধানিক সরকারের মধ্যে সংগ্রাম। এসব ঘটনার স্বাভাবিক পরম্পরার পরিণতিস্বরূপ। পাউন্ড বা আমি মনে করি না যে আন্দোলন এর চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। কিছু খবরের কাগজ দইব করেছে যে রিয়েল ইউইনিভার্সিটি প্রেস আমার বইগুলো বাজার থেকে তুলে নিয়েছে। কারণ তা নৈরাজ্য সৃষ্টির সহায়ক। অপরদিকে হোমস ও ব্লান্ডিজ তাদের ভিন্নমত প্রকাশ করে বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন। আমি ম্যাসিং গামের কাছে আমার দুটো মতামত পাঠিয়েছি এবং আপনার দুটো বই দেখানোর জন্য বলেছি।

আমেরিকা লেডি এস্টরকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিল বলে এখন আমেরিকা রাজনৈতিক নাটকশূন্য হয়ে পড়ে আছে।

আপনারই
হেরল্ড জে লস্কি

১৩.৩.১৯

প্রিয় রাসেল

২রা, ও ৩রা মার্চের পোস্টকার্ডের জন্য ধন্যবাদ। আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছিল। আমি জানতে পারেনি তুমি জীবিত কি মৃত ছিলে। আমি লজিকের ওপর লিখতে পারিনি। কারণ সপ্তাহে আমি দুটোর বেশি লেখার অনুমতি পাইনি (প্রতিটি পনেরো লাইনের)। এই চিঠি ব্যতিক্রম। এটা অস্ট্রিয়ার এক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক ছাত্র পাঠিয়েছে। আমি একটি বই লিখেছি। Logisch Philosophische

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Abhandlung। তা আমার ছয় বছর কাজ ধারণ করছে। আমি বিশ্বাস করি আমি আমাদের সব সমস্যা সমাধান করতে পেরেছি। এটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস না করে পারি না। আমি ১৯৮১ সালের আগস্টে বইটি শেষ করি। পাণ্ডুলিপি এখানে আমার কাছে আছে। আমি তোমার জন্য একটি কপি তৈরি করে রাখতে পারব। কিন্তু এটা বেশ লম্বা এবং পাঠানোর কোনো নিরাপদ পন্থা পাচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে এর পূর্ব ব্যাখ্যা ব্যতীত তুমি পড়ে কিছুই বুঝবে না, কারণ তা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে লেখা (এর অর্থ কেউ পড়ে বুঝবে না, যদিও আমি বিশ্বাস করি তা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু তা আমাদের সত্য, শ্রেণী, নাম্বার ও অন্যান্য তত্ত্ব উল্টে দিয়েছে)। বাড়ি ফেরার পরপর আমি তা প্রকাশ করব। এখন আমার ভয় হয় তা সহসা করা যাবে না। দেরি হলেও আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমি কদাচই তোমাকে দেখতে পাব বলে ভাবি। আমি মনে করি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকলেও আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি যেতাম।

তুমি কেমন আছ জানিয়ে চিঠি লিখবে। ড. হুয়াইটহেডকে আমার কথা বলিও। বুড়ো জনসন কি জীবিত আছেন? আমাকে নিয়ে ভাববে।

AMARBOI.COM

তোমারই
লুডউইগ উইটজেনস্টিন।

Cassino
17.8.1919

প্রিয় রাসেল

তোমার ১৩ আগস্টের লেখা চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তোমার জিজ্ঞাসার কোনো জবাব আমি এখন দিতে পারব না। প্রথমত এম এস এর কোনো কপি এখানে না থাকায় আমি জানি না সর্বদা সংখ্যাগুলোর উৎস কী? দ্বিতীয়ত তোমার কোনো কোনো প্রশ্ন দীর্ঘ জবাব দাবি করে। তুমি তো জানই যে লজিকের ওপর কোনো কিছু লেখা আমার জন্য কত কঠিন। আমার বই ছোট হবার কারণ এটাই। কিন্তু যে আমি সাহায্য করতে পারছি না। আমি ভয় পাচ্ছি তুমি আমার প্রধান বিষয় ধরতে পারছ না। প্রধান বিষয়টি হলো কীভাবে প্রতিজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে হয় এবং কী প্রতিজ্ঞা দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি বিশ্বাস করি তাই কেবল দেখানো যেতে পারে যা দর্শনের মৌলিক সমস্যা।

আমি ফ্রেজের কাছেও তোমার এসএমএস পাঠিয়েছি। তিনি এক সপ্তাহ আগে আমাকে লিখেছিলেন : আমার মনে হচ্ছে তিনি একটি শব্দও বুঝতে পারছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং আমি শীঘ্র তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সবগুলো ব্যাখ্যা করব আশা করি। কারণ একটি আত্মার পক্ষে তা বোঝা খুবই কঠিন।

আগামী পরশু আমরা বাড়ি যাব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা কীভাবে শীঘ্র দেখা করি। আমি ইংল্যান্ড আসার ইচ্ছা রাখি। কিন্তু তুমি মনে করতে পার যে একজন জার্মানের পক্ষে ইংল্যান্ড আসা অসুবিধাজনক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাকে এখন ভিয়েনা আসার প্রস্তাব দিতে পারি না। আমার ধারণা সবচেয়ে ভালো হয় হল্যান্ড বা সুইজারল্যান্ডে সাক্ষাৎ করা। তুমি বিদেশ আসতে না পারলে আমি ইংল্যান্ড যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমাকে এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি লেখো। আমাকে জানিয়ে দিয়ো তোমার বিদেশ আসার অনুমতি কখন পাওয়া যাবে। Vienna IV Alleagesse 16- এ লিখবে। হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দাও নতুবা তোমার কাছে রেখে দাও। এটা তাড়াতাড়ি পেলে খুব সুখী হতাম, কারণ এটাই একমাত্র সংশোধিত কপি। আমার মা আমাকে লিখেছিলেন তিনি তোমার কাছ থেকে কোনো চিঠি পাননি। সুখের বিষয় তুমি তাকে লেখার চেষ্টা করেছ।

শীঘ্রই লেখো। শুভেচ্ছা।

তোমারই
লুডউইগ উইটজেনস্টিন।

AMARBOI.COM

সি কে অগডেন থেকে

The International Library
of Psychology
Nov. 5, 1921

প্রিয় রাসেল

উইটজেনস্টিন অধিকার সম্পর্কে কিছু নিয়মানুগ নোট তাদের ফাইলে রাখার জন্য কেগান পল তোমাকে বলেছিলেন।

তোমার সুবিধার্থে খামের ভিতর এরূপ কিছু আমি ভরে দিলাম। যেহেতু এগুলোর মূল্য পঞ্চাশ ডলারের কম হবে না তাই আমি মনে করি গৃহীত হলেই তা সন্তোষজনক হবে। তারা দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ শীঘ্র করতে পারলেও তৎক্ষণাৎ ছাপার দাম কমে গেলে তারা তাদের খরচের অর্থ ফেরত দিতে পারেন। আমি এই শিরোনামের জন্য এখনো সহজবোধ করছি না এবং ভাবতে চাচ্ছি না যে Philosophical Logic এর জন্য তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন। যদি দ্বিতীয় বারের চিন্তায় তুমি রাজি থাক তবে আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু তুমি বিকল্প উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতে পারবে যা আমি মেনে নেব।

মোরের স্পিনোজা পদক তার কাছে স্পষ্ট। তুমি যদি মনে কর উইটজেনস্টিন তা পছন্দ করবে না তবে আদেশের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করি তার বইয়ের শেষে বাক্যগুলোতে Sub Specie Acterni মোরকে বিপরীত চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু বিকিয়ে দেওয়া শিরোনাম হিসেবে Philosophical Logic ভালো।

গত রাত্রে ট্রেনের এককোণে চাপাচাপি দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম যে নিকোড ও মিস্ক রিঞ্চ এত কম করেছিল বলে মনে হয়েছিল। প্রধান লাইনগুলো আমার জানা দরকার কেন এসব চিহ্ন ও সংকেত পুরো কার্যকারণ তত্ত্বের সাপেক্ষে বোঝা যায় না। আমি মনে করি এ-জাতীয় জিনিস Sign Situation শিরোনামে আলোচিত হয়েছে। পুরো বইটি, প্রকাশক যার নাম বললেন, The Meaning of Meaning, ছাপাখানার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আমরা বইটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ফল্ক এখনো কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করে না। তবে Analysis of Mind গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে। শুভেচ্ছা রইল।

তোমারই
সি. কে অগডেন।

AMARBOI.COM

ইমা গোল্ডম্যান থেকে

Mrs E G Kerschner
Bei Von Futt Kamer
Rudeesheimenrstr. 3
Wilmersdorf, Berlin
July 8th [1922]

প্রিয় মি. রাসেল

আপনার ১৭ জুনের চিঠিটি আমার ভাতিজি তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আগেই আমার জবাব দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলাম। আমি ব্যাপারটি নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার মনে হয় তোমাকে অনেক বড় বিপদের মোকাবিলা করতে হবে। আমি বুঝি যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতর স্বাধীনতাকামী মেক্স ইস্টম্যানদের মতো মানুষদের ভিসার আবেদন অগ্রাহ্য করে। লিংকন স্টিফান এবং সাংবাদিকদেরও। সরকার আমার প্রতি সদয় হবে এটা সম্ভব নয়।

আমি তোমার চটকদার কথায় আনন্দ পেয়েছি। তুমি বলেছিলে যে তিনি মহিলা। তাই এর চেয়ে বেশি নৈরাশ্যজনক কাজে নিয়োজিত হবেন না। অবশ্যই আমি জানি যে আমি এ জাতীয় কাজে প্রশ্রয় দেওয়ায় আমার খ্যাতি বেড়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সত্যিকার কাজ থেকে তা জন্ম নেয়নি। যা হোক ইংল্যান্ডে আমার রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া উচিত নয়, অথবা অন্য কোনো দেশেও এই অঙ্গীকার করে না যে আমি ধারণার প্রচার প্রসার থেকে বিরত থাকব বা আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না। অস্ট্রীয় সরকার এরূপ অঙ্গীকারের শর্তে আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার প্রস্তাব করেছিল। স্বাভাবিকভাবে আমি তা অগ্রাহ্য করি। আজকাল আমাদের জীবনযাপন খুব মূল্যবান নয়। এটাই মূল্য আমি– এরূপ ভাবব না।

এই অবস্থায়, যদি খুব ভারী বোঝা না হয়, তাহলে আমাকে ইংল্যান্ড আসার অধিকার দানের পক্ষে যেকোনো প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করব। বর্তমানে সম্ভবত আমি জার্মানি ভ্রমণের অতিরিক্ত সুযোগ পাব। কারণ নিউ ইয়র্কের হার্পার ব্রিজ থেকে রাশিয়ার ওপর একটি বই লেখার প্রস্তাব পেয়েছি।

না, বলশেভিকরা আমাকে রাশিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য করেনি। আশ্চর্য তারা আমাকে পাসপোর্ট দিয়েছে। তারা অন্যান্য দেশের ভিসা প্রাপ্তির ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। স্বাভাবিকভাবে বিগত এপ্রিলে রাশিয়া ত্যাগ করার পর নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ডে লেখা আমার দশটি রচনার যে সমালোচনা ছিল তা সহ্য করতে পারেনি।

তোমারই
ইমা গোল্ডম্যান।

ইমা গোল্ডম্যান শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে আসার অনুমতি পান। তার সম্মানে দেওয়া এক ডিনারে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলার জন্য উঠে দাঁড়ালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত হন। কিন্তু তিনি বসে পড়লে একেবারে মৃত্যুপুরীর নীরবতা নেমে আসে। কারণ তার পুরো ভাষণটিই ছিল বলশেভিকদের বিরুদ্ধে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচ্ছেদ-৩
চীন

ফ্রান্সের মারসেলস থেকে পোর্টস নৌকায় করে আমরা চীনে যাই। লন্ডন ত্যাগ করার ঠিক আগে আমরা জানতে পারি যে নৌকায় একজন প্লেগ রোগীর জন্য যাত্রা তিন সপ্তাহ পিছিয়ে গেছে। আমরা বুঝতে পারিনি যে সবার কাছ থেকে আমাদের দ্বিতীয়বার বিদায় নিতে হবে। তাই আমরা প্যারিস চলে যাই। সেখানে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দিই। এই সময়ে আমি রাশিয়ার ওপর লেখা আমার বইটির কাজ শেষ করি। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। বলশেভিক মতবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়া। আমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন যে রাশিয়া সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা পরিবেশের অনুকূল না হলে তা প্রকাশ করা ঠিক নয়। যুদ্ধের সময় আমি দেশ-প্রেমিকদের কাছ থেকে এরকম যুক্তির ব্যাপারে অসংবেদনশীল হয়ে পড়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয় যে পরিণামে কারোর মুখ বন্ধ করে দিয়ে ভালো উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না। ডোরার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য বিষয়টি অনেক জটিল হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মের এক রাতে সে ঘুমিয়ে পড়লে আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ি। আমাদের কক্ষের বেলকনিতে বসে তারকা সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। আমি দলগত আবেগ ব্যতীত প্রশ্নটি বুঝতে চেষ্টা করি এবং কেসিও পিয়ার সঙ্গে আলোচনার কথা ভাবি। আমার মনে হয় যে বলশেভিকদের সম্পর্কে ভাবনা প্রকাশ করতে হলে আকাশের তারকারাজির সাথে আমাকে আরও একান্ত হতে হবে। সুতরাং আমি কাজ চালিয়ে যাই এবং মারসেলস-এ যাবার আগের রাতে বইটির কাজ শেষ করি।

প্যারিসে আমার বেশির ভাগ সময় ফালতু কাজে ব্যয় হয়। রেডসীর উপযোগী ফ্রক কিনি। পোশাক-আশাকের বাকি জিনিসেরও প্রয়োজন ছিল। প্যারিসের কিছুদিন পর আমাদের মধ্যে মতান্তর থেমে যায়। আমি উৎফুল্ল হই। নৌকায় কিছু কিছু বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। আমি খুব স্পর্শকাতর ছিলাম। কারণ রাশিয়াকে অপছন্দ করায় ডোরা কিছু অপমানকর কথা আমার দিকে ছুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। আমি তাকে পরামর্শ দিই যে আমরা একসঙ্গে এসে ভুল করেছি, এর থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে ভালো পথ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। উত্তেজনা থেকে বেড়ে ওঠা এই মনোভাব শীঘ্রই চলে যায়।

ভ্রমণটি পাঁচ ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এই সময়ে সহযাত্রীকে মোটামুটি জানা যায়। অধিকাংশ ফরাসি জনগণ অফিসিয়াল শ্রেণীর। তারা ইংলিশদের চেয়ে শ্রেয়। তারা রাবার চাষি এবং ব্যবসায়ী। এক ইংলিশ ও এক ফরাসির মধ্যে বিবাদ ছিল। তাই আমাদের মধ্যস্থতা করতে হয়। এক উপলক্ষে ইংলিশ লোকটি আমার কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার একটি ঠিকানা চাইল। তারা যে ধরনের লোক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কেবল সোভিয়েত সরকারের অনুকূল জিনিসগুলোই বলছিলাম। তাই গোলমাল বেধে গেল। আমরা সাংহাই পৌঁছালে আমাদের ইংলিশ সহযাত্রী পিকিং-এ কনস্যুলেট জেনারেলকে টেলিগ্রাম করে আমাদের অবতরণ করার অনুমতি দিতে নিষেধ করে দেয়। আমরা নিজে নিজে সান্ত্বনা খুঁজি এবং সায়গনে আমাদের নেতার শত্রুদের হাতে পড়ার কথা ভাবি। সায়গনে একটি হাতি ছিল। হাতিটির মাহুত হাতিটিকে দেবার জন্য দর্শনার্থীদের কাছে কলা বিক্রি করত। আমরা সবাই তাকে একটি করে কলা দিতাম। তিনি আমাদের অগ্রাহ্য করেন। হাতিটি তার সমস্ত কাপড়ে ময়লা পানি ছিটিয়ে দেয়। মাহুত হাতিটিকে শিখিয়ে দিয়েছিল। সম্ভবত এই ঘটনায় আমাদের হাস্যরস আর বাড়তে দেওয়া হয়নি।

সাংহাই পৌঁছার পর প্রথমে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কাউকে পাইনি। প্রথমে থেকেই আমার মধ্যে একটি সংশয় ছিল যে নিমন্ত্রণটি একটি বাস্তব রসিকতা হতে পারে। এর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য চীনাদের কাছে পথ খরচের টাকা চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম কিছু লোক রসিকতার জন্য ১২৫ পাউন্ড খরচ করতেও পারে। কেউ সাংহাই এগিয়ে না আসায় সংশয়টি পুনরায় জেগে ওঠে। আমি ভাবতে লাগলাম লেজ গুটিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। কিন্তু বোঝা গেল যে আমাদের বন্ধুরা নৌকায় পৌঁছার সময়ের ব্যাপারে কিছুটা ভুল করেছিলেন। তারা শীঘ্রই এসে আমাদের একটি চীনা হোটেলে নিয়ে যান। সেখানে আমরা তিন দিন বিভ্রান্তির মধ্যে কাটাই। এর আগে এরূপ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। প্রথম অসুবিধাটি দেখা দেয় ডোরার ব্যাপারে। তাদের ধারণা ছিল ডোরা আমার স্ত্রী। আমরা যখন বললাম ব্যাপারটি তা নয় তখন তারা তাদের ভুল ধারণার জন্য আমাদের বিরক্তি হতে পারে ভেবে ভয় পেয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম যে তার সাথে স্ত্রীর আচরণই আমি চেয়েছিলাম। তারা চীনা পত্রিকায় এরকম একটি বিবৃতি প্রচার করে। প্রথম থেকে আমাদের চীনে অবস্থানের শেষ দিন অবধি যারাই আমাদের সংস্পর্শে এসেছিল তারা প্রত্যেকেই তার সঙ্গে যথাযথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিষ্টাচার প্রদর্শন করে। সে আমার স্ত্রী হলেও তারা একই রকম আচরণ দেখাত। আমরা সর্বদা তাকে 'মিস ব্ল্যাক' বলার ওপরে জোর দিলে তারা তাই করে।

সাংহাইয়ে আমাদের সময় কাটত অসংখ্য লোকের সাথে দেখা করে। ইয়োরোপীয়, আমেরিকান, কোরিয়ান ও চীনা। সাধারণত যারা আমাদের সাথে দেখা করতে আসতেন তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা বলার সম্পর্ক ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জাপানি এবং বোমা নিক্ষেপকারী কোরিয়ান খ্রিষ্টানদের মধ্যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। (ওই সময় কোরিয়ান খ্রিষ্টানরা বাস্তবে বোমা নিক্ষেপকারীদের সমর্থক ছিলেন।) তাই অতিথিদের পৃথক টেবিলে বসাতে হতো। আমরা সারা দিন টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরে বেড়াতাম। আমরা অসংখ্য ভোজসভায় বক্তৃতা শুনতাম। অনেক চীনাই ইংলিশদের মতো ভোজের পর বক্তৃতা দিতেন। এটাই ছিল চীনাদের সম্পর্কে আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমরা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও বাকপটুতায় আশ্চর্য হইনি। আমি এর আগে বুঝতে পারিনি যে একজন সভ্য চীনা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সভ্য মানুষ। সান ইয়েৎসেন আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু ডিনারের জন্য নির্ধারিত সন্ধ্যাটি ছিল আমাদের চীন ত্যাগের পরে। আমাকে দুঃখিত বলতে হয়েছিল। এর অল্প পরে তিনি ক্যান্টন গিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্বোধন করেন। তা পরে পুরো দেশে বিজয়ী হয়। আমি ক্যান্টনে যেতে সক্ষম ছিলাম না এবং তাকে কখনো দেখতে পাইনি।

আমাদের চীনা বন্ধুগণ আমাদের পশ্চিমা হ্রদ দেখানোর জন্য হ্যাংচ নিয়ে গেলেন। প্রথম দিন আমরা নৌকায় ঘুরে দেখেছি। দ্বিতীয় দিন চেয়ারে করে ঘুরেছি। প্রাচীন সভ্যতার সৌন্দর্যে তা খুবই সুন্দর ছিল। এই সৌন্দর্য ইতালিকেও অতিক্রম করেছিল। সেখান থেকে গেলাম নানকিং। নানকিং থেকে নৌকায় করে হ্যানকোতে। ভলকাতে আমাদের দিনগুলো যতটা ভয়ংকর ছিল ইয়াংসিংতে তা ছিল ততটাই আনন্দের। হ্যানকো থেকে গেলাম চেংশা। তখন চেংশাতে শিক্ষাবিষয়ক কনফারেন্স চলছিল। তারা চেয়েছিলেন আমরা সেখানে এক সপ্তাহের জন্য থেকে যাই এবং বক্তৃতা করি। কিন্তু আমরা উভয়ে ক্লান্ত ছিলাম। আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তাই আমরা পিকিং পৌছাতে আগ্রহী ছিলাম। হুনান প্রদেশের গভর্নর আমাদের বিশেষ ট্রেনে পাঠানোসহ সব ধরনের প্রণোদনার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমরা তা অগ্রাহ্য করি।

যা হোক চেংশার জনসাধারণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমি চারটা বক্তৃতা দিই। দুটো ছিল ডিনার শেষে এবং দুটো লাঞ্চ শেষে। চেংশায় কোনো আধুনিক হোটেল ছিল না। মিশনারি আমাদের রাখার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারা পরিষ্কার করে দেয় যে ডোরা থাকবে এক মিশনারির দলে এবং আমাকে থাকতে হবে অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশনারি দলে। আমরা তাই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে হোটেলে থাকা ভালো মনে করি। এই অভিজ্ঞতাটি সর্বতোভাবে আনন্দের ছিল না। ছারপোকা সারা রাত বিছানায় চষে বেড়িয়েছে।

টিউকান ভোজ সভায় চমৎকার বক্তৃতা করেন। ওই সময়ই আমরা ডিওয়ে দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাদের আচরণ ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। পীড়িত হলে জস ডিওয়ে অনন্য সাধারণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আমাকে বলা হয়েছিল যে তিনি হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসলে আমার কথা হৃদয় স্পর্শ করে। আমি বলেছিলাম আমাদের অবশ্যই একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তখন আমার এই কথা ভিন্ন সব কথাই ছিল এলোমেলো। প্রায় একশো অতিথি টিউখানের ভোজ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা একটি হলে সমবেত হয়েছিলাম এবং ভোজ গ্রহণের জন্য অন্য হলে গিয়েছিলাম। ভোজপর্বটি ছিল বর্ণাঢ্য ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভোজপর্বের মাঝামাঝি টিউকান সাদাসিধে আয়োজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে জাঁকজমকের বদলে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন সম্পর্কে জানাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমি যথাযথ উত্তর দানে হতাশার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু দোভাষী আমার বুদ্ধির বিষয়টি পুষিয়ে দিলেন। আমরা অমাবস্যার মাঝামাঝি সময় চাংশা ত্যাগ করি। দেখলাম জনসাধারণ বহ্ন্যুৎসবে মেতে উঠেছে। কল্পিত স্বর্গীয় কুকুর তাড়ানোর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। চাংশা থেকে আমরা সোজা পিকিং যাই এবং দশ দিন পর স্নান করি।

পিকিং-এ আমাদের প্রথম কয়েক মাস ছিল পরম সুখের। তখন আমাদের সব রকম মতদ্বৈধতা ও অসুবিধাসমূহ দূর হয়ে যায়। আমাদের চীনা বন্ধুরা ছিলেন আনন্দময় ও সুন্দর। কাজ ছিল আগ্রহের এবং পিকিং ছিল অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর।

আমাদের একটি কাজের ছেলে, একটি পুরুষ পাচক ও একটি রিকশা চালানোর ছেলে ছিল। কাজের ছেলেটা কিছু ইংলিশ জানত। তার মাধ্যমে আমরা অন্যান্য লোকদের কথাবার্তা বুঝতে সক্ষম হতাম। এই প্রক্রিয়ার সফল প্রাপ্তি ইংল্যান্ড থেকে এখানে বেশি ছিল। আমাদের ঘরে বাস করতে আসার অব্যবহিত পূর্বে পাচককে নিয়োগ দিই। আমরা তাকে বলেছিলাম যে এখন থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত আমরা দিনের প্রথম বেলায় প্রধান আহার চাইব। তাই সময় হলেই আমাদের প্রধান আহারের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কাজের ছেলেটি সবই জানত। একদিন আমাদের ভাংতি পয়সার প্রয়োজন হয়। আমরা পুরাতন একটি টেবিলে ডলার লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমরা কাজের ছেলেকে এর অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে তা নিয়ে আসতে বলেছিলাম। সে নির্বিকার চিত্তে উত্তর দেয়, 'না, ম্যাডাম ওটা আসল ডলার নয়।' সে মাঝে মাঝে মহিলাদের মতো সেলাই করার কাজও করত। আমরা তাকে শীতকালে নিয়োগ দিই। আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে শীতকালে তাকে মোটা দেখালেও শীতকালের মোটা কাপড়চোপড় ছেড়ে গ্রীষ্মকালের উপযোগী হালকা কাপড় পরা শুরু করলে আস্তে আস্তে সে হালকা হতে থাকে। পিকিং-এর আসবাবপত্রের অনেক দোকান থেকে আসবাবপত্র কিনে আমাদের ঘর সাজাতে হয়েছিল। আমাদের চীনা বন্ধুগণ বুঝতে পারেননি যে আমরা বার্মিংহামের আধুনিক আসবাবপত্রের চেয়ে চীনা পুরাতন আসবাবপত্রই পছন্দ করতাম। আমাদের জন্য নিয়মমাফিক একজন নিয়োগ করা হয়। সে অত্যন্ত ভালো ছিল। ইংরেজি শব্দ কৌতুকে তার দক্ষতা থাকায় সে গর্ববোধ করত। তার নাম ছিল মি. চাও। বর্তমান বিশৃঙ্খলার কারণ শিরোনামে আমার একটি রচনা দেখালে সে মন্তব্য করে 'বেশ, আমি মনে করি বর্তমান বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে পূর্বের বিশৃঙ্খলা।' ভ্রমণের সময় আমি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাই। একটি চীনা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল। তার বিয়ের পথে বাধাদানকারী অসুবিধাগুলো আমি দূর করে দিই। এখনো মাঝে মাঝে আমি শুনতে পাই তার কথা। একবার অথবা দুবার সেও তার স্ত্রী আমাকে দেখতে ইংল্যান্ড এসেছিল।

বক্তৃতা দেবার কাজে আমি ব্যস্ত ছিলাম। অধ্যাপক ছাত্রদের জন্য একটি সেমিনারে আমাকে বলতে হয়েছিল। একজন ব্যতীত সবাই ছিল বলশেভিক। তারা একে একে সবাই মস্কো চলে যাচ্ছিল। তারা ছিল প্রাণবন্ত, উদ্যমী ও বুদ্ধিমান। আধুনিক বিশ্বকে জানাবার আগ্রহ তাদের ছিল। তারা চীনা ঐতিহ্যের সকল বাধা বিপত্তি থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসী ছিল। তাদের অধিকাংশই চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যে বেড়ে ওঠা মেয়েদের সঙ্গে বিয়ের অঙ্গীকার করত। কিন্তু লেখাপড়া শেষে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আধুনিক শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করা তাদের উচিত হবে কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ত। প্রাচীন ও আধুনিক চীনের মধ্যে পার্থক্য অনেক। পারিবারিক বন্ধন আধুনিক চীনা ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিরক্তিকর ব্যাপার। ডোরা Girls' Normal School-এ যেত। সেখানে শিক্ষক হতে যাওয়া সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তারা তাকে বিবাহ সম্পর্কে সব ধরনের প্রশ্ন করত। সে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর খোলা মনে দিতে। একই জাতীয় ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠানে এরূপ করা সম্ভব হতো না। তাদের চিন্তার স্বাধীনতা সত্ত্বেও তাদের ওপর ঐতিহ্যগত আচরণের প্রভাব ছিল। আমরা মাঝে মাঝে সেমিনারে তরুণদের আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করতাম। মেয়েরা প্রথমে একটি রুমে আশ্রয় নিত। তারা মনে করত ওই রুমে কোনো পুরুষ ঢুকতে পারবে না। কিন্তু তাদেরকে রুম থেকে বের করে আনা হতো এবং পুরুষদের সঙ্গে মিশতে উৎসাহিত করা হতো। বলতেই হয় যে বরফ একবার ভাঙতে শুরু করলে আর ভাঙার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিকিং-এর ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি ছিল উল্লেখযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান। চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর উভয়েই চীনের আধুনিকায়নে নিয়োজিত ছিলেন। ভাইস চ্যান্সেলর মনে প্রাণে আদর্শবাদী ছিলেন। বিতরণের জন্য গঠিত ফান্ডের টাকা সর্বদাই টিউকানরা আত্মসাৎ করতেন। তাই প্রধানত ভালোবাসা থেকেই শিক্ষকতায় শ্রম দেওয়া হতো। প্রফেসররা যা দিতেন তাই ছিল ছাত্রদের অধিকার। জ্ঞানের জন্য তাদের আগ্রহ ছিল। দেশের প্রতি তাদের অবদানের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। বড় ধরনের জাগরণের প্রত্যাশা ছিল। শত বছরের ঘুমন্ত অবস্থা থেকে চীন জাগ্রত হচ্ছিল। তারা আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছিল। সরকারি দায়িত্বে দৃশ্যমান নোংরামি ও আপসের মনোভাব তখনো সংস্কারপন্থীদের মধ্যে দেখা দেয়নি। ইংরেজরা সংস্কারপন্থীদের নাক সিঁটকাত। ইংরেজরা বলত চীন চীনই থাকবে। তারা আমাকে নিশ্চয়তা দেয় যে এলেবেলে তরুণদের ফালতু কথা শোনা একধরনের বোকামি। অথচ এই এলেবেলে তরুণরাই কয়েক বছরের মধ্যে চীন জয় করে ফেলে এবং ইংরেজদের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে।

চীনে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে সে দেশের প্রতি ব্রিটিশ নীতি ছিল আমেরিকার চেয়েও বেশি আলোকপ্রাপ্ত। ১৯২৬ সালে তিনটি উপলক্ষে ব্রিটিশ সেনারা নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। তাদের অনেকেই হতাহত হয়। আমি এই নিষ্ঠুরতার নিন্দা করে একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি প্রথমে ইংল্যান্ডে ও পরে চীনে প্রকাশ করা হয়। এর অল্প পরেই এক আমেরিকান মিশনারির সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন চীনারা এর ফলে এত ক্ষুব্ধ হয় যে সে দেশে বসবাসকারী ইংরেজদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তিনি এরূপ কথাও বলেন যা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না যে চীনে বসবাসকারী ইংরেজরা তাদের জীবন রক্ষার জন্য আমার কাছে ঋণী। কারণ আমার লেখা থেকেই চীনারা বুঝতে পারে যে সব ইংরেজই দানবপ্রকৃতির নয়। সে যা-ই হোক আমি কেবল চীনে বসবাসকারী ইংরেজদেরই নয় বরং ব্রিটিশ সরকারেরও বিদ্বেষভাবের কথা স্বীকার করেছিলাম।

চীনাদের জ্ঞাত অনেক সাধারণ জিনিসই চীনে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গরা জানত না। এক উপলক্ষে আমার ব্যাংক ফ্রান্সের এক ব্যাংকের দেওয়া কিছু নোট আমাকে দেয়। আমি দেখতে পাই যে চীনা ব্যবসায়ীরা এগুলো গ্রহণ করেনি। আমার ব্যাংক আশ্চর্য হয় এবং এর পরিবর্তে অন্য কিছু নোট দেয়। তিন মাস পর ফ্রান্সের ব্যাংকটি ব্যাংকক্র্যাফ্‌ট হয়। এতে চীনে শ্বেতাঙ্গদের অন্যান্য ব্যাংক আশ্চর্যান্বিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচ্যে বসবাসকারী একজন ইংরেজ, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, চারপাশের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন। পলো খেলেন এবং ক্লাবে যান। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারিদের লেখা স্থানীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি তার স্বদেশের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি ঘৃণাবোধ দিয়েই প্রাচ্যের বুদ্ধিবৃত্তি বিচার করে দেখেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য তিনি এ সত্য ভুলে যান যে প্রাচ্যে বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যায়ন করা হয়। ফলে আলোকিত বিপ্লবীরা বিষয়ের ওপর প্রভাব রাখলেও তাদের ইংরেজ প্রতিপক্ষরা তা রাখতে পারে না। মেকডোনাল্ড হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা চোগা পরে উইন্ডসর গিয়েছিলেন। চীনা সংস্কারকরা তাদের সম্রাটকে এতটুকু সম্মান দেখায় না, কিন্তু তাদের তুলনায় গতকালের গজিয়ে ওঠা রাজতন্ত্র আমাদের।

আমার দৃষ্টিতে চীনে যা করা প্রয়োজন তা আমার The Problem of China বইয়ে উল্লেখ করেছি। এখানে আর এর পুনরাবৃত্তি করছি না।

চীনে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও, আমার মনে হতো, ইয়োরোপের তুলনায় সেখানে দার্শনিকের মতো শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে। ইংল্যান্ড থেকে সপ্তাহে একবার ডাক আসত। চিঠি ও সংবাদপত্র যেগুলো আসত ওইগুলো থেকে উত্তপ্ত চুলার দরজা হঠাৎ খোলার পর অগ্নিরূপ বের হয়ে আসা উত্তাপের মতো আমাদের গায়ে পাগলামির গরম হাওয়া প্রথমরূপে লাগত। আমাদের রোববারে কাজ করতে হতো। তাই আমরা সোমবারে ছুটি নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। সোমবার আমরা সারা দিন স্বর্গীয় গির্জায় কাটাতাম। সৌভাগ্যবশত আমার জীবনে দেখার ওটাই সবচেয়ে সুন্দর ভবন। আমরা শীতের রোদে ভাসতাম। কম কথা বলতাম। আমরা ক্রমেই শান্তি অনুভব করতাম। আমরা পাগলামি ও আবেগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বের হতাম। অন্যান্য সময় পিকিং-এর প্রাচীরের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমরা এক সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হওয়া পর্যন্ত হাঁটছিলাম।

চীনাদের একটি রসবোধ আছে বা ছিল যা আমার কাছে রুচিসম্মত মনে হয়েছে। সম্ভবত কমিউনিজম তা শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু যখন আমি সেখানে ছিলাম তারা তাদের প্রাচীন বইগুলোর সেই মানুষদের কথাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত। একদিন গরম ছিল। দুই মোটা মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী আমাকে মোটরে করে অর্ধধ্বংসপ্রাপ্ত প্যাগোডা দেখাতে নিয়ে যায়। যখন আমরা সেখানে পৌঁছালাম তখন আমি চক্রাকার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। পেছনে চেয়ে দেখি তারা তখনো নিচে। তাদের না ওঠার কারণ জানতে চাইলে তারা গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিল : 'আমরা ওপরে উঠার চিন্তা করেছিলাম এবং উঠা উচিত হবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক করছিলাম। উভয় দিকেই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ছিল। কিন্তু শেষে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিই আমাদের সিদ্ধান্তের পথ দেখাল। প্যাগোডা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। তাই আমরা অনুভব করছিলাম যে তা ঘটে গেলে দার্শনিকের কীভাবে মৃত্যু ঘটে তার সাক্ষ্য বহন করার জন্য কোনো কোনো লোকের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।'

তারা যা বুঝিয়েছিলেন তার অর্থ এই যে, তখন গরম ছিল এবং তারা ছিলেন মোটা মানুষ।

অনেক চীনারাই কৌতুকের মাধ্যমে মজা করত। কিন্তু সে কৌতুক সাধারণভাবে অন্য মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি যখন চীন ত্যাগ করে চলে আসব তখন আমার এক চীনা বন্ধু আমাকে একটি লম্বা উৎকৃষ্ট রচনা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। রচনাটি ছিল খুবই পাতলা তলের ওপর সূক্ষ্মভাবে খোদাই করে লেখা। তিনি মুক্তোর মতো করে লেখা একই রচনায় আরেকটি কপিও আমাকে দিলেন। এর অর্থ কি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'দেশে গিয়ে অধ্যাপক গাইলসকে জিজ্ঞাসা করবেন।' আমি তার পরামর্শ নিয়ে বুঝতে পারলাম এর অর্থ 'জাদুকরের পরামর্শ'। তিনি আমাকে বিদ্রুপ করেছিলেন। কারণ আমি সর্বদাই চীনাদের তাদের অব্যবহিত রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কোনো পরামর্শ দিতে রাজি হতাম না।

শীতকালে পিকিং-এ খুব ঠান্ডা পড়ে। মঙ্গোলীয় পর্বতের বরফশীতল বায়ু সর্বদাই উত্তর দিক থেকে বয়ে যায়। আমার ব্রঙ্কাইটিস হয়। কিন্তু তাতে কোনো মনোযোগ দিইনি। কিছুটা ভালো হয়েছি মনে হলো। তখন একদিন কিছু চীনা বন্ধুর আমন্ত্রণে পিকিং থেকে মোটরযোগে প্রায় দুই ঘণ্টায় পথ অতিক্রম করে এক জায়গায় গেলাম। সেখানে তখন গরম ছিল। হোটেলে খুব ভালো চা পরিবেশিত হলো। কিন্তু তা প্রধান খাবারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ভেবে কোনো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বেশি না খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি এরূপ পরিণামদর্শিতা অগ্রাহ্য করলাম এজন্যে যে শেষ বিচারের দিন এর মধ্যে এসে যেতে পারে। আমি সঠিক ছিলাম। কারণ আরেকটি ভূরিভোজের আগে তিন মাস কেটে যায়। চা খাওয়ার পর হঠাৎ আমি কাঁপতে শুরু করি। ঘণ্টা খানেক এভাবে কাঁপতে থাকলে আমরা পিকিং ফিরে যাওয়া ভালো মনে করি। পথে গাড়িতে ফাটল জাতীয় ত্রুটি দেখা দেয়। গাড়িটির ত্রুটি দূর করা হলেও ইঞ্জিন ঠান্ডা হয়ে যায়। এর মধ্যে আমি প্রায় বিকার হয়ে পড়ি। চীনাভৃত্য ও ডোরা গাড়িটি ঠেলে পাহাড়ের চূড়ায় তুলে দেয়। সেখান থেকে নামতে নামতে গাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। দেরি হওয়ার জন্য পিকিংয়ের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। টেলিফোন করে এগুলো খোলার ব্যবস্থা করতে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লেগে যায়। আমি প্রকৃতই খুব পীড়িত ছিলাম। কী হচ্ছে বুঝে উঠার আগেই আমি বিকারগ্রস্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ি। আমাকে একটি জার্মান হাসপাতালে নেওয়া হলো। সেখানে ডোরা দিনের বেলা এবং নার্স রাতে আমার সেবা করত। প্রায় একপক্ষকাল ডাক্তাররা ভাবতেন যে সকাল হওয়ার আগেই আমি মারা যাব। কিছু স্বপ্ন ছাড়া আমার ওই সময়ের কিছুই স্মরণ করতে পারছি না। বিকারগ্রস্ততা কেটে গেলেও আমি কোথায় ছিলাম তা জানতাম না। আমি নার্সকে চিনতে পারিনি। ডোরা আমাকে বলে যে আমি খুবই পীড়িত ছিলাম। প্রায় মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। আমি জবাবে বলেছিলাম: 'কী মজা!' কিন্তু আমি এত দুর্বল ছিলাম যে তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে আবারও বলতে হয়েছিল। আমি আমার নামও মনে করতে পারছিলাম না। কিন্তু যদিও আমার বিকারগ্রস্ততা দূর হওয়ার প্রায় এক মাস পর তারা আমাকে বলতে থাকেন যে আমি যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। তথাপি আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনি। নার্স ছিলেন পেশায় খুবই খ্যাতিমান। যুদ্ধের সময় তিনি সার্বিয়ার হাসপাতালের Sister in Charge ছিলেন। পুরো হাসপাতালটি জার্মানরা দখল করে নেয়। নার্সরা বুলগেরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। বুলগেরিয়ার রানির অন্তরঙ্গতার কথা বলতে তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না। তিনি খুবই ধার্মিক ছিলেন। আমি যখন আরোগ্য লাভ করেছিলাম তখন তিনি আমাকে বলেন যে আমাকে এভাবে মরতে দেওয়া তার উচিত হবে কি না তিনি চিন্তা করতেন। পেশাগত প্রশিক্ষণ তার নৈতিক বোধকে দৃঢ় অবস্থানে নিয়ে আসে।

আরোগ্য লাভ করার পুরো সময়টাতেই আমি দুর্বল ছিলাম। তথাপি আমি ছিলাম খুব সুখী। ডোরা একনিষ্ঠতার সঙ্গে আমার সেবা করায় আমি কষ্ট ভুলে থাকতে পেরেছিলাম। আরোগ্যলাভের প্রথম দিকে ডোরা বুঝতে পারে যে সে অন্তঃসত্ত্বা। এটাই ছিল আমাদের উভয়ের জন্য একটি আনন্দের কারণ। এলিসের সঙ্গে রিচমন্ড গ্রিনে হাঁটার মুহূর্তে আমার মধ্যে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জাগে। সেই সময় থেকে ক্রমেই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হচ্ছিল। যখন আমি বোঝাতে পারলাম যে আমি কেবল নিজের জন্যই নয়, একটি সন্তানের জন্যও বেঁচে থাকব। তখন আমি আরোগ্যলাভের পুরো পরিবেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ি। প্রধান সমস্যা ছিল দু'বার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া। এর বাইরেও ছিল হার্টের সমস্যা, কিডনির সমস্যা; আমাশয় এবং রক্তনালির প্রদাহ। এসব সত্ত্বেও আমি পুরোপুরি সুখী ছিলাম।

বিছানায় মরে না যাওয়ার চিন্তাই ছিল আমার কাছে আনন্দদায়ক ব্যাপার। এর পূর্বে আমি মূলত কল্পনায় নৈরাজ্যবাদী ছিলাম। বেঁচে থাকা খুব মূল্যবান– এমন কোনো অনুভূতি আমার মধ্যে ছিল না। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার ওইসব ধারণা ভ্রান্ত; জীবনটা তখন আনন্দময় হয়ে আমার কাছে ধরা দেয়। পিকিংয়ে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। কিন্তু আরোগ্যলাভের সময় একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিকিংয়ে খুব বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর আসছিল মাটির সুমিষ্ট গন্ধ। আমি ভাবতাম পুনরায় এরূপ গন্ধ না পাওয়া হবে বেদনাদায়ক অনুভূতি। সূর্যের আলো, বাতাসের শব্দ আমার মনে একই ধরনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। জানালার বাহিরে কতগুলো বাবলা গাছ ছিল। আমি প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পেলে এই গাছগুলোতে ফুল ফুটতে দেখি। তখন বুঝতে পারলাম বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ আছে। অধিকাংশ মানুষ সব সময় এরূপ অনুভব করে, কিন্তু আমি তা পারি না।

ওয়েস্টার্ন লেকে আমাকে কবর দিয়ে একটি সমাধিস্তম্ভ বানাবে বলে চীনারা বলেছিল। এ কথা আমাকে জানানো হয়। ও রকম কিছু হলে আমি দেবতা হয়ে যেতাম। কিন্তু তা হয়নি বলে আমি কিছুটা অনুতপ্ত। কারণ একজন নাস্তিকের জন্য তা জৌলুসের ব্যাপার হতো।

পিকিংয়ে সোভিয়েত সরকারের একটি কূটনৈতিক মিশন ছিল। মিশনের লোকেরা আমার প্রতি সদয় ছিলেন। পিকিংয়ে তাদের কাছেই ভালো শ্যাম্পন থাকত। নিউমোনিয়া রোগীদের জন্য ওটা ছিল ভালো পানীয়। তাই তারা আমাকে তা সরবরাহ করত। তাদের গাড়িতে করে আমি ও ডোরা পিকিংয়ের আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমরা আনন্দ পেতাম। বিশুদ্ধ করতে তারা যেমন নির্ভীক ছিল তেমনি গাড়ি চালাতেও ছিল সাহসী।

নিউমোনিয়ার জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধ পিকিংয়ের রকফেলার ইনস্টিটিউট আমাকে সরবরাহ করে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ ওই ওষুধই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে আমি তাদের বিরুদ্ধে লিখতাম। তাই ওরা আমাকে খুব ভয়ের চোখে দেখত।

যখন ডোরা আমার সেবা-যত্ন করত তখন জাপানি সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। একবার ডোরা তাদের সঙ্গে কিছুটা অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বসে। ফলে সকল জাপানি সংবাদপত্র আমার মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ প্রচার করে। আদালত এ সংবাদ বিশ্বাস করেনি। তা না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হওয়া স্থগিত হয়ে যেত। নিজের মৃত্যু সংবাদ নিজে পড়ার অনুভূতি আমি লাভ করেছিলাম। আমার মনে পড়ে মিশনারিদের একটি পত্রিকা লিখে, 'বার্ট্রান্ড রাসেলের মৃত্যুতে মিশনারিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। এজন্য তারা ক্ষমাপ্রার্থী।' আমার বিশ্বাস যখন তারা জানতে পারে যে আমি মারা যাইনি তখন তারা অন্যরকম নিঃশ্বাস ফেলেছে। এই খবরে লন্ডনে আমার কয়েকজন বন্ধু শোকাহত হয়। পিকিংয়ে আমরা এসব জানতাম না। হঠাৎ আমার ভাইয়ের একটা টেলিগ্রাম পেলাম। আমি জীবিত আছি কিনা জানতে চেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে তিনি এরূপ মন্তব্যও করেছিলেন যে পিকিংয়ে মরে যাবার মতো লোক আমার ভাই নয়।

রোগমুক্তির সময় বিরক্তিকর ছিল আমার রক্তনালিতে প্রদাহ। দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ আমাকে নিশ্চল অবস্থায় চিৎ হয়ে থাকতে হয়েছিল। গৃহের মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে দেশে ফেরার চিন্তা করছিলাম। কিন্তু সময় গড়াতে থাকলে মনে হতে লাগল দেশে ফেরা সম্ভব হবে কি না। এই অবস্থায় ধৈর্য না হারিয়ে পারিনি। বিশেষত যেহেতু ডাক্তাররা বলেছিলেন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই। যাহোক সময় মতো অসুবিধাগুলো দূর হতে থাকে। ১০ জুলাই আমরা পিকিং ত্যাগ করতে সক্ষম হই। তখনো আমি দুর্বল ছিলাম এবং কেবল লাঠির ওপর ভর দিয়েই হাঁটতে পারতাম।

চীন থেকে ফেরার অল্পদিন পর ব্রিটিশ সরকার বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। বক্সাররা পরাজিত হলে প্রণীত শান্তি চুক্তির শর্ত ছিল যে ইয়োরোপের ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে চীন সরকার বার্ষিক ক্ষতিপূরণ দেবে। আমেরিকানরা বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নেবে না। ইংল্যান্ডে চীনের বন্ধুরা অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সরকারকে আহ্বান করেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। অবশেষে স্থির হয় যে শাস্তি স্বরূপ কোনো অর্থ নেওয়া হবে না। কিন্তু প্রদত্ত চীনা অর্থ দিয়ে একটি ফান্ড গঠন করা হবে যা দিয়ে চীন ও ব্রিটেন উভয় দেশ উপকৃত হবে। অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারটি একটি কমিটির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে দু'জন চীনের প্রতিনিধি থাকবেন। মেকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে লয়েস ডিকিসসও আমাকে কমিটির সদস্য হবার আহ্বান জানান। চীনা প্রতিনিধি হিসেবে ভি কে টিং ও হুশির ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ অনুমোদন করেন। কিন্তু অল্প দিন পরই মেকডোনাল্ড সরকারের পতন হয় এবং পরবর্তী কনজারভেটিভ সরকার ওই কমিটিতে লয়েস ও আমার কাজের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেয়। তারা আরও জানায় যে ভি কে টিং ও হুশিংকে গ্রহণ করা হবে না। চীনা সরকার জবাব দেয় যে সুপারিশকৃত দুই ব্যক্তি ছাড়া কমিটিতে কাজ করার আর কেউ নেই। চীনা বন্ধুত্ব অর্জনের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস এখানেই থেমে গেল। সংটুংকে চীনাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিবর্তে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করার চীনের সম্মতি আদায় করাটাই ছিল শ্রমিকদলের গঠিত সরকারের একমাত্র অর্জন। আমি অসুস্থ হওয়ার আগে চীন থেকে ফেরার পর জাপানে বক্তৃতা ভ্রমণে প্রবৃত্ত হব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। তা কাটছাঁট করে একটি বক্তৃতায় নামিয়ে আনতে হয়েছিল। আমরা জাপানে বারটি কর্মব্যস্ত দিন কাটাই। চিত্তাকর্ষক হলেও সেখানকার ব্যাপারগুলো আনন্দের ছিল না। চীনাদের মতো জাপানিরা ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারের প্রমাণ দিতে পারেনি। তারা পরিচর্চা এড়িয়ে যেতে পারেনি। আমি তখনো খানিকটা দুর্বল ছিলাম। তাই অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা এড়িয়ে যাবার কথা ভাবতাম। কিন্তু সাংবাদিকরা পরিস্থিতি কঠিন করে ফেলে। আমাদের নৌকাটি প্রথমে যে বন্দরে থামে সেখানে জনা তিরিশেক সাংবাদিক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা নীরবে ভ্রমণ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পুলিশি ব্যবস্থার ফলে আমাদের ভ্রমণের ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যায়। জাপানি সংবাদপত্রগুলো আমার মৃত্যুর খবরটি সংশোধন করতে রাজি না হলে ডোরা প্রত্যেক সাংবাদিককে একটি করে লিখিত স্লিপ দেয়। স্লিপে লেখা ছিল যে আমি যেহেতু মৃত ছিলাম তাই সাক্ষাৎকার দিতে পারিনি। তারা দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে বলেছিলেন, 'ওহ্ ভেরি ফানি'!

আমরা প্রথমে জাপান ক্রনিকল পত্রিকার সম্পাদক রবার্ট ইয়ং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কোবে গেলাম। আমাদের নৌকাটি ঘাটে ভিড়লে দেখলাম ব্যানারসহ বিশাল মিছিল এগিয়ে আসছিল। জাপানি ভাষা জানেন এরূপ মানুষকে অবাক করে কিছু ব্যানার আমাকে স্বাগত জানানোর কথা প্রকাশ করছিল। দেখা গেল ডক ইয়ার্ডে বড় ধরনের ধর্মঘট চলছিল। পক্ষান্তরে বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানে দেওয়া শোভাযাত্রা ছাড়া কোনো মিছিলের প্রশ্রয় দিত না। সুতরাং প্রতিবাদ জানানোর জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। কেগাওয়া নামক এক শান্তিবাদী খ্রিস্টান ধর্মঘটীদেরকে পরিচালিত করছিলেন। তিনি আমাদেরকে ধর্মঘটীদের সভায় নিয়ে যান। একটি সভায় আমি বক্তৃতা করি। রবার্ট ইয়ং ছিলেন আনন্দচিত্তের মানুষ। তিনি আশির দশকে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। পরবর্তী সময়ে চিন্তার জগতে দৃশ্যমান অবক্ষয়ে তার অংশগ্রহণ ছিল না। তার কাছে ব্রেডলোর একটি বড় ছবি ছিল। তিনি ছিলেন ব্রেডলোর প্রশংসাকারী। তার পত্রিকাটিই ছিল আমার জানা সবচেয়ে ভালো পত্রিকা। তিনি দশ ডলার মূলধন দিয়ে পত্রিকাটি চালু করেন। তিনি কম্পোজিটর হিসেবে যে বেতন পেতেন তা থেকেই এই অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি আমাকে নারাতে নিয়ে গেলেন। নারা একটি চমৎকার জায়গা। এখানে এখনো পুরাতন জাপানের দৃশ্য বিদ্যমান ছিল। আমরা কায়জো নামক ম্যাগাজিনের সম্পাদকের হাতে পড়ি যারা আমাদের কায়োটা ও টোকিও ঘুরে দেখান। সর্বদাই তারা আমাদের আসার সময় আমাদের সম্বন্ধে সাংবাদিকদের অবহিত করতেন। এর জন্য সর্বদাই ক্যামেরার আলো আমাদের বিরক্ত করত, এমনকি ঘুমাবার সময়ও। উভয় স্থানেই তারা অনেক প্রফেসরকে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন। উভয় স্থানেই আমরা বশংবদদের পদলেহী আচরণ এবং পুলিশ গুপ্তচরের ছায়ার মতো অনুসরণ করার মতো বিষয় দেখতে পাই। হোটেলে আমাদের পরের কক্ষটিতে টাইপ রাইটারসহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদল পুলিশ থাকত। ভৃত্যরা ভাবত যেন আমরা রাজপরিবারের কেউ। তারা কক্ষ থেকে পেছন পেছন ফিরে বের হতো। আমরা বলতাম 'জঘন্য এই ভৃত্য' এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতাম টাইপ রাইটারের শব্দ। আমাদের সম্মানার্থে দেওয়া অধ্যাপকদের পার্টিতে কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনায় উদ্যত হওয়া মাত্রই ক্যামেরার ফ্লাশলাইট জ্বলে উঠত। পরিণামে তা আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করত।

মহিলাদের প্রতি জাপানিদের মনোভাব মোটামুটি প্রাচীন যুগের মানুষের মতো। কিয়োটোতে আমাদের দু'জনের মশারি ছিল ছিদ্রযুক্ত। তার ফলে আমরা রাতের অর্ধেক সময় মশার উৎপাতের জন্য ঘুমাতে পারিনি। সকালে আমি অভিযোগ করি। পরবর্তী সন্ধ্যায় আমার মশারি মেরামত করা হয়, কিন্তু ডোরারটি নয়। পরের দিন আবার অভিযোগ করলে তারা বলে ; 'আমরা জানতাম না যে মহিলারাও আহত হন'। একবার ইতিহাসবিদ এলিন পাওয়ারের (তিনিও জাপান ভ্রমণ করছিলেন।) সঙ্গে আমরা শহরতলির ট্রেনে ভ্রমণ করছিলাম। ট্রেনে কোনো আসন খালি ছিল না। একজন জাপানি উঠে দাঁড়ান এবং সদয় হয়ে তার আসনে আমাকে বসতে বলেন। আমি আসনটিতে ডোরাকে বসতে দিলাম। অন্য একজন জাপানি তখন তার আসনটি আমাকে ছেড়ে দেন। কিন্তু আমি তা এলিন পাওয়ারকে দিয়ে দিই। ইতোমধ্যে জাপানিরা আমার অপুরুষোচিত আচরণের জন্য বিতশ্রদ্ধ হলে এক হাঙ্গামার সূত্রপাত করে।

মিস ইতো ছিলেন আমাদের দেখা জাপানিদের মধ্যে একমাত্র পছন্দনীয় ব্যক্তি। তিনি তরুণী ও সুন্দরী ছিলেন। তিনি এক নৈরাজ্যবাদী লোকের সঙ্গে বাস করতেন যার থেকে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ডোরা তাকে বলল ; 'আপনি কি কর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য কোনো কঠোর ব্যবস্থায় ভীত নন'। তিনি হাত দিয়ে তার গলাটি আড়াআড়িভাবে ধরলেন এবং বললেন : 'আমি জানি তারা শীঘ্র অথবা বিলম্বে তাই করবে'। ভূমিকম্পের সময় তাদের বাড়িতে পুলিশ আসে (যে বাড়িতে তিনি নৈরাজ্যবাদীকে নিয়ে থাকতেন)। পুলিশ তাদের দুজনকে ও ছোট এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখতে পেল। ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাদের ছেলে বলে পুলিশের সন্দেহ হলো। পুলিশ জানাল, তাদের থানায় তলব করা হয়েছে। যখন তারা থানায় উপস্থিত হলেন তখন তাদেরকে তিনটি আলাদা কক্ষে রাখা হলো। পুলিশ তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার পর গর্ব করে বলে যে ছেলেটিকে নিয়ে তাদের সমস্যা হয়নি। কারণ থানায় আসার পথে তার সঙ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের হত্যাকারী পুলিশদের জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় ওদের প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখতে।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমরা কিয়োটা থেকে ইয়াকোহোমা পর্যন্ত দশ ঘণ্টা ভ্রমণ করি। আমরা সেখানে পৌঁছাই সন্ধ্যার পর। ম্যাগনেশিয়ামের শ্রেণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ফোরণ দ্বারা আমাদের স্বাগত জানানো হয়। প্রতি বিস্ফোরণেই ডোরা লাফিয়ে ওঠে। আমি গর্ভপাতের ভয় করছিলাম। ফিটজেরাল্ডকে গলা টিপে ধরার পর কেবল তখনই এতটা উত্তেজিত হয়েছিলাম। আমি ছেলেগুলোকে ধাওয়া করেছিলাম। কিন্তু পা ভালো না থাকায় তাদের ধরতে পারিনি। ধরতে না পারা ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ ধরতে পারলে খুন করে ফেলতাম। চক্ষু জ্বলজ্বল অবস্থায় এক অধ্যবসায়ী ফটোগ্রাফার আমার ফটো তুলতে সক্ষম হয়। আমি এত উন্মাদের মতো হয়েছিলাম তা না জানাই ভালো। এই ফটোর দ্বারাই আমি টোকিওতে পরিচিত হয়ে উঠি। এরূপ আবেগ ভারতে সিপাহি বিদ্রোহের সময় অনুভূত হয়েছিল। অথবা কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্বেতাঙ্গরা তা অনুভব করতে পারে। তখন আমি বুঝতে পারি যে বিদেশি জনগোষ্ঠীর হাতে নিগ্রহ হওয়া থেকে পরিবার রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা সম্ভবত সবচেয়ে বন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। একটি দেশপ্রেমিক সাময়িকীতে প্রকাশিত জাপানি জাতির কাছে আমার বিদায়ী বার্তাই ছিল জাপানে আমার শেষ অভিজ্ঞতা। আমি তাদেরকে আরও দেশপ্রেমিক হবার আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমি অন্য কোনো খবরের কাগজে আমার বিদায়ী বার্তা দিইনি।

ইয়াকোহোমা থেকে আমরা কানাডীয় জাহাজে করে যাত্রা করি। আমাদের বিদায় জানান ওজুকি ও মিস ইতো। 'এম্প্রেস অব এশিয়া'-তে সামাজিক পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন অনুভব করলাম। সাধারণ চোখে ডোরার শারীরিক অবস্থা দৃশ্যমান ছিল না। কিন্তু জাহাজের ডাক্তার তার ওপর পেশাগত দৃষ্টি ফেললেন। আমরা জানতে পারলাম তিনি তার পর্যবেক্ষণজাত তথ্য যাত্রীদের মধ্যে পরিবেশন করেছেন। ফলে কেউ আমাদের সাথে কথা বলেনি, কিন্তু অনেকেই আমাদের ছবি তোলার চেষ্টা করেছে। একমাত্র বেহালাবাদক মিশকা এলেন ও তার দলই আমাদের সাথে কথা বলে। জাহাজের যাত্রীগণ তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু তিনি সর্বদা আমাদের কাছে থাকায় তারা বিরক্তিবোধ করে। আমাদের ভ্রমণ ছিল প্রায় ঘটনাবিহীন। আমরা আগস্টের শেষদিকে লিভারপুল পৌছাই। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। সবার মুখেই ছিল অনাবৃষ্টির অভিযোগ। তাই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা নিজ দেশে পৌছে গেছি। ডোরার মা ডকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসেছিলেন আংশিকভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এবং আংশিকভাবে ডোরাকে সুপরামর্শ দিতে। ২৭ সেপ্টেম্বর আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এর আগে আমরা রাজপ্রতিনিধি প্রক্টরের শরণাপন্ন হই। চারিং ক্রস মঞ্চে আমাকে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে হয়েছিল যে আমি ডোরার সাথে কার্যত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলাম। ১৬ নভেম্বর আমাদের প্রথম পুত্র জন জন্মগ্রহণ করে। তারপর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সন্তানরাই আমার জীবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি

জনসর ইয়ুয়ান থেকে

6 Yu Yang Li
Avenue Jaffre
Shanghai, China
6th oct. [1 Nov] 1920

শ্রেষ্ঠতম সামাজিক দর্শনবিদের চীন সফরের জন্য আমরা আনন্দিত। এর ফলে চীনা ছাত্ররা চিন্তা জগতের স্থায়ী রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ১৯১৯ সাল থেকে ছাত্র সমাজই চীনের ভরসা। তারা চীন সমাজে বিপ্লবী যুগকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। ওই বছর ড. জন ডিওয়ে সফলভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীকে প্রভাবিত করেছিলেন।

অধিকাংশ চীনা ছাত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি আপনাকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছি।

ড. ডিওয়ে এখানে সফল হলেও আমাদের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নৈরাজ্যবাদ, সংঘবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করতে চায়। এক কথায় আমরা সমাজ বিপ্লবের দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আমরা ক্রপটকিনের অনুসারী। আমাদের লক্ষ্য চীনে নৈরাজ্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আমরা আশা করি, স্যার, আপনি আমাদের নৈরাজ্যবাদভিত্তিক একটি মৌলিক সমাজ দর্শন উপহার দেবেন। অধিকন্তু আমরা আমেরিকান দার্শনিক ড. ডিওয়ের দর্শন পুনঃসংশোধন করতে চাই। আমরা আশা করি আপনি চীনে পরম স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন। সুতরাং আমরা আশা করি ড. ডিওয়ে থেকে আপনার সফলতা আরও বেশি হবে।

পিকিং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি একজন পুরনো শিক্ষক। সাংহাইতে আপনার সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ করেছি। প্রথম সাক্ষাৎ করেছিলাম The Great Oriental Hotel-এ। ওখানেই আপনাকে সন্ধ্যার সময় প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হয়।

সর্বদা আপনার ব্যবহৃত লাইজুর আপ্তবাক্যের প্রথম দিকের শব্দগুলো এভাবে পরিবর্তন করা উচিত। যেমন– অধিকারবিহীন সৃজনশীলতা এই কথাগুলো আগের অনুবাদের চেয়ে ভালো হবে। আরও শুদ্ধরূপে আপনি বলেছেন 'সৃজনী তাড়না এবং অধিকারমূলক তাড়না।' আপনি কি তা সঠিক মনে করেন।

আপনার কমরেড বন্ধু
জনস ইয়ুয়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াংসি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি আমি লিখেছিলাম।

অটোলিন মরেলের প্রতি

২৮ অক্টোবর ১৯২০

চীনের মাটিতে পা রাখার পর থেকে ইয়োরোপীয় আদর্শে গড়ে ওঠা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সময় কাটিয়েছি। আইনস্টাইন, শিক্ষা ও সামাজিক প্রশ্নের ওপর অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছি। ছাত্রদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ অসাধারণ। কোনো বক্তৃতা শুরু হলে তাদের চোখে ক্ষুধার্ত মানুষের বড় ধরনের ভোজে খাওয়া শুরু করার আনন্দ ফুটে ওঠে। তাদের অতি শ্রদ্ধা সর্বত্রই আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। সাংহাই পৌঁছার পরদিন তারা আমার জন্য বিশাল ভোজের আয়োজন করে। আমি সেখানে দ্বিতীয় কনফিউসিয়াস হিসেবে সংবর্ধিত হয়েছিলাম। সেদিন সাংহাইয়ের সকল সংবাদপত্র আমার ছবি ছাপিয়েছে। মিস ব্লেক এবং আমি অসংখ্য স্কুলে, শিক্ষকদের কনফারেন্সে, কংগ্রেস ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিয়েছি। বৈপরীত্যে কৌতূহল জাগার মতো দেশ এটি। অধিকাংশ সাংহাই পুরোপুরি ইয়োরোপীয় এবং আমেরিকান ধাচের। রাস্তার নাম, নোটিশ এবং বিজ্ঞপ্তিসমূহ ইংরেজি ভাষায় লেখা। ভবনগুলোতে রয়েছে চমৎকার অফিস ও ব্যাংক। সবকিছুই দেখতে প্রাচুর্যপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু ছোট ছোট রাস্তাগুলো এখনো পুরনো চীনের মতো। এই শহরটি গ্লাসগো শহরের মতো বিশাল। প্রায় সব ইয়োরোপীয়কে রুগ্ন ও পাপিষ্ঠ মনে হয়। একদিন সামনের সারির একটি সংবাদপত্র আমাকে দুপুরে খাবারে নিমন্ত্রণ করে একটি আধুনিক ভবনে যা ১৯১৭ সালে অত্যাধুনিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মিত হয়। সম্পাদকমণ্ডলী ভবনের ওপর তলায় আমাদের চীনা খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। চালের তৈরি মদও পরিবেশন করা হয়। খাওয়ার সময় আমরা দুটো বিশেষ ধরনের কাঠি ব্যবহার করি। খাওয়া শেষে একজন ভালো গায়ক আমাদের গান গেয়ে শোনানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। দুই হাজার বছরের পুরনো কাঠের তৈরি একটি বাদ্যযন্ত্র ছিল যার মধ্যে সুর তোলার জন্য রয়েছে সাতটি তার। প্রাচীন মডেল অনুসরণ করে তিনি নিজেই ওটা তৈরি করেছিলেন। বাদ্য যন্ত্রটি টেবিলের ওপর লম্বা করে রেখে আঙুল দিয়ে গিটারের মতো বাজাতে হয়। গানটি নাকি দুই হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। কথাটি আমার কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। যাহোক গানটি ছিল চমৎকার, অতি সূক্ষ্ম ও আবেগময়। ইয়োরোপের আধুনিক গানগুলোর চেয়ে শুনতে ভালো লেগেছে। গান শেষ হলে সাংবাদিকরা তাদের ধর্ম অনুযায়ী কথাবার্তায় মেতে ওঠে।

আমার চীনা বন্ধুরাই সাংহাই থেকে তিন রাতের জন্য ওয়েস্টার্ন লেকের কাছে হ্যাং চাউতে নিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সমগ্র চীনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। এটা আসলে ছুটির দিনের মতো ছিল। হ্রদের চারদিকে রয়েছে গাছপালা সমৃদ্ধ পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ের ওপরে রয়েছে অসংখ্য প্যাগোডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মন্দির। কবি ও সম্রাটরা এই জায়গার সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। প্রাচীন চীনা কবিরা বর্তমান ইয়োরোপের ধনিক শ্রেণীর চেয়েও বেশি সমৃদ্ধশালী ছিলেন। পুরো একটি দিন আমরা পাহাড়ি এলাকায় কাটাই। বিশেষ ধরনের আরাম কেদারায় বসে বারো ঘণ্টার ভ্রমণ ছিল সেটা। পরে আমরা গ্রামাঞ্চলের মঠ, বাড়িয়া ইত্যাদি দেখি।

চীনাদের ধর্ম মানুষকে আনন্দ দেয়। তাদের মন্দিরে গেলে আপনাকে তারা একটা সিগারেট ও চমৎকার গন্ধ বিশিষ্ট এক কাপ চা দেবে। তারপর তারা মন্দিরটা ঘুরে দেখাবে। বৌদ্ধ ধর্মকে মানুষ কঠোর নীতি নিষ্ঠার ধর্ম মনে করে। মন্দিরের সন্ন্যাসীদের পেটটা অনেক বড়। মনে হয় ওটা জীবনের সবদিকই উপভোগ করে থাকে। কিন্তু ধর্মের প্রতি কারোর বিশ্বাস নাই, এমনকি পুরোহিতদেরও। তার পরও সর্বত্রই নতুন নতুন চাকচিক্যময় মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রাম্য চাষিরা অতিথি বৎসল। তারা অতিথিদের ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখায় এবং চা দিয়ে আপ্যায়ন করে। বাড়িগুলো দেখতে চীনাদের ছবির মতো। সারিবদ্ধ বৃক্ষের উদ্যান রয়েছে। সেখানে বসা যায়। মনে হয় এসবই গড়ে তোলা হয়েছে সৌন্দর্যের জন্য ও তৃপ্তির জন্য। বড় কক্ষগুলোই কেবল ব্যতিক্রম। সেখানে রয়েছে ইয়োরোপীয় ধাঁচের আসবাবপত্র।

ওয়েস্টার্ন লেকের সবচেয়ে সুন্দর স্থানটি পণ্ডিতদের বিশ্রামাগার। তা লেকের পাশে আটশত বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। অতীতে চীনা পণ্ডিতরা আনন্দেই জীবনযাপন করতেন।

ইয়োরোপে ফরাসি বিপ্লব বা শিল্প বিপ্লব না হলে ইয়োরোপের অবস্থাও বর্তমান চীনের মতো হতো। এখানকার মানুষ সুখবাদী। কীভাবে সুখ ভোগ করতে হয় তা তারা জানে। চীনারা ক্ষমতা ভোগের চেয়ে জীবনকে ভোগ করতেই বেশি পছন্দ করে। এখানেই ইয়োরোপের সঙ্গে চীনের পার্থক্য।

চীনারা আমার নাম উচ্চারণ করতে পারে না। অক্ষর দিয়ে তা লিখতেও পারে না। ওরা আমাকে 'Luo-Suo' বলে। মনে হয় একথাটি তাদের আয়ত্তের কাছাকাছি। এটি তারা উচ্চারণ করতে ও লিখতে পারে।

হ্যাংচো থেকে আমরা আবার সাংহাই যাই। রেলপথে নানকিং। নানকিং জনশূন্য বলে মনে হয়। ওখানকার গ্রামাঞ্চল তেইশ মাইল পরিধিবিশিষ্ট প্রাচীর বেষ্টিত। তাই পেং বিদ্রোহে নগরীটি ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯১১ সালের বিপ্লবে তা আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে স্থানটি এখনো সক্রিয়। আইনস্টাইন ও বলশেভিকদের খবর জানার জন্য তারা উদগ্রীব।

নানকিং থেকে ইয়াংসি হয়ে আমরা হ্যাংকো চলে যাই। এই পথ তিন দিনের : এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি। সেখান থেকে ট্রেনে করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হুনান প্রদেশের চেংশাতে। সেখানে একটি শিক্ষাবিষয়ক সম্মেলন চলছিল। চেংশাতে তিনশো ইয়োরোপিয়ান রয়েছেন। তবে ইয়োরোপিয়ান আদর্শের বিস্তার তেমনটা চোখে পড়ে না। একটি মধ্যযুগীয় শহরের মতো এখানে রয়েছে সরু রাস্তা, প্রত্যেক বাড়িতে রয়েছে সাইনবোর্ডসহ একটি দোকান। বিশেষ ধরনের বহনযোগ্য চেয়ার ও রিকশা ছাড়া কোনো যানবাহন নেই। ইয়োরোপীয়দের পরিচালিত ফ্যাক্টরি, কয়েকটা ব্যাংক, ধর্মীয় মিশন, ও একটি হাসপাতাল রয়েছে। চীনের মধ্যে হুয়া প্রদেশের গভর্নরই সবচেয়ে ধর্মপরায়ণ। গতকাল তিনি আমাদের জন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক ডিওয়ে ও তার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রথম তাদের সাথে পরিচিত হলাম। গভর্নর কোনো ইয়োরোপীয় ভাষা জানেন না। আমি তার কাছে বসলেও দোভাষীর মাধ্যমে কুশল বিনিময় ছাড়া তার সাথে কোনো কথাবার্তা হয়নি। তবে তার সম্বন্ধে আমি বেশ ভালো ধারণাই পেয়েছি। তিনি শিক্ষা বিস্তারে খুব উৎসাহী। সম্ভবত চীনে এখন তাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শিক্ষার বিকাশ না হলে ভালো সরকার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে বলা যেতে পারে যে কোনো খারাপ সরকার ইয়োরোপের জন্য যতটা ক্ষতিকর চীনের জন্য ততটা নয়। সামগ্রিক বিষয়কে স্থূলভাবে দেখার জন্য এরূপ ধারণা হতে পারে। তাই সময়ই বলে দেবে ধারণাটি কতটুকু সঠিক।

আমরা এখন পিকিং-এর পথে। আশা করি ৩১ অক্টোবর সেখানে পৌঁছাতে পারব।

বার্টান্ড রাসেল।

এস ইয়ামোটা হতে

Tokyo, Japan
December 25, 1920

প্রিয় স্যার

আপনার সাম্প্রতিক লেখা Prospects of Balshavik Russia বইটির পাণ্ডুলিপি সবেমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছে। আপনাকে ধন্যবাদ।

Patriotism-এর ওপর আপনার লেখাটির অনুবাদ kaizo পত্রিকায় প্রকাশিত হলে জাপানি যুবকদের মধ্যে তা পড়ার একটি উদগ্র বাসনা লক্ষ করি। আপনার চিন্তা তাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। আপনার প্রবন্ধটি ভদ্রসমাজ, ছাত্রসমাজ, শ্রমিকশ্রেণীসহ সকলের কাছে আলাপ আলোচনার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু জাপান সম্পর্কে আপনি যেসব কথা বলেছেন সেগুলো যত দূর সম্ভব বাদ দেওয়ার জন্য সরকার আমাদের অনুরোধ করেছে। সুতরাং আপনার কিছু মূল্যবান কথা আমরা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের বিশ্বাস আমাদের অবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনায় নিয়ে আপনি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন এবং সরকারের অনুরোধ মেনে নেবার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। এর পর থেকে আপনার মূল লেখা ও অনুবাদ দুটোই পাশাপাশি রেখে আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী প্রকাশ করব। এখানে যুবসমাজ আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আপনার সঙ্গে আমরা অভিন্ননীতিতে বিশ্বাসী। আমরা সর্বদাই আপনার পাশে থাকব। আমাদের দেশটি তিন হাজার বছরের পুরনো প্রথার বেড়াজালে বন্দী। এখানে ত্বরিত সংস্কার অসম্ভব। আমাদের আস্তে আস্তে আগাতে হবে। যুবসমাজের আত্মোন্নতিতে আপনার রচনাটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বিগত ত্রিশ বছরে জাপানের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত হয়েছে। তবে উদ্ভাবনমূলক মৌলিক কাজে আমাদের অর্জন প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জগতে আমরা আমেরিকার চেয়ে পিছিয়ে নেই। আমাদের অধিকাংশ মানুষ শ্রেণী বিভাজিত এবং পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণার অভ্যস্ত। আমাদের লজ্জা এখানেই। সামরিক কর্মকর্তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অভিজাতদের দলীয় বিশৃঙ্খলা জাপানকে আগ্রাসনের পথে নিয়ে গেছে। ফলে এরা সাধারণ মানুষের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছে। জাপানের চিন্তাজগতে সংগ্রামের একটি অপ্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। এর জন্য আমাদের দেশটিকে আগ্রাসী দেশ হিসেবে গণ্য করলে আমরা ব্যথিত হব।

অর্ধেক সরকারি কর্মকর্তা এবং শতকরা আশি ভাগ সেনাসদস্য আগ্রাসনের স্বপ্নে বিভোর। এটা সত্য। কিন্তু অতীতে প্রতি তা থেকে জেগে ওঠার দৃষ্টান্তও কম নয়। অমরা বিশ্বাস করি যে আপনি যুবসমাজকে উন্নয়নের পথে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্য সামনে নিয়েই রচনাগুলো লিখবেন।

মিস ব্ল্যাককে আমাদের শ্রদ্ধা জানাবেন।

আপনার শ্রদ্ধাভজন এস ইয়ামামোটা।

(১৯২১)

অটোলিন মেরেলকে

কয়েকদিন আগে ডোরা ও আমি চীনা ছাত্রদের দেওয়া এক ভোজসভায় গিয়েছিলাম। ওদের বক্তৃতায় সূক্ষ্ম রসবোধ ফুটে ওঠে। তা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি ভাষার মতো। ইংরেজি ভাষায় এদের দক্ষতা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। চীনা চার্জ দ্য-এফেয়াস বলেন, তাকে চীনের রাজনীতির ওপর বক্তব্য রাখতে বলা হয়েছে। তিনি বক্তৃতায় বলেন এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো সাধারণ নির্বাচন, অর্থনীতি এবং সামরিক ব্যয় কমিয়ে আনাসংক্রান্ত বিষয়াদি। তার কথা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে তিনি ইংল্যান্ডের ব্যাপারে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছেন। যখন বক্তৃতা শেষ করে বসলেন তখন মনে হলো দায়িত্ব নিয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি। তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তবে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে চীনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা আমাদের চেয়েও খারাপ। চীনারা আমাকে বারবার অস্কার ওয়াইল্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অস্কার ওয়াইল্ড তার প্রথম বিচারের সময় ভেবেছিলেন যেকোনো বিষয়ে পার পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যন্ত্রদানবের থাবায় আটকা পড়েছেন দেখতে পান। ওই দিন আমি এক চীনা জেনারেলের কথা পড়লাম। তার সেনারা জাপানিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। তাই জাপানিরা জেদ ধরে যে তাকে তাদের কনসালের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি জবাব দেন যে এই শুভ সুযোগ ব্যবহার করার উপযোগী কোনো পোশাক তার ছিল না। সুতরাং যে মানুষের প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা ছিল তার সঙ্গে দেখা করার আনন্দ পরিহার করতে বাধ্য হওয়ায় তিনি দুঃখিত। তা সত্ত্বেও যখন তারা অনড় থাকে তখন তিনি একই দিনে কনসালদের সঙ্গে দেখা করলেন। এতে এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে তিনি কেবলই একটি সাক্ষাৎ দিচ্ছিলেন। তখন সব জাপানি হইচই শুরু করে দেয়। কারণ এতে পুরো জাপানি জাতিই অপমানিত বোধ করেছিল।

চীনাদের আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করতাম, কিন্তু তা কঠিন। তারা শিল্পী জাতির মতো। গার্টলার অগাস্টস ও লিটনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে কল্পনা করলে চীনাদের দুই হাজার বছরের শাসন সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। লিটন খুবই পুরাতন ধাঁচের একজন চীনা ব্যক্তিত্ব। তিনি মোটেই আধুনিক পাশ্চাত্যের মতো নন।

আমাকে শেষ করতেই হয়। ভালোবাসা রইল।

তোমারই
'বি'।

AMARBOI.COM

The Japan Chronicle
Po Box N-91 Sanmomiya
Kobe, Japan
Jan. 2. 1922

প্রিয় মি. রাসেল

আগস্ট মাস গিয়েছে অনেক আগে। আপনি তখন Express of Asia থেকে আমাকে একটি পত্র লিখেন। তার উত্তর অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ব্যস্ততার জন্য উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল।

মিসেস রাসেল এই মাত্র জানালেন যে আপনার একজন উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে। আমি আপনাকে নিয়মানুগ অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ আমরা অনেক আনন্দ ও স্বস্তি পেয়েছি এ কথা জেনে যে জাপানে মিসেস রাসেলের অভিজ্ঞতায় কোনো কষ্ট ছিল না। আপনার প্রেরিত পত্রটি আমি প্রকাশ করেছি এবং ভেবেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে প্রতিবাদের ফলে কিছুটা কাজ হয়েছে। এরূপ অসৎ লোকের বিরুদ্ধে খুব কম লোকই প্রতিবাদ করে থাকে। কারণ সমালোচনার জন্য তাদের ওপর আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারে।

ওয়াশিংটন সম্মেলন কত বড় প্রহসন। যারা এ যুদ্ধের হোতা শান্তি স্থাপনে তাদের আগ্রহের ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ ছিল। সম্ভবত এ ত্রুটি মস্তিষ্কের, হৃদয়ের নয়। রাজনীতিবিদরা সম্ভবত বুঝতে পারেন না যে পুরনো নীতি অনুসরণ করলে আমরা একধরনের ফল পাই। তারা এ কথাও বোঝেন না যে সীমাবদ্ধ সামরিকীকরণ যুদ্ধের সময়ের অবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল তাতে ১৯১৪ সালে বিস্ফোরণের বিপদ এবং এর ফলে আমাদের ওপর যে বোঝা পড়েছে সেগুলো আমাদের আরও খারাপ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। বিপন্ন জাপানিরা আমেরিকার প্রস্তাবিত অনুপাতটা মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা অধিকসংখ্যক সাবমেরিনের জন্য ফ্রান্সের দাবি সমর্থন করেছে। এখন ফ্রান্সই ইয়োরোপের জন্য বেশি ভয়ের কারণ। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। জাপান ও ইংল্যান্ডের মধ্যে মৈত্রবন্ধন ছিন্ন করা হয়েছে। এর পরিবর্তে একটি চতুঃশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে যা চীনের জন্য আরও বিপজ্জনক। আমাদের জন্য দুঃখের বিষয় হলেও এসব শক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকার মধ্যেই চীনের মুক্তি নিহিত। সম্মিলিতভাবে চীনের ওপর চাপ পড়বে। তবে সন্ধি চুক্তিটির পুরোপুরি তাৎপর্য বোঝা গেলে সিনেট হয়তো আদৌ অনুমোদন করবে কি না আমার সন্দেহ।

আপনি খুব ব্যস্ত। আমি তা বুঝি। আপনি প্রতিটি বিষয়ে মানুষকে চিন্তায় সক্ষম করে তুলতে পারবেন। তবে এখনকার যুগ বিকৃত ও নিকৃষ্টতার যুগ বলেই আমার মনে হয়। মাঝে মাঝে আমি হতাশ হয়ে পড়ি। আমার মনে হয় যে আদর্শ নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম তার সবই উৎখাত করা হয়েছে। আমার ধারণা, ষাট বছর বয়সী মানুষের মধ্যে যৌবনের স্থিতিস্থাপকতা আর থাকে না।

প্রসঙ্গক্রমে লিখছি Conway Memorial Committee-কে তাদের বার্ষিক বক্তৃতামালার অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে বলেছি। আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আশা করছি আপনি সম্মতি জ্ঞাপন করবেন। Moncure Conway চমৎকার চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সর্বদা নির্যাতিত মানুষের পক্ষে থাকতেন। তিনি বাক্‌স্বাধীনতার জোরালো সমর্থক ছিলেন। Bradlough ও Mrs Besant যখন Fruits of Philosophy বইটি প্রকাশ করেন তখন তাদের ওপর নিপীড়ন নেমে আসে। কনওয়ে তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়ান। একইভাবে তিনি Freethinker প্রকাশের জন্য Foote-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি এসব প্রচারণার পক্ষে ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Mrs Russell-এর কাছে পত্রে আমি জাপানের কয়েকটি খবর সম্পর্কে লেখেছি। এখানে এগুলোর পুনরোল্লেখ করছি না। আশা করি, আপনি Japan Weekly Chronicle নিয়মিত পাচ্ছেন। ফলে বিশ্বের এই প্রান্তের ঘটনাবলি সম্পর্কেও অবহিত হতে পারছেন। Care of George Allen Knwin লিখে পত্রিকাগুলো আপনার কাছে পাঠানো হচ্ছে। আপনার Chelsea-র ঠিকানা এখন পেয়েছি। এখন থেকে সেই ঠিকানায় পত্রিকাগুলো পাঠাব। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের পত্রিকায় প্রচার বেশ বেড়েছে। এই বছর জানুয়ারি থেকে জাপানের ডাক বিভাগ বিদেশে পত্র পাঠানোর মাসুলের হার দ্বিগুণ করেছে। ফলে প্রতিবছর পত্রিকাটি পাঠাতে ডাক মাসুল বাবদ খরচ হবে ৬ ইয়েন। আমার আকাঙ্ক্ষা, এর ফলে আমাদের প্রচারের পরিধি আবারও কমে যাবে। স্বাস্থ্য পুরোটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন জেনে ভালো লাগছে। মিসেস রাসেল লিখেছেন জাপানে যারা আপনাকে দেখেছে তারা এখন চিনতে পারে কি না সন্দেহ। আপনার জাপান ভ্রমণ ছিল আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার। আমি বছরের পর বছর আপনার লেখার প্রশংসা করছি। সার্বিক স্বার্থের ব্যাপারে আপনার অবস্থান আমাদের উৎসাহিত করেছে। ফলে আপনার সাথে পরিচিত হওয়া আমার জন্য এক বিরাট ব্যাপার মনে হয়েছে। আপনার বন্ধুত্ব সর্বদাই কাম্য।

শুভেচ্ছাসহ
রবার্ট ইয়ং।

AMARBOI.COM

Oswald
Dishop borne, Kent
18th Nov. 1921

প্রিয় রাসেল

জেসি অবশ্যই আপনার সঙ্গে বাস করতে আসা নবাগত ব্যক্তির জন্য আমাদের অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছে। হ্যাঁ! পিতৃত্ব একটি বড় অভিজ্ঞতার ব্যাপার। এর সঙ্গে ন্যূনতম যে কথাটি বলা হয় তা হলো 'এর মূল্য অনেক বেশি'। এটা কেবল একটি অভিজ্ঞতা। সম্ভবত এটাই একমাত্র অভিজ্ঞতা যার বিশ্বজনীনতা একে সাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং একে একধরনের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। আমার ভালোবাসা রইল দুজনের প্রতি। একজন বাকহীন এবং এখনো চিন্তা করতে সক্ষম নন। অন্যজন আপনি নিজে। আপনি তা কর্তৃত্বের সঙ্গে যথেষ্ট কার্যকরীভাবে মানুষকে মানসিক প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন। কারণ ভালোবাসা ও আনুগত্য থেকে বেড়ে ওঠা এই যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তে আপনার সম্পর্কে আপনাকে সবার সঙ্গে বন্ধনযুক্ত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ধরনের অবিশ্বাস্য জিনিসের মধ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে তা হলো রাসেলের নামের অংশ বিশেষের সঙ্গে চমৎকাররূপে আমার নাম যুক্ত হয়ে থাকবে। এমনকি আমার রাশিচক্রেরও প্রকাশ পায়নি যে আমি বিশ্বাস করি সব তারকারাজি আমার জন্মলগ্নে একত্র হতে সম্মত হয়নি। যা হোক তা ঘটতে যাচ্ছে। আমি যা বলতে পারি তা এই যে আমি অভিভূত। আমি ওই মুহূর্তে সেভাবে আপনার মনে স্থান পাব।

আমার পক্ষ থেকে আপনার স্ত্রীর হাতে চুম্বন করবেন। তাকে বলবেন যে আমি তার আনন্দে অংশীদার হতে পেরেছি। কারণ এখানে আপনার আনন্দ ভ্রমণে তিনি সব সময়ই আমাদের চিন্তায় ছিলেন। আমি স্বীকার করছি যে আমরা অনেক আশাবাদী ছিলাম। দুজন মানুষকে নিয়ে এক ঘরে থাকবেন– চিন্তা করাটাও আনন্দের ব্যাপার। শীঘ্রই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আমি কেবল এটাই আশা করি যে জন কনরাড তার পিতামাতার প্রতি অনুগত থাকার মেজাজ নিয়ে জন্মেছে। সে তা চর্চা করে যাবে। আমার মনে হয় না যে আমি আপনার শুভ কামনায় এর চেয়ে ভালো কিছু করতে পারি। আপনাদের তিনজনের প্রতি সর্বদাই আমার ভালোবাসা রইল।

জোসেফ কনরাড।

AMARBOI.COM

পুনশ্চ: আমাকে আপনার পরিচিত একজন অবাঞ্ছিত লোকের সাথে যুক্ত করায় আমি ব্যথিত হয়েছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠকক্ষে তার প্রবেশাধিকার রাখা উচিত হয়নি। আশা করি রাজা চার্লেসের প্রশ্নে আপনার মনোভাব আজগুবি নয়, বরং দার্শনিক। আপনি আমার যুক্তিগুলো আরও আন্তরিকতার সাথে বোঝার চেষ্টা করলে আমি ভবিষ্যতে তা পরিষ্কার করে দেবার চেষ্টা করব। আমার নিজ অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পেরেছি এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার উপযোগী নয়।

জে রামজে মেকডোনাল্ড থেকে

Foreign Office
SW1
31st May 1924

প্রিয় রাসেল

বিগত কিছু দিন থেকে ব্রিটিশ সরকার বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ চীনের দেওয়া অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের কথা চিন্তা করে আসছে। ব্রিটিশ ও চীনাদের স্বার্থে এই অর্থ ব্যবহৃত হবে।

এই নীতির ব্যবহারে যাতে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় তার জন্য সরকার একটি পরামর্শ কমিটির নিয়োগ দেবেন। আপনি এই কমিটিতে কাজ করবেন। এই আশা নিয়ে আপনার দিকে চেয়ে আছি। আমার বিশ্বাস আপনার অভিজ্ঞতা এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে খুবই সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে চীনের সঙ্গে আমাদের গভীর ও স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই কমিটির কার্য পরিধি সম্ভবত নিম্নরূপ হবে :

'বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ চীনের কাছে প্রাপ্য অর্থ ব্রিটিশ ও চীন সরকারের পারস্পরিক কল্যাণে ব্যয় করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে :

প্রাপ্ত অর্থ যে যে কার্যে ব্যয় হবে তা স্থির করা সন্তোষজনক তহবিল ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম পন্থা অর্জন এবং সাক্ষ্য শ্রবণপূর্বক সম্ভাব্য সুপারিশ গঠন করা।

কমিটির কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার জন্য এর আকার ছোট রাখা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে প্রয়োজনে এডহক ভিত্তিতে অতিরিক্ত সদস্যও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এই কাজটি করার আবশ্যকীয় বিষয়াদি জানার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে :

Chairman	: Lord Phillimore
Foreign Office	: Sir John Jordam Mr Sp Waterlow
Department of Overseas Trade	: Sir William Clark
House of Commons	: Mr. NAL Fisher, MP
Finance	: Sir Charte Addis
Education	: Mr lowes Dickinson and Honble B Russell.
Women	: Dame Aldelaide Auderson.
Chiana	: A Suitable Chainese.

AMARBOI.COM

ওপরের পরীক্ষামূলক তালিকাটি সম্পূর্ণ গোপনীয়। আমি এর সাথে একটি স্মারকপত্র সংযোজিত করে দিলাম। এতে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সরকারের অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে। হাউস অব কমন্সে যে আইনটি উপস্থাপিত হয়েছে সেটারও বিবরণ দেওয়া আছে। আপনি নিজের পছন্দ মতো কাজ করার চিন্তা করতে পারেন। আমি এর ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।

আপনার

জে রামজে মেকডোনাল্ড।

বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত স্মারকপত্র :

কমিটির বিবেচনায় থাকা বিলটির বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অপরিশোধিত অর্থ গ্রেট ব্রিটেন ও চীনের পারস্পরিক কল্যাণে ব্যয় হবে। উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষামূলক হবে তা বলা হয়নি। এতে একটি সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশোধনীটি হলো চীনে শিক্ষার উদ্দেশ্যেই কেবল এর অর্থ ব্যয় করা যাবে। এই সংশোধনীর পক্ষে যে সব যুক্তি উপস্থাপন করা যায় তা হলো :

১. এই কাজে ব্যয় করলে তা চীনের সবচেয়ে বেশি উপকারে আসবে।
২. অন্য কোনো পদক্ষেপই চীনের প্রভাবশালী মহলে এত ভালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না।
৩. চীনাদের সদিচ্ছার মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থ বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।
৪. অন্য যে কোনো পদক্ষেপ আমেরিকার গৃহীত পদক্ষেপের পুরোপুরি পরিপন্থী।
৫. বক্সার ক্ষতিপূরণের আমেরিকার অংশের সবটাই চীনের শিক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে।
৬. প্রকাশিত অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে কুমতলব রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ এতে সরকারি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল হবে।

এসব কারণে সংশোধনীর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এবং তা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ক্ষতিপূরণের বাকি অংশটা শিক্ষামূলক ও অন্যান্য কাজে ব্যয় হবে যা ব্রিটেন ও চীনের উপকারে আসবে। কমিটিতে স্যার ওয়াল্টার ডি ফ্রীস প্রস্তাব করেছেন 'শিক্ষামূলক ও অন্যান্য' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে।

আশা করা যায় কমন্স সভা এ সংশোধনটি একটি সংবাদ হিসেবে প্রচারিত হবার স্তরে নিয়ে যাবেন। কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই সংশোধনীর বিরোধিতা করেন। তবে তারা যে যুক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করেন তাতে শ্রমিক দলের কোনো সমর্থন নেই। সরকার এদের সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজন মনে করেন। তারা একথাও বলেন যে কমিটি গঠিত হলে তারা শিক্ষার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেবেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক কমিটি গঠিত হবে। এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দুই বছর পর অবসর নেবেন। এর ফলে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পাবে না– নিশ্চিত বলা যায় না।

এখন বিলটি যে অবস্থায় আছে তাতে দুর্নীতির রাস্তা উন্মুক্ত হতে পারে। চীনের জনমতকে খুশি করা এর উদ্দেশ্য নয়। গ্রেট ব্রিটেন সভ্যতার দিক দিয়ে আমেরিকা ও জাপান থেকে কম আলোকপ্রাপ্ত বলে বিশ্বাসীর কাছে প্রতিভাত হবে এবং এতে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সরকারের চেষ্টা থাকা উচিত যাতে ব্যক্তি বিশেষের সম্পদশালী হওয়ার জন্য সরকারি অর্থের অপচয় না হয়। বিলের Clause-1 এ Purposes শব্দের পর Connected with Education শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করনেই ব্যাপারটি নিশ্চিত করা যায়।

বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচ্ছেদ-৪

দ্বিতীয় বিবাহ

১৯২১ সালে চীন থেকে ফেরার পর আমার জীবন তুলনামূলক কম নাটকীয় হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তিত পর্যায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আবেগ। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে প্রিন্সিপিয়া মেথমেটিকা লেখার আগ পর্যন্ত আমার চিন্তাজগৎ মৌলিক দিক দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ছিল। আমি নিজে বুঝতে ও অপরাপর মানুষকে বুঝতে চেয়েছিলাম। একটা স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকা এবং এই বোধ জাগ্রত রাখা যে আমি বৃথা জীবনযাপন করিনি। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু ও চীন থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় আমার আবেগ প্রভাবিত করে। যুদ্ধ ও রাশিয়ার ঘটনাবলি আমার মানসিক অবস্থার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে। এরচেয়ে ভালোভাবে মানুষ বেঁচে থাকবে এমনটাই আমি আশা করতাম। প্রজ্ঞার জগতে গোপনীয় বিষয়গুলো আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। বিশ্ববাসীর শোনার এবং মানার উপযোগী করে ঘোষণা করারও চেষ্টা করি। কিন্তু ক্রমেই আমার আবেগে ভাটা পড়ে। মানুষের জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইনি, কিন্তু ভবিষ্যৎ দর্শনে আমার ব্যাকুলতা কম ছিল। প্রচারেও ছিল আমার কম প্রত্যাশা।

১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মে চূড়ান্ত ডাক্তারি মতামত শোনার পর যেদিন আমি ও এলিস রিচমন্ড গ্রিনে হাঁটছিলাম সেদিন থেকে আমি সন্তান লাভের ইচ্ছা অবদমিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু দিন দিন সে ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। মনের পুঞ্জীভূত আবেগ ১৯২১ সালে প্রথম পুত্রের জন্মের পর মুক্তি লাভ করে। পরবর্তী দশ বছর আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পিতৃব্য-সম্পর্কিত। পিতৃব্যের অনুভূতি খুব জটিল। প্রথমে রয়েছে জৈবিক ভালোবাসা এবং শিশুদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষণের মধ্যে আনন্দ। পরে রয়েছে একটি অপরিহারযোগ্য দায়িত্ববোধ। এই দায়িত্ববোধ্যের মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিন কর্মতৎপরতার একটি উদ্দেশ্য। তারপর রয়েছে অহংবোধ। তা খুবই বিপজ্জনক। নিজের ব্যর্থতার জায়গায় সন্তানের সফলতার আশা। মৃত্যু বা ধর্মীয় কারণে কোনো প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হলে সন্তানরা সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ এগিয়ে নিতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে মৃত্যু থেকে জৈবিক মুক্তির পথ। এর ফলে ব্যক্তিমানুষের জীবন এক দীর্ঘ স্রোতধারার অংশে পরিণত হয়। এসবই আমি অভিজ্ঞতায় পেয়েছি এবং বেশ কয়েক বছর ধরে এই অনুভূতি আমার জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে দিয়েছে।

আবাসস্থল খুঁজে বের করাই প্রথম কাজ। আমি একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ছিলাম রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে অবাঞ্ছিত, এবং বাড়ির মালিক আমাকে ভাড়াটিয়া হিসেবে নিতে চাননি। সুতরাং আমি চেলসিয়ার সিডনি স্ট্রিটে একটি বাড়ি ক্রয় করি। ওখানেই আমার বড় দুটি সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু শিশুদের জন্য সারা বছর লন্ডনে থাকা ভালো মনে হয় না। তাই ১৯২২ সালের বসন্তে আমরা কর্নওয়ালের পর্থকারনোতে আরেকটি বাড়ির ব্যবস্থা করি। এই জায়গাটি Lands End থেকে চার মাইল দূরে। তখন থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত লন্ডন ও কর্নওয়ালের মধ্যে পুরো সময়কে সমান দু'ভাগ করে কাটাতাম। ওই বছরের পর লন্ডন থাকতাম না, আবার কর্নওয়ালেও কম থাকতাম।

আমার স্মৃতিতে কর্নওতয়ালের উপকূলীয় সৌন্দর্যের সাথে দুটি স্বাস্থ্যবান ও সুখী শিশুর সমুদ্র, পাহাড়, সূর্যকিরণ এবং ঝড়বৃষ্টি থেকে আনন্দ উপভোগ শিক্ষা লাভ করা দেখতে পাওয়ার আনন্দের মিশ্রণ ঘটত। অধিকাংশ পিতামাতার চেয়ে আমি আমার সন্তানদের জন্য অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছি। কর্নওয়ালে আমরা বছরের ছয় মাস সময় কাটাতাম। সে সময় আমাদের একটা ব্যস্ততাহীন ধরাবাঁধা রুটিন থাকত। সকালবেলা আমার স্ত্রী কাজ করতেন। বাচ্চারা থাকত এক নার্সের কাছে। তারপর তারা চলে যেত গৃহশিক্ষিকার কাছে। দুপুরের পর আমরা সবাই চলে যেতাম কোনো এক সৈকতে। বাচ্চারা উলঙ্গ হয়ে খেলা করত। তারা ওপরে উঠত এবং বালি দিয়ে অট্টালিকা বানাবার চেষ্টা করত। তাদের এসব কর্মকাণ্ডে আমরা ও শামিল হতাম। ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আমরা প্রচুর চা খেতাম। তারপর শিশুদের শুইয়ে দেওয়া হতো। আমার মনে পড়ে এপ্রিল মাসের পর আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠত। দিনগুলো হতো রৌদ্রঝলমল। এপ্রিল মাসের এক দিন আমি শুনলাম আমার দুই বছর সাড়ে তিন মাসের মেয়ে কেইট আপন মনে কথা বলছে। তার কথাগুলো আমি লিখে রেখেছিলাম। তা হলো 'উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উত্তরের বাতাস। ডেইজি ফুলগুলো ঘাসের ওপরে ফুটেছে। বাতাসে নীল ঘন্টাগুলো পড়ে যাচ্ছে। উত্তরের বাতাস দক্ষিণের বাতাসের দিকে বয়ে চলছে।' সে টের পায়নি যে তার কথাগুলো অন্য কেউ শুনছে। উত্তর মেরু কী, সে তখন তা জানত না।

এরূপ অবস্থায় আমার শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। আমার লেখা Priciples of Social Reconstruction বইতে আমি বিষয়টির ওপর কিছু আলোকপাত করেছিলাম। তখন সেই চিন্তাই আমার মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুড়ে বসেছিল। On Education, especially in early childhood নামে একটি বই লিখলাম। ১৯২৬ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর। তাতে আমার মনস্তাত্ত্বিক ধারণা আশাবাদী প্রকৃতির হয়েছিল। এখন আমার মনে হচ্ছে, যে মূল্যবোধের ওপর আমি জোর দিয়েছিলাম, তা ঠিক নয় বলে মনে করা যায় বা পরিত্যাগ করা যায়–বিষয় তেমন ছিল না। কিন্তু যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুপারিশ করেছিলাম ওইগুলো মাত্রাতিরিক্ত কঠিন ছিল।

১৯২১সালের শরৎকাল থেকে ১৯২৭ সালের শরৎকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গ্রীষ্মকাল একটি দীর্ঘ সুখ ও আনন্দের কাহিনির মতো ছিল মনে করার কোনো কারণ নেই। পিতৃত্ব লাভের পর থেকে আমার জন্য আয়-রোজগার করার প্রয়োজন দেখা দিল। দুটো বাড়ি কিনতে গিয়ে আমার হাত খালি হয়ে যায়। চীন থেকে ফিরে আসার পর আমার আয়ের কোনো পথ ছিল না। প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন আমি উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। সাংবাদিকতার কোনো কাজ পেলে আমি তা করতাম। আমার ছেলে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন আমি 'চীনাদের আনন্দ উপভোগ' নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। ১৯১২ সালে চীনের ওপর একটি লেখা প্রকাশ করি। ১৯২০ সালে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে The Prospects of Industrial Civlisation নামে আরেকটি বই প্রকাশ করি। কিন্তু এগুলো থেকে কোনো আয় হয়নি। কিন্তু দুটি ছোট বই 'The ABC of Atoms' এবং 'The ABC of Relativity' থেকে ভালো আয় হয়। ১৯১৪ সালে আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়ে কিছু আয় হয়। ১৯২৬ সালে শিক্ষার ওপর বইটি প্রকাশিত হবার পূর্বপর্যন্ত আমি প্রায় নিঃস্ব ছিলাম। এর পর থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আমার দুটি বই Marriage and Morals এবং Conquest of Happiness প্রকাশিত হলে আর্থিক দিক দিয়ে আমার সচ্ছলতা ফিরে আসে। এই সময় অধিকাংশ বই-ই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থলাভের উদ্দেশ্যেই বইগুলো লেখা হয়েছিল। টেকনিক্যাল কিছু রচনার কাজও আমি তখন করেছিলাম। ১৯২৫ সালে Pnicipia Mathematica এর নতুন সংস্করণের কাজ করি। এতে বেশ কিছু বিষয় নতুন যোগ করি। ১৯২৭ সালে Analysis of Mater নামে আরেকটি বই প্রকাশ করি। বইটি আসলে An Analysis of Mind বইটির অংশবিশেষ হিসেবে গণ্য করা যায়। কারাগারে থাকাকালে আমি সেটা শুরু করি এবং ১৯২১ সালে শেষ করি। ১৯১২ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচন কালে চেলসিয়া থেকে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। ১৯২৪ সালে ডোরাও নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল।

১৯২৭ সালে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমাদের সন্তানদের সর্বোত্তম উপায়ে শিক্ষিত করার যে চিন্তাভাবনা করি সেরূপ একটি স্কুল আমরা প্রতিষ্ঠা করব। আমাদের বিশ্বাস ছিল– সম্ভবত প্রতিটি শিশুর অন্যান্য শিশুর সাথে মেলামেশা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত। সুতরাং অন্যান্য শিশুদের থেকে আমাদের শিশুদের দূরে রেখে গড়ে তোলার মধ্যে আমাদের সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এমন কোনো স্কুলও আমাদের জানা ছিল না যা আমাদের বিবেচনার সব দিক দিয়ে সন্তোষজনক। আমরা এমন একটা ব্যবস্থা চেয়েছিলাম যা স্বাভাবিক ছিল না। অতিরিক্ত শালীনতাবোধ এবং স্বাধীনভাবে চলার ওপর বাধানিষেধ একেবারেই পছন্দ করতাম না। গতানুগতিক স্কুলে এগুলো থাকাই স্বাভাবিক ধরে নিতাম। অন্যদিক অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষাবিদের সাথেও একাত্ম হতে পারতাম না যারা মনে করেন শিক্ষাব্যবস্থার দার্শনিক পদ্ধতির কোনো গুরুত্ব নেই বা যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা একেবারেই না থাক মনে করে থাকেন। সুতরাং জম কেইটের বয়সী বিশটি ছেলে মেয়ে সংগ্রহ করে একটি দল গঠন করলাম এবং এদের একত্রে শিক্ষা দেবার উদ্যোগ নিলাম।

এরকম একটি স্কুলের জন্য আমার ভাইয়ের বাড়ি 'Telegraph Home' ভাড়া করলাম। বাড়িটি ছিল চিচেস্টার ও পিটার্সফিল্ডের মধ্যবর্তী South Downs এলাকায়। বাড়িটার এ ধরনের নামকরণের কারণ ৩য় জর্জের সময়কালে (১৭৬০-১৮২০) সেনাফোর নামে এক ধরনের সাংকেতিক বার্তা প্রেরণের স্টেশন হিসেবে বাড়িটি ব্যবহৃত হন। এ ধরনের আরও কয়েকটি সংযুক্ত স্টেশনের মাধ্যমে পোর্টসমাউথ ও লন্ডনের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হতো। ট্রাফালগার যুদ্ধের খবর সম্ভবত এভাবেই লন্ডন পৌঁছেছিল।

মূল বাড়িটি ছিল বেশ ছোট। আমার ভাই ক্রমশ বাড়িটি আকার বড় করেন। এই জায়গাটির প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার My life and adventures গ্রন্থে তিনি এই বাড়িটা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। বাড়িটি অদ্ভুত ধরনের ছিল। কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ছিল চমৎকার। বাড়িটি থেকে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যেত। একদিকে Sussex wealed থেকে Leilh Hill পর্যন্ত এবং অন্যদিকে ISLE of wight থেকে Southampton-এর দিকে ধাবমান জাহাজগুলো এখান থেকে দেখা যেত। বাড়িটির শীর্ষে একটি কক্ষও ছিল যার চারদিকে ছিল চারটা বড় জানালা। এখানে বসেই আমি অধ্যয়ন করতাম। এর চেয়ে সুন্দর বাড়ি আমি কোথাও দেখিনি।

বাড়িটির সাথেই দুইশো ত্রিশ একর জনবসতিহীন নিম্নভূমি ছিল– আংশিকভাবে গাছপালাশূন্য ও আংশিকভাবে ফার্নগাছে পূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশই ছিল অনাবাদি বনভূমি। বড় বড় বিচ গাছ ছিল, আরও ছিল কালো রঙের পাতাযুক্ত পুরাতন ও বড় আকারের বৃক্ষ। বনের ভেতর সব ধরনের বন্য প্রাণী বাস করত। নিকটে যে কয়টা খামার ছিল সেগুলোও ছিল এক মাইল দূরে। পূর্ব দিকে চলে গিয়েছিল পঞ্চাশ মাইল দূরের পায়ে হাঁটা পথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা আশ্চর্যের বিষয় যে আমার ভাই এই জায়গাটি খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাবতে পারেননি বলে তিনি তার সব অর্থই নষ্ট করে ফেলেন। অন্য যেকোনো মানুষের থেকে আমার প্রস্তাবিত ভাড়ার পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। দারিদ্র্যই তাকে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু তিনি তা ঘৃণা করতেন এবং তার গড়া স্বর্গরাজ্যটি দখল করায় আমার ওপর ক্রোধান্বিত ছিলেন।

এই বাড়িটির সঙ্গে আমার ভাইয়ের কিছু বিষয় জড়িত ছিল যা পুরোপুরি সুখের ছিল না। এই বাড়িটি তিনি নিয়েছিলেন মিস মরিস নামে এক মহিলার নিরাপদ সঙ্গ উপভোগ করার জন্যে। তার প্রথম স্ত্রী থেকে বন্ধনমুক্ত হতে পারলে তিনি এই মহিলাকে বিয়ে করার জন্য বহু বছর যাবৎ অপেক্ষা করছিলেন। মলি নামক অন্য এক মহিলা মিস মরিসকে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেন। পরে মলি তার দ্বিতীয় স্ত্রী হন যার কারণে তাকে কারাভোগ করতে হয়েছিল। কারণ তিনি সমকক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা দ্বি-বিবাহজনিত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন। রেনোতে তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে এবং রেনোতেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মলিকে বিয়ে করেন। তিনি ইংল্যান্ড ফিরে আসেন। দেখা যায় মলির সঙ্গে তার বিবাহ দ্বি-বিবাহ দোষে দুষ্ট। কারণ ব্রিটিশ আইন রেনো বিবাহের বৈধতার স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু রেনো বিচ্ছেদের নয়। আমার ভাইয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী বেশ মোটা ছিলেন, এবং তিনি সবুজ রঙের সুতি কাপড়ের হাঁটু পর্যন্ত এক প্রকার জামা পরতেন। টেলিগ্রাফ হাউসের ফুলের বাগানে তিনি নত হলে পেছন দিক থেকে তাকে দেখার দৃশ্য থেকে কেউ ভাবতে পারেন যে আমার ভাই তারই জন্য যা ভোগ করেছিলেন তিনি তার যোগ্য।

মিস মরিসের মতো তার (মলির) দিনও শেষ হয়ে যায়, এবং তিনি (আমার ভাই) এলিজাবেথের প্রেমে পড়েন। মলির কাছ থেকে তিনি বিবাহবিচ্ছেদ আশা করেছিলেন। কিন্তু মলি সারা জীবনের জন্য বাৎসরিক চারশো পাউন্ড দাবি করেন। তার (আমার ভাইয়ের) মৃত্যুর পর আমাকে তা শোধ করতে হয়েছিল। তিনি (মলি) প্রায় নব্বই বছর বয়সে মারা যান।

এলিজাবেথ আমার ভাইকে ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় আমার ভাই সম্পর্কে vera নামক একটি উপন্যাস লিখে যায়। উপন্যাসটিতে Vera ইতোমধ্যেই মৃত। তিনি তার স্ত্রী ছিলেন। তাকে (এলিজাবেথ) হারালে তার হৃদয় ভেঙে পড়ে বলে মনে হয়। তিনি টেলিগ্রাফ হাউসের শীর্ষ জানালা দিয়ে পড়ে মারা যান। উপন্যাস পড়তে থাকলে পাঠক দেখতে পান তার মৃত্যুটি দুর্ঘটনা ছিল না, মৃত্যুটি ছিল আমার ভাইয়ের নিষ্ঠুরতার ফলস্বরূপ আত্মহত্যা। এই উপন্যাসের জন্য আমি সন্তানদের জোর উপদেশ দিই : 'কোনো ঔপন্যাসিক বিয়ে কোরো না।'

অনেক স্মৃতিবিজড়িত ঘরে আমরা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করি। স্কুল পরিচালনা করার সময় আমরা কিছু সমস্যায় পড়ি, যেগুলো আগেই আমাদের বুঝতে পারা উচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। প্রথমটি ছিল অর্থায়ন সমস্যা। এটা স্পষ্ট ছিল যে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে। এই আর্থিক ক্ষতি দূর করার একমাত্র পথ স্কুল বড় করা, এবং খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু গতানুগতিক পথে অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী স্কুলের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন না করে স্কুল বড় করা সম্ভব ছিল না। সৌভাগ্যবশত ওই সময়ে আমি বই লিখে ও আমেরিকা বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর অর্থ কামাই করি। আমি বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চারটি ট্যুর করি– ১৯২৪ (যা ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে), ১৯২৭, ১৯২৯ এবং ১৯৩১ সালে। ১৯২৭ সালের ট্যুরটি ছিল স্কুলের সূচনালগ্নে। তাই সূচনালগ্নে আমি স্কুলের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। স্কুলের দ্বিতীয় টার্মে ডোরা বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা যাই। এভাবে প্রথম দুই টার্মে আমরা কেউই দায়িত্বে ছিলাম না। আমেরিকা থাকাকালীন আমাকে অর্থোপার্জনের জন্য বই লিখতে হয়েছিল। পরিণতিস্বরূপ আমি স্কুলটির জন্য পুরো সময় ব্যয় করতে পারিনি।

দ্বিতীয় অসুবিধাটি ছিল এই যে আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীর কোনো কোনো সদস্য আমাদের অবর্তমানে স্কুলের জন্য গৃহীত নীতি অনুসরণ করতেন না, যদিও আমরা বারবার খুব ভালোভাবে তাদের নীতিমালা বুঝিয়েছিলাম।

সবচেয়ে মারাত্মক ছিল তৃতীয় অসুবিধাটি। অসুবিধাটি ছিল অবাধ্য শিশুদের সংখ্যা বেশি হওয়া। এই অসুবিধাটি প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টির মধ্যে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে কোনো শিশু পেলেই আমরা খুশি হতাম। অবাধ্য শিশুদের পিতামাতাই আমাদের নতুন পদ্ধতিটি পরীক্ষা করে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে এরূপ অসুবিধার মূলে ছিল অভিভাবকদের ত্রুটি। তাদের বিচক্ষণহীন কুফল প্রতিটি ছুটির দিনে নতুনভাবে দেখা দিত। কারণ যা-ই হোক না কেন, অনেক শিশুই ছিল নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক। শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দানের অর্থ ছিল একটি ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে শক্তিশালী শিশু দুর্বল শিশুকে ভয়ের মধ্যে রাখত। স্কুল হচ্ছে একটি পৃথিবীর মতো : সরকারই কেবলই নিষ্ঠুর সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারে। শিশুদের পড়াশোনা না থাকলে নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার জন্য আমাকে সার্বক্ষণিক প্রহরীর মতো কাজ করতে হতো। আমরা তাদের তিনটি দলে ভাগ করি– বড়, মধ্যম ও ছোট। মধ্যমদের মধ্যে একটি শিশু সব সময় ছোটদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। সুতরাং আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি কেন সে তা করে। তার জবাব ছিল : 'বড়রা আমাকে মারে, তাই আমি ছোটদের মারি। তা-ই ন্যায়।' সে বাস্তবে তা-ই ভাবে।

কখনো কখনো অশুভ তাড়না দেখা দিত। ছাত্রদের মধ্যে এক ভাই ও এক বোন ছিল। তাদের মা ছিলেন এক বদমেজাজি মহিলা। তাদের মা তাদের পরস্পরকে অদ্ভুত স্নেহ প্রদর্শন করতে শিখিয়েছিলেন। যে শিক্ষক মধ্যাহ্নভোজের ব্যাপারটি দেখাশোনা করতেন তিনি একদিন স্যুপের মধ্যে একটা পিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশবিশেষ দেখতে পান। এই স্যুপ সবার মধ্যে বিতরণ করার সময় হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, স্নেহশীল বোনটিই পিনটি স্যুপের মধ্যে রেখেছিল। 'তুমি কি জানতে না যে স্যুপের সঙ্গে পিনটি গিলে ফেললে তুমি যারা যাবে?' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। 'ও হ্যাঁ', সে জবাব দিল, 'কিন্তু আমি স্যুপ খাই না।' আরও খোঁজ নিলে এটা স্পষ্ট হয় যে সে আশা করেছিল তার ভাইটিই এর শিকার হবে। অন্য এক উপলক্ষে একটি দলচ্যুত শিশুকে দুটো খরগোশ দেওয়া হয়। অন্য দুই শিশু এগুলো পুড়ে মারতে চেষ্টা করে। তারা বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে। তাতে কয়েক একর জায়গা কালো হয়ে যায়। তখন বাতাসের গতি পরিবর্তিত না হলে পুরো বাড়িটাই পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জন্য ও আমাদের দুটি শিশুর জন্য আমরা দুশ্চিন্তায় থাকতাম। স্বাভাবিকভাবে অন্য ছেলেরা ভাবত, আমাদের ছেলেটিকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখানো হয়। অথচ ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্তানদের সঙ্গে আমরা অস্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখতাম। পরিণতিস্বরূপ তাদের আনুগত্যের বিষয়টি বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদেরকে চুপিচুপি চলতে হতো অথবা পিতামাতার সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হতো। এভাবে জন ও কিটের সঙ্গে আমাদের সুখের সম্পর্ক নষ্ট হয়। এর পরিবর্তে জন্ম দেয় বিব্রতকর অবস্থা। আমার মনে হয় পিতামাতা ও সন্তান একই স্কুলে থাকলে এরূপ কিছু ঘটতে বাধ্য।

আমি ভাবি, স্কুল পরিচালনায় কিছু নীতিগত ভুল ঢুকে গিয়েছিল। কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা ব্যতীত দলভুক্ত ছোট ছোট শিশু সুখী হতে পারে না। তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছা মতো আনন্দ-ফুর্তি করতে দিলে তারা একঘেয়েমি বোধ করে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে লেগে যায়। তাদের অবসর সময়ে সর্বদাই একজন বয়স্ক লোককে তাদের খেলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হয়। ছেলেমেয়েদের উদ্যোগী করে তোলার জন্য বয়স্ক লোকের নির্দেশনা থাকা দরকার।

অন্য আরেকটি ভুল এই ছিল যে বাস্তব স্বাধীনতার চেয়েও বেশি স্বাধীনতার পরিবেশ প্রদর্শন করা। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তাদের স্বাধীন হবার সুযোগ খুব কমই ছিল। শিশুদের হাত-মুখ ধোয়া ও দাঁত মাজার কাজ নিজেদের করতে হতো এবং ঘুমাতে যেতে হতো। এ কথা সত্য যে আমরা কখনো দাবি করিনি যে এরূপ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু বোকা লোকেরা এবং বিশেষ করে সাংবাদিকেরা চমক সৃষ্টির জন্য বলত যে আমরা সর্ব প্রকার বাধ্যবাধকতার বিলুপ্তি চাইতাম। একটু বড় শিশুদের দাঁত মাজার পরামর্শ দিলে তারা বিদ্রুপ করে বলত : 'এটা একটা ফ্রি স্কুল।' শিশুদের পিতামাতাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা বলতে দেখা গেছে। তাদের আশা ছিল শিশুদের বাধা না দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে তারা দুষ্টুমিতে কতদূর যেতে পারে। আমরা কেবলই ক্ষতিকর বিষয়গুলোতে বাধা দিয়েছি। এরূপ পরীক্ষা খুবই অসুবিধাজনক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৯ সালে আমি Marrige and Morals বইটি প্রকাশ করি। হুপিংকাশি থেকে আরোগ্য লাভের সময় আমি এই বইটি অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। (আমার বয়সের কারণে স্কুলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের আক্রান্ত করার পূর্বপর্যন্ত রোগটি ধরা পড়েনি।) এই বইটির ভেতরের উপাদানের জন্য ১৯৪০ সালে নিউ ইয়র্কে আমার ওপর আক্রমণ চালানো হয়। এর মধ্যে আমি একটি দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা করি যে অধিকাংশ বিবাহেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার আশা করা যায় না। এর বাইরে কোনো সম্পর্ক থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর উচিত ভালো বন্ধু হিসেবে চলা। আমি একথা বুঝতে চাইনি যে স্ত্রীর জন্ম দেওয়া সন্তানটির পিতা তার স্বামী না হলেও বিবাহ সহজেই স্থায়ী হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদই বাঞ্ছনীয়। বিবাহ সম্পর্কে আমার বর্তমান ভাবনা কী, আমি জানি না। এই বিষয়ের প্রত্যেকটি সাধারণ তত্ত্বের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। সম্ভবত সহজ বিবাহবিচ্ছেদই কম ক্ষতিকর। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আমার কোনো বদ্ধমূল ধারণা নেই।

পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে আমি The Conquest of Happiness বইটি প্রকাশ করি। মানুষের অসুখী হবার মজ্জাগত কারণ দূর করার উপায়সংবলিত কিছু সাধারণ জ্ঞানের কথা রয়েছে এই বইটিতে। তিন স্তরের মানুষ বইটিকে তিনভাবে মূল্যায়ন করেছে। সাধারণ জীবনধারার লোকের জন্যই বইটি লেখা হয়েছিল। তাদের পছন্দ এই বইটি। ফলে বইটি বিক্রি হয়েছে প্রচুর। অপরদিকে উঁচু স্তরের পাঠকদের চোখে তা বাজারি বই, যা পেট চালাবার খাতিরে রচিত হয়েছে। পেশাদার মনোচিকিৎসকেরা আমার বইটির প্রশংসা করেছেন। আমি জানি না কাদের মূল্যায়ন সঠিক। আমি যা জানি তা এই যে বইটি এমন একসময় লেখা হয় যখন আমার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল। আমি তখন সুখের একটি সহনীয় স্তর বজায় রাখার জন্য একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

পরবর্তী কয়েক বছর আমি খুবই অসুখী ছিলাম। ওই সময় আমি যা লিখেছিলাম তা ছিল আমার মনের প্রকৃত অবস্থার কথা। এখন স্মৃতিতে ম্লান হয়ে যাওয়া অনেক জিনিসই লিখতে গেলে আগের মতো এত সঠিক হবে না।

ওই Hearst Press পত্রিকার জন্য আমি সপ্তাহে একটি করে রচনা লিখতাম। ১৯৩১ সালের ক্রিসমাস দিবসে আমি আটলান্টিক মহাসাগরে ছিলাম। আমেরিকায় আমার বক্তৃতা ট্যুর শেষে দেশে ফিরছিলাম। তাই আমি ওই সপ্তাহের রচনায় বিষয়বস্তু 'Christmas at Sea' নির্বাচন করি। আমার লিখিত নিবন্ধটি এই :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে এই দ্বিতীয়বার আমি ক্রিসমাস দিবসটি আটলান্টিক মহাসাগরে কাটাচ্ছি। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই অভিজ্ঞতাটিই আমার হয়েছিল। আমার সে সময়ের অনুভূতির সঙ্গে আমার বর্তমান অনুভূতির তুলনা করলে আমি বয়োবৃদ্ধির ব্যাপারটিই বুঝতে পারি।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি সদ্য বিবাহিত, নিঃসন্তান এবং খুবই সুখী ছিলাম এবং তখন আমি সফলতার আনন্দ ভোগ করতে শুরু করি। বাহ্যিক ক্ষমতা হিসেবে পরিবার আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে। বিশ্ব আমার কাছে এক দুঃসাহসিক অভিযানের ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থিত হয়। আমি চিন্তা করতে চাইতাম, বন্ধুদের খোঁজে বের করতাম, আবাসস্থল খুঁজে নিতাম। এসব কাজে ঐতিহ্য বা বয়োজ্যেষ্ঠ বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করতাম না, নির্ভর করতাম নিজের রুচির ওপর। একা দাঁড়ালেই নিজেকে শক্তিমান মনে হতো।

এখন আমি বুঝতে পারছি, আমি তখন জানতাম না যে আমার এই মনোভাব অত্যধিক জীবনীশক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমি দেখতে পাই সাগরে বড়দিনটি ছিল আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ। বড়দিনের আনন্দ যতটুকু সম্ভব উপভোগের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা ছিল জাহাজের নাবিকদের মধ্যে। জাহাজ প্রচণ্ড রকম দুলছিল। প্রতিটি দোলার সময় জাহাজের ট্রাংকগুলো বজ্রধ্বনির মতো শব্দ করে একদিক থেকে অন্যদিকে গড়াচ্ছিল। শব্দ যত বড় হচ্ছিল ততই আমার হাসি পাচ্ছিল। সবকিছুই ছিল বড় ধরনের তামাশা।

তারা বলে সময় মানুষকে পরিপক্ব করে তোলে। আমি বিশ্বাস করি না। সময় মানুষকে ভিতু মানুষে পরিণত করে। ভয় মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্ম দেয়। যখন আমি ভয় সম্পর্কে বলি, আমি মনে করি না তা কেবলই ব্যক্তিগত ভয়। মৃত্যুভয়, বার্ধক্যের ভয়, দারিদ্র্যের ভয় বা এরূপ দুর্ভাগ্যজনিত ঘটে যাওয়া কিছুর ভয়। অধিবিদ্যাগত ভয়ের কথাই আমি ভাবি। এই ভয়টি কোনো অশুভ শক্তির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের আত্মার জগতে ঢুকে যেতে পারে। বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা, ভালোবাসায় মানুষের মৃত্যু, নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে জ্ঞান গড়পরতা মানুষের স্বভাবের মধ্যে পড়ে থাকে।

আমার পঁয়ত্রিশ বছর আগের আটলান্টিক ভ্রমণের সময় এইসব অশুভ শক্তির অভিজ্ঞতা আমার অবচেতন মনের বৈশিষ্ট্য বদলে দিয়েছে। কেবল নৈতিক প্রচেষ্টায়ই আমার পক্ষে এখনো একা দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু তা অভিযাত্রা হিসেবে আনন্দদায়ক নয়। আমি আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গ, পরিবারের স্পর্শের উত্তাপ, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সমর্থন এবং মহান জাতীয় সদস্যপদ চাই। এইগুলো অতি সাধারণ মানুষের আনন্দ, অধিকাংশ মধ্যবয়সী মানুষ তা বড়দিনে উপভোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। এইগুলো দিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে দার্শনিকদের আলদা ভাবা যায় না। অপরদিকে এগুলো সাধারণ ব্যাপার হবার কারণে নিঃসঙ্গতাবোধ কমিয়ে দিতে খুবই কার্যকর।

সমুদ্রবক্ষে একসময়ের বড়দিনের আনন্দ আজ বেদনায় পরিণত হয়েছে। এটা সেই মানুষের একাকিত্বের প্রতীক যে একাই দাঁড়াতে চায় এবং দলগতভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহারের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি দিয়ে চলতে চায়। এরূপ অবস্থায় একটি বিষণ্ন মনোভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। তা এড়িয়ে চলা ঠিক নয়।

কিন্তু অন্যদিকেও কিছু বলা প্রয়োজন। অন্যান্য কোমল আনন্দের মতো পারিবারিক আনন্দও ইচ্ছাশক্তির ভিত ও সাহস নষ্ট করে দেয়। গতানুগতিক বড়দিনের পারিবারিক উত্তাপ দখিনা বায়ু এবং সমুদ্রের বুক চিরে সূর্যোদয় ভালো। মানুষের মূর্খতা দুর্নীতি এগুলোর সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারে না। মধ্যযুগের টলটলায়মান আদর্শকে শক্তি জোগাতে এগুলো এখনো বিদ্যমান।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩১

মানুষের অসুখী হবার বড় কারণ ভুলে থাকতে চাইলে তার জন্য যা ঘটে থাকে সে রকম আমিও আমার বিষণ্নতার নৈর্ব্যক্তিক কারণগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম। শতাব্দীর প্রথম দিকে আমার জীবন দুঃখকষ্টে ভরপুর হলেও একধরনের দার্শনিক মনোভাব আমাকে অতিমানবীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে সক্ষম করে তুলে। যখন জীবনে আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না তখন গণিত এবং আকাশের তারার মাঝে আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাই। কিন্তু আমার দর্শনের পরিবর্তন সান্ত্বনাবোধ লুট করে নিয়ে গেছে। এডিংটনের পদার্থবিদ্যার ব্যাখ্যা পড়ে আমি অত্যন্ত পীড়িত হই। তখন আমার মনে হয়েছিল যে অমরা যাকে প্রকৃতির নিয়ম বলি সেটা আসলে ভাষাগত বিবৃতি ছাড়া কিছু নয়। পদার্থবিদ্যা আসলে বহির্জগৎ নিয়ে কাজ করে না। এ কথাই আমি বিশ্বাস করতাম, বলছি না। তবে সেটা আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ছিল এবং আমার কল্পনার জগৎকে বারবার অধিকার করার চেষ্টা করত। এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে টেলিগ্রাফ হাউসের নির্জন কক্ষে আমি নৈরাশ্যজনক গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা

মধ্যরাতে একাকী টাওয়ারে বসে আমি বনভূমি, নিম্নভূমি, সাগর-আকাশের কথা ভাবছিলাম। এখন আমি চার জানালার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তাকাচ্ছি। আমি কেবলই নিজেকে অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে অথবা কুয়াশার ওপর অদ্ভুত স্বচ্ছতায় আমার ছায়াই দেখতে পাচ্ছি। তাতে কী? আগামীকাল ঘুম থেকে উঠে দেখব সূর্যোদয়ের ফলে বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমার ওপর যে মানসিক নেশা নেমে এসেছে তা কম সংক্ষিপ্ত। তা ঘুমের পরও চলে যাবে না। আগে আকাশের তারার উজ্জ্বলতা ও রাজকীয় শোভা যাত্রার বিপরীতে মানবজীবনের নিষ্ঠুরতা, হীনতা, মলিনতা, সংগীতে সমাধানকৃত সুরসংগতির অভাবের মতোই ক্ষুদ্র ব্যাপার বলে মনে হতো। মহাবিশ্বের সমাপ্তি হলে কী হতো ? এতদ্‌সত্ত্বেও এগুলোকে সুস্থির ও মহান মনে হয়। যে আত্মার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আসার প্রতিচ্ছবি দেখছিলাম তার চেয়ে এখন সবকিছু ছোট হয়ে গেছে। নীহারিকার আবর্তন, তারকারাজির জন্ম ও মৃত্যু আমার অনুভূতির গ্রন্থিত তুচ্ছ কাজের কল্পিত কাহিনির চেয়ে বেশি কিছু নয়। কখনো এত অন্ধকার ও সংকীর্ণ কূপ নির্মিত হয়নি, যাতে পদার্থবিদ্যার ছায়াময় রূপ আমাদের বন্দী করে রাখে। কারণ প্রত্যেক কারাবন্দিই বিশ্বাস করেছে যে তার দেয়ালগুলোর বাইরে একটি মুক্ত বিশ্ব রয়েছে। কিন্তু এখন পুরো বিশ্বই কারাগারস্বরূপ। এখন বাইরে রয়েছে অন্ধকার। যখন আমি মারা যাব তখন ভেতরেও অন্ধকার নেমে আসবে। কোনো উজ্জ্বলতা নেই, বিশালতা নেই। কেবল মুহূর্তকালের জন্য রয়েছে তুচ্ছতা, তারপর কিছুই নেই।

কেন এরূপ বিশ্বে বসবাস করা? কেনই বা মৃত্যু?

১৯৩১সালের মে এবং জুন মাসে আমার তখনকার সেক্রেটারি পেগ এডামকে দিয়ে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখিয়ে নেই ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই বইয়ের ভিত্তিও তার হাতে গড়া। আমি উপসংহার দিয়ে তা সমাপ্ত করেছি। আমার ব্যক্তিগত অসুখী হবার কথা বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করিনি। কেবল অধিবিদ্যাগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে আমার মোহমুক্তির কথাই উল্লেখ করেছি। আমি এখানে তা ঢুকিয়ে দিলাম। এর কারণ এই নয় যে আমার বর্তমান অনুভূতিই তা প্রকাশ করছে। বরং কারণ এই যে পরিবর্তশীল বিশ্বে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে বড় সমস্যাই এখানে প্রতিভাত হচ্ছে।

উপসংহার

চীন থেকে আসার পর আমি ব্যক্তিগত জীবনে সুখে ও শান্তিতে ছিলাম। আমি যেরূপ ধারণা করেছিলাম সে রকমই আমার ছেলেমেয়েদের থেকে আত্মতুষ্টি পেয়েছি। ব্যক্তিজীবনে আমি সুখী হলেও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিষাদময়। আমি দেখতে পাই, এ কথা বিশ্বাস করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে যে আমি ইতিঃপূর্বে যে আশা পোষণ করতাম তা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে। আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে চেষ্টা করছি। তাদের উপকারার্থে অর্থোপার্জনের সময় আমার নৈর্ব্যক্তিক হতাশা থেকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেছি। যৌবনের শুরু থেকেই আমি দুটো জিনিস মূল্যবান মনে করতাম : দয়া এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা। প্রথমে দুটোই কমবেশি স্পষ্ট ছিল। যখন নিজেকে বিজয়ী মনে হতো তখন পরিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তাভাবনার বিশ্বাসী হয়ে উঠতাম। এর বিপরীতে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দয়ায় বিশ্বাস করতাম। আস্তে আস্তে দুটো জিনিসই আমার অনুভূতিতে একত্রে আসতে থাকে। আমি দেখতে পাই যে অনেক অস্পষ্ট চিন্তাই নিষ্ঠুরতার অজুহাত হিসেবে দেখা দেয়। কুসংস্কারে বিশ্বাসই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। যুদ্ধ আমাকে মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। যুদ্ধ শেষ হলে এর প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশা করতাম। রাশিয়া আমাকে ভাবতে শিখায় যে সরকারের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে খুব কম আশাই করা যায়। কেবল শিশুদের ব্যাপারেই এর ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ভয়াবহ আকারে বিদ্যমান। একটি কোমল পদ্ধতির প্রস্তাবকারীর বিরুদ্ধে অনুভূত ভয়ংকর অবস্থা দেখে আমি হতবাক হয়ে পড়েছি।

দেশপ্রেমিক হিসেবে আমি ইংল্যান্ডের অধঃপতন দেখে আঘাত পেয়েছি। তবে আঘাতটি আংশিক, পূর্ণ আঘাত থেকে অনেক দূরে। বিগত সাড়ে চারশো বছরের ইংল্যান্ডের ইতিহাস আমার রক্তের মধ্যে। বিগত যুগের মূল্যবান গণসচেতনতা আমার ছেলের কাছে হস্তান্তর করার আমার সদিচ্ছা থাকা উচিত ছিল। যে ভবিষ্যৎ বিশ্ব আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে এ ধরনের ঐতিহ্যের স্থান নেই। আসন্ন বিষাদময় পরিস্থিতির অনুভূতি সব ধরনের কর্মকাণ্ডে একধরনের তুচ্ছতার মনোভাব জাগ্রত করে। এর কর্মক্ষেত্র হলো ইংল্যান্ড।

সমগ্র বিশ্বে যদি সভ্যতা টিকে থাকে তবে রাশিয়া বা আমেরিকার প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করবে। দুটোর যেকোনোটাই প্রভুত্ব লাভ করুক না কেন একটি আঁটসাঁট ব্যবস্থা জনগণকে এত পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রের অধীনস্ত করবে যে স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

এবং দর্শনের অবস্থা কী? আমার জীবনের সর্বোত্তম সময়টি আমি গণিতের নীতি বিষয়ের চর্চা করে কাটিয়েছি। প্রত্যাশা ছিল কোথাও বিশেষ জ্ঞানের অন্বেষণ করা। তিনটি বড় বই লেখা সত্ত্বেও পুরো প্রচেষ্টা ভেতরে ভেতরে সংশয় ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। অধিবিদ্যার ব্যাপারে যখন মোরের প্রভাবে আমি জার্মান আদর্শবাদ ছুড়ে ফেলে দিই তখন আমি এই বিশ্বাসের মধ্যে আনন্দ লাভ করি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটা বাস্তব। প্রধানত পদার্থবিদ্যার প্রভাবে এই আনন্দ একটু একটু করে ম্লান হতে থাকে। আমি বার্কলে থেকে একটি ভিন্ন অবস্থার দিকে ধাবিত হই। সে অবস্থানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ইংরেজদের সন্তুষ্টি ছিল না।

আমার জীবন পর্যালোচনা করে আমি দেখতে পাই যে তা ছিল নিষ্ফল। তা অবাস্তব আদর্শবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। যুদ্ধোত্তর বিশ্ব আমি অর্জনযোগ্য কোনো আদর্শ দেখতে পাইনি। যেসব বিষয় নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম ওইগুলোর বিবেচনায় বিশ্ব অন্ধকার যুগে ঢুকেছে বলে মনে হয়। রোমের পতন হলে সেইন্ট অগাস্টিন ওই যুগের এক বলশেভিক সেইন্ট অগাস্টিন নতুন প্রত্যাশায় সান্ত্বনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেতেন। কিন্তু আমার যুগের আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে তার যুগের চেয়ে জাস্টিনিয়ানের সময়ের অখ্রিষ্টান দার্শনিকের যুগের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। গিবনের বর্ণনায় পাওয়া যায় ওই দার্শনিকেরা পারস্যে আশ্রয় চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার অবস্থাদৃষ্টে তারা তীব্র বিরক্তি বোধ করেন এবং খ্রিষ্টানদের ধর্মান্ধতা সত্ত্বেও এথেন্সে ফিরে আসেন। একটি ব্যাপারে তারা আমার চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান। কেননা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাস দৃঢ় থেকে যায়। প্লেটোর মহত্ত্বে তারা সংশয়ের প্রশ্রয় দিতেন না। আমার দিক থেকে আমি দেখতে পাই আধুনিক চিন্তার মধ্যে অতি সাম্প্রতিক বড় ব্যবস্থার ক্ষয়কারী পদার্থ বিদ্যমান। আমি বিশ্বাস করি না যে আধুনিক দার্শনিকদের গঠনমূলক প্রচেষ্টায় এবং বিজ্ঞানের মানুষের আগমনী বৈধতা তাদের ধ্বংসাত্মক সমালোচনার সাথে যুক্ত হবে।

আমার কর্মকাণ্ড অভ্যাসের ফলেই চলমান রয়েছে। আমার দৈনিক অন্বেষণ ও আনন্দের মধ্যে যে হতাশা রয়েছে তা মানুষের সঙ্গ পেলে ভুলে যাই। কিন্তু আমি একাকী হলেও কোনো কাজ না থাকলে আমি নিজের কাছে গোপন রাখতে পারি না যে আমার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি এমন কোনো লক্ষ্যও দেখছি না যাতে আমি ভবিষ্যৎ জীবনের কয়েকটি বছর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যেতে পারি। আমি বিশাল কুয়াশাচ্ছন্ন নির্জনতার মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি যা থেকে কিছুই বেরিয়ে আসার নয়।

[২১ জুন, ১৯৩১]

AMARBOI.COM

চিঠি

জোসেফ কনরাড থেকে

Oswald
Bishopsbourne, kent
Oct. 23rd, 1922

প্রিয় রাসেল

যখন বইটি এখানে এসে পৌঁছে তখন আমরা কয়দিনের জন্য বাইরে ছিলাম। বইটির প্রাপ্তি সংবাদ সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি লেখার আগে বইটি পড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। দুর্ভাগ্যবশত কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে যায়, ফলে আমি চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে ওইসব ব্যাপারে একপক্ষকাল আচ্ছন্ন থাকি। সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত আমি বইটি খোলার চেষ্টা করিনি। দুটি উদ্বেগহীন দিন না পাওয়া পর্যন্ত বইটি খোলা সম্ভব ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সর্বদাই চীনাদের ভালোবাসতাম। আমি এরকম চীনাদেরও ভালোবাসতাম যারা আরও কিছু লোকের সঙ্গে মিলে আমাকে চেন্টাবুনের এক বাড়িতে হত্যা করতে চেয়েছিল। ব্যাংককে অবস্থানকালে এক রাত্রে যে লোকটি আমার সব টাকা চুরি করে, কিন্তু আমার কাপড়চোপড় পরিষ্কাররূপে ব্রাশ করে দিয়ে যায় পরবর্তী দিন পরব বলে তাকেও আমি ভালোবাসতাম। আমি অনেক চীনার কাছ থেকে অনেক করুণা পেয়েছি। তাছাড়া হোটেলের বারান্দায় তেং-এর সচিবের সঙ্গে বিকালবেলার অন্তরঙ্গ আলোচনা এবং The Heathen Chinee কবিতাটি পড়ার মাধ্যমে আমি চীনাদের সম্বন্ধে জেনেছি। কিন্তু চীনাদের সমস্যা সম্পর্কে আপনার চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি পড়ে আমি দেশটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিষ্প্রভ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করছি।

যে দেখতে চায় না সে আপনার প্রদর্শিত সত্য দেখতে পারে না। আপনি আমেরিকানদের সম্পর্কে আলোচনা করলে তা মানুষের আত্মাকে শীতল করে দেয়। চীন বা অন্য কোনো দেশের বেলা তা হবে ভয়ংকর। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের আগমনী বার্তাই একমাত্র আশার আলো বলায় আপনার বইয়ের গুরুত্ব আমার কাছে বেড়ে যায়। কারোর বই বা কারোর আলোচনায় এমন কিছুই দেখিনি যার ফলে এই মানুষ অধ্যুষিত বিশ্ব যে নিষ্ঠুরতা দিয়ে শাসিত হচ্ছে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক মুহূর্তের জন্য আমার মন বিদ্রোহী হতে পারে। মোটের ওপর ব্যবস্থাটির খুব বেশি দুর্বোধ্যও নয়, আবার সহজে সত্য বলে প্রতিভাত হওয়ার মতো নয়। কেবল দিবাস্বপ্ন হিসেবে তা উঁচু স্তরের নয়। তা একজন ক্ষুধার্ত মানুষের স্বপ্নের সাথেই তুলনীয় যার সামনে রয়েছে রাজকীয় খাবার, এবং এই খাবার টুপি পরিহিত মানুষ পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আমি জানি আমি কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করব আপনি তা চান না। চীনাদের ও আমাদের সবার মুক্তি আত্মা বদলে ফেলার মধ্যে। কিন্তু বিগত ২০০০ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ওই জিনিসটি আশা করার মধ্যে যথেষ্ট কারণ নেই। মানুষ উড়তে পারলে তা একটি বড় ধরনের উন্নতিই বলতে হয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে তা বড় ধরনের পরিবর্তন বোঝায় না। মানুষ ঈগল পাখির মতো উড়তে পারে না। বড়জোর সে পতঙ্গের মতো উড়তে পারে। আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, পতঙ্গের ওড়া কত কুৎসিত ও হাস্যকর।

চীনা চরিত্রের ওপর আপনি যে পরিচ্ছেদ লিখেছেন তা অতি চমৎকার। মানুষ তা-ই আপনার কাছ থেকে আশা করে। তা সম্পূর্ণ না-ও হতে পারে। আমি জানি না। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লিখেছেন বলে তা আমার কাছে ত্রুটিবিহীন মনে হয়। একে গ্রহণ করে নিতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কেননা বর্বরতার মাঝে সৌজন্যবোধ থাকবে তা আমি বিশ্বাস করি। আমি পুরো পাশবিকতা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদুঃখকাতরতার এবং দুর্নীতি ও ন্যায়পরায়ণতার সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। এই শেষের বিষয়ে আমি আপনাকে চিন্তা করার জন্য বলব যে ওইরূপ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। বিশ্বের অন্যান্য জাতির মানুষের চেয়ে কোনোভাবেই বেশি নয়। আমার সন্দেহ হয় যে চীনা দুর্নীতি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক : কেবল বেতন দেওয়ার একটি ব্যবস্থা। অবশ্যই তা ছিল বিপজ্জনক। ওই দিক দিয়ে সততায় রাজকীয় ফরমান সরকারের লোকদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু চীনারা প্রধানত ফরমানের সৃষ্টি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্য অপরিণামদর্শী সততা।

আপনার আরেকটি পরামর্শ আমাকে আতঙ্কিত করে তোলে। এর ফলে চীনাদের জন্য আমার করুণা জাগ্রত হয়। তা চীনাদের আমেরিকান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার চেয়েও বেশি। এটা একটি নির্বাচিত কাউন্সিলের ধারণার অনুরূপ। যদি দিনের আলোতে ঘোষিত সংবিধানের ওপর নির্ভর করা না যায়, তাহলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসায় বা শাস্তির জন্য একটি স্বনিয়োজিত এবং সম্ভবত গোপন সংস্থার ওপর কীভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে? যেহেতু এটা চিন্তা করা যায় না যে আপনি আত্মপ্রবঞ্চনা বা গৎবাঁধা নিয়মের দাস হতে পারেন, তাই আমি সংশয়ের সঙ্গে আপনার পরিকল্পনার প্রতিবাদ করছি। জগতে যথেষ্ট সম্মানবোধ, সদগুণাবলি এবং স্বার্থহীনতা নেই। তাই এরূপ একটা কাউন্সিল মানুষের নৈতিক, মানসিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তা হবে পারস্পরিক দোষারোপ ও ঈর্ষার কেন্দ্র। সেখানে থাকবে চিন্তার স্বাধীনতা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ। সাধারণত মানুষের মধ্য থেকে মাথা তুলে সমাজে দাঁড়াতে চায় এরূপ মানুষ এসব কাউন্সিলের সামনে নিরাপদ বোধ করবে না। ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সহায়ক শক্তি হিসেবে যারা থাকবে তাদের অধঃপতন অনিবার্য। আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন, ক্ষমতা থাকবে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য এজেন্ট থাকবে। অন্যথায় তা দেবদূতের একটি সমিতি হয়ে পড়বে। কিন্তু দেবদূতদের দ্বারা গঠিত হলে আমি এতে আস্থা স্থাপন করতে পারব না। উপবাস অবস্থায় চল্লিশ দিন ধ্যান করার পর বার্ট্রান্ড রাসেলও যদি এ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন করেন তার পরও আমি তা বিশ্বাস করতে পারব না। এত কথার পর এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছি।

আজ Times পত্রিকায় দেখলাম আপনার 'Problems of China' বইটির ওপর একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। এর ফলে আপনি আমার আক্রমণ সত্ত্বেও কিছুটা স্বস্তি ও সান্ত্বনা পাবেন। আমার আক্রমণটা আরও ভয়ংকর প্রকৃতির হতে পারত। কিন্তু আমি ভাবলাম, আমার বার্ধক্যের কারণে আপনি দেশ থেকে পালিয়ে যাবেন না বা পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এ কথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে একটা যন্ত্রণাদায়ক কাশি ও হতাশাবোধ আমার তেজস্বিতা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। এর কারণ খুঁজে পাই না এবং যে তেজস্বিতা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব বলে মনে হয় না। অধার্মিকতা, পীড়িত মনের অবস্থা ও মানুষের বোধশক্তির বাইরে একটি ব্যাপার এর মূলে কার্যকর রয়েছে। আমি চাই না এই বিষণ্ণতা নিয়ে আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। এটা পাগলের চলার পথ।

এইমাত্র আপনার একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটি লিখেছেন খাঁটি খ্রিষ্টানের নম্রতা দিয়ে। পাপিষ্ঠদের ক্ষমা করার আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। আপনার বাৎসল্য আমাকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু সংবাদপত্রের মান সম্পর্কে আপনার যে বিশ্বাস রয়েছে তার প্রতিবাদ করি। রিহার্সেলে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই আমার শহরে থাকা প্রয়োজন। ওই বাজে লোকটা কে হতে পারে যে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিল। গত বুধবার আমি মাত্র ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য এসেছিলাম। এই সপ্তাহেও আমাকে এক দিন থিয়েটারে আসতে হবে। আপনি সন্দেহ করবেন না যে সেই শিশুকে দেখার জন্য আমি আসতে চাচ্ছি না, যে শিশুর আবির্ভাব আমাদের ঘনিষ্ঠতার জন্ম দিয়েছে। আমি রাত্রে শহরে থাকতে চাই না। আসলে আমি ওটাকে ভয় করি। এটা কোনো তামাশা নয়। আবার এটাও ঠিক নয় যে আমি বাড়ির চূড়ায় উঠে চিৎকার করব। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সুবিধাজনক কোনো দিনে আপনাদের সকলকে দেখার জন্য সযত্নের ব্যবস্থা করব। ওকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। আপনার স্ত্রীর প্রতি আমার অনুভূতির উপযোগী যে সম্মান দেখানো উচিত সেটাই দেখাবেন। বর্ষীয়ান ও অযোগ্য লোকদের ক্ষমা করার অভ্যাস চালিয়ে যাবেন।

AMARBOI.COM

একান্তই আপনার

জোশেফ কনরাড।

এফ ফিলপট থেকে

Chelsea S.W.

14.11.22

প্রিয় স্যার

আমার কাছে পাঠানো কাগজপত্র আমি ফেরত পাঠাচ্ছি। একটা কাগজে আছে, 'চিন্তাশীল মানুষ কেন লেবার দলকে ভোট দেয়।' চিন্তা করুন, লেবার দলকে কেউই ভোট দেয় না, যারা কেবলই নিজেদের নাকের অগ্রভাগ দেখতে পায় তারাই লেবার দলকে ভোট দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার ফটো দেখে মনে হয় আপনি বেশি দিন আগে মায়ের কোল ছাড়েননি। সুতরাং আমি মনে করি, বাড়ি গিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করুন। চেলসিয়ায় নির্বাচকেরা একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষকে নির্বাচিত করতে চায়। আমার পরামর্শ, রাজনীতি থেকে সরে পড়ুন এবং অভিজ্ঞদের তা করতে দিন। ১৮৭০ সালে ফাঙ্কো-প্রুশিয়ো যুদ্ধ বা ১৮৭৬-৭৭ সালের রুশো-টার্কি যুদ্ধ স্মরণ করতে না পারলে বলতে হয় আপনার রাজনীতি করার বয়স হয়নি।

আমি ওই যুদ্ধগুলোর কথা স্মরণ করি। তা ছাড়া ১৮৬৬ সালের সাদোয়া যুদ্ধের কথাও স্মরণ করতে পারি।

তখন ইংল্যান্ডে অভিজ্ঞ লোকের অভাব ছিল না।

লর্ড ডার্বি এবং ডিজির মতো শাসক হিসেবে কাউকে পাব না।

আপনার

এফ. কিপার্ট।

সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন, ১৫ নভেম্বর, ১৯২২

চেলসিয়ার নির্বাচকদের প্রতি

শ্রদ্ধেয় স্যার/ম্যাডাম

চেলসিয়া শ্রমিকদলের কার্যকরী কমিটির আমন্ত্রণে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আমি আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমি অনেক বছর যাবৎ ইনডিপেন্টেন্ট লেবার পার্টির সদস্য। ২৬ অক্টোবর লেবার পার্টির ঘোষিত কর্মসূচির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে চার বছর যাবৎ ক্ষমতাসীন সরকার ইয়োরোপের জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুই করেনি। আমাদের ব্যবসা ঘাটতির মুখে। কারণ আমাদের ক্রেতারা ধ্বংস হয়েছে। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের এটাই প্রধান কারণ। প্রগতি পুনরায় অর্জন করতে হলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন একটি দৃঢ় ও বুদ্ধিজাত পররাষ্ট্রনীতি। তা পূর্ব ও মধ্য এশিয়াকে নতুন করে জাগিয়ে দেবে এবং তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে যাবার অজ্ঞ ও অশুভ অভিযান এড়িয়ে যাবে। কেবল শ্রমিকদলের পররাষ্ট্রনীতিটিই বুদ্ধিজাত। এটাই ব্রিটেনকে আরও ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। নতুন সরকারের সমর্থকদের বর্ণনা অনুযায়ী সরকারের অনুসৃত নতুন নীতি পুরাতন নীতি থেকে কোনো দিক দিয়েই পৃথক নয়। কোয়ালিশন সরকারের অযোগ্যতা সম্বন্ধে দেশবাসী সচেতন। এটি অনেক পুরনো ধাঁচের, এবং তা আজকের দিনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারের অযোগ্য। নতুন নীতি চাইলে নতুন নীতির উদ্ভাবনকারীও প্রয়োজন, পুরনো লোকের দ্বারা নতুন নীতি উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়।

কঠোর অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজন। কিন্তু তা ভাগ্যাহত মানুষের ক্ষতি করে বা শিক্ষা ও শিশুযত্নের ক্ষতি করে নয়। কারণ এগুলোর ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। ইরাক, চনক এবং অন্যান্য স্থানের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ইরাক ও চীনকে তা ছুড়ে ফেলা হয়েছে। ইরাক ও চনকের পথেই আমাদের অপচয় রোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

আমি মূলধনের ওপর কর আরোপের সমর্থক। খনি ও রেলপথের জাতীয়করণেরও সমর্থক। আমি মনে করি, এগুলোর ওপর শ্রমিকদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। ভবিষ্যতে এ জাতীয় শিল্পে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আশা করি।

গৃহায়ণ সমস্যার দিকে আরও আগেই মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। জমির মূল্যের ওপর ট্যাক্স ধার্য করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। এর ফলে দাম বাড়ার অপেক্ষা করে জমি খালি অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না। সরকারি সংস্থার পুঁজিবাদী মুনাফা গিল্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গৃহায়ণ ব্যবস্থার দ্বারাই আমাদের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

মহাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে আমরা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করতে পারি। এভাবে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। নিজেদের দোষত্রুটি ব্যতীতই অনেকেই বেকার রয়েছে এবং কষ্ট ভোগ করছে। এটা অন্যায়। এর জন্য আমি বেকারভাতা প্রদানের পক্ষপাতী।

পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিরাজিত পার্থক্যের মতো আইনে অন্যান্য সকল পার্থক্য দূর করা প্রয়োজন। পূর্ণবয়স্ক সফল মহিলা পুরুষের ভোটাধিকার থাকা উচিত।

যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে অব্যবস্থাপনার জন্যই আমাদের দেশ এবং গোটা পৃথিবী ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন। এসব বিপদ মোকাবিলা করার জন্য শ্রমিক দলের হাতে রয়েছে বুদ্ধিজাত নীতি। সর্বপ্রকার সহিংস বিপ্লবের আমি বিরোধিতা করি। আমি বুঝতে পেরেছি যে সাংবিধানিক পথেই কেবল রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ভালো কিছু অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু আমি অগ্রগতির কোনো পথ দেখছি না। রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমাগতভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে ইয়োরোপ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিতে হয়েছে। বিশ্বের আপামর জনসাধারণের জন্য শ্রমিকের বিজয় অপরিহার্য। এই বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে আমি ভোট চাচ্ছি।

বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন নিকোডের প্রতি ও নিকোড থেকে

France
15 June [1919]

প্রিয় রাসেল

আমরা আনন্দসহকারেই আসব। আমরা আপনাকে দেখতে পেলে খুশি হব। কত সুন্দর যে আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন।

আমি আপনাকে লিখিনি, কারণ আমি ভালো কিছু করছিলাম না এবং এই ব্যাপারে লজ্জিতও ছিলাম।

আপনার Jashu in War Time খুব আস্তে আস্তে La Forge-এ প্রকাশিত হচ্ছে। পরবর্তীতে বইয়ের আকারে তা প্রকাশিত হবে। আমার ভালো করা উচিত ছিল।

আমি কোনো কাজ করিনি, কেবলই পদার্থবিদ্যার কিছু জিনিস পড়েছি। আমি বাহ্যিক দুনিয়ার ভয়ংকর সময় নিয়ে চিন্তা করছি। কিন্তু কোনো পরিষ্কার ফলাফল পাচ্ছি না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে আমরা লুলওয়ার্থে আসব। আমরা কিছু সময় আপনার সাথে থাকতে পারব ভেবে উল্লাস বোধ করছি।

আপনার স্নেহভাজন
জিন নিকোড।

AMARBOI.COM

70, orerstrand Mansions
Prince of Wates Road
Battersea, S.W.11
2.10.21

প্রিয় নিকোড

আপনার প্রশ্নগুলো আমি হুয়াইটহেডের কাছে পাঠিয়েছি। আমি তার তত্ত্ব ভুলে গিয়েছি। আমি ভালোভাবে তা কখনো জানতাম না। তার উত্তর পেলেই আমি আপনাকে তা জানিয়ে দেব। আপনার বইটির কাজ শেষ হওয়া পথে জেনে সুখী হলাম। বইটি বের হয়ে গেলে আমাকে দেখতে দেবেন। আমার মৃত্যুর ঘোষণার বিষয়টি আমি জানি। ওটা ছিল বিরক্তিকর ব্যাপার ইংলিশ ও আমেরিকার খবরের কাগজেও তা বের হয়েছিল। বাস্তবে আমি এখন সুস্থ। জীবনের শেষ সীমায় না পৌঁছেও আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম–নিউমোনিয়া ছিল এর কারণ। তিন সপ্তাহ প্রলাপ বকেছি। সময় সম্পর্কে কিছু স্মরণ করতে পারছি না। কেবল মরুভূমিতে নিগ্রোদের গান গাওয়ার স্বপ্ন এবং কয়েকটি সংস্থায় আমার বক্তৃতা দেওয়ার স্বপ্নের কথাই আমার মনে পড়ছে। ডাক্তাররা আমাকে পরে বলেছিলেন : পীড়িত অবস্থায় আপনার আচরণ ছিল দার্শনিকের মতো। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে আপনি কৌতুক করতেন। এরূপ সম্মানজনক কথা আমি আর কখনো শুনিনি।

ডোরা ও আমি এখন বিবাহিত। আপনাকে দেখতে পেলে খুশি হব। আমরা লন্ডন আসছি।

আপনার স্নেহের
বার্ট্রান্ড রাসেল।
31 Sydney Street
London, S.W.3
13.9.23

প্রিয় নিকোড

বিগত আট মাস যাবৎ আপনাকে লিখব ভাবছি। কিন্তু লেখতে পারছি না। কিনস কি আপনার চিঠির উত্তর দিয়েছেন? তিনি এখন রাজনীতি ও অর্থোপার্জনে খুবই ব্যস্ত। আমার সন্দেহ হয়, তিনি কি কখনো সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভেবেছেন? তিনি অনেক ধন উপার্জন করেছেন। তিনি উদারনীতির সমর্থক। কিন্তু তিনি শ্রমিক নন।

Principia Mathematica পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। আমি এখন এর সূচনা লিখছি। ধরে নিই যে এই ধারণাগুলো সত্য কি না আমি জানি না। কিন্তু এগুলোর ফলাফল হিসাব করে বের করলে মূল্যবান মনে হয়।

খামে আবদ্ধ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কী ভাবছেন? আমি রচনা লেখার উদ্যোগ নিয়েছি। তারা ফরাসিদের অনুমতি পাবেন কি না জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জার্মান বা ইংরেজিতে লিখতে পারলে তারা হ্যাঁ বলে। তাদের জন্য আমার কাছে একটি রচনা পাঠাতে পারেন কি? আমার সাধ্যানুসারে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

আমরা ভালো আছি। ডোরার আরেকটি সন্তান/ লাভ করার প্রত্যাশা। আমাকে ভাষণ দেবার উদ্দেশ্যে তিন মাসের জন্য আমেরিকা যেতে হবে।

বিশ্ব ক্রমাগতভাবে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগে বসবাস করতে না পারা কতই না দুর্ভাগ্য। এখন ঈশ্বর টোকিওর ওপর হাত দিয়েছেন। এখনো যুদ্ধবাজদের শাস্তি দেননি। বেশি দেরি হওয়ার আগেই তারা তা সমান করে ফেলবে।

বার্ট্রান্ড রাসেল।

১৯ জুন ১৯২৪

শিকাগো Unity থেকে উদ্ধৃত

বার্ট্রান্ড রাসেল ইংল্যান্ড ফিরে গেছেন। তার মতো বিদেশির আমেরিকার সাড়া জাগানো সফর সমাপ্ত হয়েছে। রাসেল যেখানেই ভাষণ দিয়েছেন সেখানেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রোতারা প্রবল উৎসাহ নিয়ে তা শুনেছে। থিয়েটারের মতো অধিকাংশ সভাতে শ্রোতাদের জন্য একটা প্রবেশ মূল্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে মানুষের উপস্থিতিতে কোনো তারতম্য দেখা যায়নি। যে অডিটরিয়ামে তিনি উপস্থিত হয়েছেন সেখানেই নারী-পুরুষ দলে দলে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে সম্মান দেখানোর জন্য একটা হুড়োহুড়ি লেগে যেত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় বার্ট্রান্ড রাসেলের সফর খুবই সফল হয়েছে। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় সফরটি ব্যর্থ ও অবমাননাকর হয়েছে। একজন ইংল্যান্ডবাসী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এমন কী বার্তা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন যা শোনানোর জন্য বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে আমাদের সংবাদপত্র প্রায় নীরব ছিল। যখন রাসেল প্রেসিডেন্ট লয়েল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তখনই জোর গলায় কিছু বলার সুযোগ উপস্থিত হয় এবং তার নাম ও বক্তব্য পত্রিকায় তা প্রকাশ পেতে থাকে। যেসব সাময়িকী বিদেশ থেকে আসা কোটিপতি, অভিনেতা এমনকি সৈনিকের কথাও কলাম ভরে প্রকাশ করে তারা আজ বিখ্যাত দার্শনিক সম্পর্কে প্রায় কিছুই লিখে না। কিন্তু একমাত্র একটাই খারাপ ব্যাপার নয়। সংবাদপত্র থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকান। আধুনিক যুগের সবচেয়ে কর্মদক্ষ ও বিখ্যাত গাণিতিক দার্শনিক ও অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ ও অভিসন্দর্ভের লেখক– আর না হোক অন্তত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একজন বাগেন আমেরিকা এসেছিলেন। আমাদের দেশের কতটি কলেজ তাদের হলে বক্তৃতা দেবার জন্য তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে? ওদের কতটি তাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেছে? আমরা জানি, একমাত্র স্মিথ কলেজই একজন লেকচারার হিসেবে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আমরা অবশ্য এটাও জানি যে তিনি হার্ভার্ড ইউনিয়নেও গিয়েছিলেন। আসল কথা হলো তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমেরিকার শিক্ষা জগতের এ ধরনের কাপুরুষতা, অজ্ঞতা ও ভণ্ডামির এর চেয়ে প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা আর পাইনি।

9 Clarence Gate Garden

টি এস ইলিয়ট থেকে N.W.I

15.X.23

প্রিয় বার্টি

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। এ কথা জেনে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি যে আপনি 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' পছন্দ করেন, বিশেষত ৫ম অংশ, যা আমার মতে কেবল সবচেয়ে ভালো অংশই নয়, বরং একমাত্র যা পুরোটাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে। আপনি তা পছন্দ করেন এটা আমার কাছে অনেক কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে বলতেই হয় যে আঠারো মাস আগে, কোথাও এটি প্রকাশিত হওয়ার আগে, ডিভেন আশা করেছিলেন যে আমি তার MS আপনাকে পাঠিয়ে দিই। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে আপনি অল্প কিছু লোকদের মধ্যে অন্যতম যিনি এর মধ্যে কিছু দেখতে পাবেন। কিন্তু আমরা ভাবি যে আপনি আমাদের সঙ্গে কিছু করতে পছন্দ করবেন না। তবে এ কথা বলা নিরর্থক যে আমরা আপনাকে বাদ দিতে চেয়েছিলাম।

ভিডিয়েন ভয়ানকভাবে অসুস্থ। বসন্তে প্রায় মারাই যাচ্ছিলেন। অটোলিন আপনাকে সম্ভবত বলেছেন। তিনি সর্বদাই এর পর থেকে দেশে আছেন। তিনি ফিরে আসেননি।

ভোজ করা আমার পক্ষে খুব কঠিন। কিন্তু আমি কি শনিবারে আপনার সঙ্গে চা খেতে আসতে পারি? আমি অনেকবারই আপনার সম্পর্কে চিন্তা করেছি। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আপনার
টি এস ইলিয়ট।

AMARBOI.COM

50 Cleveland Square
London, W.2
8 June, 1925.

আমার ভাই ফ্র্যাংক থেকে

প্রিয় বাটি

শুক্রবারে আমি অগাথা ফুপুর সাথে দুপুরে খেয়েছি। এখন তিনি আগের চেয়ে বেশি বিরক্তিকর। শুরুতে তাকে ভালো মনে হয়েছিল। তিনি এলিস সম্পর্কে বলেছিলেন। সে তোমাকে এখনো ভালোবাসে এবং তুমি তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে কত দৃঢ় ছিলে? তিনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলেন যাতে আমি তাকে মনে করিয়ে দিই যে তার মধ্যে পেমব্রুক নিবাসের বাসিন্দাদের মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যে বিষয়ে পুরোপুরি অংশ নিয়েছিলেন তা হলো তুমি ছিলে এক নির্দোষ যুবক এবং সর্বদাই এক কুচক্রী মহিলা তোমাকে তাড়া করছিল। তারপর তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কথা বললেন। ডোরার প্রতি তার অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেল। আমি তাকে বলতে বাধ্য হলাম পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবতীর জন্য কোনো নির্দেশনা জারি করার অধিকার তেয়াত্তর বছর বয়সী কোনো মহিলার নেই। তিনি বললেন, তিনিও একসময় পঁচিশ বছরের যুবতী মেয়ে ছিলেন কিন্তু কোনো সময়ই না বলার সাহস করেননি। তার কথাবার্তা কত উত্তেজনাকর তা তুমি বুঝতে পার। তারপর তিনি এলিজাবেথ ও তোমাকে নিয়ে কুৎসামূলক কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চেষ্টা করলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এলিজাবেথকে ভালোবাস ও তার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা কর। তিনি আসলেই জঘন্য প্রকৃতির বৃদ্ধ মহিলা।

তার কথায় আমার যে প্রতিক্রিয়া জন্মেছিল তা দূর করার জন্য বাসায় ফিরে তিনটি বই পড়লাম। এই বইগুলো ইতিঃপূর্বে দেখিনি। বই তিনিটি হলো : Daedalus, Iearus, এবং Hypatia। Halden-এর লেখা 'Test Tube Mothers'' পড়ে কেঁপে উঠি। আমি আসরের গান পছন্দ করি। ডোরার বই থেকে যা পড়ছি সেটাই আমার ভালো লেগেছে। ওটা আরও যত্ন করে পড়ার ইচ্ছা আছে।

তুমি ডোরাকে বলবে যে ফেরিয়ানদের কাছে যেতে আমার মোটেও আগ্রহ নেই। কারণ এতে আমি বিরক্তিবোধ করব। আশা করি সে আমার কাছে এ জন্য আর কোনো লোক পাঠাবে না। ডোরা বলছে তুমি মোটা হয়ে গেছ। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল এটা বিবেচনার কোনো বিষয় নয়। আমার একটি ক্ষীণ ধারণা হয়েছিল যে তুমি এখন আর কোনো দার্শনিক নও। আবার ভাবলাম শিক্ষার ওপর বই লেখতে গিয়ে তোমার এরূপ অবস্থা হয়েছে।

ডরোথি রিঞ্চ তোমার সাথে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে দেখা করতে আসবে। আমি ওকে নিজেই গাড়িতে করে দিয়ে যাব। যে সময়টার কথা সে বলেছে তা আগস্ট মাসে ব্যাংকের ছুটির অব্যবহিত পর। তখন তোমার সময় থাকলে আমার জন্য ও তা উপযোগী হবে। তুমি জেনে আনন্দিত হবে যে আমি এ বছরই British Association-এ সভায় যাচ্ছি। এটা Southampton-এ হবে। আমার জন্য খুবই ভালো হবে।

তোমার শুভার্থী
রাসেল।

বিখ্যাত গণিতবিদ ম্যাক্স নিউম্যান থেকে

24th April 1928

প্রিয় নিউম্যান

Mand পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে আপনার লিখিত রচনার ছাপা কপি পাঠিয়ে দেবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি প্রবন্ধটি প্রবল আগ্রহ ও কিছুটা হতাশার সাথে পড়েছি। আপনি স্পষ্ট করেছেন যে কেবল গঠন প্রকৃতি ছাড়া বাস্তব বিশ্ব সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না– এরূপ বর্ণনা একটি মিথ্যা অথবা তুচ্ছ ব্যাপার। এই বিষয়টি আমি লক্ষ করতে পারিনি বলে লজ্জিত।

এটা অবশ্য স্পষ্ট যে বাস্তব জগতের কার্যকরী বর্ণনায় গঠন-প্রকৃতির বর্ণনার একটি প্রবণতা থাকলে তা অবশ্যই হবে একটি অঙ্কবাচক সংখ্যা। আপনার রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে আমি বাস্তবে যা বলেছিলাম তা বলার ইচ্ছা করিনি। আঙ্গিক গঠন ছাড়া বস্তুজগতের কিছুই জানা নেই। সর্বদাই ধারণাগত বিশ্বের স্থানকালগত ধারণা আমার ছিল। অর্থাৎ আমি মনে করতাম যে প্রত্যক্ষণগত বস্তু ও অপ্রত্যক্ষগত বস্তুর মধ্যে একটি সময়ানুবর্তিতার সম্পর্ক থাকতে পারে। কেউ সীমিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সমকালীন দুটো ঘটনার একটি থেকে অন্যটিতে যেতে পারেন। সহ-সময়ানুবর্তিতাকে আমি মনে করি একটি সম্পর্ক যা ধারণাগুলোর মধ্যে থাকবে। তা আপনা-আপনিই বোধগম্য হয়।

সময়ানুবর্তিতাকে এককভাবে কতটুকু স্বীকার করে নিলে আমি আপনার সমালোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম– তা চিন্তা করার সময় আমার এখনো নেই। অথবা আমার অধিবিদ্যাগত দর্শনের সত্যতা কতটুকু দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি যা বুঝতে পেরেছি তা ছিল প্রত্যক্ষগত ও অপ্রত্যক্ষগত বস্তুর দেশকালগত ধারাবাহিকতা। আমার চিন্তায় তা এত বেশি স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়েছে যে আমার বর্ণনায় সেগুলো যে অস্বীকার করা হয়েছে তা বুঝতেই পারিনি।

এবার এ ব্যাপারে সঠিক মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি যদি আমাকে জানাতে পারেন তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার কি এ ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে যা কেবলই নেতিবাচক। কেননা আপনার রচনা থেকে আপনার অবস্থান বোঝা যায়নি। আপনার সঙ্গে আলোচনা থেকে আমার মনে হয়েছে যে আপনি Phenomentism-এর পক্ষে। তবে আপনি কীভাবে নিশ্চিত হতে পারেন তা জানি না।

আন্তরিকভাবে আপনার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

AMARBOI.COM

হেরল্ড জে লাস্কিকে

12 May 1928

প্রিয় লাস্কি

এই টার্মে সক্রেটিক সমাজে আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব না, যদিও এরূপ দেওয়া আমার উচিত বলে মনে করি। কিন্তু সত্য ব্যাপার এই যে আমি ব্যস্ততার জন্য মূল্যবান ধারণা লাভ করতে পারব না। মিসেস এডিও আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে তিনি ব্যস্ততার জন্য দ্বিতীয় অবতার হতে পারবেন না।

আমি মোটেই বিস্মিত নই যে সহজে ছিন্ন করা যায় এরূপ অস্থায়ী বিবাহের পক্ষে বেন্থাম তার অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ধরনের কল্পনা কেউ করতেই পারেন। বইয়ের অধিত অংশ চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহারযোগ্য একটি পুরনো এনভেলাপ থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার জন্মের সময় আমার পিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেন্থামের Table of the Sprits of Action পড়ছিলেন। এটা আমাকে বেন্থামের মতো ধারণার প্রভাবিত করে ফেলে। কেননা সর্বদাই ভাবতাম তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিন্তু আমার মধ্যে স্কুলশিক্ষক হিসেবে একটি মনোভাব জন্ম নেয় যা অনেকটা প্লেটোর মতো। যদি কোনো আন্তর্জাতিক সরকার থাকত তাহলে পরিবারপ্রথা সমূলে উৎপাটন করার জন্য শক্ত অবস্থান নিতে পারতাম। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় মানুষ তারও বেশি প্রেশপ্রেমী হয়ে পড়বে।

আপনার বন্ধুপ্রতিম
রার্ট্রান্ড রাসেল।

এইচ জে ওয়েলস-এর নিকট

24th May 28

প্রিয় এইচজে

The Open Conspiracy-এর ওপর লিখিত আপনার বইটি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি মনোযোগের সাথে বইটি পড়েছি। এটি ছাড়া কোনো বিষয় আমার জানা নেই যার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারি। Provinder Island সম্পর্কে আপনার লিখিত গল্পটি ভালো লেগেছে। আমার মনে হয় আমি আপনার চেয়ে একটু কম আশাবাদী। যুদ্ধের সময় অধিকাংশ মানুষের মতের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান নেওয়া এবং এ জন্য নিজেকে অসহায় মনে হওয়ার মধ্যে এর মূল কারণ থাকতে পারে।

আপনি Open Conspiracy-র মধ্যে বিজ্ঞানীদের যোগ দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু এর জন্য আপনি কোনো বিজ্ঞান পাবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য আইনস্টাইনের কথা ভিন্ন। আমি স্বীকার করি ব্যতিক্রমটা একেবারে গুরুত্বহীন নয়। এ দেশের অন্যান্য সবার নাইট উপাধি পাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। ফ্রান্সে তারা Membres de institute হবার আশা করেন। অন্যান্য দেশেরও এরকম হবে। নবীনদের মধ্য থেকে কম বিজ্ঞানী আপনার সমর্থনে এগিয়ে আসবে। জুলিয়ান হাক্সলি বিশপদের সাথে তার সম্পর্ক ছেড়ে দেবেন না। হালডেন যুদ্ধ-পরবর্তী আনন্দ উপভোগ করা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না।

স্কুল ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার বক্তব্যও আমি আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। শিশুদের স্বার্থে গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনকে সম্প্রদায়ের মতো বিভক্ত করা' এবং 'পরিবারকে এক-এক শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করায়' কথাও বলেছেন। এরকম উপলব্ধি থেকে আমরা Beacon High School স্থাপন করেছি। আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে যারা এরূপ ধারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোষণ করেন তাদের সন্তানদের জ্ঞান ও সংস্কারের পথে বাধাদানকারী সবকিছুর প্রভাব থেকে বিরত রাখা উচিত।

এটা আমাকে এমন এক বিষয়ের সন্ধান দিয়েছে যেখানে আমাকে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু আপনার বইটি পড়ার পূর্বে আমি আপনাকে লেখার সিদ্ধান্ত নিই। এই স্কুলে বছরে আমার খরচের পরিমাণ ২০০০ পাউন্ড। আমার আয়ের প্রায় পুরোটাই চলে যায়। আমি মনে করি না যে তা ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতার জন্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সব পরীক্ষণীয় স্কুল এবং আমার শোনা সব স্কুলই ব্যয়বহুল। আমার আয়ও ঝুঁকিপূর্ণ। তা আমেরিকানদের রুচির ওপর নির্ভর করে যা পরিবর্তনশীল। স্কুলটি চালিয়ে নিতে আমি অনিশ্চয়তা বোধ করছি। এটা চালিয়ে নিতে হলে বছরে ১০০০ পাউন্ডের অনুদান প্রয়োজন। এই পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করে দিতে আপনি ইচ্ছুক হবেন কি না, আমি তা নিয়ে ভাবছি। এটা সরাসরি নিলে অথবা ধনাঢ্য আমেরিকানদের প্রভাবিত করে আবেদন রাখার মাধ্যম করতে পারেন। আপনি এ জাতীয় কিছু বিবেচনা করছেন কি না জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। ডোরার ও আমার লেখা একটা আবেদন আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন। একটি নিরপেক্ষ কলমের লেখা আবেদনের চেয়ে এর কার্যকারিতা কম হবে।

আমরা এখানে যা করছি তার গুরুত্বের ওপর আমি খুবই বিশ্বাস করি। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা বাক্য বলতে হলে আমি বলব এর শক্তিশালী অবস্থানের ক্ষতি না করে মানুষকে উদ্যোগী হবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ভয় থেকে মূর্খতা জন্ম নেয় এবং মূর্খতা থেকে মানসিক বিপত্তি। ছেলেমেয়েদের থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করছি তাই আমাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে নিশ্চয়তা বিধান করছে। বিজ্ঞানে তাদের আগ্রহ আবেগজাত এবং বুদ্ধিজাত দুই-ই। এই বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের জানার প্রত্যাশা অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পড়ে, কিন্তু জানার প্রতি শিশুদের কৌতূহলের ওপর বাধা তাদের প্রত্যাশা নষ্ট করে দেয়। আমরা ছোট পরিসরে একটি পরীক্ষা করতে পারি, কিন্তু আমি নিশ্চয়তা সহকারে আশা করি যে এই ফলাফল খুব গুরুত্ব বহন করবে। আপনি বুঝতে পারবেন যে অন্য কোনো শিক্ষার-সংস্কারক কদাচই বুদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেবেন।

প্রতিবাদী স্কুলশিক্ষক এ এক নীল থেকে

Summerhill
Lyme Regis, Dorset
23.2.26

প্রিয় মি. রাসেল

দুজন মানুষ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে কোনো বিষয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়– তা ভেবে আশ্চর্য হই। আপনার ও আমার বই দুটি একটি অপরটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিপূরক। যে পার্থক্য আমাদের দুজনের মধ্যে দেখা যায় তা আমাদের দুজনের মানসিক গঠন থেকে উদ্ভূত হয়। আমি দেখি যে আপনি হাতের কাজ সম্পর্কে অল্পই বলেছেন বা কিছুই বলেননি। সর্বদা হাতের কাজই আমার শখ। আপনার সন্তানরা আপনাকে আকাশের তারা সম্পর্কে প্রশ্ন করে কিন্তু আমার ছাত্রীরা, আমাকে জিজ্ঞাসার করে ইস্পাত ও স্ক্রু সম্পর্কে। সম্ভবত শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনার চেয়ে আমার কাছে আবেগের গুরুত্ব বেশি।

আপনার বইটি আমি আগ্রহ সহকারে পড়েছি। আমি দেখতে পাই আমাদের মতপার্থক্য খুবই কম। শিশুদের সমুদ্রভীতি দূর করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করি না। যে শিশু মনের দিক থেকে অন্তর্মুখী তার মনে এ চিন্তা আসতে পারে, 'আমার মা আমাকে জলে ডুবিয়ে মারতে চান।' এখানে আমার বিশেষ মানসিকতা ক্রিয়াশীল। মনোরোগীদের ব্যাপারগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার এই অবস্থা হয়েছে।

শৈশবের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে আমার সরাসরি কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমি এখনো অবিবাহিত। একেবারে ছোট শিশুদের সম্পর্কে আপনার পরামর্শ খুবই চমৎকার। যৌনশিক্ষা ও স্বমেহন সম্পর্কেও আপনার দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকার। আপনি বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে কেউ এর জন্য ব্যথিত না হয়।

মন্টেসরি সম্পর্কে আপনার উৎসাহে আমি অংশ নিতে পারি না। কঠোর নৈতিক লক্ষ্য নিয়ে মহিলা পাদ্রি যে ব্যবস্থা অনুসরণ করেন তার সঙ্গেও আমি একমত নই। তার শৃঙ্খলাপরায়ণতায় মনে হয় পাপের নিন্দাসূচক মনোভাব প্রকাশ পায়। তা ছাড়া শৃঙ্খলাপরায়ণতার মনে হয় পাপের নিন্দাসূচক মনোভাব প্রকাশ পায়। তার মাঝে আমি কোনো সদ্‌গুণ দেখি না। আমার সাধারণ কাজকর্ম সব সময়ই অগোছালো, কিন্তু হাতের কাজে তা নয়। আমার ছাত্ররা কৈশোরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্খলাবোধের ব্যাপারে আগ্রহী হয় না। আপনি দেখতে পাবেন পাঁচ বছর বয়সী শিশুর কাছে মন্টেসরি যন্ত্রপাতির কোনো প্রয়োজন নেই। একটি ট্রেন বানাতে এই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন না কেন? কয়েক বছর আগে মন্টেসরির প্রধান সহযোগী ম্যাডাম মার্কনির সাথে এ নিয়ে আমার আলাপ হয়। শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের ভয়ংকর মনোভাব কি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত করে না? সর্বোপরি ট্রেন হলো একটি বাস্তবতা, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম। আমি কৃত্রিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি না। আমার স্কুলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে বই, হাতিয়ার, টেস্টটিউব, কম্পাস। মন্টেসরি শিশুকে নির্দেশ দিতে চান। কিন্তু আমি চাই না।

আবার সমুদ্রভীতির কথায় আসি। আমার এখানে দুটো ছেলে আছে। তারা জলে ডুব দিতে চায় না। একটা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যার বয়স নয় বছর। আরেকটি এগারো বছর বয়সের অন্তর্মুখী অত্যন্ত ভিতু একটি শিশু। আমি অন্য শিশুদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি তারা যেন এই দুজনকে সমুদ্র সম্বন্ধে কিছু না বলে, বিদ্রুপ না করে এবং ডুব দিয়ে স্নান করতে পীড়াপীড়ি না করে। তারা নিজেদের ইচ্ছায় স্নান করতে এগিয়ে এলে ভিন্ন কথা। আমার নিজ গ্রামে আমার এক বন্ধু আছেন। নাম ডোভিট্। বয়স ৮৯বছর। তিনি জীবনে কোনো দিন জলে ডুব দিয়ে স্নান করেননি।

শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো সম্পর্কে হোমার লেনের মতবাদ জানতে আপনি আগ্রহী হবেন। চাহিবামাত্র শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হোমার সমর্থন করতেন। মায়ের বুকের দুধের দুটো উপাদান রয়েছে– আনন্দ ও পুষ্টি। টাইম টেবিল শিশু (যে শিশুকে সময় মতো বুকের দুধ খাওয়ানো হয়) উভয় উপাদানই পুঞ্জীভূত করে। দুধ খাওয়া শুরু হলেই শিশুর আনন্দ চলে যায়, এবং উত্তেজনার চরম মুহূর্তে সে পরম তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু পুষ্টি চাহিদাটি পূরণ হয় না। তিনি মনে করেন যে অপুষ্টিজনিত অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে এই বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে শিশুর পুষ্টিচাহিদা পূরণের আগেই তার দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

আপনার বইটি আমার আগ্রহের বিষয়। এতে রয়েছে পাণ্ডিত্যবোধের ছোঁয়া। কারণ যিনি বইটি লিখেছেন তার রয়েছে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের জ্ঞান। এই দুটি জ্ঞানের কোনোটিই আমার মধ্যে নেই। মনে হয় অন্ধ উপলব্ধি থেকেই আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে শিক্ষা সম্পর্কে আমরা একই দার্শনিক তত্ত্বে পৌঁছেছি। আজকালের একমাত্র সম্ভাব্য দর্শন এটিই। কিন্তু ইটন থেকে এল সি সি পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোর ওপর যে আক্রমণ চলছে তার বিরুদ্ধে আমরা কার্যকর কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না। পিতামাতাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

আমার প্রধান সমস্যা এই মা বাবারা। আমার ছাত্ররা অজ্ঞ ও বর্বর মা বাবাদের সন্তান। আমার অনেক ভয় হয়। কারণ আমার বই থেকে আঘাত পেয়ে আমার দু-একটি ছাত্রের মা বাবারা তাদের সন্তানদের আমার স্কুল থেকে নিয়ে যেতে পারে। এরূপ ঘটলে ব্যাপারটি দুঃখজনক বলতে হবে।

যাক, আপনার বইয়ের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এটিই শিক্ষার ওপর একমাত্র বই যা পড়ার পর বিরূপ মন্তব্য করতে হয়নি। অন্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার নামে নীতিকথা।

একটি সতর্ক বার্তা সর্বদাই এরকম সম্ভাবনা রয়েছে যে একদিন আপনার ছেলে প্রিমরোজ লিগে যোগদান করতে চাইবে। সম্ভাবনাটি কোটি ভাগের এক ভাগ। কিন্তু আমাদের এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে যে মানবপ্রকৃতির এখনো কার্যকারণ সম্পর্কের ছাঁচে মানানসই হয়নি। ভবিষ্যতেও কোনো দিন মানানসই হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি মোটরযোগে আপনার কর্নওয়ালের বাড়িতে আসলে একটু থেমে আমাদের দেখে যাবেন।

আপনার

এ এস নীল।

Summerhill School

Leiston, Suffolk

18.12.30

প্রিয় রাসেল

আপনার কি কোনো রাজনৈতিক প্রভাব আছে?

শ্রম মন্ত্রণালয় আমাকে ফরাসি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য একজন ফরাসি শিক্ষক নিয়োগ করার অনুমতি দিচ্ছে না। যে ছেলেটিকে আমি নিয়োগ দিতে চাই সে আমার সাথেই আছে। তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার সমস্যা সৃষ্টিকারী ছেলেমেয়েদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার যথেষ্ট যোগ্যতা তার রয়েছে। অন্যান্য স্কুলে ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য স্থানীয় মানুষদের থেকেই শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। আমার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে ওই বিভাগের কী অধিকার আছে। আমি ওই বিভাগে লোকটির পুরো বিবরণ পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে কেন প্রয়োজন। নির্বোধেরা উত্তরে জানিয়েছে : 'কিন্তু বিভাগটি সন্তুষ্ট হতে পারেনি যে কোনো ব্রিটিশ নাগরিককে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষিত করা যায়নি।'

আপনার কি কোনো রাজনৈতিক বন্ধু আছেন যিনি এই বিভাগ নিয়ন্ত্রণকারী মূর্খদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন? আমি এখন পাগল প্রায়।

আমি জর্জ লেন্সকারীকে জানি। কিন্তু তার কাছে যেতে দ্বিধাবোধ করছি, কারণ নিজের বিভাগের অনেক কাজ নিয়েই তিনি ব্যস্ত আছেন।

আপনার

এ এস নীল।

20th Dec. 30

প্রিয় নীল

আপনি যা লিখেছেন তাতে ব্যাপারটি জঘন্য মনে হচ্ছে। আমি ট্রেভেলিয়ন ও মিস বনফিল্ডকে লিখেছি। সঙ্গে আপনার চিঠিগুলোর কপিও পাঠিয়ে দিয়েছি।

আমার আশঙ্কা যে আপনি দরখাস্তে মনঃসমীক্ষণের কথাটি লিখেছিলেন। হোমার লেনের ব্যাপারটি থেকে আপনি জানেন যে পুলিশ মনঃসমীক্ষণকে অপরাধের একটি ছদ্মবেশী প্রবণতা বলে মনে করে। কেবল যে যুক্তিটি আপনি উপস্থাপন করবেন তা হলো ইংরেজদের চেয়ে ফরাসিরাই ফরাসি ভাষা ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানে। বিভাগ আপনার সম্পর্কে যত বেশি খোঁজ নেবে ততই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। চাতুরী ও শঠতা ছাড়া কাউকেই এ দেশে ভালো কিছু করতে দেওয়া হয় না।

আপনারই
বার্ট্রান্ড রাসেল।

চার্লস ট্রেভেলিয়নকে

20th Dec.30

প্রিয় ট্রেভেলিয়ন

সম্ভবত তুমি জানো যে Suffolk, Leiston-এ অবস্থিত Summerhill School-এর শিক্ষক এ এস নীল শিক্ষাজগতে একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি প্রথাগত পদ্ধতিতে পরিচালিত স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সেখান থেকে তিনি আমাদের সময়ের মৌলিক ও সফল উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তিনি আমাকে লিখেছেন তার স্কুলে ফরাসি ভাষা শেখানোর জন্য একজন ফরাসিকে নিয়োজিত রাখার অনুমতি দানে শ্রম মন্ত্রণালয় আপত্তি করেছে। বর্তমানে তার স্কুলে একজন ফরাসি শিক্ষক আছেন। তিনি চান সেই ফরাসি শিক্ষকই তার স্কুলে থেকে যাবেন। শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইংরেজরাও ফরাসি ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে পারে, তাই ফরাসি শিক্ষকদের সেখানে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

আমার ধারণা, তুমিও এ ধরনের ব্যাপার সহ্য করে নেবে না। আমি জানি শিক্ষা বিভাগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমার বিভাগের আওতায় আসে না। পুলিশই এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। শিক্ষকতার কাজে কোনো বিদেশির প্রয়োজন আছে কি না সেই প্রশ্নে পুলিশের পরামর্শই গ্রহণ করা হয়। যে নীতিমালার অনুসরণ করে Alien Act প্রয়োগ করা হয় তা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে প্রয়োগ করা না হলে পাশ্চাত্য জগৎ গ্রিক ভাষার কিছুই জানত না এবং রেনেসাঁও ঘটত না।

যদিও বিষয়টি তোমার বিভাগের আওতাবহির্ভূত তবু তোমার কোনো কথায় শ্রম মন্ত্রণালয় তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে। এ এস নীল একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ব্রিটিশ সরকারের একজন কর্মকর্তাকে সভ্য জগতের সামনে বিদ্রুপাত্মকভাবে তুলে ধরবেন এই চিন্তাটাও আমি ঘৃণা করি। সমস্যাটি সমাধানের কিছু করতে পারলে আমি উৎকণ্ঠা থেকে বেঁচে যেতে পারি।

তোমার অত্যন্ত আন্তরিক
বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Sammerhill School
Leistor, Suffolk
22.12.30

প্রিয় রাসেল

কী ভালো মানুষ! এই উপকরণই শিশুদের দিতে হয়। ফলাফল যা-ই হোক। আপনাকে ধন্যবাদ। আমি তাদের কাছে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে লিখিনি। আমি নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেছিলাম। তারাই আমাকে লিখেছিল ফরাসি ভাষার কোনো ব্রিটিশ অথবা এ দেশে বসবাসরত কোনো বিদেশি শিক্ষক খুঁজে বের করতে আমি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম সে সম্পর্কে। আমি তাদের বলেছিলাম, আমি একজন ফরাসিকেই চাই। অর্থহীন গালি দেওয়ার মতো ফরাসি ভাষার পারদর্শী কাউকে দিয়ে আমার কাজ হবে না। আমি তাদের আরও বলেছিলাম যে আমার স্কুলটি মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞাননির্ভর প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল। ফলে এখানে একজন শিক্ষককে কেবল নিজের বিষয় জানলেই হবে না, তাকে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়েও পারদর্শী হতে হবে যাতে শিশুদের কায়দা করে সঠিক পথে চালাতে পারেন।

আপনি যাকে Bumbledom বলছে সেটা ছাড়াও আমি মনে করি প্রাইভেট স্কুলগুলো সম্পর্কে ট্রাভেলিয়ন কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন নিয়েও লড়াই হবে। যেসব নির্বোধ ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে তারা শুধু জানতে চায় টমি কেন পড়তে পারে না। আমার স্কুলে কোনো ইন্সপেক্টর এলে কলিন নামে ছয় বছরের ছেলে তাকে 'Who the fucking hell are you?' বলে অভ্যর্থনা জানাবে। সরকারকে দূরে রাখার জন্যই আমাদের এরূপ করতে হবে।

পরবর্তী সময়ে কী ঘটে তা আপনাকে জানাব। অশেষ ধন্যবাদ।

আপনার
এ এস নীল।

Leiston
31.12.30

প্রিয় রাসেল

আপনি কাজটি করে দিয়েছেন। শ্রম মন্ত্রণালয়ের পত্রটি একটি জঘন্য কাগজ। পত্রের লেখক অফিসের একটি জঘন্য অবস্থান থেকে পত্রটি লিখেছে। ঘৃণার প্রশস্তিতে লেখা একটি স্তোত্রগীতির মতো আমার কানে বাজে।

পত্রে দেওয়া শর্তগুলো আমি জেনে নিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে একটা চড় দেওয়ার অনুভূতি বোধ করছি। এটাই ব্যুরোক্র্যাটদের সম্পর্কে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি ভুলে যেতে পারছি যে একটি যন্ত্রের সঙ্গে আমার অফিশিয়াল সম্পর্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রাইভেট স্কুল-সম্পর্কিত কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমি আবারও আপনার সাথে যোগাযোগ করব। তারা গবেট প্রবীণ শিক্ষাবিদদের (Bedley Co) বিশেষজ্ঞ হিসেবে আহ্বান করবে। আপনার মতো তেজোদীপ্ত মানুষ এরূপ বিষয়ে এগিয়ে না এলে আমরা উপেক্ষিত থেকে যাব। কট্টরপন্থীদের সুন্দর সুন্দর বিধি প্রণয়নের সুপারিশ আমাদের সহ্য করতে হবে। আমরা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা কি 'And'-wts' নামে একটি সমিতি গঠন করতে পারি না?

আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ
এ এস নীল।

5th Jan. 32

প্রিয় নীল

আপনার পত্র ও ফরাসি শিক্ষকের সংবাদের জন্য ধন্যবাদ। শ্রম মন্ত্রণালয়ের শর্ত মেনে নেওয়ায় ব্যথিত বোধ করছি। কারণ তারা ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাদের ধরা যেত এবং শর্তহীন অনুমতি দানে বাধ্য করা যেত।

আমার ধারণা, মিস বন্ডফিল্ডের কাছে তাঁর কর্মকর্তাদের সম্পর্কে আমার অবজ্ঞা প্রকাশ করে পত্র লিখলে আপনি ক্ষুণ্ন হবেন না। ট্রাভেলিয়নের কাছে একই পত্র লিখলেও আপনি কোনো আপত্তি করবেন না বলে বিশ্বাস করি। মন্ত্রণালয় আপনার বর্তমান শিক্ষককে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেখে দেবার সিদ্ধান্ত এখনো গ্রহণ করতে পারে। আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। আমার সচিবের কাছে পত্রগুলোর খসড়া রেখে যাচ্ছি। আপনি যতক্ষণ জানাবেন না যে পত্রগুলো পাঠানো যেতে পারে ততক্ষণ খসড়া রেখে যাচ্ছি। আপনি যতক্ষণ জানাবেন না যে পত্রগুলো পাঠানো যেতে পারে ততক্ষণ খসড়াগুলো ওর হাতেই থাকবে। পত্রগুলো যাবে কি না জানিয়ে আমার সচিবকে একটা লাইন লিখবেন। আমার কাছে লেখার দরকার নাই।

আপনার পরম সুহৃদ
বার্ট্রান্ড রাসেল।

[নীল নিম্নলিখিত পত্রগুলো পাঠানোর ব্যাপারে সম্মতি দেন]

প্রিয় মিস বন্ডফিল্ড

মি. এ এস নীলের ফরাসি শিক্ষকের ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনি জানেন কি না আমার সন্দেহ যে আপনার কার্যালয় ওই শিক্ষককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও এক বছর রেখে দেবার অনুমতির সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে যে ওই শিক্ষক এক বছর থাকার পর পরবর্তী সময়ে আর থাকার অনুমতি চেয়ে কোনো আবেদন করতে পারবেন না।

আপনি কখনো কোনো স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। থাকলে আপনি জানতেন, প্রতিবছর স্কুলের শিক্ষক পরিবর্তন করলে স্কুলের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাগুলো আরও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। যদি বড় বড় সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের আপনার দফতর থেকে প্রতিবছর শিক্ষক পরিবর্তন করার কথা বলা হয় তাহলে প্রধান শিক্ষকরা কী বলবেন? মি. নীল এমন একটা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করছেন যা আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহী প্রত্যেক মানুষই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এটা দুঃখজনক যে তার ব্যাপারে সরকারের কার্যকলাপ এরকম হচ্ছে যে তার পরীক্ষাটা যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে আপনি যে আমার সঙ্গে একমত হবেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

12th Jan. 31

প্রিয় চার্লস

এ এস নীলের স্কুলের ফরাসি ভাষায় শিক্ষকের ব্যাপারে তুমি যে কষ্ট স্বীকার করেছ সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। শ্রম মন্ত্রণালয় তাকে আরও এক বছর থাকার অনুমতি দিয়েছে। তবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে শর্তসাপেক্ষে। অনুমতিপ্রাপ্ত এক বছর অতিবাহিত হলে নীল আর ওই শিক্ষকের নিয়োগকাল বর্ধিত করার জন্য আর আবেদন করতে পারবেন না। তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে যে এ ধরনের একটা শর্ত আরোপ করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। নীল শর্ত মেনে নিয়েছেন। তিনি মনে করেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকা উচিত। কিন্তু এ ধরনের শর্ত আরোপের পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকতে পারে না। যিনিই স্কুল চালিয়েছেন তিনিই জানেন যে বারবার শিক্ষক পরিবর্তন করা একটি অসহনীয় ব্যাপার। হোরো স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলবেন যদি শ্রম মন্ত্রণালয় তার স্কুলের শিক্ষকদের প্রতিবছর বদলির আদেশ দেয়?

নীল একটি পরীক্ষা চালাচ্ছেন যা আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী প্রত্যেক শিক্ষকই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেটাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য যা করা দরকার তাই করছেন। নীলের দেওয়া অঙ্গীকারের ফলে আমি নিজেও বাধ্য হয়ে গেছি বলে মনে করি না। যেসব বুদ্ধিমান লোক গুরুত্বপূর্ণ কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রতী হয়েছেন তারা কিছু অজ্ঞ ও ব্যস্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ পোষা প্রাণীর মতো মেনে নেবেন, তা কি যুক্তিসংগত? আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে এ ব্যাপারে তুমি আমার সাথে একমত হবে। আবারও ধন্যবাদ।

আন্তরিকভাবে তোমার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

27th Jan. 31

প্রিয় নীল

সংযুক্ত এই পত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন যে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। আমি একটা জবাব লিখছি। পত্রের সাথে গেঁথে দিলাম। আমি ওটা পাঠাইনি। যদি আপনি মনে করেন যে এতে আপনার আরও সুবিধা হবে তবে আপনি সেটা পাঠাতে পারেন। মনে রাখবেন মিস বন্ডফিল্ড এখনো কুমারী।

আপনার পরম সুহৃদ
বার্ট্রান্ড রাসেল।

শ্রম মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য জবাবের খসড়া

27th Jan. 3

মহোদয় আপনার ২৬ জানুয়ারির পত্রের জন্য ধন্যবাদ। দক্ষতার বিচার না করে চাকরির সুযোগ যতটুকু সম্ভব ব্রিটিশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নীতি আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝি। অবশ্য আমার মনে হয় শ্রম মন্ত্রণালয় এ নীতি যথেষ্ট ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে না। অনেক ইংরেজকে আমি জানি যারা বিদেশি নারীদের বিয়ে করেছেন। অনেক নারী আছেন যারা স্ত্রী হবার যোগ্য, কিন্তু কর্মহীন। এসব ক্ষেত্রে একজন ইংরেজ স্ত্রীকে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এক বছর প্রশিক্ষণ দেওয়া কি অনেক দীর্ঘ হবে না?

আপনার বিশ্বস্ত
বার্ট্রান্ড রাসেল।

Summerhill School
Leiston, Suffolk
28.1.31

প্রিয় রাসেল

না, এসব লোকের কাছে জবাব লেখার কোনো যুক্তি নেই। কর্মকর্তাদের মুখ রক্ষা করাই সরকারি দফতরের লক্ষ্য। যদি এই শিক্ষক আরও কিছুদিন থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চান তবে আমি অন্য কোনো চাতুরীর মাধ্যমে স্কুলে অর্থ বিনিয়োগ করে একজন শ্রমিক নিয়োগকারী হিসেবে শিক্ষা দান করার কাজ চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। আপনি অনেক কিছু করেছেন। অশেষ ধন্যবাদ। আমি ভাবছি ভবিষ্যতে টরিদের ভোট দেব।

আজ আমি নরম্যান মেকমানের বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। তাকে কপর্দকহীন বলে মনে হয়। তিনি মেট্রন পদে চাকরি করার জন্য বলেছেন। আমি তাকে কোনো চাকরি দিতে পারছি না এবং মনে হয় আপনিও পারবেন না। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছি আমাদের কোটিপতি বন্ধুদের কাছে ডারিংটন হলের ঠিকানায় আবেদন করার জন্য। আমি সব সময়ই তাদের কাছে অভাবীদের পাঠাই। যখন Elmiyst নতুন কোনো শাখা খুলতে চান তখন Heals-এর নিকট একটি চেক লিখে দেন। এখানে একটি মাটির বাসন তৈরির জন্য একটি কুটির বানানোর অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে রোক বনে গেছি। নতুন কিছু করার অর্থ ব্যর্থতা। পিতামাতাদের সৃষ্ট জঞ্জাল পরিষ্কার করতে করতেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমার এখানে ছয় বছরের একটি শিশু আছে যে দৈনিক ছয়বার তার পরনের ট্রাউজারে মলত্যাগ করে। তার মা তাকে সে মল ভক্ষণ করিয়ে তাকে ব্যাধিমুক্ত করেন। আমি কোনো কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাইনি। কয়েক বছরের পরিশ্রমের ফলে যখন শিশুটি ভালো হয়ে উঠে তখন তাদের মা তাকে একটি উন্নত স্কুলে পাঠিয়ে দেবেন। এতে কোনো কষ্ট হয় না। সরকারি ঔদাসীন্য অথবা শত্রুতা অথবা পিতামাতার ঈর্ষা। একমাত্র আনন্দ ওই শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। একদিন আমি সব ছেড়ে দিয়ে স্যান্ডজবার্গের আশপাশে একটি হোটেল ব্যবসা শুরু করব।

আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি আজ সকালে খুব বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আবার আপনার সাথে দেখা করব এবং গল্প করব। এই মনোভাবের কারণ ১৫০ পাউন্ডের একটি দেনার খবর। এটা গত বছরের সর্বশেষ দেনা। সব পিতামাতার সমস্যা আমি সমাধান করেছি।

আপনার
এ এস নীল।

31st Jan. 1931

প্রিয় নীল

আপনি একেবারে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন শুনে কষ্ট পাচ্ছি। স্কুলে চালাতে গিয়ে মনের অবস্থা এরকম হওয়া তো আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক। শিশুদের মা-বাবার কাছে আমার পাওনা প্রায় ৫০০ পাউন্ড। এগুলো কোনো দিনই আমি পাব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা হোটেল চালাতে গিয়ে আপনার অবস্থা এরচেয়ে ভালো হয়ে যাবে– আমার মনে হয় না। আপনি দেখতে পাবেন নিঃস্ব অবিবাহিত গর্ভবতী মহিলারা আপনার দরজায় পড়ে আছে। আপনাকে তাদের ও তাদের সন্তানদের স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময়টুকু সেবাযত্ন করতে হবে। একটা আধুনিক স্কুলের চেয়ে এই কাজে আপনি খুব আকর্ষণ বোধ করবেন না। পেশা যা-ই হোক কেউই অসততা, নিষ্ঠুরতা ভিন্ন জীবিকা অর্জন করতে পারে না।

আলমস্টের ব্যাপারটি দুঃখজনক। আমি সর্বদাই ভাবি যে যারা অর্থকে জীবন সঙ্গী করেছেন তাদেরও কাজ করা দরকার। আমার এখানে মেটনের কোনো পদ খালি নেই। সর্বশেষ আমি যাকে নিয়েছিলাম তার কাজকর্ম পুরোপুরি সন্তোষজনক।

যারা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন তাদের কাছ থেকে আমি সামান্য আর্থিক সাহায্য নেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একটা ঘটনা প্রকাশ পেলে তা আমার এ প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কর্মচারীদের কঠোর যৌন সততার ওপর আমি মোটেই জোর দিই না। যারা নিজেদের অনেক অগ্রগণ্য বলে মনে করেন তারা বিশ্বাস করেন যে যাদের যৌনক্ষুধা অতৃপ্ত থাকে তারা একটি সুস্থ নৈতিক প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিশুর পেন্টে মলত্যাগ করার গল্পটি ভয়ানক। আমার এখানে এত খারাপ কিছু ঘটেনি।

আপনার সঙ্গে আবারও দেখা করার আমার ইচ্ছা রয়েছে। সম্ভবত লন্ডন বা অন্য কোথাও কোনো এক সময় দেখা হবে।

আপনারই
বার্ট্রান্ড রাসেল।

AMARBOI.COM

লর্ড রাদার ফোর্ড থেকে

Newham College
Queen's Road
Cambridge
March 9, 1931

প্রিয় বার্ট্রান্ড রাসেল

এই মুহূর্তে আপনার Conquest of Hapiness বইটি পড়ছি। বইটি পড়তে আমি আগ্রহবোধ করছি। আমি লাভবানও হচ্ছি। বইটিতে বিয়ের বিশ্লেষণ খুব মূল্যবান মনে হয়েছে। প্রধান যে বিষয়টির ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারিনি তা হলো ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার ব্যাপারে আপনার আলোচনা। আমি স্বীকার করি যে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের সহজ-সরল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখী জীবনেও একটি চারিত্রিক দুর্বলতা দেখা যায়। আমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আমি তা দেখিনি। সাধারণ জীবনযাপনকারী কিছুসংখ্যক মানুষকে আমি জানতে পেরেছি যারা এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে যারা মাত্রাতিরিক্তভাবে শ্রেণীসচেতন তাদের চরিত্রের মধ্যে তা ঢুকে পড়েছে। এগুলো আমার সমালোচনা নয় তবে এসব বিষয়ে আমার উপলব্ধির একটি বর্ণনা।

আপনার ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। তাকে আমি খুব কমই চিনতাম। আপনার এই ক্ষতির জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছি। আশা করি, হাউস অব লর্ডসের বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে আপনি আগ্রহী হবেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
রাদার ফোর্ড।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচ্ছেদ-৫

টেলিগ্রাফ হাউসের শেষ বছরগুলো

আমি ডোরাকে ছেড়ে চলে যাই। তিনি স্কুলটি দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হবার পর পর্যন্ত চালিয়ে যান। অবশ্য ১৯৩৪ সালের পর স্কুলটি টেলিগ্রাফ হাউসে ছিল না। আমার পুত্র জন আর কন্যা কেইট তখন আদালতের অভিভাবকত্বে চলে যায়। তাদের ডারটিংটন স্কুলে পাঠানো হলো। সেখানে তারা সুখেই ছিল।

আমি হেনডন্টতে একটা গ্রীষ্ম কাটিয়েছি। আরেকটা গ্রীষ্মের অংশবিশেষ কাটানোর জন্য মালাগার নিকট জেরাল্ড ব্রেনানের ঘর নিই। এর আগে আমি ব্রেনানদের কাউকেই চিনতাম না। তাদের আমার কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক মনে হয়। গাসেল ব্রেনানের পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী আগ্রহ আমাকে অভিভূত করে। তার ছিল স্বাভাবিক বিষয়গুলোর বাইরে জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে ছন্দমাধুর্য তৈরির ক্ষমতা। আমরা বন্ধুত্ব অটুট রেখে চলছিলাম। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের দেখতে আসতেন। তাকে শরৎকালের মতো শান্তিময় এক নারী মনে হতো।

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকাল আমি বর্ডভয়েলে কাটিয়েছি। পরবর্তীকালে আমি বাড়িটি ডোরাকে দিয়ে দিই। আমি সেখানেই Education and the Social Order পুস্তকটি রচনা করি। স্কুলের আর্থিক বোঝা বহন করার আমার সমস্যা তখন ছিল না। আমি তাই জনপ্রিয় বিষয়ের ওপর লেখালেখি বন্ধ করে দিই। পিতা হিসেবে ব্যর্থ হবার পর বই লেখার গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমার আনন্দ আবার জেগে ওঠে।

১৯৩১ সালে যখন আমি বক্তৃতা করার জন্য আমেরিকা ভ্রমণ করি তখন WW Norton নামক জনৈক প্রকাশকের সঙ্গে আমি একটি বই লেখার জন্য চুক্তিবদ্ধ হই। বইটি ১৯৩৪ সালে Freedom and Organization নামে প্রকাশিত হয়। এই বই লেখার পেট্রিসিয়া স্পেন্স আমাকে সহযোগিতা করেন। প্রথমে Emperor's Gate-এ এবং পরে Nort-Wates-এর Dendraeth Castle (সে সময় তা Portmeilon Hotel এর বর্ধিতাংশ)-এ। আমি এই কাজটি খুব উপভোগ করেছি। Portmeirion-এ আমার জীবন আনন্দময় ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোটেলটির মালিক ছিলেন আমার বন্ধু Clangh Williams- Ellis ও তার স্ত্রী Ambel.

Freedom and Organization লেখা শেষ হলে আমি টেলিগ্রাফ হাউসে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই। ডোরাকে আমি অন্য কোথাও বাস করতে বলি। কারণটি ছিল অর্থনৈতিক। আমি টেলিগ্রাফ হাউসের ভাড়া বাবদ বছরে ৪০০ পাউন্ড দিতে আইনত বাধ্য ছিলাম। এই অর্থ আমার ভাইয়ের দ্বিতীয় স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য দেওয়া হয়েছিল। ডোরাকেও তার ভরণপোষণের জন্য আমাকে অর্থ দিতে হতো। তা ছাড়া আমার ওপর ছিল কেইট ও জনের খরচ চালানোর দায়িত্ব। ইতোমধ্যে আমার আয় খুব কমে যায়। অর্থনৈতিক মন্দার জন্য মানুষ বই খুব কমই কিনছিল। আরেকটা কারণ ছিল ওই সময় জনপ্রিয় কোনো বিষয়ের ওপর আমি কোনো বই লিখিনি। অন্য আরেকটি কারণ ছিল কেলিফোর্নিয়া ১৯৩১ সালে Hearst-এর সাথে যুক্ত থাকতে অস্বীকৃতি জানানো। Hearst সংবাদপত্রে সাপ্তাহিক রচনা লিখে আমি বাৎসরিক ১০০০ পাউন্ড উপার্জন করতাম। কিন্তু অস্বীকৃতির জন্য বেতন অর্ধেকে নেমে আসে। শীঘ্রই রচনাগুলোর আর প্রয়োজন নেই জানানো হলো। টেলিগ্রাফ হাউস ছিল একটি বিশাল জায়গা। দুটো পথেই সেখানে যাওয়া যেত। প্রত্যেকটি পথ ছিল এক মাইল লম্বা। আমি তা বিক্রি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্কুলটি ওখানে থাকায় আমি তা বিক্রির জন্য বলতে পারিনি। কেননা সেখানে বাস করার সুযোগটি ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের সাথে একে অন্তর্বর্ণীয় করে তোলার চেষ্টা করা।

স্কুল ব্যতীতই টেলিগ্রাফ হাউসে আবার বসবাস শুরু করার পর আমি ক্যানারি দ্বীপে বেড়াতে যাই। ফিরে এসে আমি দেখি স্বাভাবিক অবস্থায় আমার সৃজনী তাড়না নেই, এবং কী করতে হবে সে ব্যাপারে আমি হতভম্ব। প্রায় দুই মাস যাবৎ নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য আমি একটি ঘনতলের ওপর সাতাশটি সরলরেখার সমস্যা নিয়ে কাজ করি। কিন্তু তা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় ছিল। ১৯৩২ সালের সফল কর্মের আয় থেকে সঞ্চিত অর্থই ছিল আমার সহায়। আমি যুদ্ধের দৈনিক ভয়াবহতা বৃদ্ধির ওপর বই লেখার সিদ্ধান্ত নিই। আমি বইটির নাম রাখি 'Which Way to peace?' তাতে আমি প্রথম যুদ্ধে আমার শান্তিবাদী অবস্থান বজায় রাখি। এটা সত্য যে আমি একটি ব্যতিক্রমী কাজ করেছিলাম। আমি লিখি কোনো দিন একটি বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একে শক্তি দিয়ে সমর্থন করা প্রয়োজন। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে যুদ্ধের আশঙ্কার প্রেক্ষিতে আমি সচেতন আপত্তি তুলি।

এই মনোভাব অবচেতন মনে আন্তরিকতার বাইরে চলে যায়। কাইজারের জার্মানীয় শ্রেষ্ঠত্বের সম্ভাবনায় আমাকে অনিচ্ছাকৃত মৌন দৃষ্টিভঙ্গি দেখাতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভাবি যে যদিও তা খারাপ তথাপি তা বিশ্বযুদ্ধের মতো একটা খারাপ হবে না। কিন্তু হিটলারের জার্মানি ছিল একটি ভিন্ন বিষয়। আমি দেখতে পাই নাজিরা বিদ্রোহ করছে– তারা নিষ্ঠুর, ধর্মান্ধ ও নির্বোধ। নৈতিকতা ও বুদ্ধির বিচারে তারা আমার কাছে ঘৃণ্য ছিল। আমি শান্তিবাদী বিশ্বাসে যুক্ত থাকলেও তাতে আমাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯৪০ সালে ইংল্যান্ড আক্রমণের হুমকির মধ্যে পড়লেও আমি বুঝতে পারি যে প্রথম যুদ্ধব্যাপী আমি পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখতে পাইনি। এই সম্ভাবনা ছিল অসহনীয়। অবশেষে সচেতনভাবে আমি সিদ্ধান্ত নিই বিজয় অর্জন যত কঠিনই হোক বা এর পরিণতি যত বেদনার হোক দ্বিতীয় যুদ্ধের বিজয়ের জন্য যা প্রয়োজন তা সমর্থন করে যাব।

শেষ পর্যন্ত অনেক বিশ্বাসই পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। আমি প্রতিরোধহীন মতবাদে কখনো পুরোপুরি যুক্ত ছিলাম না। আমি সর্বদাই পুলিশ ও অপরাধ আইনের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিতাম। এমনকি প্রথম যুদ্ধের সময় আমি প্রকাশ্যে বলতাম যে কিছু যুদ্ধ ন্যায়সংগত। কিন্তু আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিরোধহীনতার বা অহিংসনীতিতে বিশ্বাস করতাম। এর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সেখানে গান্ধীর নেতৃত্বে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে তা প্রযুক্ত তাদের কিছু সদগুণ থাকা প্রয়োজন। যখন ভারতীয়রা রেলপথের ওপর বসে পড়ল এবং ট্রেনের নিচে তাদের পিষে মেরে ফেলার জন্য আহ্বান করল তখন ব্রিটিশরা এরূপ নিষ্ঠুরতা সহনীয় মনে করেনি। কিন্তু অনুরূপ পরিস্থিতিতে নাজিদের এ জাতীয় বিবেকবোধ ছিল না। টলস্টয় প্রচার করেন যে ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা না হলে তারা নৈতিক দিক দিয়ে পুনর্গঠিত হতে পারেন। কিন্তু এরূপ ধারণা ১৯৩৩ সালের পর জার্মানির ক্ষেত্রে স্পষ্টত সত্য ছিল না। একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ক্ষমতাধরদের নিষ্ঠুরতা না থাকলে টলস্টয়ের মতবাদ সঠিক। স্পষ্টত নাজিরা এই সীমার বাইরে চলে যায়।

বিশ্ব পরিস্থিতির মতো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশ্বাস পরিবর্তনে সমান ভূমিকা রাখে। স্কুলে দুর্বলদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে হলে সুনির্দিষ্ট শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। স্যুপের মধ্যে পিনের দৃষ্টান্তটি থেকে যে পরিস্থিতি বুঝতে পারা যায় তার থেকে মুক্তির বিষয়টি ভালো পরিবেশের ধীর কার্যকারিতার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ এর জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজন। আমার দ্বিতীয় বিবাহের সময় আমি আমার স্ত্রীর স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করেছি। আমার বিশ্বাসই আমাকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমি দেখতে পেলাম যে আমি অনুকম্পা এবং খ্রিষ্টানসুলভ ভালোবাসার মনোবৃত্তি প্রদর্শন আমার আশানুরূপ করতে পারিনি। আমি আরও বুঝতে পারলাম নিরাশ প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি আমার ক্ষতিই করবে, কারোর উপকার করতে পারবে না। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোভাবে তারা আমাকে অগ্রিম বলতে পারেন। কিন্তু আমি তত্ত্বের অন্ধ চাপে পড়েছিলাম।

আমি অতিরঞ্জিত করতে চাই না। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তনটি ছিল ধারাবাহিক, বৈপ্লবিক নয়। এটা কেবলই পরিমাণগত পরিবর্তন ছিল। আমি কখনো পরম প্রতিরোধহীনতায় বিশ্বাস করতাম না এবং তখনো তা পরমভাবে অগ্রাহ্য করিনি। প্রথম যুদ্ধের বিরোধিতা ও দ্বিতীয় যুদ্ধের সমর্থনের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য এত বেশি ছিল যে তা কোনো পরিমিত মাত্রার তাত্ত্বিক সংগতিকে ঢেকে দেয়।

যুক্তিগুলো পুরোপুরি বোঝা গেলেও আমার অনিচ্ছাকৃত আবেগ থেকে যায়। প্রথম যুদ্ধের বিরোধিতায় আমি একনিষ্ঠ হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধের সমর্থনে সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত ছিলাম না। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মতো ১৯৪০ থেকে আমি কখনো আমার অভিমত ও আবেগের মধ্যে সমন্বয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। আমার মনে হয় ওই সমন্বয়ের জন্য আমি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বুদ্ধির চেয়ে বিশ্বাসের ওপরই নির্ভর করতাম। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি অনুসরণের বেলা সর্বদাই আমার মনে হতো নৈতিক অনুশাসনের দিকে আমার অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া দরকার। গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক চেতনা থেকে অর্জিত কোনো কিছু হারিয়ে গেলেও আমি এই অনুশাসন মেনে চলেছি।

আমার পিতামাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী Amberley নামক দলিলের ওপর কাজ করে পিটার স্পেন্সর ও আমি প্রায় দেড় বছর সময় ব্যয় করেছি। তখন কিছু সময়ের জন্য আমি পিটার স্পেন্সরের প্রেমে পড়ি। এই কাজ করতে গিয়ে নির্জনবাসের মতো অবস্থায় পড়ি। আমার পিতামাতাকে আধুনিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাদের প্রগতিবাদ প্রত্যয়দীপ্ত ছিল। তাদের জীবনব্যাপী পৃথিবী ইতিবাচক দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। তারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের বিরোধী হলেও তা অটুট থেকে যায়। তারা এর দ্বারা উপকৃত হন। তারা আরামদায়ক বড় পরিসরে দুনিয়ায় বসবাস করেন। তা সত্ত্বেও আমি তাদের কাজ সমর্থন করি। তা শান্তিদায়ক ছিল। তাদের স্মৃতির উদ্দেশে সৌধ নির্মাণ করলে পিতামাতার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। কিন্তু আমি বলতে পারতাম না যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমার একটি সময় ছিল যাকে সৃজনশীল বন্ধ্যাত্ব বলতে পারি। কিন্তু তা শেষ হয়ে যায়। তারপর সময় আসে দূরবর্তী বিষয়ের দিকে নজর দেওয়ার।

আমার পরবর্তী কাজ ছিল নতুন সমাজ বিশ্লেষণের বই 'পাওয়ার' লেখা। এই বইয়ে আমি বজায় রেখেছিলাম যে সমাজতান্ত্রিক দেশেও কিছুটা স্বাধীনতা থাকা দরকার। আমি এখনো এই মতবাদে বিশ্বাস করি। এই বইয়ের মূল বক্তব্য আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করেছিলাম তা বাস্তবের চেয়ে বেশি মনোযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণ করবে। এটা মার্কস ও চিরায়ত অর্থনীতিবিদদের মতবাদ খণ্ডন করবে বলে ধরে নিয়েছিলাম; তবে তা বিস্তারিত বিষয়ের খণ্ডন নয় বরং তাদের মধ্যে সাধারণ মৌলিক ধারণার খণ্ডন। আমি যুক্তি দেখাই যে সম্পদ নয় বরং ক্ষমতাই হবে সমাজতত্ত্বের মৌলিক ধারণা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সর্বাধিক সম্ভব ক্ষমতা সমীকরণের মধ্যে নিহিত। এর ফলে গণতন্ত্র ব্যতীত জমি ও মূলধনের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করলে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলা যাবে না। আমার মতবাদের অংশ বিশেষ বার্নহামের Managerial Revolution-এ গ্রহণ করা হয় ও জনপ্রিয় করা হয়। আমার মতবাদ ব্যতীত বইটি অর্থহীন হয়ে পড়ত। আমি এখনো ভাবি যে এখনো একচ্ছত্র শাসনক্ষমতার ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে তারা যা বলতে চায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩৬ সালে আমি পিটার স্পেন্সরকে বিয়ে করি। ১৯৩৭ সালে আমার কনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এটাই ছিল আমার বড় ধরনের সুখ। তার জন্মের কয়েক মাস পর আমি টেলিগ্রাফ হাউস বিক্রি করতে সক্ষম হই। বছরের পর বছর আমি বাড়িটির ক্রয়ের কোনো প্রস্তাব পাইনি। কিন্তু হঠাৎই দুটো প্রস্তাব পেলাম : একটি পোলান্ডের যুবরাজের। অন্যটি একজন ইংলিশ ব্যবসায়ীর। ছব্বিশ ঘণ্টা ধরে তাদের প্রতিযোগিতার ফলে বাড়িটির মূল্য ১০০০ ডলার বেড়ে যায়। শেষমেশ ব্যবসায়ী লোকটির জয় হয়। আমার ঘাড়ে যে ভূতটি চেপেছিল তা থেকে মুক্তি পাই। ওই ভূতটি আমাকে ধ্বংসের ভয় দেখাচ্ছিল। কারণ বাড়িটি বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত আমি মূলধন থেকে খরচা করছিলাম। শেষ দিকে খুব কম মূলধনই আমার হাতে ছিল।

যদিও অর্থনৈতিক কারণে টেলিগ্রাফ হাউস থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হয়েছিল তথাপি বাড়িটি ত্যাগ করা ছিল বেদনাদায়ক। নিম্নভূমি, বনভূমি এবং সবদিকের দৃশ্য সমেত আমার সুউচ্চ কক্ষটি আমি পছন্দ করতাম। চল্লিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি বছর ধরে আমি এই জায়গাটি চিনতাম। আমি লক্ষ করেছি আমার ভাইয়ের জীবদ্দশায় বাড়িটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। এটা ছিল ধারাবাহিকতার প্রতীক। কার্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি প্রত্যাশার চেয়ে কমই অর্জন করতে পারি। যখন বিক্রি করে দিই তখন আমি বলতে পারতাম, 'আমার ইচ্ছায় নয়', দারিদ্র্যই সম্মতি প্রদান করেছিল।' এরপর দীর্ঘদিন যাবৎ আমার কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। আমার একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানের সম্ভাবনার কথাও আমি চিন্তা করতাম না। আমার কাছে তা ছিল দুঃখজনক।

'Power' বইটি শেষ করার পর আমার চিন্তাভাবনা আবার তাত্ত্বিক দর্শনের দিকে মোড় নিল। ১৯১৮ সালে আমার কারাবাসের সময় আমি শব্দের অর্থসম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে ভাবতাম, যা আমি এর আগে উপেক্ষা করতাম। The Analysis of Mind বইটিতে আমি এই সমস্যার ওপর কিছু লিখেছিলাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনকার সময় বিভিন্ন রচনায়ও এই সমস্যা সম্পর্কে লিখেছি। যুক্তিবাদীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমি অনেকটা একমত ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে তারা কিছু বিষয়ে ভুল করে অভিজ্ঞতাবাদ থেকে বিশ্লেষণবাদের দিকে চলে গেছে। মনে হতো তারা ভাষার ক্ষেত্রটাকে স্বতঃঅস্তিত্বশীল মনে করত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি আমার বক্তৃতার বিষয় হিসেবে 'শব্দ ও বাস্তব জগৎ' বেছে নিই। এই বক্তৃতাগুলোই ১৯৪০ সালে প্রকাশিত বই 'An Enquiry into Meaning and Truth'-এর খসড়া হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়।

কিডলিংটনে আমরা একটি বাড়ি ক্রয় করি। তা অক্সফোর্ডের কাছে ছিল। আমি সেখানে এক বছর বাস করি। কিন্তু সেখানে কেবল অক্সফোর্ডের একজন মহিলাই আমাকে দেখতে আসতেন। আমরা ওখানে সম্মান পেতাম না। পরে কেমব্রিজেও আমাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। এই ব্যাপারেই আমি দেখতে পাই প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলো একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে।

চিঠি

16th June, 1930

প্রিয় মরিস

গত অক্টোবরে তোমার লেখা সুন্দর চিঠির কোনো উত্তর আমি আজও দিইনি। ওই সময় আমি আমেরিকা ভ্রমণ করছিলাম। দৈনন্দিন কাজের বাইরে তখন সময় পেতাম না। আমি তোমাকে লিখতে চাইতাম, কিন্তু সঠিক সময় চলে গেলে লেখার তাড়না নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ত।

আমি জিনের বই পছন্দ করি। বেচারা বৃদ্ধ বিশ বার্কলির পেছনে পদার্থ বিজ্ঞানীদের লেগে পড়ার বিষয়টি হাসির উদ্রেক করে। তুমি স্মরণ করতে পার তরুণ বয়সে আমাদের পড়ানো হতো পুরো বিষয়টি ভাববাদ হলেও বিশপ বার্কলীয় ভাববাদ জড়বুদ্ধির পরিচায়ক। কীভাবে তা খণ্ডন করা যায় আমি জানি না। অবশ্যই এটা হবে আত্মজ্ঞানবাদ। হার্ভার্ডে এই বিষয়ে আমি বক্তৃতা করি। সভাপতির চেয়ারে ছিলেন হোয়াইটহেড। তার বইয়ের যে অংশগুলো আমি বুঝতাম না তার সংকলন আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আত্মজ্ঞানবাদী হিসেবে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য ছিলাম। আমি যে এসব করি নাই তার প্রকৃত প্রমাণ খুঁজে বের করতে আমি ব্যর্থ ছিলাম।

ব্রিটিশ সংবিধান সম্বন্ধে তোমার লেখা বইয়ের প্রতি আমি খুবই আগ্রহী। পার্লামেন্ট সম্পর্কে লেখার প্রয়োজনীয় ৫০,০০০ শব্দের পরিবর্তে ৪৬,০০০ শব্দের পরই পার্লামেন্টের কথায় আনতে পেরে দেখে আমি তোমার লেখার ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতূহল অনুভব করছি। পার্লামেন্ট একটি গুরুত্বহীন সংস্থার পরিণত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পার্লামেন্ট ভেঙে গেলে প্রধানমন্ত্রীগণ পদত্যাগ করতেন। গ্ল্যাডস্টোন নীতি পরিবর্তন করেন। এখন পার্লামেন্ট ভেঙে দেবেন বলে সবাইকে ভয় দেখান। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি নির্বাচিত হলে সংবিধানে বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। পাঁচ বছর পর বা তার দলের কোনো নেতা তার বিরোধী হলে তিনি পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারেন।

শ্রমিকদল সম্পর্কে তোমার কর্ষিত সব কটি কথা সঠিক। আমি তা পছন্দ করি না। কিন্তু ট্রাজারের মতোই একজন ইংরেজের কাছে একটি দল জরুরি। কিন্তু তিনটি দলের মধ্যেই এগুলো আমার কাছে সবচেয়ে কম বেদনাদায়ক মনে হয়। আমি মেজাজগত দিক দিয়ে টরিদের পছন্দ করি না। লয়েড জর্জের জন্য লিবারেলরা আমার অপছন্দনীয়। আমি মনে করি না যে কোনো পার্টিতে যোগদানের সময় কেউ যুক্তি ত্যাগ করে ফেলবে। আমি জানি আমার ট্রাউজারগুলো ওদের চেয়ে ভালো। তথাপি ওগুলো না থাকার চেয়ে ভালো।

এ কথা সত্য যে আমি কখনো হোল্ডসওয়ার্থের History of English Law বইয়ের কথা শুনিনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি মেটল্যান্ডের একটা বা দুইটা ব্যতীত কখনো কোনো আইন বই পড়িনি।

আমি আমেরিকা থেকে ফিরে আসলে এখানে আঁটসাঁট হয়ে পড়েছি। কিন্তু শরতে সুযোগ মতো লন্ডন থাকতে পারি এবং তখন আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারি। সেঞ্জারের মৃত্যু আমার কাছে বড় দুঃখের বিষয়।

তোমার স্নেহের
বি. রাসেল।

AMARBOI.COM

ব্রনিসলো মেলিনোস্কি থেকে

The London Shcool of Economics
13th November. 1930

প্রিয় রাসেল

আপনার স্কুল দেখতে গিয়ে আমার একমাত্র ভালো বাদামি রঙের টুপিটি আপনার ছোট কক্ষে ফেলে এসেছি। এ সময়ের পর ইংল্যান্ডের মেধাসম্পন্ন মস্তক ঢেকে রাখার অধিকার টুপিটা পেয়ে গেছে কি না ভাবছি। আমি সর্বদাই মনে করি এসব মস্তক আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। তা ছাড়া পদার্থবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, নাট্যকলা, প্রাগৈতিহাসিক প্রতীকীবাদ প্রভৃতির ব্যাপারে গবেষণার জন্য নবীন শিক্ষার্থীরা টুপিটা ব্যবহার করছে কি না সেটাও আমি ভাবছি। এমনও হতে পারে, টুপিটা ওই কক্ষ থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরের সম্ভাব্য কোনো ঘটনা না ঘটে থাকলে আপনি কি একটি বাদামি কাগজের প্যাকেটে করে অথবা অন্য কোনো বাহনে করে লন্ডন নিয়ে আসবেন? একটা পোস্টকার্ডে আমাকে জানাবেন আমি কোথা থেকে তা সংগ্রহ করতে পারি। আমি দুঃখিত উঁচু স্তরের বুদ্ধিমত্তাই আমার এই ভুলে যাবার প্রবণতার কারণ। এর ফলে বেশ কিছু যন্ত্রণার মধ্যে আপনাকে ফেলে দেব।

আশা করি আপনাদের সাথে শীঘ্রই দেখা হবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
B. Malinowski.

15th November

প্রিয় ম্যালিনাওস্কি

আমার সচিব আমার ছোট কামরার একটি বাদামি রঙের টুপি পেয়েছে। আমার মনে হয় এটা আপনারই। ওটার দিকে তাকালে আপনার কথা মনে পড়ে।

আগামী ১৭ এপ্রিল সোমবার London School of Economics-এর ছাত্র ইউনিয়নের সভায় বক্তৃতা করার জন্য লন্ডন যাচ্ছি। যদি আমার স্মৃতিশক্তি আপনার মতো এতটা খারাপ না হয় এবং আমার বুদ্ধিমত্তা আপনার মতো ভালো না হয় তবে আমি School of Economic-এর দারোয়ানের কাছে টুপিটি রেখে আসব। তাকে বলে আসব আপনি চাইলে যেন টুপিটি আপনাকে দিয়ে দেয়।

আমিও মনে করি শীঘ্রই কোনো একসময় আমরা মিলিত হতে পারি। ওই দিন Briffalt-এর সাথে আমার পরিচয় হলো। তার লড়াই প্রিয় স্বভাব দেখে বিস্মিত হয়েছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

Wittgenstein-এর গবেষণার ওপর আমার প্রতিবেদন।

অসুস্থতা জন্য Wittgenstein-এর সাম্প্রতিক গবেষণামূলক লেখাগুলো আমি বিস্তারিত পড়তে পারিনি। আমি এগুলো নিয়ে তার সাথে পাঁচ দিন সামনাসামনি আলোচনা করেছি। এ সময় তিনি আমার কাছে তার ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং Philosophiche Bemerkungen নামে টাইপ করা কিছু লেখা আমার কাছে রেখে যান। আমি এর এক-তৃতীয়াংশ পড়েছি। টাইপ করা লেখাগুলো অনেক নোটের সমষ্টি। তার সাথে আলাপ না করলে এগুলো বোঝা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন হতো। আমার বিশ্বাস নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে তার লিখিত Tractatus-এর পর কী কী নতুন ধারণা তার লেখায় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

Wittgenstein-এর মতে, যখন কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য থাকে তখন এরকম আরও অন্যান্য বিষয় থাকতে পারে যা এই বিষয়টি যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তার আওতার মধ্যে চলে আসতে পারে। ধরা যাক একটা দেয়ালের কিছু অংশ নীল রঙের। এটা লালও হতে পারে, সবুজও হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি ওটা অন্য কোনো রঙের মনে করি তাহলে তা মিথ্যা হলেও অর্থহীন নয়। অন্যদিকে ওটা উচ্চস্বরের, তীক্ষ্ণ স্বরের বা অন্য কোনো ধ্বনিজ্ঞাপক বললে এর কোনো অর্থ হবে না। সুতরাং একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলো সম্ভাবনার সমষ্টিকে Wittgenstein বলেছেন দিক বা Space। এভাবে রঙের একটা Space আছে। ধ্বনির একটা Space আছে। বিভিন্ন রকম রঙের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা দিয়ে দিকের (Space) জ্যামিতি গঠিত হয়। এক অর্থে এগুলো অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন। অর্থাৎ আমাদের সেই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় যার মাধ্যমে আমি সবুজকে জানতে পারি, কিন্তু যার মাধ্যমে দেয়ালের কিছু অংশ সবুজ কি না জানা যায় তার প্রয়োজন নেই। Wittgenstein, Grammar শব্দটি ব্যবহার করেছেন। Grammar শব্দ দিয়ে এরূপ বিভিন্ন দিকের অস্তিত্ব বোঝানো হয়। কোনো একটা দিকের বিশেষ অঞ্চল বোঝানোর জন্য যেখানে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানে ওই দিকের অন্য অঞ্চল বোঝানোর জন্য ওই শব্দটির ব্যবহারের কোনো অর্থ হয় না।

Wittgenstein-এর লেখায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে গণিতশাস্ত্রের ব্যাখ্যা। গণিত আসলে যুক্তিবিদ্যা, অথবা গণিতে রয়েছে কেবল অনুলাপ (Tautology)। তিনি অসীমতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং একে সম্ভাব্যতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। তিনি অসীমতার সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু অসীম শ্রেণী বা অসীম সিরিজ নয়। তিনি অসীম প্রবণতা বলতে বুঝতে চান যা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল। ব্রাউনার যা বলেছেন তিনি তার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য দেখাতে চান। আমার মনে হয় প্রথম দৃষ্টিতে যে রকম মনে হয় এই সাদৃশ্য ততটা কাছাকাছি নয়। গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে।

Wittigenstein-এর লেখায় ধারণকৃত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, খুবই মৌলিক এবং নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সত্য কি না আমি জানি না। যিনি যুক্তিবিদ হিসেবে সরল ভাব পছন্দ করেন, আমি ভাবি, তারা তেমন নন। কিন্তু এগুলো থেকে আমি যা পড়েছি আমি নিশ্চিত যে তার এগুলোর ওপর কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কারণ যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এগুলো একটি সম্পূর্ণ দর্শন গঠন করবে।

বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ww নরটন প্রকাশকের প্রতি

27th Jan. 1931

প্রিয় নরটন

১৪ জানুয়ারিতে লেখা তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

Meaning of Science বইটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ১০০০ শব্দের মধ্যে লিখেছি। উপসংহার আপনার পরামর্শের অনুরূপ হবে না। আমি বিশ্বাস করি না যে বিজ্ঞান সেই উৎস যেখানে সুখের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমি এও বিশ্বাস করি না যে আমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার নিজের সুখ অর্জনে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। নিয়মিত দুইবার মলত্যাগ করার বিষয়টি আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে। বিজ্ঞান নিরপেক্ষ এই দিক দিয়ে যে তা মানুষের ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার কাজের জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। বিজ্ঞানকে সুখের উৎস হিসেবে দেখতে হলে তার সঙ্গে জীবনের উদ্দেশ্যের উপলব্ধি সংযোজন করা প্রয়োজন। কোনোভাবেই আমি ব্যক্তিগত সুখের আলোচনা করতে চাই না। আমি কেবল সেই সমাজের আলোচনাই করব যে সমাজ বিজ্ঞান গঠন করতে পারে। আপনি নিরাশ হতে পারেন বলে আমার ভয় হয় যে আমি বিজ্ঞানের সুখাত্ম প্রচারকারী নই। কিন্তু আমি যতই বয়োবৃদ্ধ হচ্ছি ততই আমার টিস্যু ক্ষয়ের ফলে আমি ভালো জীবনকে বেশি বেশি ভারসাম্যের বিষয় হিসেবে দেখতে শুরু করি এবং যে কোনো একটি উপাদানের ওপর সার্বিক গুরুত্ব প্রদান খুব ভয়ের ব্যাপার বলে মনে করি। এটাই সর্বদা বয়স্ক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই হবে শরীরী উৎস। কিন্তু এই ব্যাপার সম্বন্ধে জানতে পারলেই কেউ তার শরীর বিষয়ক বিদ্যা থেকে রেহাই পাবে না।

আটলান্টিকের ওপারে আমার দেশের মানুষ সুখ অর্জনের বিষয়ে কী চিন্তা করে ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। এর চাইতে আমি যে বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত তা ছিল উঁচুস্তরের ইংরেজরা এর সম্পর্কে ভালো চিন্তা করে। আমার মনে হয় যেসব মানুষ অসুখী তারা এই অসুখী হওয়ার জন্য গর্বিত। সুতরাং তারা চায় না তাদের সম্পর্কে বলা হবে যে তাদের অসুখী হওয়ার জন্য বড় কিছু নেই। একজন মানুষ বিমর্ষ কারণ ব্যায়ামের অভাবে তার লিভার উল্টে গেছে। তিনি সর্বদাই বিশ্বাস করেন যে এটা ঈশ্বরের ক্ষতি অথবা বলশেভিজমের আপদ অথবা এরূপ কারণে তিনি মনঃক্ষুণ্ন। তুমি যখন মানুষকে বল যে সুখ একটি সহজ বিষয় তখন তারা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়।

শুভেচ্ছা।

তোমার

বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

17th February

প্রিয় নরটন

আপনার ৯ ফেব্রুয়ারির চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমার সুখ অর্জনের পদ্ধতিটি ঘৃণিত দার্শনিক দলের একজনের আবিষ্কার। তিনি জন লক। শিক্ষার ওপর লেখার তার বইয়ে এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাবেন। এটাই মানবিক সুখ অর্জনে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অন্যান্য ছোট ছোট অবদানের মধ্যে রয়েছে ইংলিশ, আমেরিকান এবং ফরাসি বিপ্লব।

আমি আপনাকে যে The Scientific Outlook-এর সংক্ষিপ্ত সার পাঠিয়েছি তাতে আমার উল্লিখিত সব পাওয়া যাবে না। শিক্ষা অবশ্যই সমাজ কৌশলের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্য আমি একে বিজ্ঞাপনের শাখা হিসেবে গণ্য করেছি। পাভলভ শিরোনামে আমি আচরণবাদ অন্তর্ভুক্ত করেছি। ওয়াটসনের প্রচারিত কাজটিই পাভলভ করেছিলেন।

আমি এখন বইটির ৩৬০০০ শব্দের কাজ শেষ করেছি। কিন্তু তা শেষ করার পর আমি মে মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেখে দেব যাতে আমি পুনর্বার পড়তে পারি ও কিছু পাদটীকা যোগ করতে পারি।

'Science and Religion' শিরোনামে আমি এক পরিচ্ছেদের কাজ শেষ করেছি। এটা স্পষ্টভাবে ধর্মদ্রোহিতার মতো মনে হবে। এ ব্যাপারে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে? পুরো ব্যাপারটিকে বিপরীতার্থক প্রকাশ ভঙ্গির মতো বর্ণনা করা যেত। এভাবে একটা ভালো সাহিত্য উপহার দেওয়া যেত। কেউ বিজ্ঞানী, এডিংটন, জিনস এবং তাদের সহযোগীদের যুক্তিগুলো পড়ে দেখতে পারেন। এগুলো কত খারাপ। সৌভাগ্যবশত আমাদের বিশ্বাস এগুলোর ওপর নির্ভর করে না। কারণ তা পবিত্র ধর্মপুস্তকের দুর্ভেদ্য রকই এর ভিত্তি। আপনি যদি একে সাহিত্যরূপে গ্রহণ করেন তাহলে আমি ওই অর্থে তার পুনর্বিন্যাস করতে প্রস্তুত আছি। বর্তমানে তা সহজ-সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ এবং পূর্ণ নৈতিক গুরুত্ব দিয়ে লিখিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটি সময়ের আগেই দেবার ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছু না পেলে আগামী জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে Annastead-এর নিকট ডাকে পাঠিয়ে দেব অথবা তিনি লন্ডন এলে তার হাতে দিয়ে দেব। এর আগেও তা পাঠাতে পারি। কিন্তু এটি যতক্ষণ আমার হাতে থাকবে এতক্ষণ আমি এটাকে উন্নত করতে পারি।

Annastead-এর সাথে দেখা করার পর তাকে ভালো লেগেছে।

আপনার বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

11th March, 1931

প্রিয় নরটন

আপনি জেনে যাবেন যে আমার ভাই মার্সাইতে মারা গিয়েছেন। আমি তার খেতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছি, কিন্তু কোনো অর্থ পাইনি। কারণ তিনি ছিলেন দেউলিয়া। খেতাবটি আমার কাছে বিরক্তিকর। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। তবে আমি এটিকে আমার সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই না। চরমভাবে দেশদ্রোহী হলেই আমি তা থেকে রেহাই পাব। তবে এতে আমি আমার মাথাটা হারাতে পারি। পদ্ধতিটি কিছুটা চরম মনে হয়। প্রচার কাজে যাতে খেতাবটি ব্যবহৃত না হয় তার জন্য আমি আপনার ওপর নির্ভর করতে চাই।

Will Durant হতে ও তার কাছে লিখিত পত্র

44 North Drive
Groat Neck, N.Y
June 8th, 1931

প্রিয় আর্ল রাসেল

আপনি কি আপনার ব্যস্ততার মাঝেও কিছু সময় আমার সঙ্গে দর্শন নিয়ে আলোচনা করবেন।

আমি আমার পরবর্তী পুস্তকে একটি প্রশ্ন আলোচনা করতে চাই যা আমাদের সময়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রশ্নটা হলো– মানবজীবনের অর্থ কী বা তার মূল্য কী? ইকনাটন ও লাওসি থেকে বার্নসন ও স্পেংলার পর্যন্ত প্রধানত তাত্ত্বিকেরা এই প্রশ্ন নিয়ে ভেবেছেন? এর ফলে বুদ্ধিবৃত্তি নিঃশেষ হয়েছে। চিন্তা উন্নত হয়েছে, কিন্তু জীবনের মূল্য ও তাৎপর্য ধ্বংস করে দিয়েছে। সকল ভাববাদী ও সংস্কারবাদীদের প্রত্যাশিত জ্ঞানের বিস্তৃতি উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছেছে বলে মনে হয়। কেবল জ্ঞানের অন্বেষণকারীদের ক্ষেত্রেই তা হয়েছে এমন নয়। বরং তাদের সংস্পর্শে যারাই এসেছেন ছোঁয়াচে রোগের মতো তারা এতে আক্রান্ত হয়েছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন নক্ষত্রের আবর্তনের তুলনায় মানবিক ব্যাপারগুলো মুহূর্তের ঘটনামাত্র। ভূতত্ত্ববিদদের মতে সভ্যতা দুটো তুষার যুগের মধ্যবর্তী বিপজ্জনক অবস্থা। জীববিজ্ঞানীদের মতে, জীবন একটি ধারাবাহিক সংগ্রাম। মানুষে সাথে মানুষের, দলের সাথে দলের, জাতির সাথে জাতির, জোটের সাথে জোটের। ইতিহাসবিদদের মতে, প্রগতি একটি বিভ্রান্তি মাত্র। এর উজ্জ্বলতা ধ্বংসের পথেই যায়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের ইচ্ছাশক্তি এবং তার আপন সত্তা পরিবেশের হাতিয়ার। আত্মা একসময় সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হলেও তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ। শিল্প বিপ্লব মানুষের ঘর নষ্ট করেছে। জন্ম নিরোধ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে পরিবার ধ্বংস হয়। নৈতিক চেতনা এবং মানবজাতি ও বিনাশের মুখোমুখি। বলা হচ্ছে ভালোবাসা কিছু শারীরিক ক্রিয়ার সম্মিলিত প্রকাশ। বিবাহ হচ্ছে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর অনুকূল ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে দুর্নীতির বর্তমান অবস্থান কেবল মিলোর সময়ে রোমবাসীরাই জানত। আমরা যৌবনকালীন অতৃপ্ত কর্মতৎপরতা দেখি। তা কেবল সম্পদশালী হবার জন্য। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কল্পরাজ্য তা ভেঙে চুরমার করে দেয়। প্রতি আবিষ্কারই শক্তিমানদের শক্তিশালী করে দেয়। নতুন প্রযুক্তি মানুষের শ্রমের প্রয়োজন কমিয়ে দেয় এবং যুদ্ধের আতঙ্ক বাড়িয়ে দেয়। আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবনে সান্ত্বনা দানকারী ও আশ্রয়দানকারী ঈশ্বর আজ দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছেন। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় জীবন মানুষের আসা-যাওয়ার ক্রমবিকাশমাত্র। জীবনে পরাজয় আর মৃত দুটোই নিশ্চিত। অন্য কিছুই নিশ্চিত নয়।

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে মানবেতিহাসের সবচেয়ে ভুল হলো সত্যের আবিষ্কার। মায়াময় অবস্থা আমাদের শান্তি দিত এবং নিয়ন্ত্রণ আমাদের রক্ষা করত। অন্য কিছু আমাদের মুক্তি দিতে পারেনি বা সুখী করতে পারেনি। সত্যের মধ্যে এমন কিছু নেই যে মানুষ তার পেছনে ছুটতে পারে। তাই এটা খুঁজে বের করার পেছনে ব্যস্ত হওয়াটাই এমন আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হয়। আমাদের বেঁচে থাকার সব যুক্তি সে কেড়ে নিয়েছে। ক্ষণিকের আনন্দভোগ আর ভবিষ্যতের তুচ্ছ আশাটাই কেবল বাকি রয়েছে।

এটাই সংকটময় অবস্থা যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন আমাদের পৌঁছে দিয়েছে। আমি দর্শনকে ভালোবাসতাম। এখন ওই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। এখন আমাকে বোঝানোর জন্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। শুধু বেঁচে থাকা মানুষের চেয়ে চিন্তাশীল মানুষে অভিমত ভিন্ন হবে। আমার জন্য এক মুহূর্ত ব্যয় করুন এবং বলুন জীবনের অর্থ কী? ধর্ম কি আপনাকে সাহায্য করে? কোন জিনিসটা আপনাকে সক্রিয় রাখে? আপনার অনুপ্রেরণা ও আপনার কর্মশক্তির উৎস কী? আপনার শ্রমের উদ্দেশ্য কী এবং এর পেছনে চালিকা শক্তি কী? অবশ্যই আমাকে অতি সংক্ষেপে লিখবেন। হাতে সময় থাকলে বিস্তারিতভাবে লিখতে পারেন। আপনার প্রতিটি শব্দই আমার কাছে মহামূল্যবান।

আন্তরিকভাবে আপনার
Will Durant.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

20th June 1931

প্রিয় মি. ডুরান্ট

আমি দুঃখিত। কর্মব্যস্ততার জন্য আমার জীবনের কোনো অর্থ নেই– এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না। ফলে আপনাকে উপযুক্ত উত্তর দিতে এখন অক্ষমতা প্রকাশ করছি।

সত্য আবিষ্কৃত হলে এর ফলাফল বিচার করতে পারার আমি কিছুই দেখি না। কারণ এখনো কোনো সত্যই আবিষ্কৃত হয়নি।

আন্তরিকভাবে আপনার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

14th Oct. 1931

প্রিয় বার্ট্রান্ড রাসেল

দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে লিখব ভাবছি। এর উদ্দেশ্য আপনার প্রতি আমার উচ্চ প্রশংসাবোধ প্রকাশ করা। আপনার বইগুলোর যৌক্তিক, দার্শনিক, ও মানবিক সমস্যাসম্পর্কিত আলোচনার আমি স্পষ্টতা, নিশ্চিত ও বস্তুনিষ্ঠতা দেখতে পাই।

এই কথাটি আমার বলার ইচ্ছা ছিল না। কারণ বস্তুজগৎ সম্পর্কে আপনারা যা জানেন এই ব্যাপারটিও আপনি সেভাবে জানেন। অবশ্য একজন স্বল্প পরিচিত সাংবাদিক আমার কাছে এসে আপনাকে আমার মনের কথাটা খুলে বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি সাংবাদিকদের একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার কথা বলেছি। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই এর সদস্য হবেন। এর উদ্দেশ্য হবে সকল দেশের মানুষকে আন্তর্জাতিক সমঝোতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। পৃথিবীর সকল দেশের সমস্যা নিয়ে সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদের লেখা প্রবন্ধ সব দেশের সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা।

আমি যার কথা বলছি তার নাম ড. জে রেজিব। এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি ইংল্যান্ড সফর করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি আপনার সঙ্গে তার স্বল্পকালীন আলাপেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এরকম অনুগ্রহ কামনা করে আপনাকে বলতে আমি এখনো সংকোচবোধ করছি। আমি মনে করি এ ধরনের পরিকল্পনা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্য।

প্রশংসাসহ
এ আইনস্টাইন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Tolograph House
Harting, Petersfield
7.1.35

প্রিয় আইনস্টাইন

দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানানোর কথা ভাবছি। কিন্তু আমার কোনো বাড়ি না থাকায় আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি। অতিসম্প্রতি আমার এ বাধা দূর হয়েছে। আমি আশা করছি আপনি সপ্তাহান্তে যে কোনো দিন এখানে আসবেন। আগামী ১২ বা ১৯ জানুয়ারি হলে ভালো হবে। আমার জন্য সময়টি সুবিধাজনক। এরপর ছয় সপ্তাহের জন্য আমি অস্ট্রিয়া ও স্কেনডিনেভিয়ার দেশগুলোতে থাকব। সুতরাং এই দুই দিনের কোনো একদিন সম্ভব না হলে আগামী মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমার বাড়িতে আপনার আগমন আমাকে যে আনন্দ দেবে অন্য কোনো কিছুই আমাকে সে আনন্দ দেবে না। বিভিন্ন মানবিক বিষয় ও পদার্থবিদ্যার অনেক কিছুই রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই। সেটা আমার চেয়ে আরও বেশি স্পষ্ট হবে।

আপনার অতি আন্তরিক
বার্ট্রান্ড রাসেল।

AMARBOI.COM

Bell Court
Aldbourne, Morlborough
Nov. 1938

প্রিয় বার্টি

ওইসব ভয়ংকর দিনে আপনার কথা খুব মনে পড়েছে। তখন আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন, এবং তারা পড়ে রয়েছিল এরূপ একটি জগতে। একটি দুঃস্বপ্নের মধ্যেই আপনি এরূপ জিনিস দেখতে পারেন। আপনি এখনো বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যে নিজেকে দেখতে পারেন।

আপনার সমস্যাগুলো আমি বুঝতে পারি। আমি একজন শান্তিবাদী এবং ভবিষ্যতেও শান্তিবাদীই থাকব। তবে মনে হয় তারা শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করে অথচ শান্তি কোথাও নেই। আমরা কোন জগতে বাস করছি।

পাওয়ার বইটির ভালো সমালোচনা হচ্ছে। ওটা বিক্রিও হচ্ছে ভালো। আমি খুব খুশি। শীঘ্রই আমি বইটা পড়ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল্যান্ডের এক নৈরাজ্যবাদী আমাদের সাথে থাকত। সে AIT-এর সচিব ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুদর্শন লোকটি দীর্ঘকাল স্পেনে CNT-এর সাথে কাজ করেছে।

সে ছিল আপনার উচ্চ প্রশংসাকারী। সে বলেছে Encyclopadia-র জন্য সে নৈরাজ্যবাদের ওপর একটা প্রবন্ধ লিখেছে। নিবন্ধের শেষ সূত্র হিসেবে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জিতে সে 'বার্ট্রান্ড রাসেলের সকল রচনার' কথা উল্লেখ করেছে। সে ব্যাখ্যা করেছে এসব লেখার মধ্যে নৈরাজ্যবাদী ধৈর্য ধরা না পড়লেও প্রবণতা রয়েছে।

আমি এতে আনন্দিত। কারণ সকল দলের মাঝেই বাস্তবে নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা রয়েছে। আমার মনে হয় তা-ই ঠিক। একদিন আমরা সাভেরন্যাক ফরেস্টে গিয়েছিলাম। গাছের পাতাগুলো (শরৎকালীন) তখন পড়তে শুরু করেছে। দিনটা ছিল উষ্ণ ও উজ্জ্বল। পিটার, জন, কেইট ও আপনার কথা খুব মনে হয়েছে। আপনারা থাকলে অনেক আনন্দ হতো। ভবিষ্যতে অন্য একদিন আমরা এখানে ঘুরে বেড়াব।

বাড়ি থেকে দূরে এরকম একটা সময়ে যতটা সুখী থাকা যায়, আশা করি আপনারা ততটা সুখী আছেন। আপনাদের দুজনের প্রতি ভালোবাসা রইল।

AMARBOI.COM

আপনার
গামেল।

Telegraph House
Harting Petersfield
21.12.36

প্রিয় লায়ন

আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় আমি Gastric flu-তে পীড়িত হই। আগামী জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আশা করছি।

এলিস আপনার সাথে কিছুদিন থাকতে যাচ্ছে। তাকে আমার পক্ষ থেকে কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলবেন। আমি খুবই উদ্বিগ্ন। কারণ মেরি বেরেনসন এলিস সম্পর্কে কিছু সমালোচনামূলক কথা বলেছিলেন, আমি পাথরের মতো নীরব হয়েই কেবল কথাগুলো শুনেছি। তার কথা থেকে মনে হয়েছে যেন আমিই কথাগুলো বলেছি। আমি অশুভ কোনো কিছু ঘটুক, চাই না। সুতরাং মেরি বেরেনসনের উল্লেখ করে আমি এলিসকে কিছু বলতে চাই না। এলিস সম্পর্কে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবন্ধুসুলভ কোনো কিছু বলেছি বা ভেবেছি– সে এরূপ মনে করে থাকলে আমি দুঃখ পাব।

আপনার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

The Warden Lodgings
All souls College, Oxford
December 28, 36

প্রিয় বার্টি

বেশ। আমি তা-ই করার চেষ্টা করব। আপনার সম্পর্কে এলিসকে কিছু বলা সহজ নয়। সে ভাবতে পছন্দ করে যে সে আপনার সম্পর্কে সবই জানে। আপনার প্রতি তার আগ্রহ অনেক। এত দিন পরও সে পরিপক্ব হতে পারেনি বলে মনে হয়। সে এখনো আপনাকে নিয়ে ভাবে। আসলে মানুষের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। মানুষ রসবোধ ব্যতীত জীবন যাপন করলে ঘুমিয়ে যেতে পারে অথবা তিক্ততাবোধ করতে পারে। আমি মনে করি কৌতুক করার মতো নিজেকে যোগ্য মনে করার মধ্যেই বড় গুণ নিহিত।

[এলিস এবং গ্রেস ওয়থিংটন সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করব। আমি ভ্রমণকালীন সময়ের মধ্যে আসতে পারব কি না আমার ভয় হচ্ছে। কিন্তু সাধারণত আমি তখন বিছানায় থাকি। হে প্রভু! কত উপযোগী হবার ক্ষমতাই না রয়েছে; ইংরেজদের। এবং কত অনমনীয়ই না আমেরিকানরা। এখানকার জনসাধারণ স্কটিশ এবং আলস্টার। অনেক বেশি শিথিল প্রজননব্যবস্থা।]

আপনার দর্শনের বই সম্পর্কে আমার মনে একটি খারাপ জায়গা আছে। যে কারণে আমার মনে এরূপ ধারণা জন্মেছে তা আঙ্গিক মৃত্যুর পূর্বে দূর করবেন– আশা করি। আমার মনে হয় তা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সে ধরনের কাজই করবেন। তত্ত্বাবধায়কের ছেলে এখানে পদার্থবিদ্যার ওপর আপনার দেওয়া একটা বক্তৃতা শুনেছে। তার ধারণা সারা ইংল্যান্ডবাসীদের মধ্যে আপনার মস্তিষ্ক পরিষ্কার। যে দেশের মানুষের মস্তিষ্কে তালগোল পাকিয়ে যায় সে দেশের মানুষও তাদের নিয়ে গর্ববোধ করে। সেখানে এরকম প্রশংসা কি বিরাট ব্যাপার নয়?

লেডি রাসেলকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। আশা করি তিনি ভালো। তার কাছে পরে লিখব।

ওপরের চিঠির লেখক লায়ন এলিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আমারও বন্ধু হয়ে যান। যার লম্বা কালো চুলের জন্য তাকে সবাই লায়ন বলে ডাকত। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বেলফাস্টে ব্যবসা করতেন। অত্যধিক মদ পান করায় তিনি দেউলিয়া হয়ে যান, পরে মৃত্যুবরণ করেন। কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি ইংল্যান্ড আসেন। লেডি হেনরি সমারস্যাট তাকে কিছু জনহিতকর কাজে নিয়োজিত করেন। ১৮৯৪ সালে ১০ ডিসেম্বর মিতাচার আন্দোলনের মিছিলে আমি এলিসের কারণে যোগ দিয়েছিলাম। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া লোকদের মাঝে কাজ করার ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার বাদানুবাদ হয়। আমার কিছু মন্তব্য তাকে নিরুৎসাহিত করে। এর কিছুদিন পরে তিনি বার্নার্ড শ-এর ন্যায় সেন্ট ভেন্টকাস ভেস্ট্রির সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি একটি বস্তি এলাকায় বাস করতেন। আমার কেমব্রিজের আসবাবপত্র বিক্রি করার সময় কিছু কিছু তাকে দিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে এলিসের মাধ্যমে ববি ফিলিমোর নামের এক যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে এলিসকেও বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়। সে ছিল লর্ড ফিলিমোরের পুত্র। ফিলিমোর ধনী ব্যক্তি ছিলেন। আইন বিষয়েও তার ভালো জ্ঞান ছিল। তিনি গ্ল্যাডস্টোনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমার ধারণা, লোগানই তাকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যান। সে কবিতা লিখত। জর্জ বার্নার্ড শ'র Candida নাটকে যে কবির কথা আছে সে এক রকমই একজন কবি। সে সিদ্ধান্ত নেয় লায়নকে বিয়ে করবে। এলিসের ক্ষেত্রে সে তাড়াহুড়া করে ভুল করেছিল। এ ক্ষেত্রে সে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চায়নি। সে-ও St. Pancras Vestry-তে নির্বাচিত হয় এবং সতর্কতার সঙ্গে লায়নের কাছে প্রস্তাব দেবার ইচ্ছা পোষণ করে। এলিসকে বিয়ে করার অল্পদিন পর আমি লায়নের কাছ থেকে একটি পত্র পাই। ববির প্রস্তাব সে গ্রহণ করবে কি না– জানতে চান। আমি জবাবে প্রস্তাব গ্রহণ না করার পক্ষে বারোটি যুক্তি দিই। ফেরত ডাকে তিনি আমাকে জানান তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন।

পরের বছর বসন্তে আমি ও এলিস এলিসের বোনের সাথে ফিয়সল ছিলাম। তখন লায়ন ও ববি তাদের মধুচন্দ্রিমা শেষ করে আমাদের সাথে দেখা করতে আসে। তখনই আমি প্রথম জানতে পারলাম যে লায়ন ববির প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ববির প্রস্তাবে অসম্মতি জানাতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে ববির হৃদ্‌যন্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা জানিয়ে দেন যে লায়ন ববির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেই থাকলে তার মৃত্যু অনিবার্য। ববির পিতাও লায়নকে বোঝান। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত লর্ড ফিলিমোরের বারবার আবেগপূর্ণ অনুরোধে গ্ল্যাডস্টোন প্রায় অন্ধ অবস্থায় আশি বছর বয়সে লায়নের বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন ও লায়নকে অনুরোধ করেন। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। ফলে তার প্রেমের জন্য তৃষ্ণার্ত শূকরকে সে বিয়ে করতে রাজি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পর্যন্ত সবকিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু ফিয়সলে লায়নের বর্ণিত কাহিনি ছিল বিস্ময়কর। আমি ও এলিস লক্ষ করলাম যে সে পুরোপুরি উদাসী হয়ে গেছে। আলাপ-আলোচনায় সে অশ্লীল কথাই বেশি বলত। তার এই পরিবর্তনের কারণ জানার জন্য আমি তাকে বারবার চাপ দিচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সে বলল, ববি ডাক্তারকে মিথ্যে বলেছিল। তার হৃদ্‌যন্ত্রে কোনো সমস্যা ছিল না। ববি এ কথাও বলেছিল সে বিয়ে করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও সে লায়নকে ভালোবাসত না। আমার বিশ্বাস, তাদের বিয়ে দৈহিক মিলনে সিদ্ধ হয়নি।

ববির বাবা র‍্যাডলেট নামক একটি গ্রামের মালিক ছিলেন। র‍্যাডলেট এবং এলসট্রির মাঝখানে তাদের একটি বাড়িও ছিল। তিনি ববিকে বাড়ি ও গ্রামটা খেয়াল খুশি মতো ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দেন। তখন ববির মধ্য থেকে কবি ও সমাজতন্ত্রের চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। সে হয়ে গেল এক ব্যবসায়ী। সে ওই গ্রামে কয়েকটি নোংরা ঘর তৈরি করে। এগুলো থেকে প্রচুর আয় হত। কয়েক বছর পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার স্ত্রী তাকে তিন বছর শুশ্রূষা করে। এর পরই সে মারা যায়। লায়ন পরে আমাকে বলেছিল যে, যে ব্যক্তি সব সময় অসুস্থ থাকার প্রতিজ্ঞা করবে তাকেই সে বিয়ে করবে। কারণ শুশ্রূষা করার অভ্যাস তাকে শুশ্রূষা ব্যতীত স্বাভাবিক থাকতে দিত না।

সে আর বিয়ে করেনি। By an unknown disciple নামে একটি বই সে প্রকাশ করে যাতে লেখকের কোনো নাম ছিল না। বইটির বিক্রি ভালোই ছিল। ম্যাসিংহোমের সাথে একবার তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা ব্যর্থ হয়। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় তার আগ্রহ ছিল। বিপুল ধনসম্পদসহ বিধবা হলে সে তার সম্পত্তির একটা বড় অংশ শ্রমিকদলকে দিয়ে দিত। জীবনের শেষ দিকে আমার সঙ্গে তার খুব বেশি দেখা হতো না। আমি যা গুরুত্বহীন মনে করতাম সে তাই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করত। সেগুলো হলো– ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা, অন্তর্দৃষ্টি, আইরিশদের উন্নত প্রজ্ঞা এবং এরূপ মনোভাব। এসব প্রতিবন্ধকতা আমার ভালো লাগত না। এসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া না করে তার সাথে দেখা করতাম।

25 Wellington Square
S.W.3
March 16, 1937

প্রিয় বার্টি

এ কথা জেনে স্বস্তি পাচ্ছি। আমার সমালোচনা পড়ে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসু মন তৃপ্ত হবে বলে তুমি মনে কর। আমি সেটাই করতে চেয়েছিলাম। আমি তেমন ভালোভাবে লিখিনি; লেখতে গিয়ে তাড়াহুড়া হয়েছে এবং সংশোধন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে ভাসাভাসা। তবে আমার ধারণা মানুষ কথা বুঝতে পারবে যে The Amberley Papers বইটি খুব আকর্ষণীয়। আমি Trinity Commem-এ গিয়েছিলাম। রাতে ওখানেই খেয়েছি। দেখলাম আমার সমালোচনার ওখানেও কাজ হয়েছে। ইয়াংকে দিয়ে আমি Observer পত্রিকায় লেখাতে পেরেছি– বিষয়টা আমাকে বেশি আনন্দ দিয়েছে। সে ST-তে এটা সম্পর্কে লিখতে চেয়েছিল। আমি তার কাছ থেকে বইটা টেনে নেই এবং Grain-এর কাছে লেখা পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করি।

আমার মনে হয় না বইটা বেশি বিক্রি হয়েছে। তবে সেটা একটি সম্মানজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে এবং বিক্রি চলতেই থাকবে।

Telegraph হাউস বিক্রির কথা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। বিস্তারিত জানারও ইচ্ছা। মনে হয় তুমি খুব ভালো দাম পাওনি। না হয় আরও খুশি হয়ে লিখতে। এতে এ কথা বোঝায় না যে তোমার অর্থ চিন্তাটা এর ফলে দূর হয়ে গেছে। তুমি কি শোপেনহাওয়ারের ঘটনাটা স্মরণ করতে পার যখন একটি মহিলাকে তিনি সিঁড়ির নিচে ফেলে দিয়েছিলেন এবং বাকি জীবন তাকে পেনশন দিতে বাধ্য ছিলেন? তার একটা পোষা কুকুরও ছিল, নাম ছিল বাজ। তুমি তো কোনো মহিলাকে সিঁড়ির নিচে ফেলে দাওনি। তুমি কি অনেক বছর পর তার দিনপঞ্জিকায় সফল প্রবেশের কথা স্মরণ করতে পারছ? তোমার কাছ থেকে দুটো পোস্টকার্ড পাবার অপেক্ষায় আছি।

এই ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণ ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক পরিষ্কার করার জন্য তোমার সময় বের করা দরকার। এটা কি সত্য যে ওই পোস্টকার্ডগুলো লেখা পর্যন্ত তুমি ৫০০ পাউন্ড ব্যবস্থা করতে পারতে? তোমার প্রশংসাকারীদের উচিত তা উঠিয়ে দেওয়া। তুমি কি পেনশন গ্রহণে আপত্তি করবে? তোমার মতো মূল্যবান বইপত্র লেখার সম্ভাবনা থাকলে আমি গ্রহণ করতে রাজি হতাম না।

এখন হাতে সময় কম। আমি বলছি না যে মৃত্যু আমাদের নিকটবর্তী। কিন্তু মৃত্যু ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মনোযোগ দেবার শক্তি কমে যাওয়াই এরূপ অনুভূতির কথা বলে দেয়।

খুব বেশি দিন হয়নি বার্নার্ড শ'র সাথে আমার দেখা হয়েছে। তিনি তার সাম্প্রতিক লেখাগুলো নিয়ে আলাপ করলেন। ওই লেখাগুলোতে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এ কথা বলতে আমি তাড়না অনুভব করছিলাম। 'আপনার কি আশঙ্কা জন্মে না যে এতে আপনার মধ্যে যে ভয়ংকর ব্যাপার লুকিয়ে আছে সেটাই আপনি প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তা হলো যে আপনি কোনো বিষয়েই এখন আর গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন না?' আমার আশঙ্কার কারণ লক্ষ করতে গিয়ে আমি এর প্রকৃতি বুঝতে পারি। আমার ও তোমার কাছে সেটা আশঙ্কা মাত্রই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি এখনো চিন্তা করার ক্ষেত্রে শক্তি রাখো। কারণ অনুভব করার শক্তি তোমার যথেষ্ট রয়েছে। তোমাকে এখনো দর্শন নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বার্ধক্য তোমার ক্ষমতা শুষে নেবার আগেই তোমার লেখা উচিত।

আমি মুরের সাথে সুখেই ছিলাম। Definition-র ওপর Wisdom এর লেখা একটা বই সে আমাকে দেখিয়েছে। আমি এর কিছুই বুঝিনি। এর লেখক Wattamtein-এর সঙ্গে আমার ইচ্ছা ছিল নিজের সম্পর্কে আলাপ করতে। তবে স্মৃতি পটভূমি থেকে চলে যাওয়ায় অস্বস্তিকর অনুভূতি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যাক, পরবর্তী সময়ে তা দেখা যাবে। লন্ডন কবে আসছ? যেকোনো সময় আসতে পারো। আমরা তোমার থাকার জায়গা দিতে পারব। ডেরনড এখন জাহাজের ডাক্তার। তার কক্ষটি খালি পড়ে আছে। আমার Leshie Stephen বক্তৃতামালা শেষ হবার পর আগামী মে মাসে তোমার ওখানে বেড়াতে যাব। পিটারের প্রতি ভালোবাসা ও সন্তান লাভের অভিজ্ঞতার জন্য শুভেচ্ছা জানাবে।

তোমারই

ডেসমন্ড।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকা

১৯৩৮-১৯৪৪

১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে কিংলিংটনের আমাদের বাড়িটি বিক্রয় করি। ক্রেতারা তৎক্ষণাৎ বাড়িটি ছেড়ে দেবার শর্তেই ক্রয় করেন। ফলে আমরা আগস্টে এক পক্ষকাল কোনো মতে কাটাই। আমরা একটি ঢাকনাওয়ালা যান ভাড়া করি এবং পেমব্রোকসায়ার সৈকতের নিকটে থাকি। পিটার, জন, কনরাড, কেইটও আমার সঙ্গে আমাদের শেরি নামক বড় কুকুরটিও ছিল। পুরো সময়টাতে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং আমরা যানের ভেতর গাদাগাদি করে থাকি। সময়টি ছিল আমার কাছে অনারামদায়ক। পিটারকে খাবার তৈরি করতে হতো, কিন্তু কাজটি পিটার পছন্দ করত না। সবশেষে জন ও কেইট ডরিস্টংটনে ফিরে যায় এবং পিটার, কনরাড ও আমি আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করি।

শিকাগোতে একটি বড় সেমিনার ছিল। 'শব্দ ও বাস্তব জগৎ' শিরোনামে একটি বিষয়ের ওপর অক্সফোর্ডের মতোই আমাকে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল যে এক স্বাদবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করলে কেউ আমার বক্তৃতা শুনবে না। তাই আমি শিরোনামটি পরিবর্তন করি। নতুন শিরোনামে বিষয়টি হলো 'The Correlation between Oral and Samatic Motor Habits. সেমিনারের নতুন শিরোনামটি অনুমোদন পেয়ে গেল। সেমিনারটি ছিল অসাধারণ আনন্দদায়ক। কর্নাপ ও চার্লস মরিস সেমিনারে আসতেন। তা ছাড়া সেমিনারে আমি পেয়ে যাই অসাধারণ আনন্দদায়ক। কর্নাপ ও চার্লস মরিস সেমিনারে আসতেন। তা ছাড়া সেমিনারে আমি পেয়ে যাই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আমার তিন ছাত্র ডলকি, কাপ্লান এবং কপিলইজসকে। আমরা পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তির ব্যবহার করি। ফলে প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা সম্ভব হতো। প্রত্যেকেই এতে তৃপ্তি পেত। দার্শনিক আলোচনার সময় এ অবস্থাটা দুর্লভ। সেমিনার ব্যতীত শিকাগোতে আমার সময় কাটানো সুখকর ছিল না। শহরটি জঘন্য এবং আবহাওয়া ছিল কুৎসিত। প্রেসিডেন্ট হুচিনস Hundred Best Books নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং দর্শন বিভাগের ওপর Neo-Thomism

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবরদস্তি করে আরোপ করতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ভালো মনে করতেন না। তাই আমার নিয়োগকাল শেষে আমাকে চলে আসতে দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন।

আমি লস এঞ্জেলেসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলাম। শিকাগো এখনো বীভৎস কনকনে শীতের কবলে। এরূপ পরিবেশ থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসন্তে এসে আনন্দই পেয়েছিলাম। মার্চের শেষে আমরা ক্যালিফোর্নিয়া এসেছিলাম। কিন্তু সেপ্টেম্বরের আগে পড়াশোনা শুরু করতে পারিনি। এই মধ্যবর্তী সময়ের প্রথম দিকে আমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই। তখনকার দুটো ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। তার একটা ছিল এই যে লুইসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসরগণ সবাই হোয়েলং সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতেন, কারণ তিনি তাদের বেতন বৃদ্ধি করে দেন। অন্য স্মরণীয় বিষয়টি অধিকতর আনন্দের। একটি গ্রাম্য এলাকার বাঁধের ওপর আমাকে নেওয়া হলো, যা ছিল মিসিসিপির নিকটে। দীর্ঘ ভ্রমণ, বক্তৃতা ও প্রচণ্ডে গরমে আমি ক্লান্ত ছিলাম। আমি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, নদী দৃশ্য দেখি ও জল এবং আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। প্রায় দশ মিনিট আমি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ছিলাম। প্রবহমান নদীর জলই আমাকে এই অনুভূতি দিয়েছিল।

১৯৩৯ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে জন ও কেইট আমাদের দেখতে আসে। তাদের আসার কয়েক দিন পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তারা ইংল্যান্ডে ফেরত যেতে পারেনি। এক মুহূর্তের নোটিশেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। জনের বয়স সতেরো। তাকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিই। কিন্তু কেইট পনেরোতে পা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তার বয়স খুবই কম। আমি বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে খোঁজ নিতে লাগলাম লস এঞ্জেলেসের কোন স্কুলের পড়াশোনার মান সবচেয়ে ভালো। সবাই একটি স্কুলের জন্য সুপারিশ করলে আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু দেখা গেল সেখানকার একটি বিষয় ছিল যা ইতোমধ্যে তার জানা ছিল না। এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। তার তারুণ্য সত্ত্বেও আমি তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। ১৯৩৯-৪০ সাল জন ও কেইট আমাদের সঙ্গে ছিল।

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে আমরা সান্তা বারবারাতে একটি ঘর ভাড়া করি। জায়গাটি খুব আনন্দদায়ক ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আমার পিঠে জখম হয়। তাই আমাকে প্রায় এক মাসে শুয়ে থাকতে হয়। আমাকে অসহ্য সাইটিকায় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এর ফল এই ছিল যে আমি বক্তৃতা প্রস্তুত করতে পিছিয়ে পড়ি। তাই পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে আমাকে অতিরিক্ত করতে হতো। আমি সর্বদাই সজাগ ছিলাম যে আমার বক্তৃতাগুলো যথেষ্ট হচ্ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানকার শিক্ষাদীক্ষার পরিবেশ শিকাগোর চেয়েও খারাপ ছিল। মানুষগুলো সচ্ছল ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে আমার ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়। কোনো লেকচারার অতি উদার কিছু বলে ফেললে তা একটি খারাপ কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। এর জন্য তাকে বরখাস্ত করা হতো। ফ্যাকালটির সভা অনুষ্ঠিত হলে সেখানে প্রেসিডেন্টের বুটজুতা পায়ে একজন সেনাপতির মতো ঢুকে পড়তেন। তার অপছন্দের কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তিনি আপত্তি করতেন। তার ভ্রুকুটিতে সকলেই কাঁপত। তখন রাইখটাগে হিটলারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাগুলোর কথা আমার মনে পড়ত।

১৯৩৯-৪০ শিক্ষাবর্ষের শেষ দিকে নিউ ইয়র্কের একটি কলেজে আমাকে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ করা হলো। ব্যাপারটি চূড়ান্ত বলেই মনে হলো। আমি কেলিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছে লিখলাম যে আমি আমার চাকরিতে ইস্তফা দেব। পত্রটা তার হাতে পৌঁছার আধঘণ্টা পরই জানতে পারলাম যে নিউ ইয়র্কে আমার নিয়োগটা চূড়ান্ত নয়। তাই আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করলাম এবং পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানালাম। তিনি অনেক দেরি হয়ে গেছে বললেন। একনিষ্ঠ খ্রিষ্টান করদাতারা একজন ধর্মদ্রোহী মানুষকে বেতন দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাই প্রেসিডেন্ট আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েই খুশি হলেন।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। এই কলেজে প্রায় সবাই ছিল রোমান ক্যাথলিক বা ইহুদি। কিন্তু সকল বৃত্তিই ইহুদিরা পেত আর এতে ক্যাথলিকরা ক্ষুব্ধ হতো। নিউ ইয়র্ক শহরের শাসনব্যবস্থা ছিল ভ্যাটিকান সিটির মতো। তবে কলেজের অধ্যাপকেরা একাডেমিক স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। এই উদ্দেশ্য বজায় রেখেই তারা আমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। একজন ইংলিশ বিশপকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। পুলিশকে বোঝানো হয় যে স্থানীয় অপরাধের দায়দায়িত্ব সব আমার। একটি মেয়ে সিটি কলেজের কোনো এক শাখার ছাত্রী ছিল। তার মাকে এমন বিষয়ে আমার ওপর অভিযোগ আনতে বোঝানো হয় যার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব ছিল না। মেয়েটির মা বলেন, ওই প্রতিষ্ঠানে আমার উপস্থিতি তার মেয়ের সদগুণ বজায় রাখার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এই অভিযোগটি আমার বিরুদ্ধে না, বরং তা ছিল নিউ ইয়র্ক মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে। আমি নিজেকে এই অভিযোগের পক্ষ বানাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাকে বলা হয় যে অভিযোগের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই। মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলেও মহিলার জয়লাভের উৎসাহ এবং মিউনিসিপ্যালিটির হেরে যাবার উৎসাহ ছিল সমানে সমান। অভিযোগকারীর আইনজীবী আমার লেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে যেসব শব্দ ব্যবহার করেন সেগুলো হলো– লাম্পট্যের পরিচায়ক, কামলালসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্রেককারী, যৌন অসুস্থতার নির্দেশক, বিকৃত যৌনরুচির প্রকাশক, সংকীর্ণচিত্ততা, শ্রদ্ধাহীনতা ও অসত্যে পরিপূর্ণ এবং সকল নীতিবোধ বিবর্জিত। মামলাটির বিচারক ছিলেন একজন আইরিশ। রায় আমার বিরুদ্ধে দেওয়া হলো এবং সাথে কিছু কটূক্তিও। আমি আপিল করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি আপিল করতে অস্বীকৃতি জানাল। আমাকে দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলা হলো। কারণ আমি নাকি বলেছিলাম যে হস্তমৈথুনের জন্য শিশুদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। আইন আদালতের তোয়াক্কা না করে জনতার আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া।

আমার বিরুদ্ধে একধরনের আমেরিকান ডাইনি খুঁজে বের করার তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। আমেরিকার সর্বত্রই আমার সব ধরনের কর্ম নিষিদ্ধ হলো। একটি ভ্রমণ বক্তৃতায় আমার নিয়োজিত হবার কথা ছিল। আমি কোথাও প্রকাশ্যে হাজির হলে উচ্ছৃঙ্খল ক্যাথলিকদের রায়ে সম্ভবত আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। সে ক্ষেত্রে পুলিশের অনুমোদনও থাকত। কোনো খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন আমার কোনো লেখা প্রকাশ করবে না। এভাবে আমি সকল প্রকার আয়-রোজগার থেকে বঞ্চিত হলাম। ইংল্যান্ড থেকে বাইরে টাকাপয়সা নিয়ে আসা আইনত নিষিদ্ধ ছিল। তাই বিশেষত আমার তিন সন্তান আমার ওপর নির্ভরশীল থাকায় আমার জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অনেক উচ্চমানের অধ্যাপক প্রচণ্ড আক্রমণ, ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করে এর প্রতিবাদ করলেও তারা ব্রিটেনের সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি হিসেবে আমার অঢেল পৈতৃক সম্পদ রয়েছে বলে ধরে নিলেন।

এর জন্য, তাদের মতে, আমার অবস্থা ভালো ছিল। ফিলাডেলফিয়ার নিকটে বার্নস ফাউন্ডেশনের স্থপতি, আবিষ্কর্তা আরজিরলই কেবল বাস্তব কাজটি করলেন। তিনি তার ফাউন্ডেশনে আমাকে পাঁচ বছর বক্তৃতা দেবার জন্য নিয়োগ দেন। ফলে আমি দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাই। তার নিয়োগদানের আগে আমি বিপদ কাটাতে কোনো পথই পাচ্ছিলাম না। এক দিকে ইংল্যান্ড থেকে আমি অর্থসম্পদ আনাতে পারতাম না। অপরদিকে ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমার তিন সন্তানকে দেশে পাঠানোর ইচ্ছা আমার ছিল না। জন এবং কেইটকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে নিয়ে এসে দয়াবান বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে ন্যূনতম খরচ করে জীবন যাপন করার প্রয়োজন দেখা দিল। এসব ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে বার্নস আমাকে রক্ষা করলেন।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে আমি জনগণের কাছ থেকে আতঙ্ক ও ব্যক্তিগত আনন্দের মতো পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থার সম্মুখীন হই। Fallen Leaf Lake এলাকার Lake Tahoe-এর কাছে সিয়েরা নামক স্থানে আমরা গ্রীষ্মকাল কাটাই। যেসব সুন্দর জায়গা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এই জায়গাটি ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। হ্রদটি ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ফুট ওপরে। এলাকাটি বছরের অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা থাকায় বসবাসের অনুপযোগী ছিল। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তিন মাস সূর্যের কিরণের ফলে সেখানকার আবহাওয়া গরম হয়ে উঠত তবে সাধারণত অসহনীয় গরম নয়। পাহাড়ের ওপর তৃণভূমি বিচিত্র ফুলে পূর্ণ। পাইনগাছের সুঘ্রাণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পাইনগাছ-ঘেরা একটি ক্যাবিনে আমরা থাকতাম। তাও ছিল হ্রদের নিকটে। কনরাড এবং তার শিক্ষিকা ঘরের ভেতরের ঘুমাত। সবার ঘুমানোর জায়গা ঘরের ভেতরে হতো না। ফলে বিভিন্ন বারান্দায় আমরা ঘুমাবার ব্যবস্থা করতাম। জলপ্রপাতের কিনারা পর্যন্ত যে নির্জন এলাকা তার ওপর দিয়ে অনেক পায়ে হাঁটা রাস্তা ছিল। এই রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যেত এবং লেইকে যাওয়া যেত। বরফের ওপর দিয়ে গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যেত। জলও মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডা ছিল না। আমার ছোট আকারের একটি পাঠকক্ষ ছিল। এই কক্ষে বসে আমি Inquiry into Meaning and Truth বইটি লিখি। খুব বেশি গরম লাগত। তাই আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে লেখতাম। উষ্ণতা আমার জন্য কষ্টদায়ক ছিল না বা কাজ করার জন্যও প্রতিকূল ছিল না।

এই আনন্দের মধ্যেই আমরা প্রতিদিন জানার চেষ্টা করতাম ইংল্যান্ড আক্রান্ত হলো কি না, লন্ডনের অস্তিত্ব বজায় ছিল কি না। অন্যের কষ্টে রসবোধ জাগ্রতকারী ডাকপিয়ন একদিন সকালে এসে উচ্চকণ্ঠে বলছিল, 'খবর শুনেছেন? পুরো লন্ডন ধ্বংস হয়ে গেছে, কোথাও একটি ঘরও দাঁড়িয়ে নেই।' তাকে বিশ্বাস করা যায় কি না বুঝতে পারিনি। দীর্ঘ পথ হেঁটে, অনেক হ্রদে ঘন ঘন স্নান করে সময়টাকে সহনীয় করে নিতাম। সেপ্টেম্বরে বোঝা গেল যে ইংল্যান্ড আক্রান্ত হবে না।

একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা দেখতে পেলাম সিয়েরাতে। বাস্তবে সব ঘরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বসবাস ছিল। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই করত। পুরো শীতকালব্যাপী যে তরুণ আমার বক্তৃতা শুনেছিল সেই আমাদের মুদির দোকান থেকে জিনিসপত্র এনে দিত। কেবল ছুটির কাটাতে এসেও অনেকেই এখানে ছাত্র হয়েছিল। প্রত্যেকটি জিনিস আদিম প্রকৃতির ও সহজ সরল হওয়াতে খুব কম খরচে উপভোগ করা যেত। ভ্রমণকারীদের ব্যবস্থাপনায় ইয়োরোপীয়দের চেয়ে আমেরিকানরা ভালো জ্ঞান রাখে। অনেকগুলো ঘর হ্রদের কাছে থাকলেও নৌকা থেকে ওগুলো দেখা যেত না। কারণ পাইনগাছের এই ঘরগুলোর অবস্থান। ঘরগুলো ছিল পাইন কাঠের তৈরি। আমাদের বসবাসের ঘরটিতে একটি কোনা জীবন্ত পাইনগাছ ছিল। গাছটি অনেক বড় হলে ঘরটির অবস্থা কী হবে আমি ভেবে পাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪০ সালের শরৎকালে আমি হার্ভার্ডে উইলিয়াম জেমস বক্তৃতামালা প্রদান করি। নিউ ইয়র্কের ওই ঝামেলার আগেই তা নির্ধারিত হয়েছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে পারে। সম্ভবত বিষয়টি আমার কাছে গোপন রাখা হয়।

১৯৪১ সালের শুরুর দিকে ড. বার্নসের সঙ্গে আমি কাজ শুরু করি। ফিলাডেলফিয়া থেকে ত্রিশ মাইল দূরে আমরা একটি খামার বাড়ি ভাড়া করি। বাড়িটি ছিল খুবই আকর্ষণীয় এবং দুশো বছরের পুরনো। বাড়িটিতে ছিল একটি ফলের বাগান, পুরনো এটি গোলাঘর ও তিনটি পিচগাছ। ওই গাছগুলোতে প্রচুর সুস্বাদু পিচ ধরত যা আমি এর আগে আর দেখিনি। সেখানকার মাঠগুলো ছিল ক্রমশ নদীর দিকে ঢালু। আমরা ছিলাম পাওলি থেকে দশ মাইল দূরে। ফিলাডেলফিয়ার শহরতলি পর্যন্ত যে ট্রেনগুলো চলাচল করত ওগুলোর সর্বশেষ স্টেশন ছিল এটা। সেখান হতে আমি ট্রেনে বার্নস ফাউন্ডেশনে যেতাম। সেখানে আমি ফরাসিদের আঁকা চিত্রসংবলিত (অধিকাংশ নগ্ন) গ্যালারিতে বক্তৃতা করতাম। পরিবেশটি দর্শনবিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না।

ড. বার্নাস এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন। তার একটি কুকুর ছিল। তার আবেগজাত আকর্ষণ ছিল কুকুরটির প্রতি। কিন্তু তার স্ত্রীর আকর্ষণ ছিল তার প্রতি। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পছন্দ করতেন। তার আচরণে কৃষ্ণাঙ্গদের সম-অধিকারের বিষয়টি প্রকাশ পেত। কারণ তিনি মনে করতেন যে অধিকারের প্রশ্নে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের থেকে পিছিয়ে ছিল।

আরগিরোলের আবিষ্কার তাকে প্রাচুর্য দান করে। যখন এর কাটতি খুব ভালো ছিল তখন তিনি তা বিক্রয় করে দেন এবং বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ সরকারি সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করেন। পরে তিনি শিল্পকলার সমালোচক হয়ে যান। তিনি আধুনিক ফরাসি চিত্রকর্ম খচিত একটি গ্যালারির মালিক ছিলেন। এই গ্যালারির সূত্রে তিনি নন্দনতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। সব সময়ের জন্য চাটুকারিতা তার পছন্দের বিষয় ছিল। ঝগড়াও তার চরিত্রে একটি স্থান করে নিয়েছিল। তার প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পূর্বে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে তিনি সর্বদাই অল্পদিনের মধ্যে মানুষের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তাই আমি তার কাছ থেকে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিপত্র আদায় করি। ১৯৪২ সালের ২৮ ডিসেম্বর আমি তার কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। আমাকে জানানো হয় যে ১ জানুয়ারি থেকে আমার নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে আমি আবারও প্রাচুর্য থেকে দারিদ্র্যে প্রত্যাবর্তন করি। এ কথা সত্য যে চুক্তিটি আমার অনুকূলে ছিল। আমি যে আইনজ্ঞের সাথে আলোচনা করি তিনি আমাকে বলেন যে আদালত আমার সর্বপ্রকার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আদালতের প্রতিকারের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। আমাকে কোনো মতে মধ্যবর্তী সময় কাটিয়ে দিতে হবে। আমেরিকার ওপর লেখা একটি বইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্বুসিয়ার বার্নসের আচরণ সম্পর্কে একটি গল্প বলেছেন। কর্বুসিয়ার আমেরিকা ভ্রমণের সময় বার্নসের গ্যালারিটা দেখতে চেয়েছিলেন। বার্নস রাগের সাথেই তাকে গ্যালারি দেখার অনুমতি দেন। যেকোনো শনিবার সকাল ৯টায় তিনি গ্যালারি দেখতে যেতে পারেন, অন্য সময় নয়। কর্বুসিয়ার জানালেন যে বক্তৃতা দেবার কাজে ব্যস্ত থাকব, তাই ওই সময় গ্যালারিতে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অন্য কোনো সময় সেটা করা যায় কি না জানাতে অনুরোধ করলেন। বার্নস জানালেন যে এই সময় না হলে অন্য কোনো সময়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কর্বুসিয়ার এর একটা দীর্ঘ জবাব দেন। তার চিঠিতে তিনি লিখেন যে তিনি ঝগড়া করতে অনিচ্ছুক নন, তবে যারা শিল্পচর্চার জগতের অন্যপক্ষের লোক তাদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করতে প্রস্তুত। তিনি ও বার্নস শিল্পকলার পক্ষের লোক। তথাপি দুজন একমত হতে পারছেন না বিষয়টি দুঃখজনক। ড. বার্নস পত্র খোলেননি। খামের ওপর Merde লিখে পত্রটি ফেরত দেন।

আমার মামলাটি কোর্টে উত্থাপিত হলে ড. বার্নস অভিযোগ করেন যে বক্তৃতাগুলোর জন্য আমি বেশি পরিশ্রম করিনি। ওগুলো History of Western Philosophy বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে। আমি পাণ্ডুলিপি কোর্টে জমা দিই। বিচারক তা পড়েছেন বলে মনে হয় না। ড. বার্নস আমার আলোচিত ব্যক্তিদের Pithergawaras Ges Emps Dokkles বলতেন। তাদের সম্পর্কে আমার আলোচনায় ব্যাপারেও ড. বার্নস অভিযোগ করেন। আমি দেখতে পেলাম বিচারক বিষয়গুলো লক্ষ করছেন। তাই মামলার রায় আমার অনুকূলে এসে যায়। ড. বার্নস বারবার আপিল করছিলেন। আমি ইংল্যান্ডে ফিরে না আসা পর্যন্ত টাকাপয়সা পাইনি। ইতোমধ্যে তিনি আমার অপরাধসংশ্লিষ্ট একটি ছাপানো দলিল টিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রত্যেক ফেলোর কাছে পাঠান। আমাকে পুনরায় আমন্ত্রণ জানালে যে বোকামি প্রকাশ পাবে সেই ব্যাপারে তিনি তাদের সতর্ক করে দেন। এই কাগজপত্র আমি কোনো দিন পড়িনি। কিন্তু লেখাগুলো যে পড়তে ভালো লাগবে তাতে আমার সন্দেহ ছিল না।

১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে আমি কিছুটা আর্থিক সংকটে পড়ি, আমাদের সুন্দর খামার বাড়িটি সাবলেট দিয়ে আমরা কুঁড়েঘরে বাসা করতে থাকি। কুঁড়েঘরটি কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতির জন্য তৈরি করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল খামার বাড়িতে যারা থাকবে তাদের প্রয়োজনেই কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতিকে নিয়োগ দেওয়া হবে। কুঁড়েঘরটাতে তিনটি কক্ষ ছিল এবং তিনটি বহনযোগ্য উনুন ছিল। প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যেকটি উনুনে ইন্ধন দিতে হতো। একটি ছিল ঘর পরম করার জন্য, অপরটির একটি ছিল রান্নাবান্নার জন্য এবং তৃতীয়টি ছিল পানি গরম করার জন্য। এগুলো নেভানোর পর আবার জ্বালাতে হলে কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হতো। পিটার ও আমার মধ্যে যে কথাবার্তা হতো কনরাড তার প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের আলোচনার অনেক দুর্ভাবনার বিষয় ছিল যা কনরাডের শোনার জন্য ভালো ছিল না। কিন্তু ইতোমধ্যে সিটি কলেজের ঝামেলা প্রায় শেষ হবার পথে। কখনো কখনো নিউ ইয়র্ক বা অন্য কোথাও আমার বক্তৃতার সুযোগ আসত। ব্রাইন মেয়রের প্রফেসর ওয়েইস একটি নিমন্ত্রণের মাধ্যমে বিধিনিষেধটি প্রথমে ভেঙে দেন। তাতে কম সাহসের প্রয়োজন হয়নি। এক উপলক্ষে আমি এত গরিব ছিলাম যে আমাকে কেবল নিউ ইয়র্ক যাবার টিকিটটি কিনতে হতো। ফেরত আসার টিকিটের টাকা দিতে হতো আমাকে বক্তৃতার আয় হতে। History of Western Philosophy বইটি প্রায় শেষের দিকে। আমার আমেরিকান প্রকাশক WW Noroon-কে আমি লিখলাম। আমার আর্থিক দীনতার দিক বিবেচনা করে তিনি কি আমাকে কিছু অগ্রিম অর্থ দিতে পারেন। তিনি জবাবে বলেন জন ও কেইটের প্রতি স্নেহশীল হওয়ায় এবং একজন পুরনো বন্ধুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি পাঁচশো ডলার অগ্রিম প্রদান করবেন। আমি ভাবলাম আমি অন্য কোনো জায়গায় আরও বেশি পেতে পারি। তাই আমি সিমন ও সুস্টারের কাছে গেলাম। তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তারা তৎক্ষণাৎ আমাকে দুই হাজার ডলার দিতে রাজি হয়ে গেলেন। তারা ছয় মাস পর আরও এক হাজার দেবার কথাও বললেন। এই সময়ে জন ছিল হার্ভার্ডে এবং কেইট রেডক্লিফে। আমার ভয় হচ্ছিল টাকার অভাবের জন্য তাদের নিয়ে আসতে হতে পারে। কিন্তু, সিমন ও সুস্টারকে ধন্যবাদ, প্রমাণ হয়ে গেল যে তার প্রয়োজন ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুদের পকেট থেকেও সাহায্য পেলাম। সৌভাগ্যবশত আমি দেরি হওয়ার আগেই এই ঋণগুলো শোধ করতে পেরেছিলাম।

দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েই History of Western Pilosophy বইটির সূচনা হয়। কিন্তু অনেক বছর ধরেই বইটি আমার প্রধান আয়ের উৎস হিসেবে থেকে যায়। এই প্রকল্প হাতে নেওয়ার সময় আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে এই বইটি আমার সফলতার যতটা সহায়ক অন্য কোনো বই ততটা ছিল না। এমনকি কিছুদিনের জন্য তা আমেরিকার বইয়ের বাজারে সর্বোচ্চ বিক্রির তালিকায় ছিল। আমি প্রাচীনকাল নিয়ে লিখলে বার্নস আমাকে বলেন যে আমাকে তার প্রয়োজন নেই। ফলে আমার বক্তৃতা দেওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। কাজটিতে আমি নিজেকে অনেক বেশি আগ্রহী দেখতে পেলাম, বিশেষ করে যেসব অংশে আগে আমার জ্ঞান খুবই কম ছিল। অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম দিক এবং ইহুদি যুগ। তাই আমি অনুসন্ধানকার্য শেষ করা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে গেলাম। ব্রাইন মা'র কলেজের কাছে আমি ঋণী। কারণ কলেজটি আমাকে এর মূল্যবান লাইব্রেরিটি ব্যবহার করতে দিয়েছিল।

আমি ইতিহাস লিখতে আগ্রহী হলাম। কারণ আমি সর্বদা বিশ্বাস করতাম যে ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিখিত হবে; জীবন যেসব বিষয় নিয়ে লিখেছেন সেগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্রাকারের এক বা একাধিক বইতে বিস্তারিতভাবে লেখা পেতে পারে। History of Westen Philosophy বইটির প্রথম অংশকে সংস্কৃতির ইতিহাস হিসেবে দেখেছি। কিন্তু পরের অংশসমূহে বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই কাঠামোতে একে মানানসই করে নেওয়া কষ্টকর ছিল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হয়েছি কি না নিশ্চিত নই। আসল ইতিহাস না লেখার জন্য সমালোচনাকারীরা আমাকে অভিযুক্ত করেছে। আমি মনে করি নিরপেক্ষ মানুষ কোনো আকর্ষণীয় ইতিহাস লিখতে পারেন না। কোনো পক্ষপাত না থাকার কথা বলা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। অন্যান্য কাজের মতো একটি বইও উদ্দেশ্য অনুযায়ী একত্রে রাখা যায়। এই কারণেই বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধসংবলিত বই অপেক্ষাকৃত কম আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। যেহেতু আমি স্বীকার করি না যে পক্ষপাত ব্যতীত কোনো মানুষ থাকতে পারে, তাই আমি মনে করি বৃহদাকার ইতিহাস কারোর পক্ষপাত স্বীকার করে নিতে পারে। আবার অতৃপ্ত পাঠকেরা বিপরীতধর্মী পক্ষপাত প্রকাশ করার জন্য অন্য লেখকদের খুঁজে বের করে নিতে পারে। কোনো বক্তব্য সত্যের কাছাকাছি তা বিচার করার ভার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে থাকবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আমি Wisdom of the West-এর তুলনায় History of Western Philosophy বইটিকে বেশি পছন্দ করি। Wisdom of the West বইটির সার কথা History of Western Philosophy থেকে নেওয়া। তবে তা আরও পরিপাটি এবং নীরস। এর মধ্যে সব বর্ণনাই আমার ভালো লেগেছে।

আমেরিকায় আমাদের শেষ দিনগুলো কাটে প্রিন্সটন। হ্রদের পাশে ছোট একটি বাড়িতে আমরা থাকতাম। প্রিন্সটন থাকায় আইনস্টাইনকে ভালোভাবে জানার সুযোগ পাই। আমি প্রতি সপ্তাহেই একবার তার বাড়িতে চলে যেতাম। গডেল ও পাউলিকে নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতাম। কিন্তু এসব আলোচনায় হতাশা দেখা দিত। তারা তিনজনই ছিলেন ইহুদি। তারা নির্বাসন জীবন কাটাচ্ছিলেন এবং তারা ছিলেন উদার। আমি দেখলাম জার্মান দর্শনের দিকে তাদের ঝোঁকটা বেশি। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা আলোচনার একটি সাধারণ ভিত্তি গড়ে তুলতে পারিনি। গডেল ছিলেন প্লেটোর ভাববাদে আচ্ছন্ন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বর্গে একটি চিরস্থায়ী 'না' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ধার্মিক যুক্তিবাদীরা পরকালে এর সাক্ষাৎ পাবার আশা করতে পারেন।

আমেরিকায় আমার দেখা অন্য যেকোনো জায়গার সমাজের চেয়ে প্রিন্সটনের সামাজিক পরিবেশ ছিল আনন্দময়। ইতোমধ্যে জনও ইংল্যান্ড ফিরে গেছে। সে নৌবাহিনীতে যোগদান করে জাপানি ভাষা শিখতে শুরু করেছে। কেইট রেডক্লিফে স্বনির্ভর থেকে দিন যাপন করছিল। সে তার কাজও ভালোভাবে করতে পারছিল। একটা শিক্ষকতার চাকরিও সে জোগাড় করে নেয়। সুতরাং ইংল্যান্ডে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার জন্যই আমাদের কিছু বিলম্ব করার প্রয়োজন ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কোনো কারণে আমাদের জন্য আমেরিকায় থাকার প্রয়োজন ছিল না। এই সমস্যার সমাধান শীঘ্র হবে বলে মনে হচ্ছিল না। আমি ওয়াশিংটন গিয়ে যুক্তি দেখালাম যে আমাকে লর্ড সভায় দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি কর্তৃপক্ষকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে ইংল্যান্ড ফিরে যাবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা রয়েছে। শেষতক ব্রিটিশ অ্যাম্বাসিকে বোঝাবার জন্য একটা যুক্তি উপস্থাপন করলাম। আমি তাদের বললাম : 'আপনারা স্বীকার করবেন যে যুদ্ধটি ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে।' 'হ্যাঁ' তারা বলল। আমি আরও বললাম, 'আপনারা স্বীকার করবেন যে ফ্যাসিবাদের মূল কথা হলো আইন বিভাগকে শাসন বিভাগের অধীন করে রাখা'। তারা আবার বলল, 'হ্যাঁ'। তবে তাদের মনে একটু দ্বিধা ছিল। আমি বলতে থাকি, 'আপনারা শাসন বিভাগের প্রতিনিধি আর আমি আইন বিভাগের। সুতরাং আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক দিনও আইন বিভাগের দায়িত্ব পালনে থেকে নিবৃত্ত করে রাখলে আপনারা হবেন ফ্যাসিবাদী।' ওরা সাথে সাথেই আমার সমুদ্রযাত্রার অনুমতি দিয়ে দিল। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েই গেল। আমিও আমার স্ত্রী পেলাম 'A' ক্যাটাগরির অগ্রাধিকার। কিন্তু কনরাড পেল 'B' ক্যাটাগরি। কারণ সে আইনসভার সদস্য ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম কনরাড আমাদের সাথে থাকবে। কারণ তখন তার বয়স মাত্র সাত বছর। আমাদের ইচ্ছা ছিল তার মার সাথে সে-ও থাকুক। সে ক্ষেত্রে তার মাকে 'B' ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মতি দিতে হতো। এ পর্যন্ত এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত কাউকে নিম্নতর শ্রেণী গ্রহণ করে নিতে হবে। সকল কর্মকর্তাই হতভম্ব হয়ে যান। ব্যাপারটি বুঝতে তাদের কয়েক মাস লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের যাবার দিন নির্ধারিত হলো। প্রথমে পিটার ও কনরাড এবং এক পক্ষকাল পরে আমার। ১৯৪৪ সালের মে মাসে আমরা জাহাজে করে যাত্রা করি।

চিঠি

The Plaisance
On the Midway at Jackson
Park - Chicago
Nov. 5, 1938

চার্লস সেঞ্জারের স্ত্রীর প্রতি

প্রিয় ডোরা

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিঠিটি কিছুটা ঘুরে ফিরে এখানে এসেছে। নতুন রণহুঙ্কার সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে একই মত পোষণ করি। সংকট উত্তরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু তা আবার কখন ফিরে আসবে, জানি না। এখানে আমেরিকার দশজনের মধ্যে নয়জন লোকই মনে করে আমাদের জন্য যুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমেরিকার উচিত ছিল নিরপেক্ষ থাকা। এরূপ মতামত আমার কাছে বিরক্তিকর। ইংল্যান্ডে এটা উদ্ভট যে ১৯১৯ সালে যে লোকটি চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্যায় সীমান্তের ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছিল সেই ১৯৩৮ সালে তাদের রক্ষার্থে চিন্তিত ছিল। তারা সর্বদাই ভুল করে যে সশস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল ছিল চেক জাতিকে আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। তারা এখন যা ভোগ করছে তার চেয়ে অবস্থা আরও খারাপ হতো। ১৯১৪ সালে জাহাজে এডি মার্শের অবস্থা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার চিঠি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেকেই ওই সময়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

অটোলিনের মৃত্যু আমার জন্য ক্ষতির কারণ ছিল। চার্লি-ক্রম্পটন এবং অটোলিন ছিল সমসাময়িক লোকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকট বন্ধু। আজ তারা তিনজনই মৃত। আমরা দিন দিন এক ভয়ংকর বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

তা সত্ত্বেও আমি ব্যক্তিগতভাবে সুখী। জন ও কেইটই সবকিছু। কনরাডের অবস্থা সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক। আমেরিকা আনন্দদায়ক। কিন্তু ইংল্যান্ড খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ডেপনি বেলগ্রেডে ভালো সময় কাটাবেন।

মে মাসের প্রথম দিকে আমি বাড়ি ফিরব। আশা করছি তোমাকে শীঘ্রই সেখানে দেখতে পাব। শুভেচ্ছা রইল।

তোমার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

AMARBOI.COM

অজ্ঞাত ব্যক্তির লেখা চিঠি

Newark,N.J
March,4,1940

বার্ট্রান্ড রাসেল

কপটতার সাথে আপনার 'Family man' ছবিটা ওঠানোর সময় আপনি কাকে বোকা বানানোর কথা ভাবছিলেন? আপনার রোগগ্রস্ত মস্তিষ্ক কি কখনো এত উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারবে যে আপনি এক মুহূর্তের জন্য ভাবতে পারবেন যে, আপনি যেকোনো মানুষকেই ভোলাতে পারবেন? বুড়ো বোকা কোথাকার!

ছবি ওঠানোর মাধ্যমে আপনার সন্তানদের থেকে ব্যাপারটি আড়াল করার চেষ্টা আপনার চরিত্রের দুষ্ট ভাব ঢাকা যাবে না। আপনার নীচপ্রকৃতি সম্পর্কে সমাজের মানুষ ইতোমধ্যে জেনে গেছে। এ দেশের প্রতিটি নরনারী আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য দোষত্রুটির চেয়ে এই জঘন্য ব্যাপারটাকে বেশি ঘৃণা করে। চারিত্রিক এই দুর্বলতাগুলো আপনি আপনার ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের বৈশিষ্ট্য থেকে লাভ করেছেন। গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা বা উদ্বেগ প্রকাশে আপনার নাক গলানোর কী আছে? আমেরিকার কর্মকাণ্ড ভালো না লাগলে সোজা নিজ দেশে চলে যান। অথবা আমি কি এই কথা শুনেছিলাম যে আপনাকে উদারনৈতিক দেশের অধঃপতিত অবস্থা থেকে আপনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। কারণ আপনি রাজপরিবারের কর্তৃত্বকে অতিক্রম করেছিলেন।

নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের ছাত্র পরিষদের প্রেস বিবৃতি।

সম্পাদক সমীপে,

সিটি কলেজে বার্ট্রান্ড রাসেলের নিয়োগে সংবাদমাধ্যমে অনেক আলোচনার সূত্রপাত করেছে এবং বিভিন্ন সংগঠনকে বিবৃতিদানে উৎসাহিত করেছে। আমরা ধর্ম ও নৈতিকতা সম্বন্ধে প্রফেসর রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বিতর্ক করতে চাই না।

প্রফেসর রাসেল গণিত ও লজিক পড়ানোর জন্য সিটি কলেজে নিয়োগ পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তিনি এই বিষয়গুলোর ওপর জ্ঞানদানের যোগ্যতা রাখেন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিটি কলেজে আসার আগে তিনি কেলিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও নিয়োজিত ছিলেন। ছাত্র পরিষদ ও শিক্ষক অনুষদের মতামত এই যে শিক্ষক হিসেবে প্রফেসর রাসেলের সংযোজন শিক্ষার মান বৃদ্ধি করবে এবং জাতীয় পর্যায়ে কলেজের অবস্থান উন্নত করবে।

কেউই সরকারি স্কুলশিক্ষক বা সিটি কলেজ ইন্সট্রাক্টরকে বিশ্বপ্রকৃতির ওপর তার বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করে না। শিক্ষক কি ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, ইহুদি বা প্রাচীন গ্রিক প্যান্থনের উপাসক তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমেরিকার সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষায় ধর্মের করণীয় কিছুই নেই এবং তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শিক্ষকের ধর্মীয় বিশ্বাস তার চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল নয়। কেন নয় শিক্ষক?

কোনোরূপ চাপ দিতে অস্বীকার করে এবং প্রফেসর রাসেলের নিয়োগের ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থানে থেকে উচ্চ শিক্ষা বোর্ড সিটি কলেজের শিক্ষায় কালো চোখ রক্ষা করবেন এবং উচ্চাসনে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করবেন।

প্রফেসর মিডের সঙ্গে মিলে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই রাসেলকে সিটি কলেজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে গণিত ও যুক্তিবিদ্যা পড়ানোর জন্য, ধর্ম বা নৈতিকতার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিটি কলেজটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মহলের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করা বা ধ্বংস করা। বার্ট্রান্ড রাসেলের ওপর আক্রমণ এ ধরনের মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ।

নির্বাহী কমিটি
ছাত্র পরিষদ
সিটি কমিটি।

প্রতি
বার্নার্ড গলজ
সম্পাদক, ছাত্র পরিষদ
সিটি কলেজ, নিউ ইয়র্ক

প্রিয় মি, গলজ,

আমার এই লড়াইয়ে ছাত্র পরিষদের সমর্থন পেয়ে আমি খুশি। ওল্ড ইয়র্কেই প্রথম খ্রিষ্টবাদ রাষ্ট্রধর্মের স্থান পেয়েছিল। কনস্টেনটাইন সেখানে কার্ডিনাল পদে অভিষিক্ত ছিলেন। সম্ভবত নিউ ইয়র্কই হবে সে সম্মান পাওয়া সর্বশেষ স্থান।

আন্তরিকভাবে
আপনার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

AMARBOI.COM

MF Ashley Montagu হতে

প্রিয় অধ্যাপক রাসেল,

আমার বুদ্ধিচর্চায় যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাতে রয়েছে আপনার লেখাগুলোর অবদান। এই ঋণ আমি কোনো দিন শোধ করতে পারব না। ইংরেজদের কুশিক্ষা থেকে আমি একটি মানসিক বিপত্তি অর্জন করি। ফলে আমি যাদের সঙ্গে নিয়মমাফিক পরিচিত হতে পারতাম না তাদেরকে সম্বোধন করার ব্যাপারে আমার মধ্যে একটি স্বাভাবিক অনীহার জন্ম হয়। কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে আমি ক্রমাগতভাবে এই প্রবণতা (অনীহা) থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি। আপনার এই কঠিন সময়ে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই। The New Yark Times পত্রিকায় লেডি রাসেলের মন্তব্য পড়ে আমি এই চিঠি লিখতে বসি। এই জায়গাটি অদ্ভুত তবে এখানে আপনি নতুন নন। এখানে আপনার অনেক বন্ধু রয়েছেন। যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে জানেন যে এই জায়গাটিতে রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হৃদয়বান মানুষের বাস এবং মৌলিক দিক দিয়ে জায়গাটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। তাই এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে একজন বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রকৃত মূল্যের নিরিখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যায়ন করা হবে এবং সময় মতো সিটি কলেজে আপনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে অনুভূত হবে। আপনার বর্তমান পরিস্থিতি ভালোভাবে প্রচার করতে পারলে সুবিধা পাওয়া যাবে। স্বার্থান্বেষীদের তৎপরতার ফলে অন্যায় সুবিধা পাচ্ছে ও শক্তি বৃদ্ধি করছে। আমি একাধিক ঘটনার আড়ালে থাকা অসৎ মানুষের মনোবৃত্তির শিকার হয়েছি। কিন্তু আপনার ব্যাপারটি ভিন্ন। আমাদের সমাজের অনেকেই একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আপনার পক্ষে লড়াই করবেন। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে সেন্ট আর্নালফাসের কুকুরসদৃশ চিৎকার সত্ত্বেও সাধারণ ন্যায়বোধ জয়লাভ করবে।

আপনার চিঠির বাক্স কীভাবে ভর্তি হয়ে আসছে– আমি বুঝি। এ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। আপনার রসবোধ আপনার সহায়ক হবে। বাকি আমাদের ওপর ছেড়ে দেন।

শুভেচ্ছাসহ

MF Ashley Montasu

Asociate Professor or Anafons

April 11, 1940

শিল্প গণতান্ত্রিক লিগের Mr
Harry W. Laidler কে

Dear Mr Laidler

UCLA-এর দর্শন বিভাগের সদস্যারা Miss Creed-কে লেখা আপনার অনুসন্ধানমূলক চিঠির উত্তর দিচ্ছেন। এই ক্যাম্পাসে মি. রাসেলের বক্তৃতা আমরা সবাই শুনেছি। সুতরাং আমরা তার পড়ানোর বিষয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। আমরা তাকে সবচেয়ে উদ্দীপনাময় শিক্ষক হিসেবে জেনেছি। ছাত্রদের ওপর তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব উল্লেখ করার মতো। তার শিক্ষার সাধারণ প্রভাব হলো সত্যের প্রতি ছাত্রদের বোধশক্তি জাগিয়ে তোলা। সত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়ে এবং সত্যের পরীক্ষায় ধাবিত করে। ছাত্রদের ওপর রাসেলের নৈতিকতার অসাধারণ প্রভাবও লক্ষ করার মতো। কোনো বিষয়ে সৌন্দর্যের পুরোটা উপলব্ধি ব্যতীত রাসেলকে জানা অসম্ভব।

আমরা আরও বলতে পারি ক্যাম্পাসে রাসেলের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো সমালোচনা নেই। রাসেলের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে এই বিভাগ জ্ঞাত ছিল যে বাইরে থেকে কিছু সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এখানে রাসেলের কাজের ওপর ভিত্তি করে কোনো আপত্তি নেই। রাসেলকে আমরা এখানে যোগদান করার আমন্ত্রণ করেছিলাম এই বিশ্বাসে যে ব্যক্তিগতভাবে একজন শিক্ষক রাজনৈতিক, নৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে তার নিজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতামত গঠন করার অধিকার রাখেন এবং এ বিষয়ে গোঁড়ামিমুক্ত মতামত কোনোভাবেই সমাজ জীবন থেকে ব্যক্তিবিশেষকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার কোনো ভিত্তি হতে পারে না।

যেভাবে ভালো মনে হয় সেভাবেই আপনি এই চিঠিটি কাজে লাগাবেন

আন্তরিকভাবে আপনার

Hans Rcichenbach.

16 Quincy Street
Cambridge, Massachusetts
April 30, 1940

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর
উইলিয়াম আরনেস্ট হকিং হতে ও হকিং-এর প্রতি

প্রিয় রাসেল

টেলিগ্রাম করে আপনার এপ্রিলের ১৪ তারিখের চিঠির আংশিক জবাব দিয়েছিলাম। 'নিউ ইয়র্কে নিয়োগের ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই।'

প্রকাশ করেছেন বাকি অংশের জন্য, যা একইভাবে জবাব দাবি করে, আপনি প্রকাশ করেছেন আশা করি 'হার্ভার্ড বিভাগটি খারাপভাবে দেখবে না।' আমি ভেবেছিলাম সবচেয়ে ভালো হবে বাস্তব কিছু তথ্য পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে রোববারে বস্টন হেরাল্ডের প্রকাশিত আমাদের পরিচালনা পর্ষদের শনিবার বিকালের ইস্যুকৃত বিবৃতি। আপনি আরও দেখতে পাবেন এই বিবৃতিতে প্রশ্রয়প্রাপ্ত একধরনের আক্রমণের লক্ষণ। সোমবারের ক্রিমসনের পাতা থেকে ভেতরের আরও কিছু দেখা যাবে।

আমি মন্তব্যস্বরূপ যা বলছি এর সবগুলোকে আপনি ব্যক্তিগত হিসেবেই বিবেচনা করবেন। বিভাগের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবেই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু বিভাগ সার্বিকভাবে কোনো মনোভাব গঠন করেনি। আমিও ব্যক্তিগতভাবেই বলছি।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি–বলা বোকামি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিয়ানা, মেশিগানের মতো প্রধানত আইনসভার অনুদানে চলে। তাই তা রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কিন্তু এটি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এর পরিচালনার জন্যে কিছু বিধিবিধান সংবিধানেই উল্লেখ করা আছে। তাই আমাদের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিধিসম্মত। বস্টন সিটির টমাস ড্রাগন যে মামলার কথা বলছেন তার কিছুটা আমাদের কমনওয়েলথ আইনেই রয়েছে। কিন্তু এর বাইরে আরও আইনের সম্ভাবনা রয়েছে যেগুলো একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার হতে পারে। ইতোমধ্যে জনসাধারণের একটি বিশেষ অংশের কাছে তা অপছন্দের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এই মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় 'কথা বলার স্বাধীনতা' বা 'শিক্ষা দেবার স্বাধীনতা'র ব্যাপারে লড়বে না (কারণ এর ফলে মনে হবে বিশ্ববিদ্যালয় যৌন নৈতিকতার সম্পর্কে আপনার মতামত প্রকাশ করার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এই ধরনের কিছু আমাদের ব্যবস্থায় নেই এবং সম্ভবত আইনেও গ্রহণযোগ্য নয়)। বিশ্ববিদ্যালয় বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া নিয়োগ দেবার স্বাধীনতা রাখে। এটি একটি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান। আমরা দেখাতে পারি যে লিখিত আইনের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ থেকে আমরা সে স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করেছি বা করছি। এই লাইনটি আপনার বক্তৃতা দেবার আওতার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতির ব্যাখ্যা। এই অবস্থায় আমরা এই সীমাবদ্ধতা মেনে চলব।

(বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতিতে যে বক্তৃতার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার মূল দলিল থেকে নেওয়া হয়েছে। তা ছয়ের কম নয়। বাস্তবে সে সংখ্যা দশ অথবা বারো হয়ে যাবে। আমার মনে হয় দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তিত হওয়াই এর কারণ।)

এই শোরগোলের জন্য আমরা দুঃখিত। এর জন্য আপনি কষ্ট পেয়েছেন। নেপথ্য বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়াই এর কারণ ছিল। ফলে এর প্রতি আমাদের মোটেই আগ্রহ ছিল না। আমি সমভাবে দুঃখিত যে নিউ ইয়র্কের পরিস্থিতিতে আপনি একে কথা বলার স্বাধীনতা হিসেবে উত্থাপন করেছেন। আপনি পরাজিত হলে আপনার ক্ষতি হবে। আবার আপনি জয়ী হলেও আপনার ক্ষতি হবে। এতে কলেজের ও ক্ষতি হবে, কারণ এর মধ্যে মানুষের মনে যে ধারণা জন্ম নিয়েছে তা আরও গভীর হবে। মানুষ ধরে নিয়েছে যে কলেজ সব ধারণাগুলো একই স্তরের মনে করে। যেমন কোনোটাই তুচ্ছ বা কোনোটাই অনৈতিক নয়। এগুলো বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের হাতে বিতর্কের খেলনা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এসব বুদ্ধিজীবীর কোনো সাধারণ ধারণা নেই। আমাদের সন্দেহ সব ধারণা একই স্তরের নয়।

প্রধানত এ কারণেই আমি এ যাবৎ জনসমক্ষে এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করিনি। আমি সেই ভুলে যাওয়া নীরব থাকার স্বাধীনতা চর্চা করছি যা এই দেশে প্রায় অসম্ভব। যদি আমি কথা বলতাম তবে আমি ২০ এপ্রিলের নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রথম প্যারাটির সঙ্গে একমত হতাম। আপনি তা দেখেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে জড়িত প্রধান নীতিগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায় বিচারকার্যে ভুল করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি যে শিরোনামে বক্তব্য দেবেন তা এসে গেছে। তা আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে। যখন দর্শন বিভাগ বিষয়টি পরখ করে দেখবে তখন আমি আবার লিখব।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর্নেস্ট হকিং।

212 Loring Avenue
Los Angels, Cal
May 6, 1940

প্রিয় হকিং

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমার ইচ্ছা হয় সসম্মানে জেমস উইলিয়াম বক্তৃতামালা ত্যাগ করি। কিন্তু কাপুরুষতার দায়ভার কাঁধে না নিয়ে এবং পুরো শিক্ষকগোষ্ঠীর স্বার্থকে জলাঞ্জলি না দিয়ে তা করতে পারি কি না–ভেবে পাচ্ছি না।

আমার এরকমও ইচ্ছা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও ফেলোরা আমার নিয়োগ অনুমোদন না করুক। আপনি চিঠিতে বলেছেন এবং আপনার পাঠানো পত্রিকার অংশবিশেষ থেকেও বোঝা যায় এ নিয়োগের বিরোধিতা করার বৈধতা রয়েছে। আমার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় দীর্ঘ দুশ্চিন্তা ও মানসিক কষ্টের পর নিয়োগ ও ক্ষতিপূরণ দুটোই বাতিলের চেয়ে নিয়োগ বাতিল হয়ে যাওয়াই উত্তম।

আমি নিয়োগ চাইনি। শহীদের ভূমিকা আমার কাছে প্রিয় নয়। একজন শহীদ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজের চেয়ে পরের স্বার্থেই বারবার কষ্ট ভোগ করেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা তাদের ব্যাপার, আমার নয়।

আমার মনে হয় নিউ ইয়র্কের উচ্চ শিক্ষা বোর্ড এবং আমার অবস্থান সম্পর্কে আপনাকে কেউ বিভ্রান্ত করেছে। যুক্তিবিদ্যা পড়াবার জন্য নিযুক্ত হয়ে আমি যৌন নৈতিকতা সম্পর্কে বলার অধিকার দাবি করতে পারি না। এটা আমার স্বপ্নেরও অতীত। অনুরূপভাবে নৈতিকতা পড়ানোর নিযুক্তি পেয়ে কেউ যুক্তিবিদ্যা পড়ানোর অধিকার দাবি করতে পারে না। দুটো জিনিস আমি দাবি করি: (১) একাডেমিক পদে নিয়োগ দেওয়ার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত তারা একজন লোকের টেকনিক্যাল যোগ্যতা বিচার করার ক্ষমতা রাখেন। এবং (২) পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে একজন শিক্ষকের নিজের বক্তব্য অবাধে প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিতে হবে।

সিটি কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড প্রথমটির ওপর জোর দিয়েছেন। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তার অনুরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য মানুষের উত্থাপিত স্বাধীননীতি সঠিক। আমার ভয় হার্ভার্ড নিউ ইয়র্ক বোর্ডের মতো এই নীতির ভিত্তিতে জেগে ওঠা আন্দোলনে বাধা দিতে পারে না। অবশ্য এটা স্পষ্ট যে উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ভাষ্যের ভিত্তি হলো যথানিয়মে গঠিত একাডেমিক কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে তার অধিকার।

আমি অগ্রিম জানিয়ে রাখতে চাই যে আমার নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে গৃহীত আইনগত কার্যক্রম সম্বন্ধে আমাকে জানানো হোক এবং আমাকে পক্ষ হবার সুযোগ দেওয়া হোক। নিউ ইয়র্ক মামলায় তা করা হয়নি। কারণ করপোরেশনের আইনজীবী তার বিরোধিতা করেন। দ্বিতীয়বার আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার হবে এবং আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। অথচ বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না–এরূপ অবস্থা আমি সহ্য করব না।

আশা করি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সকল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করবেন। এভাবে সব বিষয়ের সংশ্লিষ্ট উপাদান জানার জন্য আমাকে সংবাদপত্রের বিবরণের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

আমার এ পত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও ফেলোকে দেখালে আমি খুশি হব।

আপনারই
বার্ট্রান্ড রাসেল।

AMARBOI.COM

212 Loring Avenue
Los Angles, Cal
May 6, 1940

হার্ভার্ড ক্রিমসনের সম্পাদকে

প্রিয় স্যার

নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে আমার নিয়োগকে কেন্দ্র করে গৃহীত আইনগত কার্যক্রম সম্বন্ধে ২৯ এপ্রিল হার্ভার্ড ক্রিমসন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর আমার মন্তব্য প্রকাশ করার সুযোগ দেবেন বলে আশা করি।

আপনি বলছেন বাক্‌স্বাধীনতা কোনো যুক্তিভিত্তিক বিষয় হতে পারে না। মামলাটি নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের বিরুদ্ধে আইনগত বিষয় দেখা হচ্ছিল। নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজ রাসেলের নিয়োগের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু সফল হয়নি। সিটি কলেজের বক্তব্য ছিল যে রাসেলকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার অনুমতি দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে সিটি কলেজ এবং উচ্চ শিক্ষা বোর্ড আত্মপক্ষ সমর্থনে যে যুক্তির অবতারণা করে তার মধ্যে বাক্‌স্বাধীনতার বিষয়টি ছিল না। তারা যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করেন তা ছিল শিক্ষণ বা অধ্যয়ন বিষয়ক স্বাধীনতা। অর্থাৎ যথাযথভাবে গঠিত একাডেমিক পরিষদের স্বাধীনতা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার। আপনার লেখার শিরোনাম অনুযায়ী তা হচ্ছে হার্ভার্ড করপোরেশনের চিন্তিত আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি। উচ্চ শিক্ষা বোর্ড বা সিটি কলেজের ফ্যাকালটি কখনো দাবি করেনি যে আমাকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে আমার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যার সুযোগ দিতে হবে। পক্ষান্তরে তারা পুনঃপুন বলেন যে, যে বিষয় পড়ানোর জন্য আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে আমার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো দূরতম সম্পর্কও ছিল না।

এমনকি শ্রেণীকক্ষে আমাকে আমার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যার সুযোগ দেওয়া হলেও আমার বিবেক তা করতে আমাকে সায় দিত না। কারণ আমার পেশাগত পড়ানোর বিষয়ের সঙ্গে ওইগুলোর কোনো সম্পর্কে নেই। আমি মনে করি শ্রেণীকক্ষ কোনো বিষয়ের প্রচারণার জন্য ব্যবহার করা ঠিক নয়। নিউ ইয়র্ক উচ্চশিক্ষা বোর্ড বাক্‌স্বাধীনতার নীতিটি তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেননি। বরং হাজার হাজার যুক্তরাষ্ট্রবাসী তা তুলে ধরেছেন। তারা এই বিতর্কের সঙ্গে এর স্পষ্ট সম্পর্ক ধরতে পেরেছিলেন। তা হলো : আমেরিকার সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মতামত প্রকাশের অধিকার দেয়। এই অধিকার কোনো পেশায় যোগদানকারী ব্যক্তির নিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে সীমিত হয়ে পড়ে। কারণ তার পেশা দাবি করে যে তাকে মত প্রকাশ ব্যতীত তার সময়ের একটি বিশেষ অংশ এই পেশায় ব্যয় করতে হবে। এভাবে যদি একজন বিক্রেতা, ডাকপিয়ন, দর্জি এবং একজন গণিতের শিক্ষক তাদের কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বিষয়ের ওপর মতামত পোষণ করেন তাহলে তাদের কারোর ওই বিষয়ের ওপর ওই সময়ে কথা বলা উচিত হবে না। কেননা তারা ওই সময়টিতে বিক্রি, চিঠি হস্তান্তর, স্যুট তৈরি বা গণিত শেখানোর কাজে ব্যয় করার জন্য অর্থ পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের সবাইকে সমানভাবে তাদের অবসর সময়ে মুক্তভাবে কোনোরূপ ভয়ভীতি ব্যতীতই প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। তারা আইনের ভেতরে থেকে কথা বলা, চিন্তাভাবনা করা ও আচরণ করার স্বাধীনতা পাবেন।

এটাই হলো বাক্‌স্বাধীনতার নীতি। মনে হয় তা মানুষের কাছে খুব জ্ঞাত নয়। সুতরাং কেউ যদি এর অধিক তথ্য জানতে চান তবে আমি তাকে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং সংবিধান প্রণেতাদের কাজের ওপর পড়াশোনা করতে বলব।

আপনার বিশ্বস্ত

বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

1 West 89the St. N Y City
May 16, 1940

জন ডিওয়ে থেকে প্রফেসর হকিং-এর প্রতি

প্রিয় হকিং

রাসেলের কাছে আপনার লেখা একটি চিঠির কপি আমি দেখেছি। আমি যে একটি অংশের জন্য বিরক্তিবোধ করছি তা না বলে পারছি না।

অবশ্যই হার্ভার্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নিজেকে বলার যোগ্য ভাবছি না। অথবা হার্ভার্ড প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিধায় এই বিষয়ে পরামর্শও দিচ্ছি না। কিন্তু আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো রকম দুর্বলতা প্রতিক্রিয়াশীলদের (যাজক সম্প্রদায় ও অন্যান্য) শক্তি বৃদ্ধি করবে। এরা ইতোমধ্যে অনেক শক্তিশালী হয়েছে। এটা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয় না যে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল একটি প্রস্তাবসহ সিটি কলেজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। প্রস্তাবে তারা উচ্চ শিক্ষা বোর্ডকেও একটি নতুন নিয়োগ বাতিল করার জন্য বলে। টামানি এবং চার্চ শিক্ষাক্ষেত্রে যে লোভনীয় জিনিসটি চাইত এবং পেত আজ তারা এগুলো পাচ্ছে না।

আমার মতে রাসেলের নিয়োগ এবং ম্যাকগ্রিহানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মূল আক্রমণগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। কয়দিনে প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক পেপার The Tablet খোলাখুলি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে যে এই পদক্ষেপ বৃহত্তর নিউইয়র্কের মিউনিপ্যাল কলেজ বিলীন করে দেবার আন্দোলনের সূচনা করবে। আমার বিচারে একনায়কত্বের অধীনে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানে তোষণ নীতি তত ভালো ফল বয়ে আনবে না যতটা নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্ভব। দুর্বলতা প্রকাশ করে এরূপ প্রতিটি ঘটনা নতুন আক্রমণ ডেকে আনবে।

আপনার পত্রের যে ব্যাপারটি আমাকে বিচলিত করেছে তা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের বর্ণিত বিষয় নয়। রাসেল বাক্‌স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রশ্নটি তুলেছেন সেই ব্যাপারে আপনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রথমত তিনি এই প্রশ্ন উত্তাপন করেননি। ম্যাকগ্রিহানের সিদ্ধান্তই ব্যাপারটির সূচনা করে আপনি এই দলিলটি দেখেছেন কি? তারপর নিউ ইয়র্কের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো এতে যোগ দেয়। তারা ভাবতে থাকে একটা ব্যাপার ঘটে যাবে অথচ তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, অর্থাৎ তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না–তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আইনগত দিক দিয়ে মামলায় আপনি যা উল্লেখ করেছেন এখানেও তাই দেখানো হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারটি আরও ব্যাপক। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর The Times পত্রিকার সাহসিকতাপূর্ণ কথাটি উল্লেখ করেছেন। তার লেখার জন্য তারা তাদের প্রথম সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে। এর মধ্যে ক্ষোভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সহৃদয়তার অভাব রয়েছে বটে। তথাপি এই মত প্রকাশিত হয়েছে যে মামলাটির আপিল হওয়া উচিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের প্রথাবিরোধী ও গোঁড়ামিমুক্ত মতামত প্রকাশ করা এবং জনসাধারণকে জানানোর জন্যে লিখিত প্রবন্ধে এসব লেখার কারণে কোনো ব্যক্তিকে আমেরিকার কলেজ থেকে দূরে রাখা হলে আমি আন্তরিকভাবে খুশি যে আমার শিক্ষকতা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কিছু রক্ষিতা থাকতে পারেন আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কিছু ভীরু লোকও রয়েছেন যারা শিক্ষকতাকে একটি সংরক্ষিত পেশা বলেই মনে করেন। যদি বাইরের চাপে কলেজ অনুষদের শিক্ষকপদ এই দুই ধরনের লোকের জন্য সীমিত রাখার অনুমতি পায় তাহলে তা হবে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের বার্তাবহ। আমার কথাগুলো কড়া ভাষায় প্রকাশিত হলে বুঝতে হবে এই প্রশ্নে আমার মনোভাব খুব কঠোর। রাসেলের মতো মানুষ এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছেন দেখে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আবার অন্যদিকে তার চেয়ে কম খ্যাতিসম্পন্ন লোক এর শিকার হয়েছেন দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি না। এই কারণে তার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। এর সমর্থনে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আরও বেশি প্রয়োজন। আপনি মেকগ্রিহানের সিদ্ধান্তটি পড়লে অন্যান্য লোকের মতো আপনিও অনুভব করবেন যে Time পত্রিকার সম্পাদকীয় তাকে যা করতে বলেছে একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তা করতে পারেন না। বিবৃতির সত্যতা অস্পষ্ট, তথাপি বিবৃতিটা মানহানিকর বলে গণ্য করা হতো যদি বিবৃতি প্রদানকারীর সামাজিক অবস্থান তাকে রক্ষা না করত। সর্বোপরি আমি এ জন্য কৃতজ্ঞ যে রাসেল চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে শিক্ষক সম্প্রদায় ও শিক্ষার স্বার্থে দারুণ অবদান রেখেছেন। এই কারণে আমি এই চিঠির একটি কপি রাসেলকেও দিচ্ছি।

আপনারই

জন ডিউই।

10 Darlington Street, Bath

The Time পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি

স্যার

১৫ অক্টোবর The Times পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে লর্ড রাসেল অভিযোগ করেন যে ১৯৪০ সালে প্রটেস্ট্যান্ট এপিসকোপেলিয়ান ও রোমান ক্যাথলিকরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে তাদের মানহানিকর বক্তব্য কোর্টে তাকে অস্বীকার করতে বাধা দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রফেসর পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার অফিশিয়াল দলিল থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় তার পরামর্শক তার পক্ষ থেকে যে বক্তব্য রাখেন আদালত তা গ্রহণ করে। মামলাটি পুনরায় চালু করার জন্য তার পরবর্তী আবেদনটি কোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয়নি, কারণ তিনি রায় পরিবর্তনের উপযোগী নতুন কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম ছিলেন না। দুটো আপিল কোর্ট একইভাবে তা বজায় রাখে।

কোর্টের বাইরে কারও বক্তব্যে আহত হয়ে তিনি মানহানির মামলা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

এই অবস্থায় কি এটা বলা ঠিক যে প্রটেস্ট্যান্ট এপিসকোপেলিয়ান এবং রোমান ক্যাথলিকরা রাসেলকে কোর্টে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করার সুযোগদানে বাধা প্রদান করে। অভিযোগগুলো তার লেখার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল।

আপনার

স্যুলার এন ওয়ারেন।

The Times-এর সম্পাদকের নিকট

Plas Penrhyn
Merioueth

AMARBOI.COM

স্যার

Mr. Schuyler Warren-এর যে পত্রটি আপনি ২৩ নভেম্বর প্রকাশ করেছেন তা থেকে মনে হয় পত্র লেখক প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। আমি একটি একটি করে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর উত্তর দেব।

প্রথমেই মানহানিকর বিষয় প্রসঙ্গে। আমি ওই সময়ে প্রকাশ্যে লিখেছিলাম, 'আদালতে আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে যখন অসত্য বলা হচ্ছে তখন আমার মনে হয় উত্থাপিত অসত্য কথাগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আমার উচিত। কখনো আমি ইংল্যান্ডে নগ্নদেহীদের কলোনি চালাইনি। আমি ও আমার স্ত্রী কখনো নগ্ন হয়ে মানুষের সামনে চলাফেরা করিনি। কোনো কামোদ্দীপক কবিতাও লিখিনি। এগুলো মিথ্যা কথা।' উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এগুলো বলা হচ্ছে। এসব বিষয়ের কোনো ভিত্তি নেই। এসব কথা যে সত্য নয় তা কোর্টে শপথ করে বলার সুযোগ দিলে খুশি হতাম। আমাকে এই সুযোগ দেওয়া হয়নি এই যুক্তিতে যে আমি এই মামলার কোনো পক্ষ নই। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আমার লেখার ওপর ভিত্তি করে করা হয়নি। বরং এগুলো ধর্মান্ধদের রোগগ্রস্ত কল্পনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মি. ওয়ারেনের বিবৃতি আমি বুঝতে পারছি না। তিনি বলেছেন আমার পরামর্শক আমার পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য আদালতে দাখিল করেছেন। আমার প্রতিনিধিত্বকারী কোনো পরামর্শকের কথা কোর্ট শোনেনি। আমি বিবৃতি থেকে বুঝতে পারছি না যে দুটি আপিল আদালতই আগের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। নিউ ইয়র্ক সিটিকে বলা সত্ত্বেও আপিল করতে অস্বীকার করে। মানহানিকর মামলা করার সুপারিশ কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি ওই সময়ে মামলাটিকে ঘিরে যে বিকারগ্রস্ত পরিবেশ বিরাজ করছিল তার ব্যাপারে অজ্ঞ। বাদিপক্ষের আইনজীবী কোর্টে আমার সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করছিলেন তা থেকেই বিকারগ্রস্ত পরিবেশ সম্পর্কে বোঝা যেতে পারে। আমার সম্পর্কে বলা হয় 'কামুক, কামলালসা উদ্রেককারী, বিকৃত যৌনচারী, অত্যধিক যৌনতাড়না দ্বারা পীড়িত, যৌন সুড়সুড়ি প্রদানকারী, অশ্রদ্ধাশীল, সংকীর্ণমনা, মিথ্যাবাদী এবং নৈতিকতাবোধ বিবর্জিত।'

আপনারই
রাসেল।

AMARBOI.COM

10 Darlington Street
Barth
10th January, 1958

প্রিয় লর্ড রাসেল

২৬ নভেম্বর Times পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার চিঠি সম্পর্কেই লিখছি। আপনি ২৩ নভেম্বর Times পত্রিকায় প্রকাশিত আমার চিঠির বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন। নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজে প্রফেসর হিসেবে আপনার নিয়োগের বিষয়ে বিতর্ক ও পরবর্তীতে মামলার বিষয়টি ওই চিঠিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের উভয় সিদ্ধান্তের ফটোকপি আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলাম। দুটি সিদ্ধান্তের একটি হলো আপনার নিয়োগ বাতিলের এবং দ্বিতীয়টি হলো পুনরায় মামলা চালু করার বিষয়ে আপনার আবেদন প্রত্যাখ্যানের। আমি আরও একটি চিঠি সংযুক্ত করে দিলাম, চিঠিটি লিখেছিলেন মি. টাটোল। তখনো তিনি এখনকার মতো উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

আপনার কোনো পরামর্শকের কথাই শোনা হয়নি এবং আপনার পক্ষ থেকে আপিল করা হয়নি– জাতীয় কথার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তগুলোর সংযুক্ত কপি আমার বর্ণনার সত্যতাই প্রমাণ করবে। Why I am not Christian গ্রন্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Appendix-এ অধ্যাপক এডওয়ার্ড উল্লেখ করেছেন যে Mr. Osmund K Frankel আপনার Attorney ছিলেন এবং তিনি Appelate Division 1 Court of Appeals-এ যে আবেদন করেছিলেন তাতে সফল হননি।

আপনার

Schuyter N Warren.

Plas Penrhyn

13 January, 1958

প্রিয় মি. ওয়ারেন

আপনার ১০ জানুয়ারির চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত ফটোকপিগুলো ১৯৪০ সালের আমার নিউ ইয়র্ক মামলায় আপনার বর্ণিত বক্তব্যের প্রমাণ বহন করছে না। আপনি যে আপিলের কথা বলেছেন তা মামলার মূল বিষয়ের ওপর করা আপিল নয়। কিন্তু আপিলটির বিষয় ছিল যে আমাকে কি মামলার পক্ষ হবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। আপনি পুরো ব্যাপারটির অদ্ভুত প্রকৃতি ধরতে পারেননি। বিবাদীরা মামলায় হেরে যেতে চেয়েছিল, তাই তারা আপিলে মামলায় মেকগ্রিহানের রায় উল্টো দিতে চায়নি। আমাকে যে মামলার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল তা সংকীর্ণ আইনি অর্থে ছিল আত্মপক্ষ সমর্থনযোগ্য। কিন্তু তখন আমি লসএঞ্জেলেসে কর্মরত ছিলাম। নিউ ইয়র্কে ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে আমাকে ডাকযোগে জানানো হতো। মামলার কার্যক্রম এত তড়িৎগতিতে সম্পাদন করা হয়েছিল যে ঘটনা সম্পর্কে যথাযথভাবে জানার আগেই সবকিছু শেষ হয়ে যেত। প্রকৃত ব্যাপার এই যে আমাকে এই মামলার পক্ষ হবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই আমি আপিল করতে সক্ষম ছিলাম না এবং আমার ব্যাপারে তারা যা বলছেন তা জানার পর কোর্টে আমার প্রমাণ উপস্থাপনের কোনো সুযোগ ছিল না। মি. ফ্রেংকেল, যার কথা আপনি লিখেছেন, সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিলেন, আমার দ্বারা নিয়োজিত হননি। তিনি কেবলই তাদের থেকেই দিকনির্দেশনা নিয়েছেন।

আপনারই

রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The City College
New York 31, N.Y
Depatment of Philosophy
Oct. 4, 1961

প্রফেসর ফিলিপ পি ওয়েইনার হতে

প্রাইসনিক Comical Rehast ঘষেমেজে নতুন চেহারা দেওয়া পুরনো জিনিস।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকের প্রতি

বার্ট্রান্ড রাসেলের মামলার ব্যাপারে আপনার সম্পাদকেরা অসত্যতা ও নীচু স্তরের রুচির পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমিও আমার অনেক সহকর্মীর পক্ষ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছি। এ কথা সর্বজনবিদিত যে শিক্ষাজগতের সকলেই বিচারক মেকগ্রিহানকে নিন্দা করেছেন এ জন্য যে তিনি নৈতিক কারণ দেখিয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের চরিত্র হনন করেছেন। তার কোর্ট রাসেলকে মামলার কোনো পক্ষ হতে দেয়নি। এই মহান লোকটি এখন নব্বই বছরের বৃদ্ধ। এখনো তিনি মানবতা সংরক্ষণের সংগ্রামে রত (যদিও আমাদের মধ্যে কিছু লোক তার একতরফা নিরস্ত্রীকরণ নীতির সঙ্গে একমত নন)। আমি বিশ্বাস করি তার কাছে ও সভ্য দুনিয়ার কাছে আপনার কলামিস্টের ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

ফিলিপ পিওয়েইনার
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান।

AMARBOI.COM

289 Convent Avenue
New York City
Dec. 8, 1940

প্রিয় প্রফেসর রাসেল

PEA-তে আপনার বক্তৃতা শুনে ও Penn RR টার্মিনালে আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি আমার সহকর্মীদের বলেছি যে আমরা একজন মহান শিক্ষকের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি যিনি আমাদের ছাত্রদের জ্ঞানের আলো ও মানবতায় শিক্ষা দিতে পারতেন। এতে দুর্নীতির দানবেরা তাদের স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক এক ব্যক্তির ভয়ে পিছিয়ে পড়ত। মেকগ্রিহানের সিদ্ধান্ত শিক্ষার ওপর আপনার বইয়ের যতটুকু আলোচিত হয়েছে তার বিশ্লেষণের কাজে ডিউই নিয়োজিত আছেন। বার্নস কর্তৃক প্রকাশিতব্য বইয়ে এটাই হবে প্রায় বড় অবদান। আমাদের বিভাগ সম্পাদকদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু হরেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলেন, যিনি এই বইয়ের দিকনির্দেশনা দেবেন বলে মনে হয়, তার কাছ থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনিনি। সিটি কলেজে আপনার নিয়োগের ব্যাপারটির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় আইন কমিটির বর্ণিত কমিউনিস্টদের একটি সম্পর্ক হার্স্ট প্রতিষ্ঠা করেছে। রাষ্ট্রীয় আইন কমিটি সিটি কলেজের শিক্ষকদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজের তদন্ত করে। তারা উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের কার্যকলাপের নিন্দা করে এবং অধিক প্রতিক্রিয়াশীল নিয়ন্ত্রণের অধীনে এর স্বীকৃতি দেবার সুপারিশ করে। আপনি গতকালের নিউ ইয়র্ক টাইমসে তা দেখতে পারবেন। ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট সুপারিশ করেছেন যে সিটি কলেজের রাষ্ট্রবিরোধী দার্শনিক কর্মকাণ্ড তদন্ত করা হোক।

আমি আপনার পরবর্তী চার বছর দর্শনের ইতিহাসে আপনার নিয়োজিত থাকার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছি। আমি সর্বদাই মনে করি যে লাইবিনিজের ওপর আপনার কাজটি Principles of Mothematics এবং Mathematica-এর পরেই স্থান পেয়েছে। প্লেটো, এরিস্টটল, একুইনাস, হরেস, হিউম, কান্ট, হেগেল প্রমুখ মনীষীদের মৌলিক লেখাগুলো বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতেন তাহলে আপনার দর্শনের ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হতো। স্বাধীনতার মতো ব্যাপক একটি ধারণাকে বুঝতে হলে ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির সমন্বয় প্রচেষ্টা দার্শনিক বিচারেই গুরুত্বপূর্ণ হতো।

এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। কারণ Journal of the History of Ideas-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ও আমার প্রধান আগ্রহের সাথে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কিত। ১৯৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বর Amer. Philosophical Association Symposium উপলক্ষে আমি ফিলাডেলফিয়া যেতে পারি। ওই সময় আপনি অবসর থাকলে ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বা পরদিন আপনাকে ফোন করতে পারি।

আপনারই

ফিলিপ পি ওয়েইনার।

পুনশ্চ : দর্শনের ইতিহাস আলোচনার জন্য আপনার অবসর হলে অধ্যাপক লাভজয় আপনার কাছে আসতে পারেন।

212 Laring Avenue
Los Angeles, Cal. USA
22.12.39

প্রিয় বব

এক বছর আগে তোমার চিঠি পাবার পর থেকে তোমাকে লিখব ভাবছি। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির চিন্তায় ঈশ্বরের যেরূপ অবস্থা হয়েছিল আমিও তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থায় পড়েছিলাম। অন্য কোনো মুহূর্তের চেয়ে একটি বিশেষ মুহূর্তকে বাছাই করার কোনো বড় কারণ থাকতে পারে না। ঈশ্বরের মতো আমি ততটা দেরি করিনি।

আমি এখানে কেলিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছি। জন ও কেইট গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছে। যুদ্ধের জন্য তাদের থাকতে হচ্ছে। সুতরাং তারা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েই যাচ্ছে। জনের আকর্ষণ ল্যাটিনের প্রতি, বিশেষত লুক্রেশিয়াস। দুর্ভাগ্যবশত লুক্রেশিয়াসের ওপর তোমার লেখা বইটি আমার অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে অক্সফোর্ডে রয়েছে। বিগত বসন্তে আমার ইংল্যান্ড ফিরে আসার প্রত্যাশা ছিল।

ছাপার ভুলের তালিকা পাঠানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

যুদ্ধ সম্পর্কে তোমার অনুভূতির জন্য আমি বিস্ময়বোধ করছি। আমি শান্তিবাদী হিসেবে থাকার জোর চেষ্টা করছি। কিন্তু হিটলার ও স্ট্যালিনের বিজয় সহ্য করে নেওয়া কঠিন।

ক্লিফোর্ড এলেনের মৃত্যু তোমার কাছে দুঃখজনক। তার সর্বশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমি জানি না।

সব আমেরিকানই বলছে এই সময়ে এখানে তুমি সুখী হবে।

তুমিও বেসি দুজনের জন্য আমাদের দুজনের ভালোবাসা রইল। পুরাতন বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠি পেলে ভালো লাগে।

তোমারই
বা. রাসেল।

AMARBOI.COM

The Shiffold
Holonbury St. Mary, Dorking
11. Feb. 1940

প্রিয় বার্টি

ওই দিন তোমার পত্র পেয়ে ভালো লাগছিল। তুমি ও পিটার ছেলেমেয়ে নিয়ে ভালো আছ জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম। আমরা এখানে মোটামুটি ভালো আছি। বেস বেশ উৎফুল্ল, যদিও তার চোখ এখনো ভালো হয়নি। এখন আমাকে তার পড়ে শোনানোর পরিবর্তে আমি সন্ধ্যায় তাকে পড়ে শোনাই।

ছেলেমেয়েরা আমেরিকা থাকছে জেনে খুশি হলাম। আমার মনে হয় তা চিরদিনের জন্য নয়। বর্তমানের অবস্থা হতাশাজনক। আমি জনের জন্য লুক্রেসিয়াসের একটি কপি তোমার কাছে পাঠিয়েছি। এটি তার সাহায্যে লাগতে পারে। আমি ক্রিস্টমাসের উপহার হিসেবে আমার নাটক ও কবিতাও পাঠিয়েছি। অবশ্যই আমি আশা করছি না যে তুমি তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে আমার পরামর্শ হলো তুমি চাইলে তা অবশ্যই পড়বে। তবু শুরু করবে শেষ দিক থেকে এবং উল্টোভাবে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত পড়বে।

আর কোনো কবিতা লিখব বলে মনে হয় না। লিখলে তা হবে হোয়াইটম্যানের কবিতার মতো। ওয়াল্ট হোইটম্যান অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখতেন তাতে সূক্ষ্ম অনুভূতির ছোঁয়ার পাওয়া যেত। আমি তার গদ্য ও কবিতার ক্ষেত্রে কেমব্রিজে থাকাকালীন তার প্রতি আমার ভালোবাসায় ফিরে গিয়েছি। তার লেখা Specimen Days আমার কাছে সবচেয়ে আবেগঘন বলে মনে হয়েছে। আমি এখন অন্য একটি বই পড়ছি। সেটা কেলিফোর্নিয়ার মানুষ ভালো পাবে কি না সন্দেহ। আমি Grapes of Wrath বইটির কথা বলছি। সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে বইটিতে যা বলা হয়েছে তা সত্যের অপলাপ হতে পারে বা অতিরঞ্জিত কোনো কথা থাকতে পারে। কিন্তু সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। বইটি আমার কাছে অনেকটা মহাকাব্য ধর্মী বলে মনে হয়। এখন আমরা উচ্চ স্বরে Winifred Holtby-এর South Riding বইটি পড়ছি। এই বইটিও উঁচুস্তরের রচনার কাছাকাছি।

আমি Horace-এর Episfes-এর অনুবাদগ্রন্থ ও মন্টেইনের দুটি রচনাগ্রন্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। কেমব্রিজ প্রেসটা বোমার আঘাতে ধ্বংস না হলে এই বছরই তোমার কাছে এর কপি পাঠাতে পারব বলে আশা করি। আমার একটি গদ্য রচনার কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এ বছর সেটা প্রকাশ করা যাবে না। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রচনা রয়েছে। তাই এর নাম ঠিক করতে পারছি না। এটাকে Miscellan বা Hotch Potch কিংবা Olla Podrida বলা যায়। এই শব্দগুলোর মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য আছে বলে মনে হয় না।

আমার বিশ্বাস বেসি তোমাকে শীঘ্রই লিখবে। এরপর আশা করি তোমার উত্তর পেতে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে না। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে স্টারজ মুরস আমাদের সাথে আছে। গত আগস্টে GE Moor এসেছিল। সে অক্সফোর্ডে বিশাল জনতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে। অনেক অধ্যাপক এসব বক্তৃতা সভায় যান, কেউ ব্যথিত হন, কেউ আনন্দ পান। আমার মনে হয় এসব বক্তৃতা থেকে তার বেশ লাভ হচ্ছে। আমাদের এখানে একটি ইতালীয় ছেলেও আছে। সে Vivante এবং Lede Bosis-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি তাকে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শেখাই। সে একটা বৃত্তি পেয়েছে। আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে যে আমার স্কুলশিক্ষক হওয়াই উচিত ছিল।

বেসি ও আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ভালোবাসা রইল।

তোমারই

বব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Little Datchet Form
Malven R.D.I
Rennsylvania
July 9, 1942

প্রিয় বব

বিগত ছয় মাস ধরে ভাবছি তোমার ও বেসির কাছে লিখব। একটু অবসর নিয়ে লেখার আশা। তাই স্থগিত করে রেখেছিলাম। অগ্নিকাণ্ডে তোমার কবিতাগুলো পুড়ে যাওয়ার ঘটনা দুঃখজনক। আমার কপিগুলো অক্ষত রয়ে গেছে জেনে খুশি হয়েছে। তোমার কবিতা আমার ভালো লাগে। ধন্যবাদ না পেলে বুঝতে হবে শত্রুতার কারণেই পাচ্ছ না।

Realm of Spirit-এর ওপর সান্তায়ানার লেখা আমি পড়িনি। কারণ সান্তায়ানার ওপর আমার লেখা শেষ হলেই তা প্রকাশিত হয়। আমার লেখা তার পছন্দ হয়েছে জেনে আমি সুখী। এদেশের দার্শনিকদের কিছু জিনিসের অভাব রয়েছে, যা আমার পছন্দ। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে তা প্লেটোর। 'চিন্তা বনাম কাজ'-এর ভালোবাসা থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারব না।

তুমি কি বুঝতে পার যে থেলেস ও জেরেমিয়া একসময় মিশরে ছিলেন। সম্ভবত একই শহরে। আমি তোমাকে তাদের মধ্যে একটি সংলাপ রচনার পরামর্শ দিচ্ছি।

যুদ্ধ শেষে জনকে ট্রিনিটি কলেজে পাঠানোর ব্যাপারে জর্জের কাছে লিখে ছিলাম। এ ব্যাপারে ওর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। সে একটি জবাব দিয়েছে। মনে হয় এর জন্য তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। জন এখন হার্ভার্ডে। ইংল্যান্ড ফিরে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেবার আগে তার কোর্সটা শেষ করতে দেওয়া উচিত। দীর্ঘ দিন ধরে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। এর নিষ্পত্তি হওয়াতে আমরা খুশি। সম্ভবত সে মার্চ মাসে ইংল্যান্ডে যাচ্ছে। সে ইতিহাসের অনেক কিছুই জানে। আনন্দ লাভের জন্য গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখাগুলোও পড়ে। থ্যালাসের সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত দর্শন জগতের ইতিহাস নিয়ে আমি চর্চা করছি। স্কটাস এরিজেনা যখন ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে মধ্যাহ্নভোজে ছিলেন এবং আলাপ করছিলেন তখন রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একজন মদখোরের সঙ্গে একজন স্কটের পার্থক্য কী? ওই দার্শনিক উত্তর দিলেন, 'একটি ডিনার টেবিল মাত্র'। অন্তত আটজন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হয়েছি, কিন্তু এরকম সুযোগ পাইনি। বিদায়। শুভেচ্ছা জেনো।

তোমারই
বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The Shiffolds
Holmbury St.Mary, Dorking.
3 January 1942

প্রিয় বার্টি

অনেক দিন ধরে তোমাকে একটি চিঠি লেখার কথা। আমাদের কাছে তোমার সর্বশেষ লেখা চিঠিটি এসেছিল জুলাই মাসে। প্রায় দুই মাস ধরে আমি হাসপাতালে আছি। এটা আমার অতি সাহসের পরিণতি। অন্ধকারের মধ্যে হাইড পার্কের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি যাওয়ার সময় ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই। আঘাতটা আরও গুরুতর হতে পারত। এক মাস বাড়িতে থাকার পর এখন স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতে পারি। তবে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তুমি বাইসাইকেলের ধাক্কা খেয়ে পড়েছিলে, কিন্তু আমি সেনাবাহিনীর ট্রলির ধাক্কা খেলাম। সেনাবাহিনীর ট্রাক হলে ব্যাপারটা আরও সম্মানের হতো। কিন্তু তা হতো কম সুখকর।

আজ সকালে চা খেতে টেড লয়েডের আসার কথা ছিল। কিন্তু ওর ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় আসতে পারেনি। তাই মার্গারেট এবং জনই কেবল এসেছিল। আশা করি তুমি জানো যে টেড প্রাচ্য ভ্রমণে যাচ্ছে। সে আমেরিকা ফিরে আসতে না পেরে দুঃখ অনুভব করছে। আগামী রোববারে তার সাথে দেখা হবার কথা তখন তোমাদের সম্পর্কে জানতে পারব। তুমি দর্শনের ইতিহাস ও দার্শনিকদের সম্বন্ধে লিখতে যাচ্ছ শুনে আনন্দিত হয়েছি। কেউই তোমার চেয়ে ভালো করতে পারবে না। সন্দেহ নেই তুমি থেলেসের সৃষ্টির ওপর জেরেমিয়ার প্রভাব খুঁজে বের করতে পারবে। হ্যাঁ তাদের দুইজনের মধ্যকার কাল্পনিক সংলাপ রচনা করলে ভালো হতো। কিন্তু বর্তমানে আমি জেরেমিয়ার ও তার বই সম্পর্কে কিছুই জানি না। গ্রিক এটমবাদীর কোনো ভালো রচনা পড়তে চাইলে ১৯২৮ সালে Clarendon প্রেস থেকে প্রকাশিত সিরিল বেইলির লেখা Greek Atimist বইটি পড়তে পার। তুমি সেটা জান বলে মনে হয়। এপিকিউরাসের রচনা উনি বুঝতে পেরেছেন যেটা আমাদের বন্ধু বেন বুঝতে পারেনি। লিচিপাস, ডেমোক্র্যাট প্রভৃতি দার্শনিকের মতবাদ সম্পর্কে তার মন্তব্য ভালো।

দুই বছর ধরে আমি কোনো কবিতা লিখছি না। গদ্যও তেমন না। এ বছরই প্রবন্ধ ও সংলাপের একটি সংকলন বের করব। যদি তোমার কাছে পাঠানোর সুযোগ থাকে তবে অবশ্যই পাঠাব। আমি মন্টেইনের প্রবন্ধের অনুবাদ কর্মটার জন্য মানসিক পরিশ্রম করতে পারছি। নীরস অংশগুলোর বেলায় পরিশ্রমটা পর্বতারোহণের পরিশ্রমের মতো। কোনো কোনো অংশের রচনা আসলেই চমৎকার। উদাহরণস্বরূপ তার একটি কথা উল্লেখ করা যায় যা আমি অতি সম্প্রতি অনুবাদ করেছি। কথাটা হলো : 'যখন সব কথা বলা শেষ হয়ে যায় তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারোর অনুমানের অত্যধিক মূল্য দেবার অর্থ একজন মানুষকে জীবন্ত ভাজা করে ফেলা।'

তুমি এর কোনো কপি সংগ্রহ করতে পারলে তুমি বৌদ্ধ ধর্ম, টাও ধর্ম ও মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়ালের অনূদিত Monkey শীর্ষক পঞ্চদশ শতকের চীনদেশীয় রূপক কাহিনিটা পড়। এর মধ্যে রাবালা। এরিস্টফ্যানজ এবং বাইবেলের ও ভলটেয়ারের রচনার গুণাবলি পাওয়া যাবে। গত গ্রীষ্মে Allen and Unwin বইটা প্রকাশ করেছে।

জন এখানে আসলে আমরা তাকে দেখতে পারব। আমার এখানে মানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা রাখি। তাতে আমরা তোমার ও পিটারের চিঠিগুলো দেখেছি। আমরা সবাই এগুলোর সাথে একমত।

আগামী বড়দিনটি আমাদের সাথে টাকাতে পারলে ভালো হতো। হয়তো আগামী বড়দিন? কিন্তু এতে আগে চিন্তা করা ঠিক নয়।

Hesketh Pearson বার্নার্ড শ'-এর একটা মজার জীবনী রচনা করেছে। এর অধিকাংশই শ' নিজে লিখেছেন। বইটি শেষ করার আগে শ'-এর কথাগুলো পড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। Raymond Mortuiner-এর প্রবন্ধগুলোও খারাপ নয়। Amberly Papers-এর একটি ভালো সমালোচনা বের হয়েছে। সম্ভবত তুমি ওটা দেখেছ। এত রাতে খাওয়া শেষ হয়েছে, তাই ইতি টানছি, বেসি ও আমার পক্ষ থেকে তোমরা দুজনের জন্য ভালোবাসা রইল।

তোমারই
বব।

AMARBOI.COM

212, Loring Avenue
Los Angeles
21.4.40

প্রিয় গিলবার্ট

আজকের দিনে জার্মান শিক্ষাবিষয়ক আশ্রয়প্রার্থীদের সম্বন্ধে কিছু করা কঠিন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুবই উদার। কিন্তু এখন এগুলো ছাত্রে পূর্ণ। আমি রিচেনবেকের কাছে জেকোবস্তালের সম্পর্কে আলাপ করেছিলাম। জেকোবস্তাল এখানকার একজন প্রফেসর। আমি তাকে নৈতিক ও বুদ্ধিগত দিক থেকে প্রশংসা করি। জেকোবস্তালের পুরো কাজ সম্বন্ধে আমি জানি না, কিন্তু তিনি সবই জানেন। সংযুক্ত পত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জবাব। এর বেশি পদক্ষেপ নেবার দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে দিলাম, এখন আমি আমার নিজের ব্যাপারই সামলাতে পারছি না। জার্মানির নরওয়ে আক্রমণের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মনে হয় সম্ভাব্য কথাটি এই যে জেকোবস্তাল এখন Concentration Camp-এ আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, আমার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা আছে। আমি দেখছি শান্তিবাদী অবস্থান রক্ষা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। বিশ্বাস দিয়ে প্রকাশ্যে এর বিপরীত কিছু বলা যাবে বলে আমি নিশ্চিত নই। যেকোনো ক্ষেত্রে আমেরিকায় একজন ইংরেজ চুপ করে থাকতে পারেন। যা হোক আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা হলো ১৯১৪ সালের মতো আপনি আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না, যদিও আমি এখনো মনে করি যে আমি তখন সঠিক ছিলাম। কারণ যুদ্ধটি ছিল নৈতিক ঘৃণার উৎস হিসেবে ভারসাইলের পরিণতি।

যুদ্ধের সময় এত দূরে থাকাটা বেদনার বিষয়। কেবল আর্থিক কারণেই আমি এখানে আছি। এটাই শান্তির ব্যাপার যে আমার তিনটি সন্তানই এখানে আছে, বড় সন্তানটির বয়স এখন আঠারো। আমি জানি না কখন সামরিক বিভাগ থেকে তার ডাক আসে। স্বদেশের জন্য আমরা সবাই কষ্ট অনুভব করছি। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্য কামনা করি। তুমি তাদের একজন।

মেরিকে আমার ভালোবাসা দিয়ো। আমাকে ফেরত ডাকে চিঠি লেখ।

তোমার বন্ধু
বার্ট্রান্ড রাসেল।

July 29th, 1940

প্রিয় বার্টি

তোমার চিঠি থেকে দুঃখ পেয়েছি বটে। কিন্তু চিঠিটি পেয়ে আমি আনন্দিত। আমি ভেবেছি যে শিক্ষক হিসেবে তোমার ওপর অন্যায় আক্রমণ তোমার জন্য সাপেবর হবে। নেশন পত্রিকায় এ ব্যাপারে একটি সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছিল। আমি এখনো আশা করি যে এর ফলে তোমার বন্ধুবান্ধব আরও সক্রিয় হবে।

আমি ভাবছি না তুমি এখানে ফিরে আসবে। তুমি একা হলে হয়তো ব্যাপারটি সহজ হতো। কিন্তু ছেলেমেয়েরা থাকাতে তা আর সহজ হবে না। আমার মনে হয় এ দেশটি বড়ই বিপজ্জনক। সাধারণ নাগরিকদের জন্য এ সত্যটি বোঝা কঠিন। এখানে জীবন স্বাভাবিকই। ব্যতিক্রম কেবল যুদ্ধবিষয়ক কর এবং প্রতিদিনের পাওয়া যুদ্ধের খবর। আমি ভাবতে বাধ্য যে ইংরেজদের মেজাজের একটি সুবিধা হলো আমরা ল্যাটিন এবং সেমাইটেদের মতো আগেভাগে উত্তেজিত হই না বা ভয় পাই না। আমরা আতঙ্কিত হবার আগে বিপদকে দেখতে চাই। আমার ধারণা মানুষ একে কল্পনা শক্তির দুর্বলতা বলতে পারে।

আমার আগ্রহগুলোর একটি এই : বিশ্বব্যাপী একে এক অর্থে গৃহযুদ্ধ অথবা আদর্শের যুদ্ধ মনে করলে দুই পক্ষ কী তা বোঝা যাবে না? কেউ বলবে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। অন্য কিছু লোক বলবে তা নিরীশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টবাদের যুদ্ধ। কিন্তু এখন ধারণাগুলোর সাপেক্ষে বলা যায় ব্রিটেন ও আমেরিকানদের সঙ্গে তাদের কিছু সমর্থকদের বিভিন্ন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই। এর অর্থ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে উদারনৈতিকতার যুদ্ধ। আমি অন্য একদিন বেনকে একই কথা বলতে দেখেছি। তিনি ভীত হয়েছেন যে যুদ্ধটা হবে একটি ধারণার ওপর। অর্থাৎ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কমিউনিজমের। তার মতে তিনি সঠিক।

আমাকে তোমার প্রয়োজন হলে জানতে দিয়ো।

তোমারই
গিলবার্ট মোরে।

Little Darhet Farm
Malvern RD1 Pa: USA
January 18th 1941

অক্টোবরের ২৩ তারিখে লেখা তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। ২০০ বছরের পুরনো একটি ঘর আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। বিশ্বে শান্তি বিরাজ করলে আমি সুখী হতে পারতাম।

ভবিষ্যতের বিষয়ে আমার মনে হয় আমরা জয় করলে পুরোপুরিভাবেই জয়ী হব। নাজিরা বেঁচে থাকবে আমি ভাবতেই পারি না। আমেরিকার যুদ্ধ চিন্তা থাকবে না। আমেরিকা তার অস্তিত্বশীল গণতন্ত্রের মাত্রায় বিশ্বাস নিয়ে থাকবে। আমি মোটামুটি আশাবাদী। আমার আশা জাপানের সামরিক যুগ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করি না যে চীন কখনো সমর বিষয়ে আগ্রহী হবে। আমার মনে হয় রাশিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সোভিয়েত সরকার হিটলারের চেয়েও খারাপ। এটা টিকে যাওয়াই হবে দুর্ভাগ্য। আন্তর্জাতিক সরকারের পর্যায়ে বিশ্বে একটি বিমানবাহিনী থাকলেই কেবল স্থায়ী শান্তি অর্জিত হতে পারে। নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা ভালো হলেও তা শান্তি নিশ্চিত করতে পারবে না।

এখানে দ্রাঘিমাংশ সাপেক্ষে মতামত পরিবর্তিত হয়। পূর্বের মানুষগুলো ইংরেজদের পক্ষে। আমরা দোকানগুলোতে অনেক করুণা পেয়ে থাকি। কেলিফোর্নিয়া জাপানবিরোধী, কিন্তু ইংরেজদের পক্ষেও না। মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষ বরং ইংরেজবিরোধী। কিন্তু সর্বত্রই 'পরাজিত হওয়া যাবে না'– জাতীয় মতামতের কাছাকাছি মানুষ আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ভীতিকর ব্যাপার। রোজালিন্ডের প্রতি আমার প্রশংসা ও হিংসা দুই-ই রয়েছে।

থেলেস থেকে ডিওয়ে পর্যন্ত সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দর্শনের ইতিহাসের ওপর চার বছরের একটি কোর্স লেকচার দিচ্ছি। আমি গ্রিক পড়তে পারি না বিধায় এটা আমার ধৃষ্টতাই বটে। কিন্তু তা আমার উপভোগের বিষয়। আমি একে তিনটি চক্রে ভাগ করেছি। গ্রিক ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক ধর্মীয় মতবাদের ক্ষয় নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। পরে তা একনায়কত্বে পরিণত হয়। গ্রিক অবক্ষয় থেকে ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষার জন্ম আমি পছন্দ করি। মেকিয়াভেলি থেকে লুথারের উত্থানকেও।

আমি সপোকোল সম্বন্ধে তোমার বর্ণনার কথা স্মরণ করি। তুমি একে মাতৃহত্যা ও প্রাণস্ফূর্তির মিলিত রূপ বলেছিলে। আমি এ-ও স্মরণ করি যে আমি বলেছিলাম, 'শোন ওই সুর'– জাতীয় কথার মধ্যেও ভালো গুণ প্রকাশ পায়। তুমি বলেছিলে, এর শেষ হওয়া উচিত 'কুকুরের চিৎকার শুরু হলো' বলে। শেকস্‌পিয়ার সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। সপোকোল সম্বন্ধে বলার মতো আমার জ্ঞান নেই। এই মুহূর্তে আলেকজান্ডারের প্রশংসা ও পিথাগোরাসে বিস্ময় প্রকাশ করছি। আমি প্লেটোকে স্বীকৃতি দিই না, কারণ তিনি রুল ব্রিটানিয়া এবং ব্রিটিশ গ্রেন্ডিয়ার ছাড়া সব ধরনের সংগীত নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তদুপরি তিনি টাইম পত্রিকার প্রবন্ধ রচনার ফেকন্সিরকীয় ভাষার ব্যবহার আবিষ্কার করেন।

আবার লিখো। বিদায়।

AMARBOI.COM

তোমার
বার্ট্রান্ড রাসেল।

Little Daret Farm
Molvern R.D.I
Pennsylvania
March 23rd, 1942

প্রিয় গিলবার্ট

আমার ডেস্কের ওপর তোমার একটি চিঠি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। কিন্তু আমি ভীষণ ব্যস্ত। লজ্জার বিষয়। তুমি দর্শন ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে লিখেছ। আমার মনে হয় পদার্থবিদ্যার কাজ বার্কলেকে ওপরে ধরে রাখা। প্রত্যেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দার্শনিকেরই এ বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তুমি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে ও লিখেছ। আমার মনে হয় জাপানের অভ্যুদয়ের ফলে সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইঙ্গ-আমেরিকান কল্যাণমুখী সাম্রাজ্যবাদ থেমে যাবে। এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়াকে মানতে হবে। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারত এবং চীন কি জাপানের অধীন হয়ে যাবে? এরা স্বাধীন থাকলে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বে। কোনো সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমার সন্দেহ হয় রাশিয়াও আমেরিকার আন্তর্জাতিক সরকার গঠনে একমত হবে। পূর্বের জাপানি সফলতার চেয়ে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব সম্পর্কে আমি কম আশাবাদী।

সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনায়, বিকল্প উপায়ে এডাম থেকে হিটলার, আমি শার্লিম্যাইনি পর্যন্ত এসেছি। ৪০০-৮০০ শতাব্দীর সময়কাল খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। মানুষ ছিল সচেতন চিন্তায় নির্বোধ। তাদের অন্ধ কাজের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্কবিশপের পদ ছিল। ওই সময় অনেক নিঃসঙ্গ লোক ছিলেন। ক্যান্টারবারির আর্কবিশপ থিওরোর ছিলেন এরূপ নিঃসঙ্গ ব্যক্তি যিনি এথেন্সে শিক্ষা লাভ করে এ্যাংলো স্যাকসনদের গ্রিক ভাষা শিখাবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ সেইন্ট বেনিফেস এবং আইরিস সেইন্ট ভার্জিল জার্মানি জঙ্গলে এই বিতর্ক করছিলেন যে আমাদের এই বিশ্ব ছাড়া কি অন্য কোনো বিশ্ব আছে? তা ছাড়া ছিলেন জন স্কট। তিনি নবম শতাব্দীতে বাস করলেও তার মনমানসিকতা ছিল ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর মানুষের মতো। রোমান কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়লে শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছিল। আমাদের পরিপূর্ণ ভালো অবস্থা পেতে ৪০০ বছরের নৈরাজ্যিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এককেন্দ্রিক বিশেষ মানুষ নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না।

এই দেশে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই-ই চলছে। সরকার পুঁজিপতিদের আর পুঁজিপতিরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। ইংল্যান্ডের চেয়ে এখানকার পরিকল্পিত অর্থনীতির ভয়টা বেশি। একে সমাজতান্ত্রিক ধারণা মনে করা হয় আর এর থেকে ফ্যাসিবাদে উত্তরণের আশঙ্কা করা হয়। ওয়াশিংটনের প্রত্যেক মানুষ বুঝতে পারছে যে যুদ্ধের পর অনেক পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। পুঁজিবাদীরা আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ফিরে যাওয়ার আশা করছে। সুতরাং সমস্যা অনেক বড়। বেশ কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। দেশে ফিরে যাবার খুবই ইচ্ছা হয়। সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।

তোমার

বার্ট্রান্ড রাসেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Little Darhet Farm
Malvern R.D.1
Pennsylvania
9th April, 1943

প্রিয় গিলবার্ট

তোমার ১৩ মার্চের লেখা চিঠিটি আজ সকালে এসে পৌঁছেছে। তোমাকে ধন্যবাদ। বার্নস সম্পর্কে ইতিঃপূর্বের লেখা চিঠিটিও পেয়েছি। বার্নস ঝগড়া করতেই বেশি পছন্দ করেন। আমার সঙ্গে তার চুক্তি ভঙ্গের কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তার কাছ থেকে হয়তো ক্ষতিপূরণ পেতে পারি। আইনি প্রক্রিয়ার বিলম্ব শেকস্‌পিয়ারের আমলে যা ছিল তাই রয়ে গেছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের আমার কাজের জন্য অক্টোবর মাসের শেষ দিক পর্যন্ত আমাকে থেকে যেতে হতে পারে। তারপর ইংল্যান্ড ফিরে যাব। পিটার এবং কনরার্ডও যাবে যদি সাবমেরিনের আতঙ্ক না থাকে। দেশ থেকে দূরে থাকতে আর পারছি না। ইংল্যান্ডে জীবিকা অর্জনের একটা পথ বের করতে হবে। আমি সরকারের পক্ষেও প্রচারণা চালাতে পারি। আমার মতামত পুরোপুরি গোঁড়াপন্থীদের মতো। আমেরিকা থাকা অবস্থায় আমার যে জ্ঞান হয়েছে তা কাজে লাগাবার একটা সুযোগ হোক। ইংরেজরা আমেরিকার মতামতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেই ভুল করে। যে সৎকাজ করে তিনজনের সংসার চালানো সম্ভব সে সৎকাজই আমি করব।

ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রই আমার রাগের কারণ। তুমি কি আবারসের জীবনী পড়েছ? রাজা যাকে রক্ষা করেন জনগণ তাকে ঘৃণা করে। কারণ ওরা ছিল ধর্মান্ধ। শেষে জনগণের জয় হয়। মুক্ত চিন্তার মধ্যে আভিজাত্য ও জনগণের সম্পর্ক রয়েছে। নারীদের বুদ্ধিচর্চায়ও উন্নতি এই রকমই। মেরিকেই ধরের কাজ করতে হয় শুনে কষ্ট পাচ্ছি। গৃহকর্ম, রান্নাবান্না এবং কনরাডের দেখাশোনার কাজেই পিটারো পুরো সময় চলে যায়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি সংক্ষিপ্ত সময় ছিল মানুষের স্বাভাবিক বর্বরতার মাঝখানে। জগৎ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এ যুগে আমাদের মতো গণতন্ত্রমনা মানুষ প্রকৃতপক্ষে আভিজাত্যের সৃষ্টি। ব্যাপারটি অস্বস্তিকর।

আমরা দেশে আসতে চাচ্ছি, কারণ আমি চাই না যে কনরার্ড কোনো আমেরিকান স্কুলে পড়ুক। শিক্ষাদানই শুধু খারাপ নয়, বরং তীব্র জাতীয়তাবোধও বাড়ি এবং স্কুলের মধ্যে একটি মানসিক সংঘাত সৃষ্টি করে। সাবমেরিন, বোমা ও আহারের স্বল্পতার মধ্যে আমরা খুব কম বিপদই দেখতে পাই। তথাপি এগুলোর ব্যাপার এখনো সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় আছে। গ্রীষ্মে আমি দর্শনের ইতিহাস নামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বইটি শেষ করব। তুমি তা পছন্দ করবে না। কারণ আমি এরিস্টটলের প্রশংসা করি না।

আমার জন ইংল্যান্ডে। সে নেভিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কেইট এখনো স্কুলে। যুদ্ধের পর সে কোয়েকার রিলিফ কাজের মতো কিছু একটা করতে চায়। সে জার্মান ভাষার ব্যুৎপত্তি অর্জন করছে। তার পক্ষে নির্দেশিত ঘৃণা পোষণ করা সম্ভব নয়।

মেরিকে ভালোবাসা দিয়ো। তোমাদের আবার দেখার মধ্যে প্রকৃত আনন্দ পায়। পুরনো বন্ধুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

তোমারই

বার্ট্রান্ড রাসেল।

সেতু বিশেষজ্ঞ কুলবার্ট সনকে

June 12, 1942

প্রিয় কুলবার্টসন

অনেক চিন্তাভাবনা করে আন্তর্জাতিক সরকার ও আপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে মোটামুটি একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি।

আন্তর্জাতিক সরকার বর্তমান বিশ্বের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আন্তর্জাতিক আইনে সামরিক বাহিনীর গুরুত্ব বহন করে এরূপ পরিকল্পনা আমি সমর্থন করতে প্রস্তুত। কোনটি আমার ভালো লাগবে তা বড় কথা হতে পারে না, কিন্তু যেটি গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশি তা আমার সমর্থন করা উচিত। বিষয়টি সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে রুজভেল্ট, স্ট্যালিন এবং চার্চিল সিদ্ধান্ত নেবেন। রুজভেল্ট ও চার্চিল তাদের নিজ নিজ দেশের জনগণ কর্তৃক প্রভাবিত হবেন। তারা নিশ্চিত যে তাদের গৃহীত পরিকল্পনা পরিবর্তিত হবে।

এই পরিবেশে আমি অনুভব করি যে আমার কাজ হলো আন্তর্জাতিক সরকারের নীতি সমর্থন করা। বিশেষ পরিকল্পনা খুবই উপকারী। কিন্তু যেকোনো দুটো পরিকল্পনার মধ্যে বিতর্কে জড়িত হওয়া আমার উচিত নয়।

আপনি জানেন যে কাউকে বোঝানোর ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। আমি ভেবেছিলাম আমার ভাগ্যের ব্যাপারটি আপনার ওপর ছেড়ে দেব। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে পেলাম যে এ ব্যাপারে মতানৈক্যের বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো :

১. এক একটি দেশের নেতৃত্বে আঞ্চলিক ফেডারেশনের সমস্যা রয়েছে। ল্যাটিন ফেডারেশনে আপনি মনে করেন ফ্রান্স ও ইতালি সমান সমান। দক্ষিণ আমেরিকানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে তাদের (স্বীকৃত) গুরুত্বের স্বল্পতাকে মেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবে না। জার্মানিকে অন্যান্য টিউটনিক রাষ্ট্রের ওপরে স্থান দেওয়া ঠিক হবে না। তারা অনেক বেশি সভ্য এবং বিশ্ব ফেডারেশনের অনুকূল।

২. ভারত সম্পর্কে আপনার পরামর্শের ব্যাপারে আমি একমত নই। অনেক বছর ধরেই আমি ভারতের স্বাধীনতার সমর্থক। এখন এটি বাস্তবায়নের ভালো সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি পরিবর্তন করতে পারি না।

৩. চিরদিনের জন্য সামরিক শক্তির কোটা নির্দিষ্টকরণের আপনার পরিকল্পনা আমার পছন্দ নয়। এটা পঞ্চাশ বছরের জন্যও হতে পারে না। তবে পঁচিশ বছরের হলে বিজ্ঞজনোচিত হবে। এটি একটি বড় আপত্তির অংশবিশেষ। কারণ আইন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনি যথেষ্ট দিকনির্দেশনা দেননি।

আপনি বলতে পারেন যে আপনার পরিকল্পনার কিছু বিষয় আমার পছন্দনীয় নয়, অথচ ওইগুলোই আপনার পরিকল্পনাটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। আমার মনে হয় একটি বাস্তব পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ইঙ্গ-আমেরিকান সহযোগিতা, এবং একে কেন্দ্র করে শীঘ্রই কতগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র নির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে মিলিত হবে। চীন ও পুনরুজ্জীবিত ফ্রান্সের ব্যাপারেও কেউ এরূপ ধারণা করতে পারেন। সুতরাং আমি আশা করি সর্বপ্রথম এমন একটি ফেডারেশন হওয়া দরকার যা থেকে পুরাতন শত্রুদের দূরে রাখা যায়। সম্ভবত রাশিয়া এ জাতীয় ফেডারেশন থেকে দূরে থাকবে। পুরাতন শত্রুদের মধ্যে ইতালি কোনো সমস্যা নয়; কারণ দেশটি পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী নয়। জাপান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাইরের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে। এই সেনাবাহিনীর পেছনে একটি নতুন সভ্যতা ঢুকে যেতে পারে। এর জন্য জার্মানি সময় নেবে। তবে আমার মনে হয় বিশ বছরের বেশি লাগবে না। রাশিয়ার ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হবে।

ফলাফল দাঁড়াচ্ছে যে শান্তিচুক্তিতে আমরা সবকিছু পাচ্ছি না। বৈধ চুক্তির মাধ্যমে একটি শক্তির বলয় সৃষ্টি করাই ভালো। তারপর এর ক্রমাগত উন্নতি ঘটবে। শান্তির সময়ে এই বলয়ের শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে এবং তা কিছুদিন একে ধরে রাখার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

আমি এর আগেও বলেছি হিটলারের মতো নয় এরূপ একটি আন্তর্জাতিক সরকার আমি সমর্থন করি। আপনার পরিকল্পনার অনুরূপ সরকার গৃহীত হলে আমি খুবই খুশি হব, যদিও আমি 'আমেরিকান সরকারি' প্রবন্ধে আমার পছন্দের আন্তর্জাতিক সরকারের রূপরেখা বর্ণনা করেছি। আপনার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা স্বরূপ কোনো কাজ চালিয়ে নিতে চাইলে আমি আনন্দ পাব। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁটিনাটি বিষয় ও সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হলেই আমি এর গুণাগুণ সম্পর্কে বলব অথবা লিখব। কিন্তু আপনার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে আমি জনসমক্ষে কিছু বলতে পারব না। কারণ এতে করে আমার বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এর জন্য আমি দুঃখিত। কারণ আমি দেখেছি আপনার সঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনায় আকর্ষণ বোধ করি। তা ছাড়া এর ফলে আন্তর্জাতিক সরকারের ধারণা সমর্থন করার সুযোগ কমে যাবে। এই উভয় কারণের জন্য আমি আপনার সঙ্গে জড়াতে চেয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে তা সম্ভব। কিন্তু আমি কারোর অধীন হয়ে চিন্তাভাবনা করতে দক্ষ নই।

কলম্বিয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য আমি যে বক্তব্য লিখেছিলাম তাতে ওই বিষয়গুলো ছিল।

এই চিঠিতে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর কিছু লেখা হয়ে গেলে আমি তার জন্য দুঃখিত। আমাদের আলোচনা আমার জন্য একটি বুদ্ধিগত উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। আমি আশা করি আলোচনার মধ্যে মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করে আমিও আপনার উপকারে আসতে পারি। এই সবকিছু বাদ দিয়েও আমরা প্রকৃত বন্ধু হিসেবেই আছি বলে মনে হয়।

আমার স্ত্রীও আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা জানাতে বলেছে।

AMARBOI.COM

আপনাই
বা. রাসেল।

R.D.3
Perkasie
Pennsylvania
October
23,1942

The Good Earth এবং অন্যান্য গ্রন্থের লেখক থেকে ও তার প্রতি

প্রিয় রাসেল

ওই রোববারে আমি আপনার মনোভাবের দরুন এত অভিভূত হয়েছিলাম যে আমি আপনাকে না লেখা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর বুধবার লিন ইয়ুটাং আপনার চিঠির কথা বললেন। তার মতে চিঠিটি অতি চমৎকার। চিঠিটি আমি দেখিনি। তবে এর একটি কপি নিতে চেষ্টা করব। আমাকে চিঠি লিখতে বাধ্য করার জন্য তিনি এর সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন।

অনেক দিন ধরে আমেরিকানদের ইংল্যান্ড সম্বন্ধে বিরূপ ভাব পোষণ করতে দেখে আমি দীর্ঘদিন ধরে বিচলিত বোধ করছি। আমি জানতাম তা ভারত পরিস্থিতির থেকে উঠে এসেছে। কয়েক বছর আগে আমি ভারত গিয়ে যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি কী হবে তা বুঝতে পেরেছিলাম। তখনই যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেকটা স্পষ্ট ছিল।

আপনি বলতে পারেন, আমাদের দুই দেশের উষ্ণ সম্পর্কের অভাবের জন্য আমি নিন্দা জানালেও কেন আপনার সঙ্গে ভারত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি। ইংল্যান্ডের জন্য আমার প্রগাঢ় অনুভূতি সত্ত্বেও আমি তা করছি। কারণ একজন আমেরিকান হিসেবে কিছু কাজ করা আমার কর্তব্য বলে মনে হয়। প্রথমত ভারতীয়দের সর্বান্তকরণে যুদ্ধে নিয়ে আসার পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকা যায় কি না তা দেখা। দ্বিতীয়ত চীনের কাছে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি আরও শক্ত করা দরকার যে অমরা সবাই পুরাতন ধারার চিন্তা করছি না। শেষোক্ত কারণের জন্য ইংল্যান্ডে আমাদের সেনাবাহিনীর বর্ণভিত্তিক বিভাজনে আমেরিকার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছি।

এখন আমি ভাবছি ভারতে যা করা হয়েছে তা চূড়ান্তভাবেই কৃত। সেখানে কে ন্যায় আর কে অন্যায় ছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করার আমাদের দরকার নেই। সামনের বিপদ মোকাবিলা করাই হোক আমাদের সবার পরিকল্পনা। আমি আশা করি শনিবার Evening Post পত্রিকার Must We Beat Japan First শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটি আপনি ইতোমধ্যে না পড়ে থাকলে পড়ে নেবেন। ব্যাপারটি গুরুত্বের। এ নিয়ে আমাদের সবাইকে চিন্তা করতে হবে।

আমেরিকান ও ইংরেজদের মধ্যে দূরত্ব আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় না আমরা ভারতের বিষয়টি ভুলে যেতে পারব। কারণ দূরপ্রাচ্যে আমাদের লোকদের প্রাণহানি সাংঘাতিক রূপ পরিগ্রহ করছে। এর পেছনে কারণ হলো ভারতীয়দের আমাদের সাহায্য করার জন্য রাজি করানো যাবে না। পেশাগতভাবে ইংরেজবিরোধী এবং ভারতকে যুদ্ধে জড়ানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ছিটকে পড়া লোকদের আমি ভয় পাই। আমি ওইসব লোকদেরও ভয় করি যারা ভারত হারানোতে আমাদের জাতীয় ক্ষতির কথা ভেবে ক্রোধান্বিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মনে করি না আমেরিকানরা ভারতের পক্ষে রয়েছে। কিন্তু আমেরিকার কিছু সাধারণ মানুষ আছে যারা ভারতের ঘটনাবলিকে অপছন্দ করে। আমাদের মধ্যে স্ববিরোধিতা পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান পরিস্থিতির সংশোধনের জন্য আমরা কী করতে পারি?

আমি একটি বিষয় সম্পর্কেই ভাবছি। তা খুব কঠিন হবে না। চার্চিল স্বয়ং পরিবর্তিত হবেন না। তাকে পরিবর্তিত করাও যাবে না। তাই যদি আমরা একধরনের ইংরেজের কথা ভাবি এবং কিছু লোককে অনুরূপ ভাবতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তাহলে আমাদের কিছুটা লাভ হতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন উদারপন্থী ইংরেজদের মতামত খুব কঠোরভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আমাদের এখানে আমেরিকান ও ইংরেজ বিরুদ্ধবাদীর মতামত আমেরিকানদেরই জানতে দেওয়া হয় না। সরকারিভাবে প্রচারিত ইংরেজদের মতামতই কেবল জানতে দেওয়া হয়। সরকারি সব প্রচারণার কথাই আমরা জানি। এই প্রচারণার সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ দূরীকরণে কোনো ভূমিকা নেই।

ইংরেজ ও আমেরিকান মানুষের মধ্যে যারা সাম্যের কথা জানি তারা একত্রে মিলে চিন্তা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ঐক্যের কথা কীভাবে প্রকাশ করতে পারে?

একই ধরনের বিশ্বে একে অন্যের পাশে মিলে দাঁড়ানোর সময় এসে গেছে। আমরা একে অন্যের দোষত্রুটি ও অহংকারের কাছে মাথা নত করতে পারি না। তবে ওদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কথা বলতে পারি, উন্নত কর্মপন্থা নির্দেশ করতে পারি। আমরা একত্রে ভালো পথের সিদ্ধান্তও নিতে পারি। আমরা শত্রুদের সামনে এবং সন্দেহজনক মিত্রদের সামনে আমাদের দুই জাতির মানুষের মধ্যে ঐক্যের কথা পূর্ণবার নিশ্চিত করতে পারি।

একান্তভাবে আপনার

পার্ল এস বাক।

সেই সময় ভারত সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের সঙ্গে সংলাপে রাজি করানো। চার্চিল ক্ষমতায় থাকলে তা করা কঠিন ছিল। ভারতের নেতাদের আইন অমান্য আন্দোলন থেকে বিরত রাখাও কঠিন ছিল। সম্ভবত পরের ব্যাপারটি নেহরুর মাধ্যমে করা যেত। আমার কাছে এটাই মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশ বা অন্য কোনো শক্তির অধীনতা থেকে ভারতের মুক্তি প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Passfield Corner
Lipahool, Hants
December 17th, 1942

মিসে সিডনে ওয়েবকে ও ওয়েব থেকে।

প্রিয় বার্ট্রান্ড

W J Brown-এর লেখা I meet America বইটি পড়ে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ তাতে লেখা ছিল আপনি কেবল যুদ্ধে জয়ী হওয়াই পছন্দ করেননি বরং যুদ্ধের পর এ বিশ্বের পুনর্গঠনেও আপনার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরাও আপনার আমেরিকাতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য আনন্দিত ছিলাম। আপনার সিদ্ধান্ত ছিল আপনার ছেলে ব্রিটেনের চেয়ে আমেরিকাতেই তার কর্মজীবন গড়ে তুলবে। আপনি লর্ডসভর সদস্য না হলে এবং আপনার ছেলেরা তার প্রপিতামহের মতো উঁচু দরের রাজনীতিবিদ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে আমি বলতাম তা একটি সুন্দর সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমরা আপনাদের উভয়কেই ফিরে পেতে চাই কারণ আপনি ব্রিটেনের গণতন্ত্রের সংসদীয় সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার এরকমও মনে হয় যে, যেসব শিক্ষক ব্রিটিশ অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত তারাও আমেরিকায় কিছুটা অসুবিধার মধ্যে আছেন। অবশ্য এসব বিষয়ে আমার ভুলও হতে পারে।

আমার বলতে ভালো লাগছে যে সিডান তার ১৯৩৮ সালের স্ট্রোক সত্ত্বেও ভালো আছে। তবে সে জনসমুখে হাজির হতে পারছে না। আমি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লিখে যাচ্ছি। তবে আমি এখন বৃদ্ধ, পায়ের ফোলা থেকে রাতের নিদ্রাহীনতার জন্য সর্বপ্রকার রোগেই কষ্ট পাচ্ছি।

ব্রিটেনে প্রচুর বিক্রি হওয়া আমাদের বইয়ের শেষ কপিটি আপনার জন্য পাঠাচ্ছি। এটা নিউ ইয়র্ক লংম্যান ফার্মও এটা প্রকাশ করবে। সম্ভবত আপনি একমত না-ও হতে পারেন। তবে আমার মনে হয় আপনি আনন্দ পাবেন। বার্নার্ড শ'র লেখা ভূমিকাটিও খুব মজার হয়েছে। আমাদের মতো বার্নার্ড শ'ও বুড়ো। শ' লিখে গেলেও শার্লোটি অসহায় হয়ে আছে। What's What to a Politician নামে শ' একখানা বই লিখেছেন। অনেক মাস ধরেই তিনি বইটি লিখছেন। কাজের অপ্রতুলতা না হলে তিনি লিখতে লিখতে বইটি আরও বড় করতেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আপনার থেকে যাওয়া সম্বন্ধে কিছুই বলছি না। কিন্তু আপনি ও আপনার দুটো চালাক সন্তান ব্রিটেন সফরে আসবেন। আপনি ও আপনার স্ত্রীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার আনন্দটা আমরা উপভোগ করতে পারব। তাকে আমার অভিবাদন জানাবেন। আমেরিকা তার কেমন লাগছে ভাবছি।

আপনার বান্ধবী
বিয়েট্রিস ওয়েব।

পুনশ্চ : আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে আপনি বোধ হয় চেনেন না। ব্রিটেনে যে নতুন আন্দোলন গড়ে উঠেছে সে তার প্রতিনিধিত্ব করছে। এতে খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসের সাথে...এর সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনি এতে আগ্রহ পাবেন। ভারত প্রশ্নে সে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছে।

Little Datchet Farm
31 Jan. 1943

প্রিয় বিট্রিস

আপনার ১৭ ডিসেম্বরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনার ও সিডনের খবর জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম। আপনি বিভিন্ন পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর এরূপ হওয়া প্রায় অনিবার্য বলে আমার মনে হয়। আমার বয়সও শীঘ্রই সে স্তরে পৌছাবে।

আমি আমেরিকায় স্থায়ী হয়ে যাব, এরূপ খবর W J Brown কোথা থেকে পেলেন আমি জানি না। এরূপ চিন্তা আমি কখনো করিনি। প্রথমে আট মাসের জন্য এখানে আসি। তারপর চাকরিটাই আমার দেশে ফের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তারপর যুদ্ধ শুরু হলে কনরাডের জন্য এখানে অবস্থান করা সমীচীন মনে করি। ওর বর্তমান বয়স পাঁচ। এখন সব কারণ শেষ হওয়ার পথে।

জন তার হার্ভার্ডের পড়াশোনা শেষ করেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে ইংল্যান্ডে ফিরবে। পারলে নৌবাহিনীতে না হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। আমার মেয়ে রেডক্লিক আছে। তার পঠিত বিষয়ে সে ভালো ফলাফল করছে। যুদ্ধ শেষ হলে ইয়োরোপের ত্রাণকার্যে যোগ দেবার চিন্তা করছে। বিভিন্ন ধরনের কাজে আমি মুহূর্তের জন্য এখানে আটকা পড়ে গেছি। আশা করি শীঘ্রই দেশে ফিরব। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত পিটার ও কনরাড এখানেই থাকবে।

ভারত ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় হতাশ হলাম। এখানকার মানুষ ভারত সম্বন্ধে তেমন কিছু জানে না। তবে তাদের মনোভাব কঠোর। ভারত সম্পর্কে তাদের ইংরেজবিরোধী মনোভাব দূর করার জন্য আমি লিখে যাচ্ছি ও বক্তৃতা করছি। কোনো কোনো মহলে এ মনোভাব তীব্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাশিয়ার ওপর লেখা আপনার বইয়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রাশিয়ার বর্তমান শাসনব্যবস্থা ভালো লাগুক বা না লাগুক যুদ্ধে রাশিয়ার সাফল্য প্রশংসার দাবি করে।

ইংল্যান্ড ফেরার পর আশা করি আপনার সাথে দেখা করব। আপনার অভিবাদন বার্তার জবাবে পিটার আপনাকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

আপনার স্নেহমুগ্ধ
বার্ট্রান্ড রাসেল।

1637 Combridge Steet
Cambridge Mass
Jan 3, 1944

AMARBOI.COM

প্রিয় বার্টি

ট্রিনিটি কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী পড়ে এইমাত্র জানতে পারলাম যে আপনাকে কলেজের ফেলো ও প্রভাষকের পদে পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কার্যবিবরণীতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সিদ্ধান্তটি ছিল সর্বসম্মত। আপনাকে উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ঠিক এটাই হবার কথা ছিল।

আপনার শুভার্থী
আলফ্রেড ও এভেলিন হোয়াইটহেড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~